মাসুদ রানা
জিপসি
দুইখন্ড একত্রে
কাজী আনোয়ার হোসেন
NAEEM
Pathfinder
সেবা
প্রকাশনী

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ১৯৭৯

প্রচ্ছদ: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana
GYPSY
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

আটান্ন টাকা

জিপসী-১ ৫-১০০
জিপসী-২ ১০১-২০০

মাসুদ রানার ভলিউম

১-২-৩ ধ্বংস পাহাড়+ভারতনাট্যম+স্বর্ণমৃগ ৬৪/-
৪-৫-৬ দুঃসাহসিক+মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা+দুর্গম দুর্গ ৬৭/-
৭-৩৭২ শত্রু ভয়ঙ্কর+অরক্ষিত জলসীমা ৫৯/-
৮-৯ সাগর সঙ্গম-১,২ (একত্রে) ৩১/-
১০-১১ রানা! সাবধান!!+বিস্মরণ ৫৯/-
১২-৫৫ রত্নদ্বীপ+কুউউ ৪৯/-
১৩-১৪ নীল আতঙ্ক-১,২ (একত্রে) ৩১/-
১৫-১৬ কায়রো+মৃত্যু প্রহর ৫৮/-
১৭-১৮ গুপ্তচক্র+মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র ৩৭/-
১৯-২০ রাত্রি অন্ধকার+জাল ৪৬/-
২১-২২ অটল সিংহাসন+মৃত্যুর ঠিকানা ৩৪/-
২৩-২৪ ক্ষ্যাপা নর্তক+শয়তানের দূত ৩২/-
২৫-২৬ এখনও ষড়যন্ত্র+প্রমাণ কই ৩৩/-
২৭-২৮ বিপদজনক-১,২ (একত্রে) ৩৯/-
২৯-৩০ রক্তের রঙ-১,২ (একত্রে) ৩১/-
৩১-৩২ অদৃশ্য শত্রু+পিশাচ দ্বীপ (একত্রে) ৩৮/-
৩৩-৩৪ বিদেশী গুপ্তচর-১,২ (একত্রে) ৩৬/-
৩৫-৩৬ ব্ল্যাক স্পাইডার-১,২ (একত্রে) ৩৬/-
৩৭-৩৮ গুপ্তহত্যা+তিনশত্রু ৩৮/-
৩৯-৪০ অকস্মাৎ সীমান্ত-১,২ (একত্রে) ৩৪/-
৪১-৪৬ সতর্ক শয়তান+পাগল বৈজ্ঞানিক ৪৬/-
৪২-৪৩ নীল ছবি-১,২ (একত্রে) ৩৯/-
৪৪-৪৫ প্রবেশ নিষেধ-১,২ (একত্রে) ৩২/-
৪৭-৪৮ এসপিওনাজ-১,২ (একত্রে) ২৯/-
৪৯-৫০ লাল পাহাড়+হৃৎকম্পন ৫২/-
৫১-৫২ প্রতিহিংসা-১,২ (একত্রে) ৩৯/-
৫৩-৫৪ হংকং সম্রাট-১,২ (একত্রে) ৪৮/-
৫৬-৫৭-৫৮ বিদায়, রানা-১,২,৩ (একত্রে) ৫৯/-
৫৯-৬০ প্রতিদ্বন্দ্বী-১,২ (একত্রে) ৩৩/-
৬১-৬২ আক্রমণ ১,২ (একত্রে) ৫০/-
৬৩-৬৪ গ্রাস-১,২ (একত্রে) ৩৭/-
৬৫-৬৬ স্বর্ণতরী-১,২ (একত্রে) ৩৮/-
৬৭-১৬১ পপি+বুমেরাং ৬০/-
৬৮-৬৯ জিপসী-১,২ (একত্রে) ৫৮/-
৭০-৭১ আমিই রানা-১,২ (একত্রে) ৬০/-
৭২-৭৩ সেই উ সেন-১,২ (একত্রে) ৬৮/-
৭৪-৭৫ হ্যালো, সোহানা ১.২ (একত্রে) ৫৭/-
৭৬-৭৭ হাইজ্যাক-১,২ (একত্রে) ৩৮/-
৭৮-৭৯-৮০ আই লাভ ইউ, ম্যান (তিনখণ্ড একত্রে) ৯৬/-
৮১-৮২ সাগর কন্যা-১,২ (একত্রে) ৪৩/-
৮৩-৮৪ পালাবে কোথায়-১,২ (একত্রে) ৬৬/-
৮৫-৮৬ টার্গেট নাইন-১,২ (একত্রে) ৩২/-
৮৭-৮৮ বিষ নিঃশ্বাস-১,২ (একত্রে) ৫৯/-

৮৯-৯০ প্রেতাত্মা-১,২ (একত্রে) ৪৩/-
৯১-৯২ বন্দী গগল+জিম্মি ৪২/-
৯৩-৯৪ তুষার যাত্রা-১,২ (একত্রে) ৪১/-
৯৫-৯৬ স্বর্ণ সংকট-১,২ (একত্রে) ৩২/-
৯৭-৯৮ সন্ন্যাসিনী+পাশের কামরা ৪১/-
৯৯-১০০ নিরাপদ কারাগার-১,২ (একত্রে) ৩২/-
১০১-১০২ স্বর্গরাজ্য-১,২ (একত্রে) ৩৮/-
১০৩-১০৪ উদ্ধার-১,২ (একত্রে) ৩৭/-
১০৫-১০৬ হামলা-১,২ (একত্রে) ৩১/-
১০৭-১০৮ প্রতিশোধ-১,২ (একত্রে) ৩৩/-
১০৯-১১০ মেজর রাহাত-১,২ (একত্রে) ৪০/-
১১১-১১২ লেনিনগ্রাদ-১,২ (একত্রে) ৩৫/-
১১৩-১১৪ অ্যামবুশ-১,২ (একত্রে) ৩২/-
১১৫-১১৬ আরেক বারমুডা-১,২ (একত্রে) ৩৮/-
১১৭-১১৮ বেনামী বন্দর-১,২ (একত্রে) ৫৪/-
১১৯-১২০ নকল রানা-১,২ (একত্রে) ৪৩/-
১২১-১২২ রিপোর্টার-১,২ (একত্রে) ৪৫/-
১২৩-১২৪ মরুযাত্রা-১,২ (একত্রে) ৩৮/-
১২৫-১৩১ বন্ধু+চ্যালেঞ্জ ৪৮/-
১২৬-১২৭-১২৮ সংকেত-১,২,৩ (একত্রে) ৮৮/-
১২৯-১৩০ স্পর্ধা-১,২ (একত্রে) ৩৫/-
১৩২-১৫৩ শত্রুপক্ষ+ছদ্মবেশী ৪৮/-
১৩৩-১৩৪ চারিদিকে শত্রু-১,২ (একত্রে) ৩৪/-
১৩৫-১৩৬ অগ্নিপুরুষ-১,২ (একত্রে) ৬৪/-
১৩৭-১৩৮ অন্ধকারে চিতা-১,২ (একত্রে) ৪৬/-
১৩৯-১৪০ মরণকামড়-১,২ (একত্রে) ৩৩/-
১৪১-১৪২ মরণখেলা-১,২ (একত্রে) ৪০/-
১৪৩-১৪৪ অপহরণ-১,২ (একত্রে) ৪১/-
১৪৫-১৪৬ আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১,২ (একত্রে) ৩৩/-
১৪৭-১৪৮ বিপর্যয়-১,২ (একত্রে) ৪১/-
১৪৯-১৫০ শান্তিদূত-১,২ (একত্রে) ৪৩/-
১৫১-১৫২ শ্বেত সন্ত্রাস-১,২ (একত্রে) ৭৫/-
১৫৬-১৫৭ মৃত্যু আলিঙ্গন-১,২ (একত্রে) ৫২/-
১৫৮-১৬২ সময়সীমা মধ্যরাত+মাফিয়া ৫৯/-
১৫৯-১৬০ আবার উ সেন-১,২ (একত্রে) ৪৭/-
১৬২-১৬৫ কে কেন কিভাবে+কুচক্র ৪৭/-
১৬৩-১৬৪ মুক্ত বিহঙ্গ-১,২ (একত্রে) ৯০/-
১৬৬-১৬৭ চাই সাম্রাজ্য-১,২ (একত্রে) ৮৫/-
১৬৮-১৬৯ অনুপ্রবেশ-১,২ (একত্রে) ৪২/-
১৭০-১৭১ যাত্রা অশুভ-১,২ (একত্রে) ৪৩/-
১৭২-১৭৩ জুয়াড়ী ১,২ (একত্রে) ৩৪/-
১৭৪-১৭৫ কালো টাকা ১,২ (একত্রে) ৪৩/-
১৭৬-১৭৭ কোকেন সম্রাট ১,২ (একত্রে) ৪২/-

১৮০-১৮১ সত্যবাবা-১,২ (একত্রে) ৬১/-
১৮২-১৮৩ যাত্রীরা হুশিয়ার+অপারেশন চিতা ৪৩/-
১৮৪-১৮৫ আক্রমণ ৮৯-১,২ (একত্রে) ৪১/-
১৮৬-১৮৭ অশান্ত সাগর-১,২ (একত্রে) ৪২/-
১৮৮-১৮৯-১৯০ শ্বাপদ সংকুল-১,২,৩ (একত্রে) ৬৫/-
১৯১-১৯২ দংশন-১,২ (একত্রে) ৪২/-
১৯৩-১৯৪ প্রলয়সঙ্কেত-১,২ (একত্রে) ৬৫/-
১৯৫-১৯৬ ব্ল্যাক ম্যাজিক-১,২ (একত্রে) ৪৫/-
১৯৭-১৯৮ তিক্ত অবকাশ-১,২ (একত্রে) ৩৭/-
১৯৯-২০০ ডাবল এজেন্ট-১,২ (একত্রে) ৩৭/-
২০১-২০২ আমি সোহানা-১,২ (একত্রে) ৫৮/-
২০৩-২০৪ অগ্নিশপথ-১,২ (একত্রে) ৩৫/-
২০৫-২০৬-২০৭ জাপানী ফ্যানাটিক-১,২,৩ (একত্রে) ৭৫/-
২০৮-২০৯ সাক্ষাৎ শয়তান-১,২ (একত্রে) ৩৮/-
২১০-২১১ গুপ্তঘাতক-১,২ (একত্রে) ৩৯/-
২১২-২১৩-২১৪ নরপিশাচ-১,২,৩ (একত্রে) ৬৭/-
২১৭-২১৮ অন্ধশিকারী১,২ (একত্রে) ৩৭/-
২১৯-২২০ দুই নম্বর-১,২ (একত্রে) ৩৬/-
২২১-২২২ কৃষ্ণপক্ষ-১,২ (একত্রে) ৩৭/-
২২৩-২২৪ কালোছায়া-১,২ (একত্রে) ৩৯/-
২২৫-২২৬ নকল বিজ্ঞানী-১,২ (একত্রে) ৩৪/-
২২৭-২২৮ বড় ক্ষুধা-১,২ (একত্রে) ৩৮/-
২২৯-২৩০ স্বর্ণদ্বীপ-১,২ (একত্রে) ৪০/-
২৩১-২৩২-২৩৩ রক্তপিপাসা-১,২,৩ (একত্রে) ৬০/-
২৩৪-২৩৫ অপচ্ছায়া-১,২ (একত্রে) ৩৬/-
২৩৬-২৩৭ ব্যর্থ মিশন-১,২ (একত্রে) ৩১/-
২৩৮-২৩৯ নীল দংশন-১,২ (একত্রে) ৩২/-
২৪০-২৪১ সাউদিয়া ১০৩-১,২ (একত্রে) ৩৬/-
২৪২-২৪৩-২৪৪ কালপুরুষ-১,২,৩ (একত্রে) ৫৫/-
২৪৫-২৪৬ নীল বজ্র ১,২ (একত্রে) ৩২/-
২৪৯-২৫০-২৫১ কালকূট-১,২,৩ (একত্রে) ৫০/-
২৫৪-২৫৫ সবাই চলে গেছে ১,২ (একত্রে) ৩৮/-
২৫৬-২৫৭ অনন্ত যাত্রা ১,২ (একত্রে) ৩৯/-
২৬৩-২৬৪ হীরক সম্রাট ১,২ (একত্রে) ৪২/-
২৫৮-২৬৫ রক্তচোষা+সাত রাজার ধন ৪৩/-
২৫৯-২৬০-২৬১ কালো ফাইল ১,২,৩ (একত্রে) ৬৩/-
২৬৬-২৬৭-২৬৮ শেষ চাল ১,২,৩ (একত্রে) ৫৬/-
২৬৯-২৮৫ বিগব্যাঙ+মাদকচক্র ৪৩/-
২৭০-২৭১ অপারেশন বসনিয়া+টার্গেট বাংলাদেশ ৩৮/-
২৭২-২৭৩ মহাপ্রলয়+যুদ্ধবাজ ৩৯/-
২৭৪-২৭৫ প্রিন্সেস হিয়া ১,২ (একত্রে) ৫২/-
২৭৬-২৯১ মৃত্যু ফাঁদ+সীমালঙ্ঘন ৪৫/-
২৭৯-২৮২ মায়ান ট্রেজার+জন্মভূমি ৫১/-
২৮০-২৮৯ ঝড়ের পূর্বাভাস+কালসাপ ৩৮/-
২৮১-২৭৭ আক্রান্ত দূতাবাস+শয়তানের ঘাঁটি ৪৬/-
২৮৩-২৮৮ দুর্গম গিরি+তুরুপের তাস ৪৭/-
২৮৪-৩১২ মরণযাত্রা+সিক্রেট এজেন্ট ৪২/-
২৮৬-২৮৭ শকুনের ছায়া ১,২ (একত্রে) ৪১/-
২৯০-২৯৩ গুডবাই, রানা+কান্তার মরু ৪৬/-
২৯২-২৯৮ রুদ্রঝড়+অগ্নিবাণ ৩৭/-
২৯৪-৩০৪ কর্কটের বিষ+সার্বিয়া চক্রান্ত ৪২/-
২৯৫-২৯৭ বোস্টন জ্বলছে+নরকের ঠিকানা ৩৩/-
২৯৬-৩০৬ শয়তানের দোসর+কিলার কোবরা ৪২/-
২৯৯-২৭৮ কুহেলি রাত+ধ্বংসের নকশা ৪৩/-
৩০০-৩০২ বিষাক্ত থাবা+মৃত্যুর হাতছানি ৪০/-
৩০১-৩৪৪ জনশত্রু+ক্রাইম বস ৪১/-
৩০৫-৩০৭ দুরভিসন্ধি+মৃত্যুপথের যাত্রী ৪৭/-
৩০৮-৩৪২ পালাও, রানা+অন্ধপ্রেম ৫৪/-
৩০৯-৩১০ দেশপ্রেম+রক্তলালসা ৪১/-
৩১১-৩১৪ বাঘের খাঁচা+মুক্তিপণ ৪৭/-
৩১৫-৩১৬ চীনে সঙ্কট+গোপন শত্রু ৪৯/-
৩১৭-৩১৯ মোসাদ চক্রান্ত+বিপদসীমা ৪০/-
৩১৮-৩৪৭ চরসদ্বীপ+ইশকাপনের টেক্কা ৫০/-
৩২০-৩২১ মৃত্যুবীজ+জাতগোক্ষুর ৪৩/-
৩২২-৩৩৬ আবার ষড়যন্ত্র+অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা ৫৪/-
৩২৩-৩৫২ অন্ধ আক্রোশ+মরুকন্যা ৬২/-
৩২৪-৩২৮ অশুভ প্রহর+অপারেশন ইজরাইল ৫৮/-
৩২৫-৩৫১ কনকতরী+দুর্গে অন্তরীণ ৪৪/-
৩২৬-৩২৭ স্বর্ণখনি ১,২ (একত্রে) ৫৮/-
৩২৯-৩৩০ শয়তানের উপাসক+হারানো মিগ ৪৬/-
৩৩১-৩৪১ ব্লাইন্ড মিশন+আরেক গডফাদার ৪২/-
৩৩২-৩৩৩ টপ সিক্রেট ১,২ (একত্রে) ৩৯/-
৩৩৪-৩৩৫ মহাবিপদ সঙ্কেত+সবুজ সঙ্কেত ৫০/-
৩৩৭-৩৩৮ গহীন অরণ্য+প্রজেক্ট X-15 ৫৯/-
৩৩৯-৩৫৩ অন্ধকারের বন্ধু+রেড ড্রাগন ৫৪/-
৩৪০-৩৪৩ আবার সোহানা+মিশন তেল আবিব ৪৮/-
৩৪৫-৩৪৬ সুমেরুর ডাক-১,২ (একত্রে) ৫৫/-
৩৪৮-৩৪৯ কালো নকশা+কালনাগিনী ৫০/-
৩৫০-৩৫৬ বেঈমান+মাফিয়া ডন ৪৮/-
৩৫৪-৩৫৯ বিষচক্র+মৃত্যুবাণ ৫০/-
৩৫৫-৩৩১ শয়তানের দ্বীপ+বেদুঈন কন্যা ৫৫/-
৩৫৭-৩৫৮ হারানো আটলান্টিস-১,২ (একত্রে) ৬২/-
৩৬০-৩৬৭ কমাণ্ডো মিশন+সহযোদ্ধা ৬৬/-
৩৬১-৩৬২ শেষ হাসি-১,২ (একত্রে) ৭৪/-
৩৬৩-৩৬৪ স্মাগলার+বন্দি রানা ৫৯/-
৩৬৫-৩৬৬ নাটের গুরু+আসছে সাইক্লোন ৫৪/-
৩৬৮-৩৬৯ গুপ্ত সংকেত-১,২ (একত্রে) ৬৮/-
৩৭০-৩৭৬ ক্রিমিনাল+অমানুষ ৭৯/-
৩৭৩-৩৭৪ দুরন্ত ঈগল-১,২ (একত্রে) ৫৪/-
৩৭৫-৩৭৭ সর্পলতা+অখণ্ড অবসর ৭৮/-
৩৭৮-৩৭৯ স্নাইপার ১,২ (একত্রে) ৫৭/-
৩৮০-৩৮১ ক্যাসিনো আন্দামান+জলরাক্ষস ৮৯/-
৩৮৪-৩৮৮ স্বপ্নের ভালবাসা+নিখোঁজ ৮৯/-
৩৮৫-৩৮৬ হ্যাকার ১,২ (একত্রে) ৬৭/-
৩৮৭-৩৮৯ খুনে মাফিয়া+বুশ পাইলট ৬৭/-
৩৯২-৩৯৯ ব্ল্যাকমেইলার+বিপদে সোহানা ৬৪/-
৩৯৩-৩৯৪ অন্তর্ধান ১,২ (একত্রে) ৭০/-
৩৯৭-৩৯৮ গুপ্ত আততায়ী ১,২ (একত্রে ৮৪/-
৪০০-৪০১ ছাই ঐশ্বর্য ১,২ (একত্রে) ৯৪/-
৪০৪-৪০৫ কিল-মাস্টার+মৃত্যুর টিকেট ৭৪/-

জিপসী-১

প্রথম প্রকাশ: মে, ১৯৭৯

এক

প্রোভেন্স। দক্ষিণ ফ্রান্স।

সোনালী রোদ গায়ে মেখে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে আলপিলেজ পর্বতমালা। লালচে একটা ফিতের মত এঁকে বেঁকে চলে গেছে রাস্তাটা বহুদূরে, দিগন্তরেখার বাইরে। ডান পাশে মুক্ত তেপান্তর। ঘাস যেন সবুজ গালিচা, যতদূর দেখা যায় মুড়ে রেখেছে প্রান্তরটাকে। শেষ বিকেলের আকাশে ফিকে গোলাপী মেঘের ভেলা, তার নিচে দিয়ে নীলচে ডানার পাখি আর সাদা পালকের হাঁস ঝাঁক বেঁধে, কোথায় কে জানে, উড়ে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। মন উদাস করা মুক্ত প্রান্তরের দামাল বাতাসের পিঠে চড়ে ভেসে আসছে রাখাল বালকের চিকন গলার গান।

চুপিচুপি সন্ধ্যা নামছে। বেশ অনেকক্ষণ হয় আড়ালে চলে গেছে সূর্য; এখন মেঘের গা থেকে মুছে নিচ্ছে গোলাপী রঙের পোঁচ। ঘরে ফিরে গেছে রাখাল ছেলেটা। প্রান্তরের সবুজ ঘাস কালো হয়ে গেছে। চারদিকে এখন অটুট নিস্তব্ধতা। পাহাড়ে মাথা কুটে চঞ্চল বাতাস শুধু তাড়াহুড়ো করে জরুরী কি যেন বলতে চাইছে। থমথম করছে পরিবেশটা। খারাপ কিছু একটা ঘটবে, আগেভাগে বুঝতে পেরে প্রকৃতি যেন মর্মাহত, বিহ্বল।

সন্ধ্যার পরপরই ঘাস মোড়া প্রান্তরের ধারে রাস্তার উপর পৌঁছুল ওদের বিশাল ক্যারাভান।

ওরা জিপসী। যাযাবর।

দল বেঁধে দূর-দূরান্ত থেকে এসেছে ওরা। ট্রানসিলভানিয়া, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়ার হাই টাটরা থেকে, আরও দূর—ব্ল্যাক সী-র উত্তাল ঢেউ যেখানে দিনরাত আছাড় খাচ্ছে, রুমানিয়ার সেই সব সৈকত থেকেও এসেছে ওরা।

রোদ-পোড়া, শ্বাসরুদ্ধকর দীর্ঘ এক যাত্রা, এর যেন শেষ নেই। মধ্য ইউরোপের উর্বর সমতলভূমি পেরিয়ে, বিশাল পাহাড়ের সারি টপকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ধরে শুধু চলা, চলা আর চলা। বিরাম নেই। ওরা যাযাবর, ওদের এই পথ চলাতেই আনন্দ।

আপাতত যাত্রাবিরতি, তারপর আবার পথ চলা। রাত বাড়ছে। কিন্তু ঘুম নেই জিপসীদের চোখে। নাচ আর গানের প্রতি ওদের আকর্ষণ দুর্বার। যেখানেই যাত্রাবিরতি সেখানেই আনন্দ-উৎসব। প্রস্তুতি চলেছে তারই।

পুরুষ-নারী, শিশু-কিশোর সবাই তাদের ঐতিহ্যবাহী রঙ-বেরঙের ঝলমলে পোশাক পরেছে। পাথুরে কয়লার দুটো বিশাল আগুনকে ঘিরে বাঁকা চাঁদের মত

একটা অর্ধবৃত্ত তৈরি করে দাঁড়িয়ে বা বসে আছে তারা। নিঃশব্দে গভীরভাবে তন্ময় হয়ে শুনছে সবাই হাঙ্গেরিয়ান স্তেপের মন উদাস করা করুণ এবং কোমল একটানা যন্ত্রসঙ্গীত।

গত একশো বছরে বিরাট পরিবর্তন এসেছে জিপসীদের জীবনে। এই ভবঘুরে সম্প্রদায় আজ যে-ধরনের আরাম আয়েশ আর বিলাসিতার সাথে ভ্রমণ করে ওদের পূর্বপুরুষদের কাছে তা ছিল কল্পনারও অতীত। তারাও ইউরোপ চষে বেড়াত, কিন্তু বাহন ছিল শক্ত কাঠের তৈরি চারদিক ঢাকা ঘোড়ায় টানা ওয়াগন ক্যারাভান। তার জায়গায় আজ এসেছে যান্ত্রিক ক্যারাভান, গাড়ির পিছনে যোগ হয়েছে ট্রেলর, ছোটখাট স্বয়ংসম্পূর্ণ গাড়ি এক একটা। সেখানে আধুনিক বিলাস সামগ্রীর, আরামদায়ক আয়োজনের কোন অভাব নেই।

উদ্দেশ্যহীন নয়—জিপসীদের এ এক অবশ্য পালনীয় তীর্থ যাত্রা। আর মাত্র তিনটে দিন, তারপরই ওদের অধীর আগ্রহের অবসান ঘটবে। এই দীর্ঘ পথ পেরিয়ে আসা সার্থক হবে। সম্ভবত সেজন্যেই ওদের কারও চেহারায় ছায়া ফেলতে পারেনি ক্লান্তি। সবাই হাসিখুশি, হয়তো বা বুকের ভেতর ক্ষীণ একটু ব্যথা অনুভব করছে বহুদূরে ফেলে আসা আস্তানার তেতো-মিঠে স্মৃতি রোমন্থন করে।

শুধু একজন ব্যতিক্রম। অন্ধকারের কিনারায় অর্ধেক দেখা যাচ্ছে ছায়ামূর্তিটাকে। সবার কাছ থেকে দূরে, নিজের ক্যারাভানের একটা ধাপে বসে আছে সে। যন্ত্রসঙ্গীত বা স্বজাতিদের হাসি-খুশি তাকে এতটুকু স্পর্শ করছে না। জিপসীদের নেতা সে। জার্দা।

দানিয়ুবের মোহনায় একটা দ্বীপ, সেই দ্বীপে একটা গ্রাম, এমন খটমটে নাম সেই গ্রামের যে উচ্চারণ করতে দাঁত ভাঙে, সেখান থেকে এসেছে জার্দা। মধ্যবয়স্ক, মেদহীন, একহারা, লম্বা, পেশীবহুল পাকানো দড়ির মত শক্ত-সমর্থ শরীর। অদ্ভুত একটা শান্ত, থমথমে ভাব আছে তার চেহারায়, যেন আর ক'সেকেন্ড পরই বিস্ফোরণ ঘটবে ওর মগজে। কালো পোশাক পরে আছে সে। তার চোখ, চুল, ভুরু, গোঁফ সব কালো। মুখটা বাজপাখির মত ধারাল। একটা হাত হাঁটুর উপর পড়ে আছে অসাড়ভাবে, দু'আঙুলের ফাঁকে লম্বা মোটা কালো একটা চুরুট, নীলচে ধোঁয়া পাক খেতে খেতে তার চোখের দিকে উঠছে, কিন্তু খেয়াল বা গ্রাহ্য করছে না জার্দা।

চোখের মণি দুটো সারাক্ষণ চঞ্চল। মাঝে মধ্যে স্বজাতি জিপসীদের দিকে দৃষ্টি হানছে সে, মাত্র দু'এক সেকেন্ডের জন্যে, অলসভঙ্গিতে। কখনও তাকাচ্ছে আলপিলেজ পর্বতশ্রেণীর দিকে। ধূলি কণার মত অসংখ্য তারা জ্বলা আকাশ, তার নিচে চাঁদের ফর্সা আলোয় ঘুমাচ্ছে চুনাপাথরের নীরস প্রাণহীন পাহাড়গুলো। ওগুলোর গম্ভীর, বিশাল চেহারার মধ্যে প্রবেশ নিষেধের একটা অদৃশ্য নোটিশ যেন লটকে রাখা হয়েছে। ঘুরে ফিরে বারবার তাকাচ্ছে জার্দা তার বাঁ এবং ডানদিকে দাঁড়িয়ে থাকা ক্যারাভানের লাইন বরাবর।

এক সময় স্থির হলো চোখের মণি দুটো। কিন্তু চেহারায় নতুন কোন ভাবের পরিবর্তন হলো না। এতটুকু তাড়া নেই, ধীর ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল সে। ধাপগুলো

টপকে নামছে। নিচে নেমে পায়ের দিকে তাকাল, চুরুটটা ফেলে জুতো দিয়ে মাড়িয়ে আগুন নেভাল। মুখ তুলে সামনে তাকাল আবার। তিন সেকেন্ড নড়ল না। তারপর নিঃশব্দ পায়ে ক্যারাভানের শেষ সারির দিকে এগোল। তার হাঁটার মধ্যে অকুতোভয় হারকিউলিসের ভঙ্গি ফুটে উঠছে।

ছায়ায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে একটা লোক। বেরিয়ে এসে চাঁদের আলোয় দাঁড়াতেই তার কামানো চকচকে মাথা দেখতে পেল জার্দা। প্রায় একই রকম দেখতে, তবে লম্বায় জার্দার চেয়ে খাটো, কাঠামোর দিকেও কিছু কম। জার্দার ছেলে। গাটো।

পাঁচ হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে জার্দা। প্রশ্নবোধক ভঙ্গিতে একটা ভুরু সামান্য তুলল শুধু। উপর নিচে একবার মাথা নাড়ল গাটো। গম্ভীর। দৃঢ় পায়ে বাপকে সাথে নিয়ে ধুলো ভর্তি রাস্তায় চলে এল সে, আঙুল তুলে কিছু একটা দেখাল, তারপর ছুরি দিয়ে মাংস কিমা করার ভঙ্গি করল নিচের দিকে হাত নেড়ে।

ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে পাহাড়ের গায়ে গোদের মত ফুলে আছে সুবিশাল একটা সাদা চুনাপাথরের ঢেলা। উপর থেকে প্রায় খাড়া হয়ে নেমে এসেছে মাটিতে। পাদদেশে সারি সারি অসংখ্য চারকোনা প্রবেশ পথ। মানুষ তার হাত দিয়ে পাথর কেটে তৈরি করেছে—অমন নিখুঁত জ্যামিতিক কোণ রচনা করার নৈপুণ্য প্রকৃতির সাধ্যের বাইরে। একটা প্রবেশ পথ রীতিমত প্রকাণ্ড। কমপক্ষে চল্লিশ ফিট উঁচু, তেমনি চওড়া।

মাত্র একবার মাথা ঝাঁকাল জার্দা। ঘাড় ফিরিয়ে রাস্তার ডান দিকে তাকাল। অস্পষ্ট একটা ছায়ামূর্তি অন্ধকার গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসে একটা হাত তুলল মাথার উপর। কানে বসা মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে ঝাপটা মেরে স্যালুটের উত্তর দিল জার্দা। চুনাপাথরের ফাঁদগুলোর দিকে আঙুল তুলল সে। নির্দেশ বুঝল লোকটা। দ্রুত এগোল সে। একটা প্রবেশ পথ দিয়ে ভিতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঘাড় ফিরিয়ে এবার বাঁ দিকে তাকাল জার্দা। সাথে সাথে ঝট্ করে আরেক লোক বেরিয়ে এল অন্ধকার থেকে। তার স্যালুটের উত্তর দিল জার্দা আগের ভঙ্গিতেই। গাটোর হাত থেকে একটা টর্চ নিল। তারপর নিঃশব্দ পায়ে দ্রুত এগোল পাহাড়ের গায়ে প্রকাণ্ড প্রবেশ পথটার দিকে। বাপের ঠিক পিছনেই রয়েছে গাটো।

বাপ বেটা দু'জনের হাতেই লম্বা পাতের, মাথার কাছে সামান্য একটু বাঁকানো দুটো ছোরা, চাঁদের আলো লেগে ঝিলিক মারছে।

পাহাড়ের ভিতর ঢুকছে ওরা। এখনও মৃদু কিন্তু স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে ওরা বেহালাবাদক বাজনার মেজাজ এবং লয় বদলে জিপসী নাচের উপযোগী কবিতার ললিত সুর ধরছে।

প্রবেশ পথের পরই ভিতরটা অত্যন্ত চওড়া এবং উঁচু হয়ে গেছে, প্রাচীন কালের বিশাল গির্জার মত। জার্দা, তারপর গাটো বোতামে চাপ দিয়ে টর্চ জ্বালল। টর্চের শক্তিশালী আলোয় মানুষের তৈরি গুহাটা যতদূর দেখা যাচ্ছে, লম্বায় সেটা তার চেয়ে আরও অনেক বড়, শেষ অংশ অন্ধকারে ঢাকা। অনেক উঁচুতে উঠে গেছে

পাশের দেয়ালগুলো, হাজার হাজার খাড়া ও সমান ভাবে কাটা খাঁজ সেগুলোর গায়ে। প্রোভেন্সের প্রাচীন অধিবাসীরা বাড়ি ঘর তৈরি করার জন্যে এখান থেকে চুনাপাথরের চাঙ ভেঙে নিয়ে যাবার ফলেই এই খাঁজগুলোর সৃষ্টি হয়েছে।

গুহাটার মেঝে চারকোনা গর্তে ভর্তি—কোনটায় সাতটন ওজনের ট্রাক, কোনটায় মাঝারি আকারের গাড়ি নামিয়ে দেয়া যাবে। এ কোণে সে কোণে স্তূপীকৃত হয়ে আছে গোলাকার লাইমস্টোন, তবে মেঝের বাকি অংশ ঝকঝক তকতক করছে, যেন এই মাত্র একদল লোক ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে রেখে গেল।

গুহার আরও দু'জায়গায়, বাঁ এবং ডান দিকে, দেয়ালের গায়ে দুটো বিশাল হাঁ করা মুখ, ভিতরে শীতল অন্ধকার। পরিবেশের মধ্যে কেমন যেন একটা ষড়যন্ত্রের ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু জার্দা অবিচল। স্থির দাঁড়িয়ে আছে সে। কান দুটো খাড়া।

তারপর সে এগোল। ডান পাশের প্রবেশ পথের দিকে, অন্ধকার যেখানে মুখ ব্যাদান করে আছে।

আরও অনেক গভীরে আরও বড় একটা গুহা। ছাদের ফাটল গলে ঢুকে পড়েছে লম্বা এক টুকরো চাঁদের আলো। চুনাপাথরের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা ছেলে। অল্প বয়স, ভাল করে গোঁফ গজায়নি এখনও। পরনে কালো ট্রাউজার, সাদা শার্ট। গলায় জড়ানো সরু সিলভারের চেনের সাথে ঝুলছে একটা ক্রুশ। দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে সেটা উঠছে আর নামছে। সাদা দাঁত দেখা যাচ্ছে তার। কিন্তু হাসছে না।

নিচের ঠোঁটটা ঝুলে পড়ে আতঙ্কের একটা লক্ষণ ফুটিয়ে তুলেছে ছেলেটার মুখে। নাকের ফুটো দুটো যথাসম্ভব বড় হয়ে আছে। কালো চোখ দুটো বিস্ফারিত, নিষ্কম্প দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। স্বাভাবিক চেহারা ঢেকে রেখেছে পিচ্ছিল ঘামের একটা মুখোশ।

দুটো টর্চের আলো দেখামাত্র ছ্যাঁৎ করে উঠল ছেলেটার বুক। নিজের অজান্তে দম বন্ধ করে ফেলেছে। গুহার মেঝেতে এদিক ওদিক নাচছে আলো দুটো। বাঁ দিকের প্রবেশ পথ দিয়ে ঢুকেছে ওগুলো। মুহূর্তের জন্যে পাথর হয়ে গেল জিপসী ছেলেটা। বাঁচার কোন আশা নেই, বুদ্ধি দিয়ে এটা নিঃসন্দেহে বুঝে থাকলেও, বাঁচার সহজাত প্রবৃত্তি এখনও ত্যাগ করে যায়নি তাকে। ভোঁতা, দুর্বোধ্য, ফোঁপানো একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল তার গলার ভিতর থেকে। দেয়াল থেকে পিঠ সরিয়ে নিতেই একটু টলে উঠল শরীরটা। এক সেকেন্ডের মধ্যে সামলে নিল নিজেকে। তারপর ছুটল ডান দিকের প্রবেশ পথটা লক্ষ্য করে।

জুতোয় ক্যানভাসের সোল, কোন শব্দ হচ্ছে না। বাঁক নিয়ে হঠাৎ থামল সে, হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে দিয়ে অন্ধের মত হাতড়াচ্ছে। এদিকে আরও গভীর অন্ধকার। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

ধীরে ধীরে চোখে সয়ে এল অন্ধকার, ব্যস্ত কিন্তু মন্থর গতিতে পরবর্তী গুহায় ঢুকল সে। চারদিকের দেয়ালগুলো দেখতে পাচ্ছে না। মুখ খুলে হাঁপাচ্ছে,

নিঃশ্বাসের শব্দ দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে তার কানে।

তাড়া খাওয়া ছেলেটা গুহা থেকে বেরিয়ে যেতেই জার্দা ঢুকল সেখানে। কোন ব্যস্ততার চিহ্ন নেই হাঁটার মধ্যে। দৃঢ় পায়ে দেয়াল ঘেঁষে হাঁটছে। গাটোর ভাবভঙ্গির মধ্যেও কোন তাড়া নেই। বাপের দিকে পিছন ফিরে আরেক দিকে হাঁটছে সে, দেয়াল ঘেঁষে।

বাপ-বেটা মুখোমুখি হলো। গুহাটা নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করতে দেড় মিনিটের বেশি লাগেনি ওদের। বুঝতে পারল, তৃতীয় কেউ নেই এখানে।

এক দিকে মাথা কাত্ করল জার্দা, যেন সন্তোষ প্রকাশ করল। তারপর অদ্ভুত একটা, তীক্ষ্ণ কিন্তু নিচু শব্দের, জোড়া-সুরের শিস বেজে উঠল তার ঠোঁট থেকে।

গোলক ধাঁধায় যদি হারিয়ে যাওয়া যায়, ওদের হাত থেকে হয়তো বাঁচার একটা আশা আছে। ভাবছে ছেলেটা। নিজেকে সাহস দেবার চেষ্টা করছে। এত ভয় পেলে বাঁচব কিভাবে? যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। ধরতে যদি না পারে…। এই সময় তীক্ষ্ণ শিসটা অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দিল তার। চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল, শেষ মুহূর্তে কোনমতে সামলে নিল। আতঙ্কে বিস্ফারিত দুই চোখের দৃষ্টি দিয়ে অন্ধকার ভেদ করতে চাইছে। গোলক ধাঁধার অন্য আরেক দিক থেকে প্রায় একই সময়ে আরেকটা শিস শুনল সে। ঝট্ করে ঘাড় ফেরাল নতুন এই বিপদটার দিকে। তারপর তীব্র একটা ঝাঁকুনি খেল শরীরটা, অপ্রত্যাশিত তৃতীয় শিসটা কানে ঢুকতেই।

অন্ধকারে কিছুই দেখবার উপায় নেই। শুধু বহুদূরে বেহালার ছড় টানার অস্পষ্ট শব্দ ছাড়া কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। নিরাপদ, নিশ্চিন্ত একটা জগতের কথা ক্ষীণ ভাবে মনে পড়িয়ে দিচ্ছে সঙ্গীতের সুর। চারদিকের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে অশুভ নিস্তব্ধতা, নিরাপদ জগতের ক্ষীণ আভাস পরিবেশটাকে যেন আরও ভয়ঙ্কর, আরও শ্বাসরুদ্ধকর করে তুলছে।

বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে জিপসী ছেলেটা। ভয় লাগছে গা ঘেঁষে থাকা অন্ধকারকে। আঁতকে উঠছে নিজের নিঃশ্বাসের শব্দে। নড়ার শক্তি নেই। এখন যদি ওরা আসে, ভাবছে সে, দু'চোখ দিয়ে পানি গড়াচ্ছে তার, পালাতে পারব না। হঠাৎ কাঁপুনি শুরু হলো তার শরীরে, থামাতে পারছে না। মনে পড়ে গেল গত বছর ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে এইরকম কাঁপুনির শিকার হয়েছিল সে। বোন আর মায়ের মুখ ভেসে উঠল চোখের সামনে। লেপ-কম্বল গায়ে চাপিয়ে দিয়ে তারা ওকে জড়িয়ে ধরে রেখেছিল…

এবার আরও, আরও অনেক কাছে জোড়া স্বরের সেই শিস বেজে উঠল পর পর তিনবার, তিন দিক থেকে। তারপরই, যদিও বেশ দূরে, টর্চের সেই আলো দুটো দেখা গেল। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ঘুরেই বোকার মত ছুটল সে। যে-কোন মুহূর্তে পাথরের দেয়ালের সাথে ধাক্কা খেতে পারে, সে ভয় করছে না। বাঁচার তাগিদে সহজাত প্রবৃত্তি তাকে দৌড় খাটাচ্ছে, থামতে পারছে না।

দশ পাও এগোয়নি, সামনে জ্বলে উঠল একটা টর্চ। তার কাছ থেকে দশ গজ দূরে পড়ল আলোটা। সাথে সাথে থামল সে, তাল হারিয়ে পড়ে যেতে গিয়েও

পড়ল না। আলো থেকে চোখ বাঁচাবার জন্যে একটা হাত ওপরে তুলেছিল সেটা নামিয়ে নিয়ে ভাল করে দেখার চেষ্টা করছে বিপদটাকে। কিছুই পরিষ্কার নয়। টর্চের পিছনে অস্পষ্ট একটা গভীর ছায়া দেখতে পাচ্ছে শুধু। আস্তে আস্তে, লোকটার আরেকটা হাত টর্চের সামনে চলে আসছে। উজ্জ্বল, চোখ ধাঁধানো আলোয় মাথা বাঁকা ছোরাটা ঝিক করে উঠল। টর্চ এবং ছোরা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে এবার।

বিদ্যুৎবেগে আধ পাক ঘুরল ছেলেটা। দু'পা এগোল। আঁতকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল সাথে সাথে। আরও দুটো টর্চ জ্বলে উঠছে। দুটো মাথা বাঁকা ছোরা ধরা হাত টর্চের সামনে।

ব্যস্ততা নেই ওদের। টর্চ আর ছোরা দু'হাতে ধরে তিনদিক থেকে এগিয়ে আসছে তিনজন, ধীরে সুস্থে। একসাথে পা তুলছে, একসাথে ফেলছে।

'দাঁড়াও, কোহেন,' নরম, স্নেহভরা গলায় সুখবর দিচ্ছে যেন জার্দা। 'তোমাকেই আমরা খুঁজছিলাম। এদিকে এসো, কথা আছে।' খুব যেন মজার কথা, শুনে লাফিয়ে উঠবে কোহেন, বলার ভঙ্গিটা সেইরকম।

বুনো পশুর মত একটা ফোঁপানো আওয়াজ বেরিয়ে এল কোহেনের গলা থেকে। তিনটে টর্চের আলোয় আরেক গুহায় ঢোকার একটা পথ দেখা যাচ্ছে, তীরের মত ছুটল সেদিকে। বুকের ভিতর ধড়াস ধড়াস লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড।

তাকে ধরার বা বাধা দেবার কোন চেষ্টা নেই। তিনজনের কেউই ছুটল না। নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে, দৃঢ় পায়ে, ধীরে ধীরে অনুসরণ করল ওরা কোহেনকে।

তৃতীয় গুহায় ঢুকে দাঁড়াল কোহেন। দিশেহারার মত তাকাল চারদিকে।

এটা একটা ছোট গুহা। দেয়ালগুলো দেখা যাচ্ছে। নির্দয় পাষাণের মত নিশ্ছিদ্র, যে পথ দিয়ে ঢুকেছে সেটা ছাড়া বেরোবার আর কোন মুখ নেই।

সব শেষ। এখানেই সমাপ্তি। ব্যাপারটা বুঝতে পারলেও আবছা ভাবে টের পেল, কোথায় যেন এখনও একটু আশা আছে। কোথায়? কোথায়?

হঠাৎ ব্যতিক্রমটা চোখে পড়ল। আর সবগুলোর মত নয় এটা। অন্ধকার এখানে মোটেও গাঢ় নয়। কেন?

ঝট্ করে পিছনটা দেখে নিল কোহেন। এখনও টর্চের আলো দেখা যাচ্ছে না। ঘাড় ফিরিয়ে নিয়ে কয়েক পা সামনে বাড়ল। সামনে, প্রায় পায়ের কাছে পাথর, পাথরকুচি আর ধুলোর একটা স্তূপ। অতীতে ছাদ ধসে পড়ে সৃষ্টি হয়েছে স্তূপটার। স্তূপ বেয়ে উঠে যাচ্ছে কোহেনের দৃষ্টি। প্রায় চল্লিশ ডিগ্রী কোণ সৃষ্টি করে খাড়া ভাবে উঠে গেছে উপর দিকে, এর যেন চূড়া নেই। প্রায় ষাট ফিট উপরে পৌঁছে স্থির হলো কোহেনের দৃষ্টি। স্তূপটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে ছোট্ট একফালি আকাশ দেখা যাচ্ছে, মিটমিট করছে কতগুলো তারা। আলোর উৎসটা দেখতে পেয়ে হতাশ ভাবটা দূর হয়ে গেল কোহেনের। পিছন দিকে তাকাল না। মৃত্যু কতটা পিছনে জানতে চায় না সে। ঝাঁপিয়ে পড়ল স্তূপটার গায়ে। দু'হাত দিয়ে খামচে ধরল পাথর। ঘামে ভেজা মুখে ধুলো লেগে ভূতের মত হলো চেহারাটা। মরিয়া হয়ে উঠতে চাইছে উপর দিকে।

ধুলো আর পাথরকুচির উপর বসে থাকা পাথরগুলো আলগা হয়ে আছে। কোথাও শক্ত ভাবে পা রাখা অসম্ভব। প্রতি আঠারো ইঞ্চি উঠে হড়কে নেমে যাচ্ছে এক ফুট। কোন সুস্থ মানুষের পক্ষে উপরে ওঠার এই চেষ্টা অসম্ভব। কিন্তু উন্মত্ত ব্যস্ততার দরুন দ্রুত উঠে যেতে পারছে কোহেন।

এক তৃতীয়াংশ দূরত্ব পেরিয়ে নিচে একটা আলোর আভা সম্পর্কে সচেতন হলো কোহেন। হঠাৎ থামতে গিয়ে পিছলে গেল পা। স্যাঁৎ করে তিন হাত নেমে পড়ল, একটা পাথরে পা বেধে যাওয়ায় আপনাআপনি স্থির হয়ে গেল শরীরটা। ঘাড় ফেরাল কোহেন। নিচে তাকাল। স্তূপটার পাদদেশে দাঁড়িয়ে আছে ওরা তিনজন। উপর দিকে মুখ করে তাকিয়ে আছে। শান্ত ভাব। শিকার ধরার কোন লক্ষণ নেই। অনুসরণ করছে না। অনড়। কি আশ্চর্য! টর্চের আলো ওর দিকে ফেলছে না কেউ। মেঝেতে যার যার পায়ের সামনে তাক করে ফেলে রেখেছে। আশ্চর্য হলেও বিষয়টা বিবেচনা করার অবসর পেল না কোহেন। পায়ের নিচে পাথরটা এক চুল দুই চুল করে নড়তে শুরু করেছে। উপরে ওঠার জন্যে পাথরটার উপর পা দিয়ে চাপ দিল সে। লাফ দিল। খসে গেল পাথরটা স্তূপের গা থেকে। গড়িয়ে নামছে সেটা শুনতে পাচ্ছে।

হাঁটুর ছাল উঠে গেছে, ছিঁড়ে গেছে কনুই আর উরুর চামড়া। দু'পায়ের চারটে আর দু'হাতের পাঁচটা আঙুল ভেঙে গেছে। রক্ত ঝরছে দু'হাতের তালু থেকে, প্রায় হাড় পর্যন্ত গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তবু কোহেন উঠে যাচ্ছে উপর দিকে। মৃত্যুভয় এমনই আশ্চর্য জিনিস।

দুই তৃতীয়াংশ দূরত্ব পেরিয়ে মরা সাপের মত নেতিয়ে পড়ল কোহেন। রক্তাক্ত হাত-পা আর অবশ পেশী ওকে আর সাহায্য করছে না। অসহায় ভাবে তাকাল নিচের দিকে। কোন পরিবর্তন নেই সেখানে। লোকগুলো একচুলও নড়েনি। তাদের পায়ের কাছে টর্চের আলো। তারা মুখ তুলে তাকিয়ে আছে উপর দিকে।

অদ্ভুত একটা নিষ্ঠা আছে তিনজনের ভঙ্গির মধ্যে। কি যেন আশা করছে ওরা। কোহেন ভাবছে, কি ব্যাপার? মাথা তুলে তারা ভরা আকাশের দিকে তাকাল সে। এবং সাথে সাথেই পেয়ে গেল উত্তর।

উজ্জ্বল চাঁদের আলো পড়েছে লোকটার গায়ে। স্তূপের চূড়ায়, কিনারা ঘেঁষে বসে আছে সে। মুখের খানিকটা ছায়ায় ঢাকা থাকলেও ঘন ভুরু আর চওড়া গোঁফ দেখতে পাচ্ছে কোহেন। মুক্তোর মত জ্বলজ্বল করছে দাঁত ক'টা। কোন শব্দ নেই। নিঃশব্দে হাসছে লোকটা। মাথা বাঁকা ছোরাটা ধরে আছে বাঁ হাতে, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে কোহেন সেটা। পিছলে নামতে শুরু করল লোকটা।

কোহেন অনড়। পাথরে বুক রেখে শুয়ে আছে সে প্রায় খাড়া স্তূপের গায়ে। দেখতে পাচ্ছে, হড়কে নেমে আসছে লোকটা তার দিকে। ধুলো উড়ছে, গড়িয়ে পড়ছে নুড়ি পাথর। অকস্মাৎ টর্চ জ্বলে উঠল লোকটার ডান হাতে। বাঁ হাতে ধরা ছুরির রুপোলী পাতটা দেখেই বিদ্যুৎবেগে লাফ দিয়ে একপাশে সরে যেতে চাইল কোহেন।

বেঈমানী করল ওর সাথে পায়ের নিচের পাথরটা। চাপ খেয়ে দেবে গেল আধ

হাত, তারপর আধমণ ধুলো আর নুড়ি পাথর নিয়ে ধসে পড়তে শুরু করল নিচের দিকে। ভর দেবার কিছু না পেয়ে পড়ে যাচ্ছে কোহেনও। ডিগবাজি খাচ্ছে শরীরটা। পাথরের সাথে বাড়ি খাচ্ছে মাথা। গায়ের চামড়া ভেদ করে চোখা পাথরের মাথা ঢুকে যাচ্ছে। একরাশ ধুলো আর পাথর নামছে জলপ্রপাতের মত। সেই সাথে গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে শরীরটা।

পড়ে-যাওয়া রোধ করার জন্যে অসম্ভব লম্বা লম্বা লাফ দিচ্ছে লোকটা, এক এক লাফে ছয় সাত ফিট উড়ে যাচ্ছে। ছয় সাত লাফে কোহেনকে টপকে স্তূপের নিচে পৌঁছুল সে।

ইতিমধ্যে দশ পা পিছিয়ে গেছে নিচের তিনজন লোক। পাথর আর ধুলোর একটা ছোট ঢিবি তৈরি হয়েছে স্তূপটার পাদদেশে।

ধপাস করে নিচে পড়ল কোহেন। ঢিবিটার উপর থামল। হাত দুটো মাথা চেপে রেখেছে। তিন সেকেন্ড মোচড় খেলো শরীরটা। তারপর স্থির হয়ে গেল। পাথর পড়া থামল আরও পনেরো সেকেন্ড পর। মাথা থেকে হাত সরাল কোহেন। অদ্ভুত সাবলীল ভঙ্গিতে উপুড় হলো সে, কনুই আর হাঁটুর উপর ভর দিয়ে উঠে বসতে চেষ্টা করছে।

ঠক ঠক করে কাঁপছে পা, বাড়ি খাচ্ছে পরস্পরের সাথে হাঁটু দুটো। কোনমতে উঠে দাঁড়িয়েছে কোহেন। অর্ধবৃত্ত রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে চারজন লোক, ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাদের দিকে তাকাল সে।

প্রত্যেকের হাতে আলো, এবং মাথা বাঁকা ছোরা। এগিয়ে আসছে নির্মম ভঙ্গিতে।

নিঃস্ব, অসহায়, পরাজিত দেখাচ্ছে কোহেনকে। একটা অবোধ পশুর মত বোকা। কিন্তু চেহারায় কোন আবেদন ফুটল না তার। কিছুই চাইছে না। জানে, দয়া ভিক্ষা পাবে না। ভয়েরও লেশমাত্র নেই চোখেমুখে। এসে গেছে মৃত্যু, জানে। শুধু দাঁড়িয়ে থাকল। হাঁটু দুটো কাঁপছে নিজের অজান্তেই। কিছু ভাবছে, কিছু মনে পড়ছে কিনা বলা মুশকিল। শুধু দাঁড়িয়ে আছে। মৃত্যুর মুখোমুখি। এক্ষুণি আসবে, জানে, তারই অপেক্ষায়, নিঃশব্দে। শান্তভাবে। ঘ্যাচ করে বিঁধল প্রথম ছুরিটা।

সামনের দিকে ঝুঁকল জার্দা। মুরগীর ডিমের মত সাদা একটা মসৃণ পাথরের টুকরো তুলে নিয়ে সিধে হলো। চোখের সামনে তুলে দেখছে সেটা। বাহ্, কি সুন্দর, ভাবখানা এইরকম। দু'চোখে খুশি। পাথরটা তার খুবই পছন্দ হয়েছে। চোখ তুলে স্তূপটার পাদদেশে সদ্য তৈরি লম্বা সমাধির দিকে তাকাল। খুঁটিয়ে দেখছে, চোখে সমালোচনার দৃষ্টি। হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখ। মনের মত একটা উপযুক্ত জায়গা খুঁজে পেয়েছে সে। পাথরটা বুকের কাছে শার্টের কাপড়ে ঘষল কয়েক সেকেন্ড। তারপর আবার ঝুঁকল সামনের দিকে। সমাধির উপর, ঠিক মাঝখানে, সযত্নে রাখল পাথরটা। পিছিয়ে এল এক পা। ঘাড় একদিকে কাত করে দেখল। মাথা ঝাঁকাল আপন মনে। সন্তুষ্ট।

হাত নেড়ে ইঙ্গিত করল জার্দা। ফিরে যাচ্ছে সবাই। পাথরের সমাধিটা

আরেকবার দেখল জার্দা। ধীর পায়ে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত হেঁটে গেল। মাথা ঝাঁকাল আপন মনে। ঘুরে দাঁড়াল। দৃঢ় পায়ে অনুসরণ করল অন্যান্যদের।

প্রকাণ্ড প্রবেশ পথটা দিয়ে গুহার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল জার্দা। চেহারায় কোন ভাবের প্রকাশ নেই। শুধু চকচক করছে মুখটা ঘামে।

চাঁদের হাসিতে চারদিক আলোকিত হয়ে আছে। বহু দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে আলপিলেজ পর্বতমালা। বাপের কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে হাঁটার গতি মন্থর করল গাটো। আর সবাই এগিয়ে যাচ্ছে।

ছেলের পাশে এসে দাঁড়াল জার্দা। ঘাড় ফিরিয়ে বাপের দিকে তাকাল গাটো। কিন্তু জার্দা তাকিয়ে আছে অনেক দূরে। তাকিয়ে আছে, যেন ভবিষ্যৎ দেখার চেষ্টা করছে সে। ছেলের দিকে না তাকিয়েই শান্তভাবে প্রশ্ন করল, 'বেঈমানী করার কথা ভাবছে এমন আর কেউ আছে বলে মনে করো তুমি, গাটো?'

'বুঝতে পারছি না,' কাঁধ ঝাঁকাল গাটো। 'কোশেশ আর পাউলিকে আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু বলা মুশকিল!'

'ওদের ওপরও নজর রাখো। কোহেনের ওপর যেমন রেখেছিলে,' বুকে ক্রস করল জার্দা। ভিতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। 'ওর আত্মা শান্তিতে থাকুক।'

'ঠিক আছে, বাবা,' বলল গাটো। 'ওদের ওপর আমি নজর রাখব। বাবা, এর মধ্যে এক ফাঁকে কি হোটেলটায় যাচ্ছি? আজ রাতে কি কিছু রোজগার হবে আমাদের?'

'ওই অলস আর বোকা ধনীরা আমাদের দিকে কিছু কানাকড়ি ছুঁড়লেই বা কি আর না ছুঁড়লেই বা কি! আমাদেরকে যিনি অঢেল মজুরি দেন তিনি ওখানে নেই। তবে যেতে হবে বৈকি। এক যুগ ধরে যাচ্ছি, নিয়মটা ভাঙা চলে না। কি জানো, গাটো, বাইরের চেহারাটাই সব, বুঝলে; বাইরের চেহারাটাই সব। এই একটা কথা, কক্ষনো ভুলো না।'

'ভুলব না, বাবা!' বাধ্য ছেলের মত মাথা নাড়ল গাটো। কোমরে গুঁজে নিল ছোরাটা, শার্ট নামিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখল সেটা।

দুই

লে-বো।

প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের করুণ আঁচড় বুকে নিয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে লে-বো। ইউরোপের সবচেয়ে নিঃসঙ্গ, পরিত্যক্ত প্রাচীন দুর্গ এবং ক্লিফ ব্যাটলমেন্ট এখানেই দেখতে পাওয়া যায়। যেন প্রকাণ্ড একটা কুড়ুল দিয়ে দুর্গ আর ফোকরওয়ালা প্রাচীরগুলোর গায়ে চিড় ধরানো হয়েছে। গাইড বুকে এর সম্পর্কে লেখা হয়েছে:

মৃত্যুর পর কয়েক শতাব্দী কেটে গেলেও উন্মুক্ত সমাধিক্ষেত্রের মত ভীতিকর মনে হয় লে-বোকে। মধ্যযুগের একটি শহরের দুঃখজনক স্মৃতি করুণ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে, যে শহর প্রচণ্ড শক্তি মদমত্ততার দাপট নিয়ে বেঁচে ছিল এবং দুঃসহ যন্ত্রণায় কষ্ট পেয়ে পেয়ে মৃত্যুবরণ করেছে।

বিশাল আয়তন নিয়ে লে-বো এর দুর্গ আর ক্লিফ ব্যাটলমেন্টের ধ্বংসাবশেষ। এর গায়ে ফাটল ধরাবার জন্যে সপ্তদশ শতকের যোদ্ধা বাহিনীর কতটা সময় আর কত শত টন গান পাউডার লেগেছিল তা গবেষণার একটা বিষয় হতে পারে। ধ্বংসস্তূপের চেহারা দেখে থ হয়ে যেতে হয়। স্বাভাবিক ভাবেই ট্যুরিস্টদের মনে প্রশ্ন জাগে, যে যুগে আণবিক বোমা ছিল না সে-যুগে এমন অসাধ্য সাধন কিভাবে সম্ভব হয়েছিল! অথচ, পাহাড়টার উপর আজও বাস করে মানুষ। বাস করে, কাজ করে এবং সময় হলে মরে যায়।

লে-বোর পশ্চিমে খাড়া নেমে যাওয়া পাহাড়ের পাদদেশ থেকে শুরু হয়েছে একটা উপত্যকা, ভ্যালি অব হেল। খাঁ খাঁ জনশূন্য একটা প্রান্তর, পুব দিকের লে-বোর ব্যাটলমেন্ট থেকে পশ্চিমের আলপিলেজ পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত। দীর্ঘ উপত্যকাটা গভীর একটা গিরিখাতের মত দেখতে। শুধু দক্ষিণে খোলা, গ্রীষ্মে অসহনীয় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। নরকের উপত্যকা নামকরণ সম্ভবত সেজন্যেই করা হয়েছে।

কিন্তু একটা জায়গা আছে, এই কানা গলির সর্ব উত্তর প্রান্তে, যার তুলনা বুঝি বা শুধু স্বর্গের সাথেই হতে পারে। জায়গাটাকে ঘিরে রেখেছে অনুর্বর, নিঃস্ব, খাঁ খাঁ মরু—তারই মাঝখানে চোখ জুড়ানো সবুজের সমারোহ, অপরূপ একটা মরুদ্যান, রূপকথার বইয়ের পাতা থেকে বের করে এনে কেউ যেন বসিয়ে রেখে গেছে।

সংক্ষেপে, জায়গাটা একটা হোটেল। সেটাকে ঘিরে আছে সুশৃঙ্খল সারিবদ্ধ গাছ, তার শোভা বাড়িয়েছে সুন্দর নকশা করা বাগান এবং নীল পানি ভরা সুইমিংপুল। বাগানগুলো দক্ষিণে, সুদৃশ্য পুলটা মাঝখানে, তারপর একটা গাছের ছায়া দিয়ে ঢাকা বিরাট উঠান, সবশেষে অত্যাধুনিক আর্কিটেকচারের বিস্ময়কর নমুনা—দক্ষিণ ইউরোপের অন্যতম বিখ্যাত এবং দামী হোটেল-রেস্তোরাঁ, হোটেল বোমেনিয়ার।

সযত্নে লালিত উঠানের ডান দিকে কয়েকটা ধাপের একটা সিঁড়ি, সেটা টপকালেই পড়বে বিরাট একটা সম্মুখ চাতাল, এটার দক্ষিণ প্রান্তে নিচু লতাপাতায় অপূর্ব সুন্দর বেড় দেয়া বিরাট চারকোনা পার্কিং এরিয়া, প্রখর সূর্যকিরণ ঠেকাবার জন্যে সোনালী রঙের বেত দিয়ে ছাওয়া।

উঠানের প্রায় সব জায়গা থেকে আকাশ ছোঁয়া দুটো গাছকে দেখা যায়, এ দুটোর গায়েই বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে, কিন্তু টিউবগুলো দেখতে পাওয়া যায় না। গোটা এলাকাটা উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত। চলার পথটা শ্বেত-পাথর দিয়ে মোড়া। পথের এপাশে ওপাশে অভিজাত দূরত্ব বজায় রেখে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে গোটা পনেরো টেবিল। টেবিলের ছুরি-চামচগুলোর হাতল হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি। পাতগুলো রূপোর, আলো লেগে চকচক করছে। প্লেট

পিরিচগুলো আয়নার মত ঝকঝকে। কাচের জিনিসগুলো যেন স্বচ্ছ মুক্তো দিয়ে তৈরি। টেবিলে পরিবেশিত খাদ্যসম্ভার উপাদেয় এবং সুস্বাদু, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। ডিনার খাচ্ছে যারা তাদের মাঝখানে আশ্চর্য একটা নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে, এই নৈঃশব্দ শুধু হয়তো পৃথিবীর মহান কোন গির্জার শান্তিময় পরিবেশের সাথে তুলনীয়। কিন্তু ভোজন বিলাসীদের এই স্বর্গে তবু একটা অস্বস্তিকর ছন্দ পতনের সুর শোনা যাচ্ছে।

কর্কশ, হেঁড়ে গলার অধিকারী লোকটার ওজন দুশো বিশ পাউন্ড, সারাক্ষণ বকবক বকবক করে চলেছে সে। তার কয়েকটা বৈশিষ্ট্য, সাংঘাতিক পেটুক, সব সময় মুখ ভর্তি কিছু না কিছু আছেই। লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার অদ্ভুত একটা ক্ষমতা রয়েছে তার মধ্যে। আলপিলেজের শৃঙ্গ থেকে পা পিছলে পড়ে যাবার সময়ও এই লোকের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে একবার না তাকিয়ে উপায় নেই কারও। এর কারণ হলো: তার কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক চড়া, তবে তা কৃত্রিম নয়। কথা বলার এই-ই তার ধরন। স্বরটা কর্কশ হলেও এত ভারী যে মনে হয় মুখের ভিতর বা কণ্ঠনালীর কোথাও লাউডস্পীকার লুকানো আছে। উল্লেখ্য, কেউ তার কথা শুনছে কিনা সে ব্যাপারে তার এতটুকু মাথা ব্যথা নেই। কথা বলার আনন্দেই সে কথা বলে।

মানুষটা বিশাল। যেমন লম্বা তেমনি চওড়া, দেখে হাতিও একটু বিব্রত বোধ করবে। কিন্তু শরীরের তুলনায় মুখটা ছোট, বেমানান—যেন কত দিন খেতে পায়নি, তাই ছোট হয়ে গেছে। তার ডাবলব্রেস্টেড ডিনার জ্যাকেটের ভাঁজ টান টান হয়ে আছে, যে কোন মুহূর্তে ছিঁড়ে যেতে পারে বোতামগুলো। কিন্তু ছিঁড়ছে না, সেগুলো সম্ভবত শক্ত পিয়ানোর তার দিয়ে বাঁধা বলে। মাথা ভর্তি কালো চুল, কালো গোঁফ, সযত্নে ছাঁটা ছাগলদাড়ি চেহারার মধ্যে আভিজাত্য এনে দিয়েছে। চোখে একটা কালো সিল্কের সুতো দিয়ে বাঁধা মনোকল, সেটার ভিতর দিয়ে নিবিষ্ট ভঙ্গিতে হাতে ধরা বড় সড় একটা মেনু কার্ড দেখছে। টেবিলে তার সঙ্গিনীর বয়স কুড়ির বেশি নয়, সুন্দরী, পরনে নীল রঙের একটা মিনি পোশাক। এই মুহূর্তে মৃদু বিস্ময়ের সাথে মেয়েটি তার দাড়িওয়ালা সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে আছে। সঙ্গীটি ঢালের মত দুই হাতের তালু বাজাচ্ছে অর্থাৎ তালি মারছে। প্রায় সাথে সাথে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল রেস্তোরাঁর ম্যানেজার, সাদা টাই পরা হেড ওয়েটার এবং দু'জন কালো টাই পরা সহকারী ওয়েটার।

'আওর এক দফা লে আও!' বোমা ফাটার আওয়াজ বেরুচ্ছে গলা থেকে দাড়িওয়ালা লোকটার। কানের পর্দা রক্ষার জন্যে চারজনই পিছিয়ে গেল টেবিলের কাছ থেকে এক পা করে। ডজনখানেক ভাষা জানে লোকটা। সবাই বোকার মত তাকিয়ে আছে দেখে বুঝতে পারল উর্দু ভাষা সম্পর্কে এরা অজ্ঞ। ইংরেজিতে হুঙ্কার ছাড়ল সে এবার। 'ফের! আবার!' দেড়শো গজ দূরের কিচেন থেকেও শোনা গেল তার কণ্ঠস্বর।

'জ্বী-জ্বী,' মাথা নত করে বো করল রেস্তোরাঁ ম্যানেজার। 'প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগার জন্যে গরুর গোস্তের আরেকটা সেদ্ধ রান। জলদি!'

হেড ওয়েটার এবং তার দু'জন সহকারী একযোগে বো করল, ঘুরে দাঁড়াল, এবং ছুটল কিচেনের দিকে।

স্বর্ণকেশী সঙ্গিনী সকৌতুকে তাকিয়ে আছে প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগার দিকে। 'কিন্তু, মঁশিয়ে প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য···'

'মুরগা,' দৃঢ়ভাবে বাধা দিল মোর্সেলিন দ্য মুরগা। 'স্রেফ মুরগা বলে সম্বোধন করবে তুমি আমাকে। এখানে সবাই আমাকে প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা হিসেবে জানলেও পদবীর কোন গুরুত্ব আমার কাছে নেই। আমি জানি, তিনটে জিনিসের প্রশংসা করে ওরা আমার: দশাসই চেহারা, প্রচণ্ড ক্ষুধা এবং বজ্রের মত কণ্ঠস্বর। সে যাই হোক, তোমার কাছে আমি স্রেফ মুরগা, রুকা, মাই ডিয়ার।'

মৃদু কণ্ঠে কিছু বলল রুকা।

'জোরে বলো, জোরে বলো। ডান কানে একটু কম শুনি, জানোই তো।'

'বলছিলাম কি···মানে, এই তো মাত্র প্রকাণ্ড একটা গরুর গোস্তের সেদ্ধ রান শেষ করেছেন···'

'কে বলতে পারে কোন্ বছর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়,' গম্ভীর ভাবে বলল মোর্সেলিন দ্য মুরগা। 'মিশরের কথা স্মরণ করো।'

ওয়েটারদের একটা বাহিনী পৌছুল টেবিলের কাছে। মশলা মাখানো সেদ্ধ মাংসের গা থেকে ভাপ উঠছে, চোখ বন্ধ করে দীর্ঘশ্বাস টানল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা, ঘ্রাণ নিতে নিতেই মস্ত এক ঢোক গিলল। হেড ওয়েটার চীনা মাটির ডিশটা সযত্নে নামিয়ে রাখল টেবিলে। ক্রীম লাগানো আলুর ডিশ নামিয়ে রাখল একজন সহকারী ওয়েটার। সে পিছিয়ে যেতে আরেকজন ওয়েটার এগিয়ে এল। ভেজিটেবলের পাত্র রেখে সরে গেল সে পিছনের লোকদের জায়গা করে দিয়ে। কোল্ড ড্রিঙ্কের বোতল আর গ্লাস রাখল চতুর্থ ওয়েটার। পাশের টেবিলে তোলা হলো বরফ ভর্তি একটা বালতি।

'প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগার জন্যে রুটি আনতে বলি?' সবিনয়ে জানতে চাইল রেস্তোরাঁর ম্যানেজার।

'তুমি জানো, ডাক্তার আমাকে বেশি খেতে নিষেধ করেছে,' চোখ রাঙাল মোর্সেলিন দ্য মুরগা, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় সঙ্গিনীর দিকে ফিরল। 'সম্ভবত মাদমোয়াজেল রুকাইয়া···'

'ধন্যবাদ, দেখেই খিদে মিটে গেছে আমার,' বলল রুকা। ওয়েটাররা চলে যেতে প্লেটগুলোর দিকে চোখ বড় বড় করে তাকাল সে। 'মাত্র দু'মিনিটের মধ্যে···'

'আমার সম্পর্কে ওরা জানে,' মুখ ভর্তি মাংস নিয়ে কথা বলতে অসুবিধে হচ্ছে প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগার। 'অর্ডারের অপেক্ষায় থাকে না, আগেভাগে সব তৈরি করে রাখে। পেট-পুজোর ব্যাপারে আমি আবার দেরি সহ্য করি না কিনা!'

'দেখা যাচ্ছে আমিই শুধু আপনার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানি না,' তির্যক দৃষ্টিতে তাকাল রুকা। 'ভাল কথা, একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন? আমাকে দাওয়াত করার কারণ কি বলুন তো?'

'কেউ কোনদিন কোন ব্যাপারে প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগাকে অস্বীকার করেনি, এটা ছাড়া আরও চারটে কারণ আছে,' প্রায় হাফ গ্যালন কোল্ড ড্রিঙ্ক ঢক ঢক করে গলায় ঢালল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। চোখেমুখে উৎসাহের একটা জোয়ার দেখা গেল। 'আগেই বলেছি, কোন্ বছর দুর্ভিক্ষ লাগে তা কেউ বলতে পারে না।' ঠিক কি বোঝাতে চাইছে তা যাতে রুকার ধরতে অসুবিধে না হয় সেজন্যে রুকার শরীরের উন্মুক্ত অংশগুলোর উপর প্রশংসার দৃষ্টি বুলাল সে। 'আমি তোমার বাবাকে চিনতাম—চিনি, আমাকেও তুমি চেনো। তোমার মত সুন্দরী কাছে পিঠে আর একটাও নেই। এবং তুমি একা।'

অস্বস্তিবোধ করছে রুকা। আশপাশের টেবিলগুলো ভদ্র দূরত্বে থাকলেও সবাই শুনতে পাচ্ছে প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগার উচ্ছ্বসিত প্রলাপ। আড়চোখে দেখল রুকা, প্রায় সবাই তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। কেউ কথা বলছে না। তার কারণ প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা যেখানে উপস্থিত থাকে সেখানে আর কেউ কথা বলতে তেমন উৎসাহ বোধ করে না।

'আমি একা নই। আমার মত সুন্দরী এখানে আর কেউ নেই একথাও সত্যি নয়।' কেউ হয়তো ওর কথা শুনতে পাচ্ছে এই ভয়ে ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাসল রুকা। কাছের একটা টেবিলের দিকে চোখ-ইশারা করল। 'একজন তো এখানেই রয়েছে, যে আমার চেয়ে লাখো গুণ সুন্দরী। আমার বান্ধবী, দিনা কাজানী।'

'ওকেই কি আজ সন্ধ্যায় তোমার সাথে দেখেছিলাম?'

'হ্যাঁ।'

'আমার পূর্ব পুরুষরা এবং আমি সব সময় স্বর্ণকেশী পছন্দ করে এসেছি,' গলার সুরেই বোঝা গেল যে-সব মেয়েদের মেঘবরণ কেশ তাদেরকে ঘৃণার চোখেই দেখে প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। অত্যন্ত কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে ছুরি আর কাঁটা চামচ দুটো নামিয়ে রাখল সে, ঘাড় ফিরিয়ে বাঁ পাশে তাকাল। 'তবে মানিয়েছে, সন্দেহ নেই,' গলার স্বর কমিয়ে আনল সে, তা এখন মাত্র বিশ ফিট দূর থেকে শোনা যাচ্ছে। 'তোমার বান্ধবী, বলছ? ওই কৃষ্ণকেশীটা? বাহ্! ছোকরার সাথে বেড়ে মানিয়েছে, যাই বলো! চেহারা দেখে মনে হচ্ছে বখাটেদের সর্দার। কে, বলতে পারো?'

মাত্র দশ ফিট দূরে টেবিলটা, পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে ওরা প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগার আপত্তিকর মন্তব্য। শিং দিয়ে তৈরি চশমার ফ্রেমটা ধরে চোখ থেকে সেটা নামাল দিনা কাজানীর সঙ্গী লোকটা, ফ্রেমটা ভাঁজ করে বুক পকেটে রাখল। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, অপমানের প্রতিশোধ নেবে সে—এই রকম একটা বলিষ্ঠ ভাব ফুটে উঠেছে চেহারায়। গ্রে রঙের দামী গ্যাবার্ডিনের স্যুট পরনে। দু'দিকে বিশাল দুই কাঁধ। কালো চুল ব্যাকব্রাশ করা। মুখের ত্বক রোদে পোড়া। তার সামনে বসে আছে দিনা কাজানী—লম্বা, ফর্সা, কাঁধ ঢেকে রেখেছে কালো ববড় চুল। হাসছে, সবুজ চোখে চিক চিক করছে কৌতুক। সঙ্গীর কব্জি চেপে ধরল সে।

'প্লীজ, মি. মাসুদ। কি লাভ? ওর কথায় কান না দিলেই তো হয়। কি বলল, তাতে কিছু কি এসে যায়? বলুন?'

ফুলের মত তাজা মুখের দিকে তাকাল রানা। দিনার হাসি দেখে নরম হলো

একটু। 'সাথে তুমি না থাকলে কি হত বলা যায় না,' হুইস্কি ভরা গ্লাসটার দিকে হাত বাড়াল ও, কিন্তু মাঝপথে স্থির হয়ে গেল হাতটা। রুকার কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে ও। প্রতিবাদের সুরে কিছু বলছে সে।

'আপনার সাথে আমি একমত নই,' দৃঢ় স্বরে বলছে রুকা। 'ভদ্রলোককে দেখে যে কেউ বলবে, বিশেষ করে মেয়েরা, সুপুরুষ এবং সুদর্শন।' এদিক ওদিক তাকাল সে। 'কই, ওর মত আর একজনকেও তো আশপাশে দেখছি না। আমার যেন মনে হচ্ছে, ও সম্ভবত একজন হেভীওয়েট বক্সার।'

রুকার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল রানা, তার উদ্দেশে একটু উঁচু করল হাতে ধরা গ্লাসটা।

'হয়তো তাই,' আধা পোয়া ওজনের ক্রীম লাগানো একটা আলু মুখের গহ্বরে ছুঁড়ে দিল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। 'আজ থেকে দশ বছর আগে একদিনের জন্যে চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল।'

ঠক করে টেবিলে গ্লাসটা নামাল রানা, হুইস্কি ছলকে পড়ল খানিকটা। সাথে সাথে দাঁড়াল ও। কিন্তু ইতিমধ্যে উঠে পড়েছে দিনাও, রানার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। রানার একটা হাত ধরে পেঁচিয়ে নিল শক্ত ভাবে, ওকে প্রায় জোর করে টেনে নিয়ে চলল সুইমিংপুলের দিকে। মনে হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী জুটি ওরা, এইমাত্র ডিনার খেয়ে হজমের স্বার্থে পায়চারি করতে যাচ্ছে। দিনার এই শাসনটা মেনে নিয়েছে রানা। প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগার বত্রিশটা দাঁত ভেঙে দেবার সুযোগটা হাত ছাড়া হয়ে গেল দেখে মুখের চেহারায় একটু বিষণ্নতা ফুটেছে বটে, কিন্তু একজন সুন্দরী যুবতীকে খুশি করতে পেরেছে বলে যেন সে খুশি।

'আমি দুঃখিত,' দিনা আঙুল দিয়ে রানার পাঁচটা আঙুল পেঁচিয়ে ধরে মৃদু চাপ দিল। 'রুকা আমার বান্ধবী। ও বিব্রত বোধ করুক তা আমি চাই না।'

'হুঁ। কিন্তু আমার বিব্রত হওয়ায় কিছু আসে যায় না, তাই না?'

'একটা সিন-ক্রিয়েট হোক তা আমি চাইনি,' বলল দিনা। 'আচ্ছা, মঁশিয়ে মুরগার সাথে এ ব্যাপারে যদি কথা বলি কি পরিচয় দেব আপনার? কি করেন আপনি?'

'জাহান্নামে যাক তোমার মুরগা।'

'এটা কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর হলো না।'

পকেট থেকে চশমা বের করে রুমাল দিয়ে কাঁচ মুছছে রানা। 'সত্যি কথা বলতে কি, কিছুই আমি করি না।'

পুলের শেষ প্রান্তে চলে এসেছে ওরা। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রানার মুখের দিকে তাকাল দিনা। 'মি. মাসুদ, আপনি বলতে চাইছেন...'

'রানা বলো। তুমি বলো। আমার সব বন্ধুরা তাই বলে।'

'খুব সহজে সবাইকে বন্ধু ভেবে নেন, তাই কি?' মৃদু ব্যঙ্গের সাথে বলল দিনা।

'তোমাকে ভেবে নিয়েছি, তা ঠিক। শুধু বন্ধু না, তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু ভেবে নিয়েছি।'

রানার কথা শুনছে না দিনা, কিংবা শুনলেও কথাটার গুরুত্ব দিল না। 'আপনি বলতে চাইছেন, কাজ-টাজ কিছু করেন না? কোন কাজই কোনদিন করেননি?'

'করিনি। করছি না। করবও না।'

'সে কি! তা কিভাবে হয়? কোন কাজের জন্য ট্রেনিং নেননি, এ আবার কেমন কথা? কিছুই আপনি করতে পারেন না?'

'খামোকা কাজ করব কেন?' যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করছে রানা। 'বুড়ো বাপ কয়েক মিলিয়ন টাকা বানিয়ে ফেলেছে এরই মধ্যে, আরও বানাচ্ছে। আমার কাজ করার কোন দরকার নেই। একটা চাকরির কথাই ধরো, আমি যদি সেটা না করি, আর একজন করবে, তাই না? এই আরেকজনকে সুযোগটা দিচ্ছি আমি, চাকরিটা আমার চেয়ে তারই বেশি দরকার।'

'তাহলে...তাহলে লোকটাকে কি আমি ভুল বুঝলাম?'

'সবাই আমাকে ভুল বোঝে,' দুঃখের সাথে বলল রানা।

'আপনাকে ভুল বুঝেছি তা বলিনি। প্রিন্স মুরগার কথা বলছি। আপনার সম্পর্কে যা বলছিলেন, কতটা সত্যি ভাবছি। সত্যি আপনি একজন অলস লোক। অলসদেরকে বখাটে বললে দোষ দেয়া যায় কি, মি. মাসুদ?'

'রানা।'

'ইস্, বড্ডো নাছোড়বান্দা আপনি,' এই প্রথম অস্বস্তি প্রকাশ পেল দিনার কণ্ঠে।

'এবং ঈর্ষায় কাতর,' দিনার হাতটা ধরে ফেরার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল রানা। রানা হাসছে না লক্ষ্য করে হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল না দিনা। 'তোমাকে আমি ঈর্ষা করি, দিনা। তোমার উদ্দীপনার কথা বলতে চাইছি। সারা বছর ধরে তোমাদের টাকা জমানো, শুধু জিপসীদের সাথে ভ্রমণ করার জন্যে—আশ্চর্য!'

'রুকাইয়া আর আমি এখানে এসেছি একটা বই লেখার মালমশলা যোগাড় করতে,' কণ্ঠস্বর কঠিন বেসুরো করতে চাইলেও দিনার দ্বারা তা সম্ভব হলো না।

'কি বিষয়ে লেখা হবে বইটা?' নরম গলায় জানতে চাইল রানা। 'প্রোভেন্সের রান্না সম্পর্কে? প্রকাশকরা আজকাল এ ধরনের বইয়ের জন্যে টাকা অ্যাডভান্স করে না। কে কিনবে তাহলে পাণ্ডুলিপিটা? ইউনেস্কো? ব্রিটিশ কাউন্সিল?' চশমার ভিতর দিয়ে আড়চোখে তাকাল রানা। দেখল, না, ঠোঁট কামড়ে রাগ সামলাবার চেষ্টা করছে না দিনা। 'ঠিক আছে, এসব কথা বাদ দাও। এসো, মজা করি। চমৎকার পরিবেশ, এটাকে মাঠে মারা যেতে দেয়া উচিত হবে না। সুন্দর রাত, সুন্দর খাবার, সুন্দর নারী।' আলোকিত উঠানে ফিরে এসেছে ওরা। চশমাটা নাকের উপর ভালভাবে বসিয়ে নিয়ে এদিক ওদিক তাকাল রানা। 'তোমার বান্ধবীও কিন্তু কম সুন্দরী নয়। ওর সাথে রোগা পাতলা সঙ্গীটি আসলে কে?'

তখুনি উত্তর দিতে পারল না দিনা, প্রায় সম্মোহিত হয়ে, বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে সে প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগার দিকে। বেলুনের মত দেখতে প্রকাণ্ড একটা গ্লাস দু'হাত দিয়ে উঁচু করে ধরে আছে, মোটা ধারায় অবিরাম বরফ পানি মেশানো কোল্ড ড্রিঙ্ক পড়ছে তার খোলা মুখের ভিতর। টেবিলের কাছে একটা ট্রলি

থামল। ট্রলি থেকে ডেজার্ট নামাচ্ছে ওয়েটার তার প্লেটে। ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে গেছে রুকার, বোকা বোকা দেখাচ্ছে তাকে।

'জানি না। রুকার বাবার বন্ধু বলে দাবি করে নিজেকে,' চোখ ফিরিয়ে নিল দিনা, রেস্তোরাঁ ম্যানেজারকে দেখতে পেয়ে ইশারায় কাছে ডাকল। 'আমার বান্ধবীর সাথে ওই ভদ্রলোক কে জানেন?'

'প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগার কথা বলছেন, মিস দিনা? উনি বিখ্যাত একজন ভোজন রসিক। কোল্ড ড্রিঙ্কের কারখানা আছে।'

'প্রায়ই এখানে পায়ের ধুলো ফেলেন?' জানতে চাইল রানা।

'গত বছর এসেছিলেন।'

'এই সময়টায় খুব ভাল খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা থাকে, তাই না?'

'এখানে খাবার দাবার সব সময়ই খুব ভাল, স্যার,' স্মরণ করিয়ে দেবার ভঙ্গিতে, বিনয়ের সাথে বলল ম্যানেজার। 'প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা সেইন্টেস-মেরিজে জিপসীদের বাৎসরিক উৎসবে যোগ দিতে এসে থাকেন।'

ঘাড় ফিরিয়ে প্রিন্সের দিকে তাকাল আবার রানা। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, প্রায় বিদ্যুৎবেগে চামচ দিয়ে তুলে মুখের ভিতর গায়েব করে দিচ্ছে একের পর এক তিন ছটাক এক পোয়া ওজনের মিষ্টিগুলো।

'হুঁ, এতক্ষণে বুঝতে পারছি বরফ দেয়া ঠাণ্ডা পানি ভর্তি বালতিটা কেন রাখা হয়েছে ওখানে,' বলল রানা। 'ছুরি, চামচ ঠাণ্ডা করার জন্যে। আমি ভেবেছিলাম ছুরির গা থেকে জিপসীদের রক্ত পরিষ্কার করার জন্যে...'

'প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা ইউরোপের একজন প্রথম সারির লোকগীতিকার,' বলার ভঙ্গিতে মোর্সেলিন দ্য মুরগার প্রতি অঢেল শ্রদ্ধার প্রকাশ ঘটিয়ে রানাকে তাক লাগিয়ে দিতে চাইছে ম্যানেজার। 'প্রাচীন দেশাচার, রীতিনীতি সম্পর্কে তিনি একজন প্রখ্যাত গবেষক, মি. রানা। শত শত বছর ধরে, প্রসঙ্গত বলছি, ইউরোপের সব জায়গা থেকে জিপসীরা আসে, এই মে মাসের শেষ দিকে, তাদের ত্রাণকর্তা দেবতা সারার দেহাবশেষের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে এবং আরাধনা করার জন্যে। জিপসীদের এই তীর্থযাত্রা সম্পর্কে গবেষণামূলক একটা বই লিখছেন প্রিন্স।'

'বিদঘুটে টাইপের লেখক-লেখিকায় জায়গাটা দেখছি গিজ গিজ করছে,' গাম্ভীর্যের সাথে বলল রানা।

'আপনার কথা আমি ঠিক...'

'বুঝতে পারছেন না,' ম্যানেজারকে থামিয়ে দিয়ে বলল রানা। 'তার দরকারও নেই।' আড়চোখে তাকাল ও, দেখল, সবুজ চোখ জোড়া আশ্চর্য শান্ত আর ঠাণ্ডা। 'ও কিসের শব্দ?'

প্রথমে মৃদু যান্ত্রিক গুঞ্জন শোনা গেল। ক্রমশ বাড়ছে। দেখতে দেখতে লো গিয়ারের ইঞ্জিনের আওয়াজে কাঁপতে শুরু করল চারদিক, যেন একটা ট্যাঙ্ক রেজিমেন্ট এগিয়ে আসছে। সকলের দৃষ্টি নেমে গেল সম্মুখ চাতালের উপর। রাস্তা থেকে প্রায় খাড়া পাথুরে ঢাল বেয়ে উঠে আসছে অসংখ্য জিপসী ক্যারাভান হোটেলের দিকে। প্রথম সারির কয়েকটা গাড়ি ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে সম্মুখ

চাতালে। পৌঁছেই সুশৃঙ্খলভাবে নিখুঁত লাইনে দাঁড়াচ্ছে সেগুলো। একের পর এক আসছে ক্যারাভান, প্রথম সারিকে পাশ কাটিয়ে বাঁক নিয়ে চলে যাচ্ছে পিছনে। নিচু লতাপাতার বেড় দেয়া পার্কিং এলাকার দিকে। ঘর ঘর আওয়াজ, ডিজেলের ধোঁয়া আর পেট্রলের গন্ধের সাথে হোটেলের বিলাসবহুল শান্তিময় পরিবেশের কোন মিল না থাকলেও জিপসীদের আগমন কারও মনে এতটুকু বিরক্তি উৎপাদন করল না। এমন কি, অনেকেই সবিস্ময়ে লক্ষ করল, প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগাও সাময়িক ভাবে ভোজনে তার বিরতি দিয়েছে।

রেস্তোরাঁ ম্যানেজারের দিকে তাকাল রানা। চেহারাটা গম্ভীর। হোটেলে জিপসীদের পায়ের ধুলো পড়ার সাথে সাথে তার দায়িত্ব শত সহস্র গুণ বেড়ে গেছে। বড় আবেগপ্রবণ, ছটফটে, বাচাল আর মেজাজী এই জিপসীরা। এদেরকে সন্তুষ্ট করা, শান্তি বজায় রেখে চলতে রাজি করানো সহজ নয়।

'প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগার কাঁচামাল?' জানতে চাইল রানা।

'ঠিক ধরেছেন, স্যার।'

'এখন? আনন্দ ফুর্তি? ভায়োলিন মিউজিক? রুলেৎ? শূটিং গ্যালারি? ক্যান্ডির স্টল? পাম রিডিং?'

'জ্বী।'

'মাই গড!' আঁতকে ওঠার ভান করল রানা।

স্পষ্টভাবে বলল দিনা, 'স্নব।'

'মি. রানার আঁতকে ওঠার মধ্যে যুক্তি আছে, ম্যাডাম,' মৃদু গলায় বলল ম্যানেজার। 'কিন্তু, জিপসীদের এটা একটা পবিত্র অনুষ্ঠান, তাই ওদেরকে বা স্থানীয় লোকদেরকে আমরা চটাতে পারি না। ওরা যতই গোলমাল সৃষ্টি করুক, বাড়াবাড়ি করুক, আমাদেরকে সহ্য করতে হয়।' সম্মুখ চাতালের দিকে আবার তাকাল সে, সাথে সাথে ভুরু কুঁচকে উঠল। 'এক্সকিউজ মি, প্লীজ।'

ধাপ টপকে দ্রুত চাতালে নেমে গেল সে। খানিকটা দূরে একদল জিপসী উত্তেজিতভাবে তর্ক জুড়ে দিয়েছে, হন হন করে সেদিকে যাচ্ছে ম্যানেজার। জিপসীদের মধ্যে একজন মাতবর টাইপের লোককে দেখা যাচ্ছে, বছর চল্লিশের মত বয়স, শক্ত সমর্থ চেহারা, শ্যেনের মত ধারাল মুখ। একই বয়সের একজন জিপসী মহিলার সাথে তর্ক করছে লোকটা। মহিলাকে অস্বাভাবিক দিশেহারা দেখাচ্ছে, প্রায় কেঁদে ফেলার মত অবস্থা।

'আসছ?' দিনাকে প্রশ্ন করল রানা।

'কি? ওখানে?'

'স্নব।'

'কিন্তু তুমিই তো আঁতকে...'

'অলস বখাটে আমি হতে পারি, কিন্তু হিউম্যান নেচার স্টাডি করা আমার একটা প্রিয় হবি।'

'খুব রহস্যময় চরিত্র, সন্দেহ নেই।'

'ঠিক,' দিনার একটা হাত বগলদাবা করে এগোতে যাবে রানা, হঠাৎ থমকে

গেল, তারপর ভদ্রতা দেখিয়ে একপাশে সরে গিয়ে পথ করে দিল বিশালদেহী প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগাকে।

হাঁটার ছন্দের সাথে মিল রেখে শরীরে চর্বির স্তর দুলছে মোর্সেলিন দ্য মুরগার। ম্লান মুখে তাকে অনুসরণ করছে রুকা কাজানী। মোর্সেলিন দ্য মুরগার হাতে একটা নোট বুক, দু'চোখে লোকগীতিকারসুলভ ভাবালু দৃষ্টি জ্বলজ্বল করছে। জ্ঞানের ভারে মাথাটা তার একটু নুয়ে পড়লেও নিজেকে সন্তুষ্ট করার দায়িত্ব সম্পর্কে সে পুরোপুরি সচেতন। অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে গরুর মত জাবর কাটছে, মাঝে মাঝে কামড় বসাচ্ছে হাতের লাল আপেলটায়।

ইতস্তত ভাব এখনও কাটেনি দিনার, তাকে পাশে নিয়ে অপেক্ষাকৃত ধীর শান্ত ভঙ্গিতে এগোল রানা। সিঁড়ি বেয়ে অর্ধেকটা নেমেছে ওরা, এমন সময় ক্যারাভানের প্রথম সারি থেকে একটা জীপ বেরিয়ে এসে তীরবেগে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল।

ভিড়টার দিকে এগোচ্ছে রানা, ওকে অনুসরণ করছে দিনা। ওরা দেখতে পাচ্ছে বয়স্কা মহিলা ভেঙে পড়েছে কান্নায়, ফোঁপাচ্ছে, সবাই তাকে শান্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা পাচ্ছে। ভিড়ের মাঝখান থেকে বাইরে বেরিয়ে এল রেস্তোরাঁ ম্যানেজার, সিঁড়ির দিকে ছুটছে। তার পথ রোধ করে দাঁড়াল রানা।

'ব্যাপার কি?'

'মহিলা বলছে, তার ছেলে হারিয়ে গেছে। হয়তো ফেলে আসা রাস্তায় রয়ে গেছে সে। এই মাত্র একটা সার্চ পার্টি পাঠানো হয়েছে।'

'তাই নাকি?' চোখ থেকে চশমা নামাল রানা। 'রাস্তায় রয়ে গেছে এ কেমন কথা? রয়ে গেল, হারিয়ে গেল, অথচ কেউ জানল না?'

'সে প্রশ্ন আমারও। সেজন্যেই আমি পুলিস ডাকছি।' দ্রুত চলে গেল রেস্তোরাঁ ম্যানেজার।

রানার পিছু পিছু আসছিল দিনা, কাছে এসে দাঁড়াল, 'এত গোলমাল কিসের? মহিলা কাঁদছেন কেন?'

'ওর ছেলে হারিয়ে গেছে।'

'তারপর?'

'ব্যস।'

'বলতে চাইছেন ছেলেটার কিছু ঘটেনি?'

'কেউ কিছু বলতে পারছে না।'

'খারাপ অনেক কিছুই ঘটতে পারে, তাই না?' চিন্তিত ভাবে বলল দিনা। 'কিন্তু ছেলের মা এত কেন কাঁদছে? ছেলেপিলেরা তো হারায়ই, আবার তাদেরকে খুঁজেও পাওয়া যায়, তাই না? খারাপ কিছু আশঙ্কার যদি কারণ থাকে, তাহলে অবশ্য আলাদা কথা।'

'জিপসীরা,' ব্যাখ্যা করার ভঙ্গিতে বলল রানা। 'সাংঘাতিক আবেগপ্রবণ। সন্তানদের ব্যাপারে ভীষণ স্পর্শকাতর। ক'ছেলেমেয়ের মা তুমি?'

যতটা নির্বিকার মনে হয় ততটা আসলে নয় দিনা, লক্ষ করল রানা। এদিকের

অল্প আলোতেও চোখে পড়ল, গাল দুটো রক্তিম হয়ে উঠেছে তার। বলল, 'বিদ্রূপ করবেন না।'

চোখ পিট পিট করে তাকাল রানা। 'ভুল হয়ে গেছে, মাফ করো। আমি ঠিক ব্যঙ্গ করতে চাইনি। তোমার যদি বাচ্চাকাচ্চা থাকত, এবং তার মধ্যে থেকে একজন হারিয়ে যেত ওই মহিলার মত আচরণ করতে কি?'

'জানি না।'

'মাফ চেয়েছি কিন্তু।'

'উদ্বিগ্ন হতাম, সন্দেহ নেই,' কয়েক মুহূর্তের বেশি রাগ পুষে রাখার মেয়ে নয় দিনা। 'দুশ্চিন্তায় হয়তো পাথর হয়ে যেতাম। কিন্তু কখনোই ওরকম···ওরকম উন্মাদিনীর মত, দিশেহারার মত···যদি না···'

'যদি না—কি?'

'যদি না খারাপ কিছু ঘটে গেছে বলে···'

'বলো।'

'কি বলতে চাইছি তা তুমি বেশ বুঝতে পারছ।'

'মেয়েরা কি বলতে চায় তা আমি কখনও বুঝতে পারি না,' করুণ সুরে বলল রানা। 'তবে এবারের কথা আলাদা, কি বলতে চাও অনুমান করতে পারছি।'

আবার এগোল ওরা, এবং পরমুহূর্তে প্রায় মুখোমুখি সংঘর্ষের উপক্রম হলো প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা আর রুকার সাথে। মেয়েরা আলাপ জুড়ে দিল, এবং রানা বুঝতে পারল, পরিচয় দেয়া-নেয়ার একটা ঝক্কি এড়িয়ে যাবার কোন উপায় নেই।

প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা রানার হাত ধরে তীব্র একটা পেষণ দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু রানা পাল্টা চাপ দিতে যাচ্ছে দেখে হাতটাকে আহত করার ইচ্ছা ত্যাগ করে বলল, 'খুশি হলাম, খুশি হলাম,' কিন্তু মুখের চেহারা দেখে বোঝা গেল বিন্দুমাত্র খুশি হতে পারছে না সে, স্রেফ অভিজাত ভদ্রতা দেখাবার জন্যে কথাটা বারবার বলছে।

কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, প্রায় অপমানকর ভঙ্গিতে ওর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা, মেয়ে দুটোর দিকে ঝুঁকে পড়ল। 'তোমরা জানো, ওখানে যত জিপসী দেখছ ওরা সবাই লৌহ যবনিকার অন্তরাল থেকে এসেছে? হাঙ্গেরিয়ান আর রুমানিয়ানরাই দলে ভারী। ওদের যে নেতা, তার নাম জার্দা—গত বছর পরিচয় হয়েছিল আমার সাথে। ওই যে, বেচারী মেয়েলোকটার সাথে দেখা যাচ্ছে। জার্দার কথা বলছি, কোত্থেকে ও এসেছে তা জানো? কৃষ্ণসাগর থেকে এতটা দূরত্ব পেরিয়ে···'

'কিন্তু বর্ডার এলাকা থেকেও তো এসেছে—তাই না?' জানতে চাইল রানা। 'বিশেষ করে পুব এবং পশ্চিমের মাঝখান থেকে?'

'মানে? কি? অ্যাঁ?' সবিস্ময়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানার দিকে প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা, যেন এইমাত্র রানার উপস্থিতি টের পেয়েছে সে। কিন্তু তার বিস্ময় বোধ করার কারণ যে তা নয়, একমুহূর্ত পরই বোঝা গেল।

হঠাৎ যেন কৌতুক বোধ করে হাসল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। নিতান্ত

মোলায়েম গলায় বলল, 'কথার মাঝখানে আমাকে কেউ বাধা দিলে,' তার নরম গলা পনেরো বিশ ফিট দূর থেকেও শোনা যাচ্ছে। 'তার কি অবস্থা করে থাকি তা যদি কেউ জানতে চায়, রেস্তোরাঁর ম্যানেজারকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুক।'

এদিক ওদিক তাকাল রানা।

'কাছে পিঠে ম্যানেজার যখন নেই,' বলল দ্য মুরগা। 'নিজের প্রশংসা হয়ে যাবার ভয় থাকলেও, ব্যাপারটা আমিই জানিয়ে দিচ্ছি। গত বছর এ্যায়সা এক ধমক মেরেছিলাম, সাথে সাথে পাতলুন ভিজিয়ে ফেলল। তারপর চোখ রাঙালাম, ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। এরপর হাত তুললাম—কি উদ্দেশ্যে, বুঝতেই পারছ। কিন্তু করব কি, তার আগেই ম্যানেজার ব্যাটা গায়েব হয়ে গেল চোখের সামনে থেকে।'

এতবড় অপমান সহ্য করতে পারে না রানা, কথাটা মনে হতেই শঙ্কার ছায়া ফুটে উঠল দিনার চেহারায়। কিছু একটা বলা দরকার, তাই দ্রুত মুখ খুলল সে, 'আপনার কথা বিশ্বাস করি আমি, প্রিন্স। ম্যানেজার আপনাকে যে রকম সম্মান করে তা থেকেই বোঝা যায় ব্যাপারটা।'

পকেট থেকে একটা আপেল বের করে কামড় বসাল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা।

সিগারেট ধরাচ্ছে রানা, কিন্তু তাকিয়ে আছে প্রিন্স দ্য মুরগার দিকে। প্রায় হিংস্র দৃষ্টি দু'চোখে। ওর কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে কি যেন বলছে দিনা।

'কি যেন বলছিলাম? ভুলে গেছি। সে যাক, মোট কথা হলো,' আসলে রানার যে প্রশ্নটা ছিল তারই উত্তর দিচ্ছে প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা, 'জিপসীরা কারও ইচ্ছা অনিচ্ছা বা অনুমতির ধার ধারে না। যেখানে খুশি, যখন খুশি যেতে পারে তারা, যায়ও। আর তীর্থ যাত্রার সময় তো কথাই নেই। সবাই ওদেরকে ভয় করে, কারণ সবাই বিশ্বাস করে ওদের প্রত্যেকের একটা করে শয়তানের চোখ আছে, সেই চোখে যার দিকে তাকাবে, চরম সর্বনাশ ঘটে যাবে তার। ওদেরকে কেউ কখনও ঘাঁটাতে সাহস পায় না—কেন? কেননা জানে, ওরা যদি অভিশাপ দেয়, সাথে সাথে তা লেগে যাবে। এমন কি নাস্তিকরাও এই ব্যাপারটা চোখ বুজে বিশ্বাস করে। হাস্যকর, সন্দেহ নেই, কিন্তু লোকে যা বিশ্বাস করে তাই বিবেচ্য। চলো, রুকা যাওয়া যাক।'

একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল রানা প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগার মুখ লক্ষ্য করে। কিন্তু প্রিন্স তা গ্রাহ্য না করে এগোল রুকাকে সাথে নিয়ে। মস্ত এক ঢোক গিলল সে। তারপর আবার একটা কামড় বসাল আপেলে।

খানিকদূর এগিয়ে প্রিন্স থামল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ওদের দিকে। বেশ কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল সে। তারপর ঘাড় সিধে করে নিয়ে এদিক ওদিক নাড়তে লাগল ছোট্ট মাথাটা। 'দুঃখজনক,' ত্রিশ গজ দূর থেকেও শোনা যাচ্ছে তার কথা। 'তোমার বান্ধবীর চুলের কথা বলছি, রুকা। ওর জন্যে আমার করুণা হয়।'

হেঁটে চলে যাচ্ছে ওরা।

তিন

'মন খারাপ কোরো না,' আশ্বাসের সুরে বলল রানা। 'আমি অন্তত তোমার কালো চুলের ভক্ত।' দৃঢ়ভাবে চেপে আছে ঠোঁট দুটো দিনার, কিন্তু বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারল না গাম্ভীর্য, হেসে ফেলল।

'যাই হোক, মিথ্যে কথা তো আর বলেনি,' রানার একটা হাত ধরে মৃদু হাসল আবার। রাগ পানি হয়ে গেছে, ক্ষমা করে দিয়েছে রানাকে। চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল একবার, বলল, 'জিপসীদের উৎসবে দারুণ জাঁকজমক, তাই না?'

'সার্কাস, মেলা এই সব তুমি বুঝি খুব ভালবাস? আমি এড়িয়ে যেতে পারলে বাঁচি। তবে এসব পেশায় যারা ওস্তাদ তাদের আমি প্রশংসা করি।'

এইমাত্র যে-সব কাজে হাত দিয়েছে জিপসীরা সেগুলোয় তাদের ওস্তাদীর ছোঁয়া অস্বীকার করার যো নেই। শূটিং গ্যালারি, জুয়ার বোর্ড, বায়োস্কোপের বাক্স, রুলেৎ স্ট্যান্ড, ভাগ্য-বলিয়েদের বুথ, খাবার-ঘর, ক্যান্ডি স্টল, পুতুল নাচের মঞ্চ, রঙবেরঙের ছিট কাপড়ের দোকান, খাঁচা ভর্তি ময়না পাখি, বানর-নাচ, সাপ-নৃত্য, এইরকম অসংখ্য আনন্দ-মাধ্যম খাড়া করে ফেলেছে সুশৃংখলভাবে এবং দ্রুততার সাথে। এক ক্যারাভানের ধাপে দাঁড়িয়ে চারজন জিপসীর একটা দল নেচে নেচে বেহালায় মিড-ইউরোপীয়ান মিউজিক বাজাচ্ছে। পার্কিং এরিয়া এবং সম্মুখ চাতাল এরই মধ্যে অসংখ্য কালো মাথায় ঢাকা পড়ে গেছে, স্রোতের মত এখনও আসছে মানুষ। আসছে হোটেলের গেস্ট, অন্যান্য হোটেলের গেস্ট, লে-বো-এর গ্রামবাসীরা—এদের অনেকেই জিপসী। সবাই খুশি, সকলের মধ্যেই উৎসবের আনন্দ সংক্রামিত। শুধু একজন ব্যতিক্রম। রেস্তোরাঁ ম্যানেজার।

সম্মুখ চাতালের সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে নিচের গতিময় চঞ্চলতা, শোরগোল, গান বাজনা, ধাক্কাধাক্কি লক্ষ্য করছে সে। গম্ভীর।

সম্মুখ চাতালে ঢোকার মুখে একজন পুলিসকে দেখা গেল। একটু বেঁটে, ভয়ানক মোটাসোটা, লাল টকটকে চেহারাটা ঘামে ভেজা। মান্ধাতা আমলের একটা বাইসাইকেলকে টেনে নিয়ে আসতে গলদঘর্ম হচ্ছে সে। একটা পাঁচিলের গায়ে ঠেকিয়ে দাঁড় করাল সেটাকে। ঠিক এই সময় ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্রন্দনরতা মা দু'হাতে মুখ ঢেকে ছুটতে শুরু করল সবুজ আর সাদা রঙ করা একটা ক্যারাভানের দিকে।

দিনার কব্জিতে তর্জনী দিয়ে মৃদু টোকা মারল রানা। 'চলো ওদিকে গিয়ে ভালভাবে জেনে আসি ব্যাপারটা।'

'না। তাতে একটু নির্দয়তার পরিচয় দেয়া হবে। তাছাড়া, তাদের ব্যাপারে কেউ নাক গলালে জিপসীরা চটে যায়।'

'একে নাক গলানো বলে না। একজন লোক হারিয়ে গেছে, কথাটা ভুলে যাচ্ছ

তুমি। তবে, তুমি যেতে না চাইলে জোর নেই।'

রানা এগোচ্ছে, এমন সময় ফিরে এল জীপটা। অকারণে নাটকীয় ভঙ্গিতে অকস্মাৎ ব্রেক কষল সেটা। চাতালের সাথে ঘষা খেয়ে তীক্ষ্ণ শব্দ তুলল টায়ারগুলো। চমকে ফিরে তাকাল সবাই। লাফ দিয়ে নিচে নামল এক জিপসী যুবক, ছুটল জার্দা আর পুলিসের দিকে। ওদের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে রানা, মাত্র কয়েক ফিট দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাচ্ছে।

'কি খবর, গাটো?' ভাবলেশহীন মুখে জানতে চাইল জার্দা।

'ওর ছায়া পর্যন্ত নেই কোথাও, বাবা। কোথাও খুঁজতে বাকি রাখিনি।'

কালো রঙের একটা নোট বই বের করল পুলিস। 'শেষ বার কোথায় দেখা গেছে তাকে?'

'ওর মায়ের বক্তব্য অনুযায়ী,' বলল জার্দা, 'এখান থেকে এক কিলোমিটারের মধ্যে শেষবার দেখা গেছে ওকে। রাতের খাওয়া দাওয়া সারার জন্যে গুহাগুলোর কাছাকাছি থেমেছিলাম আমরা।'

পুলিস গাটোর দিকে ফিরল। 'ওখানে খোঁজ করেছ তুমি?'

বুকে ক্রুশ চিহ্ন আঁকল গাটো, মাথা নিচু করে বোবা হয়ে থাকল।

'ওটা করার কথা নয়, তুমি জানো,' বলল জার্দা। 'ওই গুহাগুলোর ভিতরে কখনও কোন জিপসী ঢোকেনি, ঢুকবেও না। কে না জানে ওগুলো শয়তানের আস্তানা? কোহেন, যে ছেলেটা হারিয়ে গেছে, সে-ও ওখানে ঢোকেনি, ঢোকার সাহস তার হতে পারে না।'

নোটবইটা ভাঁজ করে বুক পকেটে ঢুকিয়ে রাখল পুলিস, বলল, 'আমি নিজেও ওখানে কখনও ঢুকব না। এই রাতের বেলা আর কেউ ঢুকতে রাজি হবে বলেও মনে করি না। স্থানীয় লোকদের বিশ্বাস, ওখানে শুধু শয়তান নয়, তাদের চেলাচামুণ্ডা অর্থাৎ ভূত, প্রেত, পেত্নী সবাই...,' চোখ উপরে তুলে প্রার্থনার ভঙ্গি করল সে। 'অপরাধ হয়ে থাকলে তোমরা আমাকে মাফ করে দিয়ো।' চোখ নামাল সে। 'কি করা যায় কাল সকালে দেখা যাবে।'

'তার আগেই ফিরে আসবে কোহেন,' দৃঢ় ভঙ্গিতে বলল জার্দা। 'ব্যাপারটা কিছুই নয়, নিশ্চয়ই কারও পাল্লায় পড়ে এদিক ওদিক ঘুরছে, তাই নিয়ে হৈ চৈ—কোন মানে হয় না!'

'এইমাত্র যে মহিলা কাঁদতে কাঁদতে...'

'কোহেনের মা।'

'এত ভেঙে পড়ার কারণ কি তার?'

'কোহেনের বয়স তো আর খুব বেশি নয়, তাছাড়া মায়েরা কেমন হয় তা তো জানোই, একটুতেই অস্থির হয়ে ওঠে,' বিরক্তির সাথে কাঁধ ঝাঁকাল জার্দা। 'যাই, ওর মাকে একটু শান্ত করার চেষ্টা করি।'

চলে যাচ্ছে জার্দা। চলে যাচ্ছে পুলিসটা। চলে যাচ্ছে গাটোও, কিন্তু বাপ বা পুলিসের পিছু পিছু নয়, অন্য দিকে।

প্রথম দু'জন কোথায় যাচ্ছে বুঝতে পারল রানা। কিন্তু গাটো কোথায় যাচ্ছে

বুঝতে পারছে না। বুঝতে না পারলেও, তার হাঁটার মধ্যে অদ্ভুত একটা দ্রুততা এবং দৃঢ়তা লক্ষ করল ও। নির্দিষ্ট কোথাও যাচ্ছে গাটো। গন্তব্য স্থান সম্পর্কে মনে কোন দ্বিধা নেই। কৌতূহল বোধ না করে পারল না রানা।

গাটোকে অনুসরণ করল ও। ধীরে পায়চারি করার ভঙ্গিতে। চাতাল থেকে বাঁক নিয়ে পার্কিং এরিয়ায় ঢোকার মুখে প্রকাণ্ড একটা খিলান, তার নিচে দাঁড়াল।

পার্কিং লটের ডান দিকে চারজন ভাগ্য পরীক্ষকের বুথ। উজ্জ্বল রঙের ক্যানভাসগুলো দৃষ্টিকে পীড়া দেয়। সারির প্রথম বুথে আছে মেরী আঁতিয়ানা। নোটিশ বোর্ডে নামের নিচে লেখা আছে: সন্তুষ্ট না হলে টাকা ফেরত।

সর্বশেষ বুথে ঢুকতে যাচ্ছে গাটো। ভিতরে অদৃশ্য হবার ঠিক আগের মুহূর্তে থমকে দাঁড়াল সে। ঘাড় ফেরাল। সরাসরি তাকাল রানার দিকে। চোখে সন্দেহের দৃষ্টি।

সিগারেটটা ফেলে জুতো দিয়ে মাড়াল রানা। তারপর সোজা ঢুকে পড়ল প্রথম বুথের ভিতর। গাটোর সন্দেহ দূর করার জন্যে এই মুহূর্তে আর কিছু করবার নেই।

সোনালী আঁশের মত পাকা চুল মেরী আঁতিয়ানার মাথায়। পালিশ করা মেহগনির মত চকচক করছে চোখ দুটো। আহ্বান না পেয়েও তার সামনের চেয়ারটায় বসল রানা। বুড়ী ঝাপসা একটা স্ফটিক পাথরের খণ্ডের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। বোধহয় একটাও দাঁত নেই, দুই গালে গভীর গর্ত। স্ফটিকের টুকরোটা কয়েকমাস পরিষ্কার করা হয়নি, তাই ঘোলাটে দেখাচ্ছে, অনুমান করল রানা।

চোখ বুজে রানার স্বাস্থ্য, আয়ু, খ্যাতি এবং সুখ সমৃদ্ধি সম্পর্কে গড় গড় করে ভবিষ্যদ্বাণী আউড়ে গেল বুড়ী। হাত পেতে চারটে ফ্রাঙ্ক চাইল। তারপর টেবিলের উপর মাথা নামিয়ে অজ্ঞান হবার ভান করে পড়ে থাকল। এর অর্থ করল রানা, বুড়ী ওকে এবার কেটে পড়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

বাইরে বেরিয়ে এসে রানা দেখল দিনা দাঁড়িয়ে আছে অদূরে, হাতের ব্যাগটা শরীরের পাশে লম্বালম্বি ভাবে দোলাচ্ছে। চোখেমুখে কৌতুকের ঝিলিক। রানাকে দেখেই ঝিক করে হেসে ফেলল।

'হিউম্যান নেচার স্টাডি করার শখ মিটল?' মিষ্টি গলায় জানতে চাইল সে।

'ওখানে ঢোকাই উচিত হয়নি আমার,' চোখ থেকে চশমা খুলে অন্যমনস্কভাবে চারদিকে একবার তাকাল রানা। কোথাও দেখা যাচ্ছে না গাটোকে। কিন্তু গাড়ির ভিড় যেখানে সবচেয়ে কম সেখানে যে শূটিং গ্যালারিটা রয়েছে তার পাশে এক ছোকরা, বছর বিশেক বয়স, মুখ দেখে মনে হচ্ছে বক্সিংয়ে তুখোড়, সরাসরি তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। চশমাটা আবার পরে নিয়ে দিনার দিকে তাকাল রানা।

'কি আছে ভাগ্যে?' কৌতূহলে চকচক করছে দিনার চোখ দুটো। 'খারাপ কিছু শুনে এলে নাকি?'

'খারাপ মানে? রীতিমত আতঙ্ক বোধ করছি। মেরী আঁতিয়ানা বলল, আমি নাকি দু'মাসের মধ্যে বিয়ে করব। নিশ্চয়ই কোথাও ভুল করেছে বুড়ী।'

'অথচ বিয়ের ব্যাপারে তোমার কোন আগ্রহ নেই!' সহানুভূতির সুরে বলল দিনা। চিবুক নেড়ে পরবর্তী বুথটা দেখাল রানাকে। যেটার প্রবেশ পথের মাথায় একটা নোটিশ বোর্ড লটকানো রয়েছে। 'এক কাজ করো, ম্যাডাম টাটাগ্লিয়ার কাছ থেকে আরেকটা বক্তব্য নাও।'

দ্বিতীয় বুথটার দিকে তাকাল রানা। নোটিশ বোর্ডের লেখা পড়ল। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে শূটিং গ্যালারির দিকে তাকাতেই চোখাচোখি হলো তুখোড় বক্সারের সাথে। দিনার পরামর্শ মেনে নিয়ে সামনে এগোল রানা।

ম্যাডাম টাটাগ্লিয়াকে মেরী আঁতিয়ানার যমজ বোন বলে মনে হলো রানার। তবে, এর টেকনিকটা আলাদা। বাহান্নটা তাস শাফল করে চারভাগে বেটে দিল সে। রানাকে তুলতে বলল একটা ভাগ। তেরোটা কার্ড তুলে নিয়ে বুড়ীর হাতে দিল রানা। বুড়ী কার্ডগুলোর উপর চোখ রেখে রানার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে শুরু করল। মেরী আঁতিয়ানা যা বলেছে, এও তাই বলল, প্রায় হুবহু এক রকম। দক্ষিণাও সমান।

বাইরে এখনও অপেক্ষা করছে দিনা, এখনও হাসছে, ব্যাগ দোলাচ্ছে। খিলানের নিচে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল গাটোকে রানা। শূটিং গ্যালারির অ্যাটেনড্যান্টের ভূমিকা পালন করছে সে এখন। সরাসরি তাকিয়ে আছে রানার দিকে। চশমাটা আরও খানিক মুছল রানা।

'মওলা, তুমি আমাদের রক্ষা করো!' বলল রানা। 'স্রেফ বিয়ে ঘটাবার এজেন্সী এগুলো। অসাধারণ। অলৌকিক।' চশমাটা চোখে তুলল ও। 'সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য কোন সন্দেহ নেই।'

'কি?'

'তোমার চেহারার সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে,' গম্ভীর মুখে বলল রানা। 'যার সাথে আমার বিয়ে হবার কথা।'

'চমৎকার, চমৎকার!' নির্ভেজাল মজা অনুভব করে হেসে ফেলল দিনা। 'সত্যি, উদ্ভাবনী শক্তি আছে আপনার, মি. মাসুদ।'

'রানা,' দিনার পরামর্শের অপেক্ষায় না থেকে পরবর্তী বুথের দিকে এগোল রানা। ঢোকার মুখে একটা বাঁক, ঘোরার সময় গাটোর দিকে তাকাবার সুযোগটা হাতছাড়া করল না ও। মুহূর্তের জন্যে দেখল তাকে। বিরক্তির সাথে কাঁধ ঝাঁকাল। পা বাড়াচ্ছে চাতালের দিকে।

তৃতীয় ভাগ্য পরীক্ষক বলল, কিছুদিনের মধ্যেই রানা নাকি সাগর ভ্রমণে বেরুবে, সাথে থাকবে পুরানো এক বান্ধবী, বিয়েটা হবে তারই সাথে। বিদ্যুৎ চমকের মত সোহানার কথা, কেন কে জানে, মনে পড়ে গেল রানার। বুড়ীকে বলল ও, 'কিন্তু স্বর্ণকেশী এক মেয়ের সাথে যে বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে আমার?'

উত্তরে দুঃখের সাথে ম্লান হাসল বুড়ী, এবং প্রায় ছোঁ মেরে কেড়ে নিল রানার হাত থেকে চারটে ফ্রাঙ্ক।

সেই একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে দিনা। 'এবারও কি দুঃসংবাদ?'

আবার চোখ থেকে চশমা নামাল রানা। চোখে মুখে অবাক বিস্ময় ফুটিয়ে

তুলে এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে। এই ফাঁকে দেখে নিচ্ছে চারদিক। অন্তত প্রকাশ্যে কেউ নজর রাখছে না ওর উপর। 'কি যে রহস্য এর মধ্যে, কিছুই বুঝতে পারছি না। বুড়ী বলল, মেয়েটার বাবা ছিলেন একজন বিরাট নাবিক, তার বাবাও তাই ছিলেন এবং তার বাবাও তাই ছিলেন। অর্থ কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না আমার।'

কিন্তু অর্থটা বুঝতে পারল দিনা। কোথাও একটা বোতাম টিপল সে, অমনি দপ করে মুখ থেকে নিভে গেল উজ্জ্বল হাসিটা। বোকার মত তাকিয়ে আছে রানার দিকে। সবুজ চোখে অনিশ্চিত দৃষ্টি, বিস্ময়ে পাথর।

'আমার বাবা একজন অ্যাডমিরাল,' ধীরে ধীরে বলল দিনা। 'আমার গ্র্যান্ডফাদারও তাই ছিলেন, এবং গ্রেটগ্র্যান্ডফাদারও। আপনি...এ তথ্য জানা আপনার পক্ষে অসম্ভব নয়...'

'তা ঠিক, অসম্ভব হবে কেন! মেয়েদের সাথে পরিচিত হওয়ার আগেই তাদের বাপ-দাদা, তার দাদা, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে দেরাজে ফাইল বন্দী করে রাখি আমি। শোনো, বোকা মেয়ে, আরও আছে। এরপর বুড়ী কি বলেছে পরিষ্কার মনে আছে আমার:...মেয়েটার শরীরে একটা জন্মদাগ আছে, যা বাইরে থেকে কারও পক্ষে দেখা সম্ভব নয়, দাগটার আকৃতি গোলাপ ফুলের মত।'

'গুড গড!'

'এর চেয়ে ভদ্রভাবে কথাটা বলা সম্ভব ছিল না,' বলল রানা। 'অপেক্ষা করো। আরও খারাপ কিছু শুনতে হতে পারে।' চতুর্থ এবং শেষ বুথে ঢোকার কোন কারণ বা অজুহাত দেখাল না রানা, কিন্তু এটাই একমাত্র ওর কৌতূহলের উদ্রেক করছে।

বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেছে দিনা, রানার দিকে খেয়ালই নেই তার। ধীর পায়ে ভিতরে ঢুকল রানা।

বুথের ভিতর অল্প আলো, ভালভাবে দেখা যাচ্ছে না কিছু। সবুজ রেক্সিন মোড়া একটা টেবিলে দুটো হাত হালকা ভাবে লম্বালম্বি পড়ে আছে। হাত দুটোর মালিক বসে আছে ছায়ায়, মাথাটা হেঁট করা। তাই তার বিশেষ কিছু দেখা না গেলেও যতটুকু দেখা যাচ্ছে তা এটুকু বোঝার জন্যে যথেষ্ট যে ম্যাকবেথের তিনজন ডাইনীর একজন হওয়ার সাধ্য তার নেই, কিংবা স্বয়ং লেডী ম্যাকবেথ হওয়াও তার পক্ষে সম্ভব নয়। এই মেয়েটা যুবতী, দীর্ঘ কেশে ঢাকা পড়ে গেছে কাঁধ আর পিঠ। শরীরের কাঠামোটা পরিষ্কার অনুমান করা যাচ্ছে না, কিন্তু নিশ্চয়ই সে অপরূপ সুন্দরী, ভাবছে রানা, অন্তত তার সুগোল, ফর্সা হাত দুটো তো বটেই।

তার মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে টেবিলের উপর পড়ে থাকা কার্ডে চোখ রাখল রানা। তাতে লেখা, 'কাউন্টেস নিনা'।

'তুমি সত্যি একজন কাউন্টেস, ম্যা'য়াম?' নরম সুরে জানতে চাইল রানা।

'তুমি তোমার হাত দেখাতে চাও?' তার গলার স্বরে বিনয়, কোমল ভদ্রতার ছাপ। রানা ভাবছে—লেডী ম্যাকবেথ নয়, এ করডেলিয়া।

'অবশ্যই।'

দু'হাতে ধরল সে রানার হাতটা, ঝুঁকে পড়ল সেটার উপর। মাথাটা এত নামিয়েছে যে টেবিলের উপর চুলের স্তূপ হয়ে গেল। স্থির হয়ে বসে থাকল রানা।

টপ টপ করে দু'ফোঁটা উষ্ণ চোখের পানি পড়ল হাতে, এই অবস্থায় স্থির হয়ে বসে থাকা সহজ নয়। ডান হাত অনড় রাখতে গিয়ে বাঁ হাতটাকে দেহের পাশে শূন্যে তুলে মোচড় খাওয়াল রানা। হাতের উপর অংশ দিয়ে চোখ ঢাকল মেয়েটা, কিন্তু ইতিমধ্যে তার মুখটা এক পলকে দেখে নিল রানা। থমকে যাবার মত সুন্দরী সে, চোখ দুটো চকচক করছে পানিতে।

'কাউন্টেস নিনা, কাঁদছ কেন?'

'লম্বা আয়ু রেখা রয়েছে তোমার…'

'তুমি কাঁদছ! কেন?'

'প্লীজ…'

'বেশ। কিন্তু কাঁদছ কেন, প্লীজ?'

'আমি দুঃখিত। আমি…আমি ঘাবড়ে গেছি…'

'বলতে চাইছ আমার জীবনে মস্ত এক ফাঁড়া আছে?' মৃদু ব্যঙ্গের সাথে বলল রানা।

এক সেকেন্ডের নীরবতা। তারপর কাউন্টেস নিনা বলল, 'আমার ছোট ভাইকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'তোমার ভাই? জানি একজন হারিয়ে গেছে। সবাই জানে। তোমার ভাই? এখনও ওরা পায়নি ওকে?'

মাথা নাড়ল মেয়েটা। চুলের স্তূপ ভেঙে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ল টেবিলে।

'সবুজ আর সাদা রঙের ক্যারাভানে ওই মহিলা তাহলে তোমার মা?'

সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকাল একবার নিনা। মুখ তুলল না।

'কিন্তু এত কান্নাকাটি কিসের? মাত্র কিছুক্ষণ আগে হারিয়েছে ও। ফিরে আসবে, তুমি দেখো।'

এবারও কিছু বলল না মেয়েটা। হাত আর মাথা টেবিলে নামাল সে, হাতের উপর মাথা রেখে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। কাঁধ দুটো অদম্য কান্নায় কাঁপছে।

মুখে তিক্ততা নিয়ে কয়েক সেকেন্ড বসে থাকল রানা। যুবতীর কাঁধ স্পর্শ করল ও, উঠে দাঁড়াল, বেরিয়ে এল বুথের বাইরে। যখন বেরুল, ওর সারা মুখে নিখাদ বিস্ময় দেখতে পেল দিনা।

'বাচ্চাকাচ্চা চারটে,' শান্তভাবে বলল রানা। হাত বাড়াল দিনার দিকে।

হাতটা ধরতে দিল রানাকে দিনা। রানা তাকে নিয়ে খিলানের নিচে দিয়ে চাতালের দিকে এগোল।

মোর্সেলিন দ্য মুরগা, সাথে এখনও স্বর্ণকেশী রুকা রয়েছে, কথা বলছে একজন লোকের সাথে। লোকটাকে দেখা মাত্র তীক্ষ্ণ হলো রানার দৃষ্টি। বিশাল কাঁধ লোকটার, মুখে কাটাকুটি দাগে ভর্তি। কালো ট্রাউজার। বুকের বোতাম খোলা, সাদা শার্ট পরে আছে। দিনার ভুরু কোঁচকানোকে গ্রাহ্য না করে ওদের কাছ থেকে মাত্র কয়েক ফিট দূরে দাঁড়াল রানা। সিগারেট ধরাচ্ছে।

'এক হাজার ধন্যবাদ, মি. এনকো, এক হাজার ধন্যবাদ,' মোর্সেলিন দ্য মুরগার রব শুনে কয়েকশো গজের মধ্যে কাক পক্ষী ঘেঁষতে সাহস পাবে না, বিশ্বাস করল

রানা। 'দারুণ ইন্টারেস্টিং, দারুণ! এসো, রুকা, মাই ডিয়ার, এনাফ ইজ এনাফ। কয়েক গ্যালন কোল্ড ড্রিঙ্ক, আর মুখে দেয়ার জন্যে সামান্য কিছু খাবার পাওনা হয়েছে নিজেদের কাছে।'

চোখের দৃষ্টি দিয়ে ওদেরকে অনুসরণ করছে রানা। সিঁড়ির ধাপ ক'টা টপকে উঠানের দিকে চলে গেল ওরা।

ঘুরে দাঁড়াল রানা। সাদা আর সবুজ রঙে রঙ করা ক্যারাভানটার দিকে তাকাল। বিবেচনা করার ভঙ্গিতে কিছু ভাবছে।

'না,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল দিনা।

অবাক হয়ে তাকাল তার দিকে রানা। 'কেন?' জিজ্ঞেস করল ও। 'একজন দুঃখী মাকে সাহায্য করতে চাওয়ার মধ্যে দোষ কোথায়? আমি হয়তো একটু সান্ত্বনা দিতে পারব তাকে, কোনভাবে সাহায্যে লাগতে পারব, হয়তো তার নিখোঁজ ছেলেটার খোঁজে যেতে পারব। মানুষের বিপদের সময় আরও বেশি মানুষ যদি এগিয়ে যায়, দুনিয়াটাকে আমরা তাহলে আরও বাসযোগ্য করে তুলতে পারি...'

'আদর্শ সমাজ সেবক, আপনার মহত্ত্ব...'

'তাছাড়া, এ ধরনের ব্যাপারে বিশেষ কৌশলের দরকার হয়। মঁশিয়ে মোর্সেলিন দ্য মুরগা যদি পারেন, আমিও পারব। তবে, তুমি যেতে না চাইলে জোর নেই।'

দিনাকে রেখেই এগিয়ে গেল রানা। পিছন ফিরে একবারও তাকাল না, ক্যারাভানের ধাপ টপকে উঠতে শুরু করল। পিছন ফিরলে দেখতে পেত, অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে আছে দিনা।

এক নজরে ক্যারাভানের ভিতরটাকে জনশূন্য মনে হলো রানার। ধীরে ধীরে আবছা অন্ধকার চোখে সয়ে এল। দেখল, আলোহীন একটা লম্বা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে ও, বসবাসের কামরাগুলোয় ঢোকার পথটা বারান্দার শেষ প্রান্তে। দূরবর্তী দরজাটা বন্ধ, কিন্তু ফাটল গলে চিকন আলোর রেখা বেরিয়ে আসছে, ভেসে আসছে অস্পষ্ট মেয়েলী গলা।

এক পা এগিয়ে প্রথম দরজাটা পেরোল রানা। দেয়াল থেকে বিচ্ছিন্ন হলো একটা ছায়া। বিদ্যুৎ গতিতে নড়ে উঠল ছায়াটা। রানার বুকের হাড়ে মাথা দিয়ে প্রচণ্ড একটা গুঁতো মারল। কোথাও বাধা পেল না রানার শরীর, ক্যারাভানের ভিতর থেকে উড়ে এসে আলুর বস্তার মত পড়ল বাইরে, কংক্রিটের চাতালে। একটা চোখের কোণ দিয়ে আবছাভাবে লক্ষ্য করল রানা, আঁতকে উঠে লাফ দিয়ে এক পাশে সরে গেল দিনা।

পিঠটা বুঝি ভেঙে গেছে, ভাবছে রানা। কোন সাড়া পাচ্ছে না পিছন দিকে। চশমাটা চোখ থেকে খুলে ছিটকে পড়েছে বহু দূরে। অক্সিজেনের অভাব বোধ করছে সে। মুখ খুলে হাঁপাচ্ছে। উঠে বসবে, সে শক্তি ফিরে আসছে না এখনও। ক্যারাভানের সিঁড়ি বেয়ে ছায়াটাকে নামতে দেখেও তৈরি হতে পারল না ও। ধীর পায়ে ওর দিকে এগিয়ে আসছে লোকটা। হাঁটার ভঙ্গির মধ্যেই প্রকট হয়ে ফুটে আছে উদ্দেশ্যটা। বেঁটে-চ্যাপ্টা চেহারা, শত্রুভাবাপন্ন, ভাষণ দেবার জন্যে মুখিয়ে

আছে।

সামনে এসে দাঁড়াল সে। ঝুঁকল। কোটের কলার ধরে অনায়াসে টেনে দাঁড় করাল রানাকে। 'আমাকে মনে রেখো, দোস্ত,' কফে রুদ্ধ গলার ভিতর থেকে ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। 'মনে রেখো, মুরেল উঁকি ঝুঁকি মারা পছন্দ করে না। মনে রেখো, এরপর মুরেল তার মুঠো ব্যবহার করবে না।'

বুঝতে পারল রানা, এবার তাহলে মুরেল মুঠো ব্যবহার করতে যাচ্ছে। ঘুষিটা লাগল আগের জায়গাতেই। মাত্র একটা, তাই যথেষ্ট প্রমাণিত হলো। কয়েকটা পাঁজরের চার দিক অবশ হয়ে যেতে রানা অনুমান করল, গুঁতোটার মতই সমান শক্তিতে লেগেছে ঘুষিটা। অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে ছয় কদম পিছিয়ে গেল ও, তারপর পড়ে গেল মাটিতে। এবার পড়ল আধ-শোয়া ভঙ্গিতে, দু'পাশে চাতালে কনুই রেখে।

তালি মারার ভঙ্গিতে হাতের ধুলো ঝাড়ল মুরেল, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ধীর পায়ে ফিরে গেল আবার ক্যারাভানে।

এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি করে রানার চশমাটা আবিষ্কার করল দিনা। সেটা নিয়ে অলস পায়ে এগিয়ে এল সে, সাহায্যের একটা হাত বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। বহু কষ্টে চেপে রেখেছে সে হাসিটা।

হাতটা ধরতে মোটেও উৎসাহ অনুভব করল না রানা।

'আমার ধারণা মোর্সেলিন দ্য মুরগার কৌশলটা অন্য ধরনের ছিল,' গাম্ভীর্যের সাথে বলল দিনা।

'অকৃতজ্ঞের সংখ্যা দুনিয়ায় কম নয়,' নিঃশ্বাস ছাড়তে কষ্ট হচ্ছে রানার, ফোঁস ফোঁস শব্দ হচ্ছে।

'কৃতজ্ঞের সংখ্যাও দুনিয়ায় কম নয়। হিউম্যান নেচার স্টাডি করার শখ আজ রাতের মত মিটেছে কি?' মাথা ঝাঁকাল রানা, কথা বলার চেয়ে এটাই সহজ। 'সেক্ষেত্রে, ফর গডস সেক, এখান থেকে নিয়ে চলুন আমাকে। এই ঘটনার পর একটা ড্রিঙ্ক দরকার আমার।'

'আমার কি দরকার বলে মনে করো?'

বিবেচনার ভঙ্গিতে রানার দিকে পাঁচ সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল দিনা। 'ফ্র্যাঙ্কলি, আমার ধারণা, আদর্শ একজন সেবিকা দরকার তোমার।' রানার একটা হাত ধরে সিঁড়ির দিকে ওকে টেনে নিয়ে চলল সে।

সামনে মস্ত একটা ফলের পাত্র এবং পাশে রুকাকে নিয়ে রিজার্ভ করা টেবিলে বসে আছে মোর্সেলিন দ্য মুরগা। জাবর কাটা বন্ধ করে রানার দিকে তাকিয়ে হাসল সে, মাথা ঝাঁকাতে শুরু করল সবজান্তার ভঙ্গিতে। হাসিটা নিঃসন্দেহে অপমানকর, ভাবল দিনা। গা তার জ্বালা করে উঠল।

'উত্তম মধ্যমটা বোধহয় এক তরফাই হয়ে গেল, তাই না?' খুশি খুশি গলায় প্রায় চিৎকার করে জানতে চাইল মোর্সেলিন দ্য মুরগা।

'ওকে আমি দেখতে পাইনি,' ব্যাখ্যা করল রানা।

'ও!' রুকার কানের কাছে মুখ নিয়ে গেল মোর্সেলিন দ্য মুরগা, ফিসফিস করার ভঙ্গিতে কথা বলতে শুরু করল, যদিও তা ছয় ফিট দূর থেকে শোনা যাচ্ছে, 'বলিনি

তোমাকে, দশ বছর আগে একবার চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল ও?'

রানাকে আটকে রাখার ভঙ্গিতে ওর একটা হাত ধরে মৃদু চাপ দিল দিনা। কিন্তু এর কোন প্রয়োজন ছিল না। অবসন্ন শরীরটা টেনে নিয়ে যাচ্ছে রানা ওদের টেবিলের দিকে, দিনার দিকে ফিরে ক্লান্ত ভাবে হাসল।

টেবিলে বসল ওরা। একজন ওয়েটার ড্রিঙ্ক নিয়ে এল।

রুমাল দিয়ে মুখ মুছে একটা ফিলটার টিপড সিগারেট ধরাল রানা। গম্ভীর করল মুখের চেহারা। 'এবার, দিনা, আমাদের কথা—মানে, কাজের কথা। কোথায় বাস করব বলো দেখি? ইংল্যান্ড, না ফ্রান্স?'

'কি?'

'ভাগ্য বলিয়েরা কি বলেছে শুনলে তো?'

'ওহ্, মাই গড!'

হুইস্কি ভর্তি গ্লাসটা উপর দিকে তুলল রানা। 'মন্টির উদ্দেশ্যে।'

'মন্টি?'

'আমাদের বড় ছেলে। এই মাত্র ওর নাম রাখলাম আমি।'

সবুজ চোখে সতর্ক দৃষ্টি দিনার। চিন্তার একটা রেখা ফুটে উঠল কপালে। রানাকে নিয়ে আকাশ পাতাল কি যেন ভাবছে সে।

চিন্তিত হয়ে পড়েছে রানাও। ভাবছে, মুখ দেখে মানুষ চেনা যায় না। ওই সুন্দর চেহারার আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে দিনা কাজানীর আসল পরিচয়।

চার

দু'ঘণ্টা পর। হোটেল বোমেনিয়ারে রানার নিজের স্যুইট। কাপড় বদলাচ্ছে ও। সাদা শার্টের বদলে পরছে নেভী রোল-নেক পুলওভার। গ্রে রঙের গ্যাবার্ডিনের স্যুটের বদলে কালো রঙের স্যুট। ছদ্মবেশের প্রয়োজনে চশমাটা পরেছিল, এখন সেটা খুলে রেখে দিল সুটকেসে। নাইলনের কালো মোজাটা পরে নিল মুখে, টেনে-টুনে ফুটো দুটো অ্যাডজাস্ট করল চোখে। বোতাম টিপে আলো অফ করল, বেরিয়ে এল করিডরে।

এই ফ্লোরের সব ক'টা বেডরূমের দরজা এই করিডরের দিকে মুখ করে আছে। দুটো দরজা খোলা, আলো বেরিয়ে আসছে। প্রথমটায় ভারী পর্দা ঝুলছে। দরজাটা খোলা হলেও ভেজানো রয়েছে। সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। বিশ্বাসী বান্ধবী দিনার কামরা এটা। দরজার হাতল ধরে একটা কবাট একটু খুলল ও। ভিতরে ঢোকার ইচ্ছা হলো একটু, কিন্তু কাজের কথা ভেবে ক্ষান্ত করল নিজেকে। উঁকিঝুঁকি মেরে ভিতরটা দেখার চেষ্টা করল, কিন্তু ভারী পর্দার জন্যে কিছুই দেখতে পেল না। ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠতে পারে দিনা, এই ভয়ে পর্দার গায়ে হাত দিল না ও।

সামনে এগোল রানা। এরপর একটা জানালা। খোলা, এবং পর্দার বালাই নেই। পাশে গিয়ে দাঁড়াল ও। উঁকি দিল। পর মুহূর্তে বুঝল সাবধানতা অবলম্বনের কোন দরকারই করে না, ও যদি এখন এই জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে অ্যাপাচী যুদ্ধ শুরু করে দেয়, তাহলেও কামরার ভিতর যারা রয়েছে তাদের গভীর ধ্যান ভাঙবে কিনা সন্দেহ, কিংবা ভাঙলেও বিশেষ গ্রাহ্য করবে বলে মনে হয় না।

প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা এবং রুকা পাশাপাশি বসে আছে একটা সোফায়। প্রিন্সের কালো চুল আর রুকার সোনালী চুল পরস্পরের গায়ে ঠেকে আছে। ওদের সামনে একটা অপ্রশস্ত লম্বা টেবিল। প্রিন্সের পাশে আরেকটা টেবিল, এটা উঁচু এবং বেশ বড় আকারের। তাতে তিল ধারণের জায়গা নেই। ফলমূল, মিষ্টির পাত্র, কোল্ড ড্রিঙ্কের বোতল, মাংসের ডিশ আর রুটি বিস্কুটের প্যাকেট পুরোপুরি দখল করে রেখেছে টেবিলটাকে। ওদের সামনের টেবিলে দাবার একটা বোর্ড সাজানো রয়েছে। দেখে শুনে মনে হলো রানার, রুকাকে দাবা খেলা শেখাচ্ছে প্রিন্স। কিন্তু গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসার ফলে দু'জনেরই শেখাতে এবং শিখতে যে কিছুটা বিঘ্ন ঘটছে, বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। তবে, রসনাকে তৃপ্ত করার ব্যাপারে এই মুহূর্তেও প্রিন্স অত্যন্ত ব্যস্ত। জানালার পাশ ঘেঁষে সামনে বাড়ল রানা।

চাঁদ এখনও আকাশের অনেক উপরে রয়েছে, কিন্তু ভারী একটা কালো মেঘের চাদর লে-বো এর দূরবর্তী ফোকরওয়ালা প্রাচীরের পিছন থেকে এগিয়ে আসছে। সুইমিং পুলের কাছাকাছি খোলা একটা বারান্দায় গিয়ে থামল রানা। হোটেল ম্যানেজমেন্ট সারারাত উঠানে আলো জ্বেলে রাখার ব্যবস্থা নিয়েছে। কেউ যদি উঠান পেরোতে চায় বা সিঁড়ির ধাপ ক'টা টপকে সম্মুক চাতালে নামতে চায়, রাত জাগা জিপসীদের চোখে ধরা পড়তে হবে তাকে।

বারান্দা থেকে নিঃশব্দে নামল রানা। বাঁ পাশের পথটা ধরে এগোল। পিছন দিক থেকে হোটেলটাকে এক চক্কর দিয়ে পশ্চিমের ঢাল বেয়ে সম্মুখ চাতালের দিকে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে, নিঃশব্দ পায়ে, গভীর ছায়ার মধ্যে দিয়ে। নজর রাখার জন্যে জিপসীদের জেগে থাকার এমনিতে কোন কারণ নেই। কিন্তু জিপসীদের এই বিশেষ দলটা সম্পর্কে যতটুকু জানে রানা, তার প্রেক্ষিতে অনুভব করছে, ঘুমিয়ে পড়লে গর্দান নেয়া হবে এই ভয় দেখিয়ে জার্দা তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত এবং নির্দয় স্বভাবের শিষ্যদেরকে সারারাতের জন্যে পাহারায় বসিয়ে রেখেছে, কোন সন্দেহ নেই।

মেঘটা চাঁদের নিচে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা। রাবার সোলের জুতো, কোন শব্দ হচ্ছে না, হন হন করে ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে গেল ও। সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নামল চাতালে।

তিনটে ছাড়া বাকি সব ক্যারাভান অন্ধকার। সবচেয়ে কাছের এবং সবচেয়ে বড় আলোকিত ক্যারাভানটা জার্দার। আধ-খোলা দুটো দরজা এবং পাশের পর্দাহীন কিন্তু বন্ধ একটা কাঁচের জানালা গলে উজ্জ্বল আলো বেরিয়ে আসছে। মাথা নিচু করে জানালার দিকে এগোল রানা।

জানালার নিচে পৌঁছে ধীরে ধীরে মাথা তুলল ও। কাঁচের ভিতর দিয়ে তাকাল

ভিতরে। একটা টেবিলকে ঘিরে তিনজন জিপসী বসে আছে। তিনজনকেই চিনতে পারল রানা। জার্দা, তার ছেলে গাটো, এবং এনকো। মনে পড়ে গেল, এই এনকোর কাছ থেকেই কি এক তথ্য পেয়ে খুশিতে বাগ বাগ হয়ে উঠে তাকে এক হাজার ধন্যবাদ বরাদ্দ করেছিল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা।

টেবিলে একটা ম্যাপ বিছানো রয়েছে, সবাই ঝুঁকে আছে সেটার দিকে। হাতের পেন্সিল দিয়ে ম্যাপে কি যেন দেখাচ্ছে জার্দা, দু'জনকে ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছে কিছু। কিন্তু ম্যাপটা এতই ছোট, দূর থেকে দেখে ওটার প্রকৃতি বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছুই বুঝল না রানা। কাঁচের জানালা গলে জার্দার কণ্ঠস্বরও বাইরে আসছে না।

নিঃশব্দে ওখান থেকে সরে এল রানা।

আলোকিত দ্বিতীয় ক্যারাভানের জানালাটা খোলা। পর্দা রয়েছে, কিন্তু সবটা ঢাকা নয়। পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা। মাথা বাড়িয়ে একটা চোখ দিয়ে উঁকি দিল। ক্যারাভানের ভিতর মাঝখান পর্যন্ত কাউকে দেখতে পাচ্ছে না ও। সামনের দিকে ঝুঁকে আরও একটু বাড়াল মাথাটা। এবার দেখতে পেল।

দরজার কাছাকাছি ছোট্ট একটা টেবিল। টেবিলের দু'পাশে দু'জন লোক বসে তাস খেলছে। একজনকে চেনে না রানা, অন্যজনকে দেখামাত্র চিনল। মুরেল। এই জিপসীটাই ওকে সাদা এবং সবুজ ক্যারাভান থেকে কংক্রিটের চাতালে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। প্রশ্ন জাগল রানার মনে: সবুজ আর সাদা রঙের ক্যারাভানে কি দায়িত্ব পালন করছিল মুরেল? সেখান থেকে সরে এখানেই বা কি উদ্দেশ্যে?

চোখের দৃষ্টি বাঁ দিকে বুলাল রানা। খোলা একটা দরজার ওপারে ছোট একটা কামরা দেখা যাচ্ছে, কিন্তু যেখানে ও দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে কামরার ভিতর পর্যন্ত দেখার উপায় নেই। পরবর্তী জানালার দিকে এগোল ও।

এটায় পর্দা ঝুলছে, কিন্তু কবাট এবং শার্সি দুটো উন্মুক্ত। ধীর ভঙ্গিতে, অতি সন্তর্পণে একটা আঙুলে বাধিয়ে নিয়ে পর্দাটা সিকি ইঞ্চি সরাল রানা, তারপর একটা চোখ রাখল ফাঁকটায়।

ভিতরে আলো খুব কম। ক্যারাভানের পিছনের অংশ থেকে আলোর আভা আসছে কামরাটায়। পাশের কামরা থেকে যে ছোট কামরাটা দেখেছে রানা, এটা সেটারই সামনের দিক। দেয়ালের গায়ে তিনটে কাঠের বাঙ্ক, বিছানা পাতা। বিছানায় তিনজন মানুষ। দেখে রানার মনে হলো, তিনজনই ঘুমাচ্ছে। দু'জন পাশ ফিরে শুয়ে আছে, রানার দিকে মুখ করে। কিন্তু স্বল্প আলোয় মুখের চেহারা বোঝা যাচ্ছে না।

পর্দা থেকে আঙুল সরিয়ে নিয়ে আবার এগোল রানা। এবার সবুজ আর সাদা রঙের আলোকিত ক্যারাভানটার দিকে। এটাই কৌতূহল এবং চিন্তার উদ্রেক করেছে ওর।

ধূমপানের তৃষ্ণায় শুকনো লাগছে গলাটা, কিন্তু ইচ্ছাটাকে নির্মমভাবে দমন করল রানা। নিঃশব্দ পায়ে চলে এল ক্যারাভানটার পিছন দিকে।

সিঁড়ির মাথায় দরজাটা খোলাই রয়েছে, কিন্তু ভিতরটা অন্ধকার। অন্ধকারে

কেউ ওঁৎ পেতে আছে এই ভয়ে নয়, কৌতূহল চরিতার্থের জন্যে আলোকিত কামরা খুঁজে পাওয়া দরকার ভেবে ক্যারাভানের পাশের জানালাটার দিকে এগোল ও। সেটা আধ-খোলা এবং পর্দা সরানো। উঁকি মারার জন্যে আদর্শ।

ক্যারাভানের ভিতরে ঠাণ্ডা কিন্তু উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। সুন্দর ফার্নিচার চোখে পড়ল রানার। চারজন মেয়েকে দেখতে পাচ্ছে ও। দু'জন বসে আছে সোফায়, বাকি দু'জন টেবিলের ধারে দুটো চেয়ারে। কাউন্টেস নিনাকে সহজেই চিনতে পারল ও। তার পাশে পক্ককেশী বৃদ্ধা, এর আগে একে কাঁদতে এবং জার্দার সাথে কথা কাটাকাটি করতে দেখেছে রানা—নিনা আর নিখোঁজ কোহেনের মা। চেয়ারে আরও যে দু'জন বসে আছে তাদের বয়স খুব বেশি হয়নি, ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে। এদেরকে আগে দেখেনি রানা। একজনকে কোনমতেই জিপসী বলে মনে করা যায় না। মাথায় ঢেউ খেলানো কোঁকড়া চুল, চেহারা দেখেই বোঝা যায় ইউরোপীয়ান। অবশ্য কম বেশি সবাইকেই তাই মনে হয়। অপর মেয়েটি স্বর্ণকেশী, একটু বেশি মোটা।

রাত গভীর হয়ে গেছে, কিন্তু ঘুমুবার কোন উদ্যোগ ওদের কারও মধ্যেই দেখছে না রানা। চারজনকেই বিষণ্ণ, উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। মা এবং মেয়ের চোখে পানি। হঠাৎ নিনা দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল।

'মা, ওমা!' ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল নিনা, বিকৃত কণ্ঠস্বর বুঝতে কষ্ট হচ্ছে রানার। 'এসব কি হচ্ছে! কখন শেষ হবে এই যন্ত্রণা? কোথায়? আর কবে আমরা পৌঁছুব?'

পাশে বসে আছে মা, পাথরের মত স্থির। চোখের দৃষ্টি মেঝের দিকে অনড়।

চেয়ারে বসা স্বর্ণকেশী মেয়েটি নরম গলায় বলল, 'ধৈর্যে বুক বাঁধতে হবে আমাদেরকে, নিনা। একবার যখন বেরিয়েছি, ভাগ্যের হাতে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করেছি আমরা। আমরা অসহায়, করার কিছু নেই।'

'কোহেন আর ফিরে আসবে না, আমি জানি।' উন্মাদিনীর মত মাথা নাড়ছে নিনা। 'কোহেন, এ তুই কি করলি, ভাই!' হাউ মাউ করে কেঁদে ফেলল নিনা। পাশে বসা মায়ের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া নেই, কিছুই যেন স্পর্শ করছে না তাকে। কান্না ভেজা মুখটা ঝট্ করে ফেরাল নিনা। চেয়ারে বসা কোঁকড়া চুলের মেয়েটার দিকে তাকাল, 'কি ধরনের বোকামি করেছে ও, একবার ভেবে দেখুন, মিসেস জেটারলিং। আজই আপনার স্বামী ওকে কাছে বসিয়ে বুঝিয়েছেন, সাবধান করে দিয়েছেন...'

'জানি, নিনা,' মিসেস জেটারলিং ম্লান সুরে বলল। 'কিন্তু মিসেস সারার কথাই ঠিক, অধীর হলে চলবে না আমাদের, ধৈর্যে বুক বাঁধতে হবে। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ, কথাটা ভুলে যেয়ো না, নিনা।'

শোক আর দুঃখে ভরা নিস্তব্ধতা ক্যারাভানে। কামনা করছে রানা, এই নিস্তব্ধতা কেউ একজন ভেঙে দিক। তথ্যের জন্যে এসেছে ও, কিন্তু এ পর্যন্ত কিছুই জানতে পারেনি—শুধু নিদারুণ বিস্মিত হয়েছে চারজন জিপসী মেয়েকে রুমানী ভাষার বদলে জার্মান ভাষায় কথা বলতে শুনে।

এ ধরনের বিস্ময়কর আরও কিছু জানার আশায় দাঁড়িয়ে আছে রানা। দ্রুত জানতে চায় ও। আলোকিত জানালার সামনে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা স্রেফ বোকামি, প্রফেশন্যালের কাজ নয়।

'কোন আশা নেই,' পক্বকেশী বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর যেন বহু দূর থেকে ভেসে আসছে, কিন্তু তা স্পষ্ট এবং থমথমে। কোহেনের মা মিসেস জেটারলিংয়ের কথার উপর এতক্ষণে মন্তব্য করছে। রুমাল দিয়ে চোখ মুছছে সে। 'মায়ের মনকে ফাঁকি দেয়া যায় না।'

নিনা চমকে উঠল। 'মা!'

'কোন আশা নেই, কেননা বেঁচে নেই সে,' বৃদ্ধা নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেঝের দিকে। 'তোমার ভাইকে আর কোনদিন তুমি দেখতে পাবে না। আমি জানি, আমার ছেলে বেঁচে নেই।'

আবার নিস্তব্ধতা নামল। শব্দটা তাই শুনতে পেল রানা। ছোট্ট একটা পাথরের টুকরো ঘষা খেয়েছে চাতালের কংক্রিটের সাথে।

সম্ভবত এই শব্দটাই এ যাত্রা প্রাণে বাঁচিয়ে দিল রানাকে।

বিদ্যুৎবেগে আধপাক ঘুরল ও। পাঁচ ফিট দূরে ঝাঁপিয়ে পড়ার ভঙ্গিতে কুঁজো হয়ে রয়েছে মুরেল আর এনকো। নিঃশব্দে হাসছে দু'জন। মাথা বাঁকা দুটো ছোরা দু'জনের হাতে। ধারাল পাত দুটো ঝক ঝক করছে আলোয়।

ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল ওরা। হয়তো চাতালে পা রাখার পর থেকেই নজর রাখছিল ওর উপর, কিংবা তারও আগে থেকে। কিছু বলেনি, তার কারণ হয়তো এই যে ওর উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চেয়েছে ওরা। ও যে এই বিশেষ ক্যারাভানটি সম্পর্কে কৌতূহলী তা বুঝতে পেরে আর দেরি করতে চাইছে না, পথের কাঁটা দূর করতে চলে এসেছে। এসব ভাবতে দুই সেকেন্ডের বেশি নিল না রানা। তিন সেকেন্ডের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ও, আত্মরক্ষার জন্যে অসম্ভব কিছু একটা ঘটিয়ে দিয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দিতে হবে ওদেরকে।

খালি হাতে বিদ্যুৎবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা এনকোর ওপর। অবাক এনকো পিছু হটতে চাইল, আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে উঠে গেল ছোরা ধরা হাতটা মাথার উপর। মাটিতে পড়েই চোখের পলকে দেড় পাক ঘুরে প্রাণপণে ছুটল রানা চাতাল ধরে সিঁড়ির দিকে।

কংক্রিটের চাতালে ওদের পায়ের আওয়াজ পাচ্ছে রানা। কি ঘটে গেছে বুঝতে পেরে খেপে গেছে ওরা নিজেদের উপর। দুর্বোধ্য রুমানী ভাষায় দু'জন যা বলছে তা সম্ভবত খিস্তি। তবে তা নিজেদেরকে উদ্দেশ্য করে নয়, ধরে নিল রানা।

দূর থেকে এক লাফে সিঁড়ির চার নম্বর ধাপে উঠল ও। অকস্মাৎ ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল, ফলে ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাচ্ছে।

পড়ে যাওয়ার মধ্যেই আধ পাক ঘুরল রানা। ডান পা শূন্যে তুলে পড়ে যাওয়াটাকে আরও অবধারিত করে তুলল। বিদ্যুৎবেগে সামনের দিকে ছুঁড়ল পাটা। প্রচণ্ড একটা বাধা পেল সেটা মাঝপথে। এনকোর বুকে লেগেছে। ভারসাম্য ফিরে পেল রানা। অসহ্য যন্ত্রণায় চোখে সর্ষে ফুল দেখছে এনকো। হাতের ছোরা ছিটকে

চলে যাচ্ছে পিছন দিকে। সিঁড়ির ধাপ থেকে কংক্রিটের চাতালে চিৎ হয়ে পড়ল এনকো।

এনকো যখন ধাপ থেকে নামছে, ধাপ বেয়ে মুরেল তখন উঠছে। ডান হাতে ধরা ছোরার আগাটা উপর দিকে তাক করা, নিচে থেকে উপর দিকে সবেগে তুলে আনছে হাতটা। চট্ করে সরেই ঘুষি চালাল রানা। বাঁ হাতের ওপর ছোরার পাত আগুন ধরিয়ে দিল যেন। কিন্তু এ আগুন ওর ঘুষিটার শক্তি কমাতে পারল না। এর আগে মুরেল যত জোরে মেরেছিল ওকে, তারচেয়ে অনেক বেশি জোরে মুরেলকেও মারতে পেরেছে বুঝতে পেরে, বাম হাতে তীব্র জ্বালা অনুভব করা সত্ত্বেও, অদ্ভুত তৃপ্তি বোধ করল ও।

মুরেলও চিৎ হয়ে পড়ল। ভাগ্যবান সে। পড়ল এনকোর গায়ের উপর।

কোটের বাঁ হাতের আস্তিন চিরে ঢুকেছে ছুরি। কনুইয়ের একটু উপর থেকে আট ইঞ্চি লম্বা ক্ষতটা দেখল। দরদর করে রক্ত বেরিয়ে আসছে। তবে খুব গভীর নয় বলে কৃত্রিম একটা ক্ষত বলে মনে হচ্ছে। ভাবল, যা শুকাতে খুব বেশি সময় নেবে না। এর মধ্যে ওকে অচল না করে দিলেই হয় এখন।

রক্তাক্ত হাতটার উপর থেকে ওর মনোযোগ কেড়ে নিল নতুন একটা বিপদ। কংক্রিটের চাতাল ধরে উঠানে ওঠার সিঁড়ির দিকে তীরবেগে ছুটে আসছে কেউ। ঘাড় ফিরাল রানা।

গাটো। হাতে নিত্যসঙ্গী ছোরাটা।

ঘুরল রানা। কোনাকুনিভাবে উঠান ধরে ছুটল উঁচু বারান্দার দিকে। মুহূর্তের জন্যে থামল একবার পিছনটা দেখার জন্যে। এনকো এবং মুরেলকে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করছে গাটো। রওনা হলো বলে!

তিনজনের বিরুদ্ধে একজন। ওদের হাতে ছোরা। রানার হাত খালি। অস্ত্র পাবার কোন সম্ভাবনাও নেই ওর। তিনজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোকের বিরুদ্ধে একজন নিরস্ত্র লোক কবে, কোথায় টেক্কা দিয়ে বেরিয়ে গেছে? চিন্তার কথা। সাত বছর বয়স থেকে ছোরা মারার কৌশল রপ্ত করছে এরা।

প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগার কামরায় এখনও আলো জ্বলছে। কালো মুখোশটা একটানে মুখ থেকে খুলে ফেলল রানা। অনুভব করল, নক করে ভদ্রতা দেখাবার সময় নেই। কাঁধের ধাক্কায় দরজার কবাট দুটোকে দু'পাশের দেয়ালে বাড়ি খাইয়ে ঝড়ের বেগে ঢুকল সে কামরার ভিতর।

প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা এবং রুকা এখনও দাবা খেলায় মগ্ন। এবারও অনুভব করল রানা, এ-ধরনের ছোটখাট অবাক করা বিষয়ে মাথা ঘামাবার সময় ওর নেই।

'ফর গডস সেক, আমাকে সাহায্য করুন, প্লীজ, আমাকে একটু শেলটার দিন!' অক্সিজেনের জন্যে হাঁসফাঁস করছে রানা। চেহারায় অসহায় একটা ভাব ফুটে উঠেছে। যা পরিস্থিতি, তাতে খুব একটা জোরাল অভিনয়ের দরকার হলো না, এমনিতেই যথেষ্ট অসহায় দেখাচ্ছে ওকে। 'ওরা তাড়া করেছে আমাকে!'

জাবর কাটা এক সেকেন্ডের জন্যে বন্ধ করল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। ব্যস, এছাড়া তার মধ্যে আর কোন প্রতিক্রিয়া ঘটতে দেখল না রানা। ক্রীমের টুপি

পরানো একটা পেস্ট্রিকে কাঁটা চামচ দিয়ে গাঁথল সে। ডান হাত থেকে বাঁ হাতে নিল সেটা, তারপর খালি হাতটা বাড়িয়ে দাবার বোর্ডে একটা চাল দিল।

'আমরা ব্যস্ত দেখতে পাচ্ছ না?' রুকার দিকে তাকাল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে গেছে রুকার, চোখ দুটো বড় বড়, তাকিয়ে আছে রানার দিকে। 'সাবধান, মাই ডিয়ার, সাবধান!' প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা সতর্ক করল রুকাকে। 'তোমার বিশপের এখন ভয়ানক বিপদ।' চেহারায় বিরক্তি আর তিরস্কার ফুটে উঠল তার, তাকাল রানার দিকে। 'কারা তাড়া করেছে তোমাকে?'

'কারা আবার, জিপসীরা। এই দেখুন!' বাঁ হাতের ক্ষতটা দেখাল রানা। 'ওরা আমাকে ছুরি মেরেছে!'

মুখের চেহারায় বিস্বাদ আরও ঘনীভূত হলো। 'আমি কে? আমার কি করার আছে? নিশ্চয়ই ওদের লেজ মাড়িয়েছ তুমি, তা নাহলে মারতে চাইবে কেন?'

'তা নয়, আমি আসলে...'

'চুপ! কোন কথা শুনতে চাই না!' কঠোর শাসনের ভঙ্গিতে ম্যাজিস্ট্রেটের মত একটা হাত তুলল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। 'পিপিং টমরা আমার কাছ থেকে এক বিন্দু সহানুভূতি আশা করতে পারে না। বেরোও তুমি! গেট আউট! বেরোও বলছি! এক্ষুণি বেরোও!'

'কিন্তু ওরা আমাকে ধরতে পারলে...'

'মাই ডিয়ার,' সম্বোধনটা ওকে উদ্দেশ্য করে নয়, বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। রুকার ঊরুতে মৃদু একটা চাপড় মারল প্রিন্স। 'ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। আপদ বিদায় করার জন্যে এক্ষুণি আমি হোটেল ম্যানেজমেন্টকে ডাকছি।'

এক লাফে দরজা পেরিয়ে করিডরে বেরিয়ে এল রানা। জায়গাটা খালি কিনা দেখার জন্যে মুহূর্তের জন্যে থামল। পিছন থেকে বজ্র কণ্ঠে প্রিন্স বলল, 'দরজাটা ভিড়িয়ে দিতে ভুলো না আবার!'

'কিন্তু, মুরগা...' রুকার গলা।

'কিস্তি মাত্,' দৃঢ় গলায় বলল প্রিন্স দ্য মুরগা। 'আর দুই চালে।'

পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। উঠান থেকে ছুটে আসছে করিডরের সিঁড়ির দিকে। ঝড়ের মুখে পড়তে চাইছে না রানা, দ্রুত এগোল ও সবচেয়ে কাছের বন্দর অভিমুখে।

ঘুমায়নি দিনাও। বিছানার উপর বসে আছে সে, কোলের উপর একটা খোলা বই। পরনে নাম মাত্র স্বচ্ছ নাইলন, শান্তিকালীন অবস্থায় প্রশংসাসূচক মন্তব্য করা যেতে পারত। মুখটা খুলে গেল তার হয় বিস্ময়ে, নয়তো সাহায্যের জন্যে চিৎকার করতে, তারপর আবার সেটা বন্ধ করে আশ্চর্য শান্তভাবে শুনতে লাগল।

বন্ধ দরজার গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানা। কি ঘটেছে সংক্ষেপে বলল।

'বানিয়ে বলছ, বিশ্বাস হচ্ছে না,' বলল দিনা।

আবার রক্তাক্ত হাতটা দেখাল রানা। রক্ত শুকিয়ে ক্ষতের উপর জমাট বেঁধে গেছে, চাঁড় লাগায় ব্যথায় বিকৃত হয়ে উঠল ওর মুখ। 'এটাও কি কৃত্রিম, বানানো

ক্ষত?'

মুখ বাঁকাল দিনা। 'কি কুৎসিত! কিন্তু কেন ওরা...'

'সস্‌স্‌!' ঠোঁটে আঙুল রাখল রানা। বাইরে গলার আওয়াজ। ক্রমশ বাড়ছে। কাছে চলে আসছে পায়ের শব্দ। বুঝতে পারছে ও, কোণঠাসা করে ফেলেছে ওকে। দরজার হাতল ঘুরিয়ে কবাট দুটো এক ইঞ্চি ফাঁক করল ও, এক চোখ দিয়ে বাইরে তাকাল।

দৈত্যাকৃতি এক ট্রাফিক পুলিসের ভঙ্গিতে দু'দিকে লম্বা লম্বা হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে করিডরে দাঁড়িয়ে আছে প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা, পথ রোধ করে আছে গাটো, মুরেল আর এনকোর। দরজার ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে রুকা, গলা বের করে কালো মুখোশ পরা লোক তিনজনকে বিস্ফারিত চোখে দেখছে সে।

তাড়া করতে এত কেন দেরি হয়েছে ওদের, বুঝতে পারল রানা। মুখোশ ছাড়া হোটেলে ঢুকতে চায়নি ওরা।

'শুধুমাত্র গেস্টদের জন্যে এটা একটা ব্যক্তি মালিকানাধীন হোটেল,' ঘোষণার ভঙ্গিতে বলল প্রিন্স।

'পথ ছাড়ুন!' হুকুম করল গাটো।

'পথ ছাড়ব? আমি হলাম গিয়ে একজন প্রিন্স—প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য...'

'প্রিন্সের লাশ হয়ে যাবেন আপনি যদি...'

'কি সাহস, কি স্পর্ধা আপনার, স্যার!' পরমুহূর্তে যা ঘটল সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য, কেউই এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। অমন প্রকাণ্ড শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন। ধাঁই করে একটা ঘুষি বসিয়ে দিল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা গাটোর চোয়ালে।

প্রায় শূন্যে উঠে গেল গাটো, হাত বাড়িয়ে তাকে নিজেদের গায়ের উপর টেনে নিল মুরেল আর এনকো, তা নাহলে আরও কয়েক হাত দূরে গিয়ে ধরাশায়ী হত সে।

ইতস্তত করছে ওরা। কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটতে শুরু করল ফিরতি পথে। গাটোকে এখনও দু'দিক থেকে ধরে খাড়া করে রেখেছে ওরা।

'মুরগা,' মেয়েলি কায়দায় বুকের কাছে হাত তুলে চার বার তালি মারল রুকা। 'কি বাহাদুরিটাই না তুমি দেখালে!'

'বাহাদুরি? কোথায় বাহাদুরি দেখলে তুমি? এ তো ছুঁচোকে চটকানা মেরে হাত গন্ধ করলাম। আমি শ্রেণী সচেতন মানুষ, এইমাত্র যা ঘটে গেল, আমার দৃষ্টিতে তা অভিজাত বনাম বখাটেদের মত-বিরোধ ছাড়া আর কিছুই নয়।' হাত ঝাপটা দিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। 'বাদ দাও এসব। ইস্‌, কত দেরি হয়ে গেল, ফলগুলো এখনও মুখেই তুলিনি! খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে এমন অবহেলা করলে ক'দিন বাঁচব, বলো?'

'কিন্তু,' দরজা ছাড়ছে না রুকা। 'এত শান্ত তুমি থাকছ কিভাবে? ফোন করে জানাবে না? হোটেল ম্যানেজমেন্টকে? পুলিসকে?'

'কি লাভ? মুখোশ পরে ছিল, চেহারার বর্ণনা দিতে পারব? তাছাড়া, এর মধ্যে

নিশ্চয়ই ওরা বহুদূরে পালিয়ে গেছে। চলো।'

ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল প্রিন্স। দিনার কামরার দরজা বন্ধ করল রানা।

'শুনলে তো?' দিনা মাথা কাত্ করে জানাল, শুনেছে। 'প্রিন্স কত মহৎ। আপাতত শান্তি ফিরে এসেছে।' হাত বাড়িয়ে দরজার হাতল ধরল রানা। 'ধন্যবাদ। আশ্রয় দেবার জন্যে।'

'যাচ্ছ কোথায় তুমি?' কেমন যেন উদ্বিগ্ন বা নিরাশ মনে হলো দিনাকে রানার।

'চলে যাচ্ছি। পাহাড় টপকে বহুদূরে।'

'গাড়ি নিয়ে?'

'নেই আমার।'

'আমারটা নিতে পারো। আই মীন, আমাদেরটা।' মুচকি হাসল দিনা।

'সত্যি বলছ?'

'অবশ্যই, দুষ্ট কোথাকার।'

'এই মুহূর্তে বুঝতে পারলাম, একদিন তুমি আমাকে সাংঘাতিক সুখী করবে। কিন্তু গাড়ির কথা যদি বলো, অন্য কোন সময়। গুড নাইট।'

করিডরে বেরিয়ে এল রানা। পিছন দিকে হাত নিয়ে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল। নিজের স্যুইটের কাছাকাছি পৌঁছে হঠাৎ দাঁড়াল ও। ছায়া থেকে বেরিয়ে এল একসাথে তিনজন।

'তোমাকে আগে, দোস্ত,' ফিসফিস করে বলল গাটো, প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগাকে এর মধ্যে টেনে আনতে চায় না সে। 'তারপর ছুঁড়িটার ব্যবস্থা করব আমরা।'

দরজা থেকে তিন পা দূরে দাঁড়িয়েছে রানা। গাটোর কথা তখনও শেষ হয়নি, এক পা বাড়ল ও। ওরা নড়াচড়া শুরু করার আগেই দ্রুত তৃতীয় পদক্ষেপ নিয়ে ফেলল।

ওদের নিজেদের মধ্যে ছোট্ট একটা ভুল বোঝাবুঝি ঘটে গেছে, সেই সুযোগটা নিয়েছে রানা। মুরেল আর এনকো ভেবেছে, মার খেয়েছে গাটো, সুতরাং আঘাত হানার সুযোগটা সেই প্রথম নেবে। কিন্তু গাটো ভেবেছে ঠিক উল্টো। তার চোয়ালের অবস্থা এখনও শোচনীয়, এর উপর সঙ্গীরা তার ঘাড়ে শক্তি প্রয়োগের দায়িত্ব চাপাবে, তা সে ভাবেনি।

গাটোর কাঁধ কবাটের গায়ে ধাক্কা খাবার ঠিক আগের মুহূর্তে ভিতরে ঢুকে পড়ে নিজের পিছনে দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা। কী-হোলে ঢোকানোই ছিল চাবি। গাটো মোচড় দিয়ে দরজার হাতল ওর মুঠো থেকে আলগা করে নিতে পারার আগেই চাবি ঘুরিয়ে দিল সে।

সময় নষ্ট না করে দৌড়ে স্যুইটের পিছন দিকে চলে এল রানা। একটা জানালা খুলে বাইরে তাকাল। নিচে অনেকগুলো গাছ। বেশ লম্বা যেটা, সেটার একটা শাখা জানালার কাছ থেকে ছয় ফিট দূরে। মাথাটা টেনে নিয়ে সিধে হলো ও। দরজার হাতল ভাঙার চেষ্টা করছে ওরা। হঠাৎ করেই শব্দটা থেমে গেল।

পরিবর্তে শোনা গেল পায়ের শব্দ। করিডর ধরে ছুটে চলে যাচ্ছে ওরা। কোন্ দিকে যাচ্ছে বুঝতে অসুবিধে হলো না ওর।

রানাও সময় নষ্ট করল না। লোকগুলোর সাথে লাগবার পর এটুকু অন্তত বুঝে নিয়েছে ও, প্রাণ বাঁচাতে হলে দ্রুত ওদের নাগালের বাইরে চলে যেতে হবে ওকে। কিছুটা চৌকাঠে হেলান দিয়ে, কিছুটা বাইরের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে জানালার উপর। লাফ দিয়ে মাঝখানের ব্যবধান পেরোল। গাছের ডালটা ধরে ঝুলে পড়তেই সেটা নিচে নেমে আবার উঠতে শুরু করল স্প্রিঙের মত। আবার নেমে উঠতে শুরু করার আগেই ডালটা ছেড়ে দিল ও। ঝুপ করে পড়ল মাটিতে।

যে রাস্তাটা হোটেলটাকে পিছন দিক থেকে ঘিরে রেখেছে সেদিকে এগোচ্ছে রানা। হামাগুড়ি দিয়ে প্রায় খাড়া ঢাল বেয়ে উঠে যাচ্ছে উপর দিকে। মেঘের আড়াল থেকে আবার বেরিয়ে এসেছে চাঁদ। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ওদেরকে রানা। হামাগুড়ি দিয়ে খাড়া ঢাল পেরোচ্ছে। হাতের ছোরা ওদের অগ্রগতিকে এতটুকু ব্যাহত করছে না।

পাহাড়ে উঠে যাবার বা নেমে যাবার পথ খোলা রানার সামনে। বুমেনিয়ারের নিচে উন্মুক্ত ভূখণ্ড, উপরে আঁকাবাঁকা পথ, গলি তস্যগলি এবং প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ নিয়ে লে-বো। ইতস্তত করল না রানা। লে-বো-তেই দৌড়াতে এবং লুকাতে পারবে ও। ঘুরে উপর দিকে ছুটল।

পাহাড়ের গা পেরিয়ে এঁকেবেঁকে খাড়া উঠে গেছে গ্রামের দিকে রাস্তাটা। সবটুকু পায়ের বল আর বুকের দম খাটিয়ে ছুটছে রানা। না থেমে ঘাড় ফেরাল একবার পিছন দিকে। জিপসীদের কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু এতে ওর আশান্বিত হওয়ার কিছু নেই, ভাবছে ও। পিছনেই হয়তো আছে, দেখতে পাচ্ছে না শুধু। সামনে দীর্ঘপথ দৌড়াতে হবে, তাই প্রথমেই ক্লান্ত হয়ে পড়া উচিত হবে না ভেবে এগোবার গতি কমিয়ে থাকতে পারে ওরা। তা যদি হয়, ওরও খানিক বিশ্রাম নেয়া দরকার এখন।

গ্রামের প্রবেশপথ পর্যন্ত সোজা রাস্তার দু'পাশে সারি সারি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল রানা অসংখ্য গাড়িকে। সেগুলোর একটাকেও এখন দেখছে না। লুকাবে, তেমন জায়গাও নেই। প্রবেশ পথ দিয়ে দ্রুত সামনে এগিয়ে চলল ও।

একশো গজ এগিয়ে দৌড় থামিয়ে হাঁপাতে লাগল রানা। দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেছে সামনের রাস্তা।

ডানদিকের রাস্তাটা বাঁক নিয়ে নেমে গেছে গ্রামের ফোকরওয়ালা প্রাচীরের দিকে, লক্ষণ দেখে রানার মনে হলো খানিকদূর গিয়ে শেষ হয়ে গেছে পথ, বেরিয়ে যাবার উপায় নেই। বাঁ দিকের রাস্তাটা অপ্রশস্ত, আঁকাবাঁকা এবং সাংঘাতিক খাড়া, বাঁক নিয়ে উপর দিকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। এ পথের শেষ যদি থাকেও, গড়িয়ে নিচে ফিরে আসার উপায়টা হাতে থাকছেই। এটাকেই বেছে নিল ও।

পিছন ফিরতেই দেখল, ওর মুহূর্তের দ্বিধাদ্বন্দ্বের ফলে শত্রুরা মাঝখানের ব্যবধান অনেকটা কমিয়ে এনেছে। আগের মতই নিঃশব্দে দৌড়াচ্ছে ওরা। ওদের হাতগুলো দৌড়ের তালের সাথে মিল রেখে আগু পিছু করছে, ছন্দোবদ্ধভাবে

ঝিলিক মারছে ছোরাগুলো। রানার কাছ থেকে ওরা এখন আর ত্রিশ গজ পিছনেও নয়।

ঝেড়ে দৌড়াচ্ছে রানা। প্রতিটি বাঁকে একবার করে দৌড়ের গতি একটু কমাচ্ছে ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে ওদেরকে দেখার জন্যে। রাস্তার দু'পাশে ছোট বড় নানা আকারের প্রবেশ পথ, ভিতরে গভীর অন্ধকার। মরিয়া হয়ে সেগুলোর দিকে তাকাচ্ছে রানা। হাতছানি দিয়ে ডাকছে ওগুলো ওকে। লোভও হচ্ছে রানার। কিন্তু জানে, কিছু না, এ মায়া ডাক—মরীচিকার ফাঁদ। একবার ঢুকলে সব শেষ। ওখান থেকে পালাবার কোন পথ নেই।

পাঁচ

জিপসীদের ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাসের শব্দ পাচ্ছে রানা। আমারই মত হাঁপিয়ে গেছে ওরা, ভাবল ও। ছোটার গতি একটু কমিয়ে ঘাড় ফেরাল। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। ভয়ানক হাঁপিয়ে গেছে বলে নয়, জিপসীরা কাছাকাছি চলে এসেছে বলে ওদের নিঃশ্বাসের শব্দ পাচ্ছে ও। মুখে বাতাস টানছে ওরা। নুড়ি পাথরে হোঁচট খাচ্ছে, লাফ দিয়ে দিয়ে এগোচ্ছে। চুল উড়ছে পিছন দিকে মুরেল আর এনকোর। চাঁদের আলোয় চকচক করছে ঘামে ভেজা মুখগুলো। মাত্র পনেরো ফিট দূরে ওরা।

ঘাড় সোজা করে নিয়ে সামনে তাকাতেই আঁতকে উঠল রানা। মারাত্মক একটা বাধা। এক সেকেন্ডের তিন ভাগের এক ভাগ সময় পেল ও। শেষরক্ষা করতে পারল না। দেড় ফুট উঁচু পাথরটা তিন ফুট সামনে বাংলা অক্ষর দ-এর মত বাঁকা হয়ে পড়ে আছে। বিপদ এড়িয়ে চলার সহজাত প্রবৃত্তির বলে শরীরে একটা স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়া হলো ওর। লাফ দিয়ে টপকে যেতে চাইল পাথরটাকে। পারল না।

পায়ে বেধে গেল পাথরটা। দৌড়ের মধ্যে ছিল, ছিটকে পড়ল ছয় হাত সামনে রাস্তার উপর। চোখের পলকে ডিগবাজি খেল শরীরটা।

আবার ছুটতে শুরু করে এক সেকেন্ড আগের কথা ভাবছে রানা। কিভাবে পড়ল, কিভাবে ডিগবাজি খেল, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে কখন কিভাবে ছুটতে শুরু করেছে, সঠিক কিছুই মনে করতে পারছে না যেন ও। চোখের পলকে ঘটে গেছে ব্যাপারটা, অনেকটা দুঃস্বপ্ন দেখার মত।

এদিক ওদিক তাকিয়ে সময় নষ্ট করাটা ভুল হয়েছে ওর। বুঝতে পারছে রানা। সেজন্যেই মাঝখানের দূরত্ব কমে প্রায় অর্ধেক হয়ে গেছে। এখন আর লুকাবার কথা ভাবা যায় না। যেখানে, যেদিকে যাবে, ওরা দেখতে পাবে পরিষ্কার।

ওর প্রাণের একমাত্র আশা এখন নিহিত রয়েছে লে-বো-এর প্রাচীন বিধ্বস্ত দুর্গে।

এখনও উঠছে রানা। নুড়ি বিছানো রাস্তা শেষ হয়ে যাচ্ছে, সামনে লোহার

পাত মোড়া সরু গলি। চিন্তা ঢুকল মনে। লোহার কয়েক জোড়া রেলিং বন্ধ করে রেখেছে গলিটাকে। রুখে দাঁড়াতে হবে, ভাবছে রানা, আর কোন উপায় নেই, রুখে দাঁড়িয়ে লড়তে হবে ওদের সাথে—জিতে গেলে, আশা কম, বেঁচে যাবে এযাত্রা, একটা ফাঁড়া কাটবে। হেরে গেলে…প্রশ্রয় দিল না চিন্তাটাকে রানা।

কাছাকাছি পৌছে দেখল রেলিংগুলোর ডান দিকে দেয়াল ঘেঁষে সরু একটা ফাঁক রয়েছে। ফাঁকটার ধারেই একটা টেবিল। প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ দেখতে আসে যারা তাদের কাছ থেকে পয়সা আদায় করে এই টেবিল।

ফাঁকটা দেখতে পেয়ে দ্রুত একটা চিন্তা খেলে গেল মাথায়। লড়তে হলে এটাই উত্তম জায়গা। ফাঁকটা ছোট্ট। একবারে কোনরকমে একজন মানুষ গলতে পারবে, তাও আড়াআড়িভাবে।

কি ঘটতে পারে চোখের পলকে তা অনুমান করে নিল রানা। তিনজনের একজন ফাঁকটা দিয়ে ঢুকতে চেষ্টা করবে। প্রথমে একটা পা এবং একটা হাত ফাঁকে গলিয়ে দেবে সে। ছোরাটা এই হাতেই থাকবে। ফাঁকের মাঝখানে লোকটা যখন বেকায়দায় আটকে যাবে, ছোরাটা হাত থেকে খসিয়ে দেবার জন্যে কিছু একটা করতে পারে ও। কিন্তু বাকি দু'জনের কথা ভুলে গেলে চলবে না। কি করছে তারা তখন? প্রথম লোকটার মাথার উপর দিয়ে বা রেলিংয়ের উপর দিয়ে ছোরা ছুঁড়ে মারতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ইতিমধ্যে। দুই কি তিন ফিট দূরের লক্ষ্য ভেদ করা ওদের কাছে পানি। সম্মুখ সমরের চিন্তা আপাতত বাতিল করল রানা। ফাঁক গলে পিছন দিকে তাকাল একবার। দশ ফিট পিছনে ওরা। তারপর ছুটল পুরোদমে।

ওর বাঁ দিকে একটা ছোট কবরস্থান। সমাধির উঁচু চাতাল আর স্তম্ভগুলোর চারদিকে ছুটোছুটি করে লুকোচুরি খেলার কথা ভাবল রানা। পরমুহূর্তে বাতিল করে দিল চিন্তাটা। আরও পঞ্চাশ গজ ছুটল ও, সামনে দেখল লে-বো-এর উন্মুক্ত উপত্যকা, খাঁ খাঁ মুক্ত প্রকাণ্ড একটা মাঠের মত, লুকাবার কোন জায়গা নেই। উপত্যকার চারদিকের কিনারা থেকে খাড়া নেমে গেছে পাহাড়ের গা। পালাতে হলে লাফ দিয়ে কয়েকশো গজ নিচে পড়া ছাড়া উপায় নেই। দ্রুত বাঁ দিকে ঘুরে ছুটল রানা। সরু একটা পথ এটা। পাশে ছোট ছোট ভোজনালয়ের মত ঘরের সারি, ভাঙা, চূর্ণ বিচূর্ণ। একটু পরই লে-বো দুর্গের এবড়োখেবড়ো ধ্বংসস্তূপের মধ্যে প্রবেশ করল ও।

নিচের দিকে তাকাল। প্রায় চল্লিশ গজের মত পিছিয়ে পড়েছে জিপসীরা। ওর প্রাণ নিয়ে টানাটানি, সুতরাং এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। মুখ তুলে উপর দিকে তাকাল ও। হাসি আর ধরে না চাঁদের! এক ফোঁটা মেঘ নেই আকাশে। তিক্ততার সাথে এমন একটা গাল দিল রানা, যা শুনতে পেলে দুনিয়ার তাবৎ কবি চোট পেয়ে যাবে কলজের মধ্যে। কিন্তু ওকে খুব একটা দোষ দেয়া যায় না। চাঁদ না থাকলে অনায়াসেই শত্রুদের ফাঁকি দিতে পারত ও।

কয়েক হাজার রাজমিস্ত্রীর কয়েক বছরের সাধনার ফল ধসে পড়ে বিশাল নিঝুম স্তূপে পরিণত হয়েছে। এই ধ্বংসকাণ্ডের উপর দিয়ে কখনও দৌড়ে, কখনও হোঁচট

খেয়ে, কখনও হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে রানা। পৃথিবীর আর কোন প্রাচীন ধ্বংসস্তূপের সাথে এর তুলনা হয় না। যেমন এর বিশাল ব্যাপ্তি তেমনি দুর্গম। নির্জনতার রাজত্ব এখানে। একদিন কল-কোলাহল ছিল, ব্যস্ততা ছিল, আজ নেই। আছে শুধু পাথরের নির্মম স্মৃতি। ধ্যানমগ্ন নিঃশব্দ। কোন কারণ নেই, তবু গা ছম ছম করে। অথচ বিপজ্জনক একটা সৌন্দর্যের ছাপ আছে এর সর্বাঙ্গে। পঞ্চাশ ফিট উঁচু চিড় ধরা বাড়ির দেয়াল কাত হয়ে আছে এখানে সেখানে। স্তম্ভগুলো কোথাও আকাশের দিকে একশো দেড়শো ফিট পর্যন্ত উঠে গেছে, কোন কোনটা খাড়া উঠে যাওয়া পাহাড়ের প্রাচীরকে ছাড়িয়ে গেছে লম্বায়, পাহাড়েরই অংশ বলে মনে হয়, আলাদা করে চেনার উপায় নেই। ফেটে চৌচির হয়ে যাওয়া পাথরের গায়ে প্রকৃতির তৈরি সিঁড়ির ধাপ উঠে গেছে উপর দিকে। পাথরের প্রাচীরে অসংখ্য ছিদ্র, বা গর্ত, কোনটা দিয়ে কোনরকমে একজন মানুষ গলতে পারবে, কোনটা দিয়ে অবলীলায় গলে যাবে পাশাপাশি দুটো ডবল-ডেকার বাস। দু'পাশের পাথরকে পাশ কাটিয়ে আশ্চর্য সব পথ এঁকেবেঁকে চলে গেছে চোখের আড়ালে। কোনটা প্রকৃতির তৈরি, কোনটা মানুষের হাতে। কোনটা চক্কর মারতে মারতে উঠে গেছে, কোনটা খাড়া নেমে গেছে। এক একটা পথ এত ঘন ঘন বাঁক নিয়েছে যে অভিজ্ঞ পাহাড়ী ছাগলও এগোতে গিয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে পথ হারাবে। মস্ত বিল্ডিংগুলো কাত্ হয়ে আছে কোথাও, একটু ঠেলা দিলেই বা গায়ে জোরে একটা বাতাস লাগলেই হুড়মুড় করে পড়ে যাবে যেন। কিন্তু তা আসলে পড়বে না, অনেক ঝড় ঝাপটা সহ্য করে কয়েকশো বছর ধরে ওভাবে কাত্ হয়েই দাঁড়িয়ে আছে ওগুলো। যেগুলো পড়বার, সব পড়ে গেছে সেই যুগেই। পুরো ধুলোর স্তরের উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, স্তূপ হয়ে আছে ভাঙা পাথরের দেয়াল, টুকরোগুলো কোনটা লম্বায় তিন ইঞ্চি, কোনটা তিন সাড়ে তিনশো ফিট। ওগুলো সবই সাদা রঙের, মড়ার মত ফ্যাকাসে। ঠাণ্ডা, ম্লান চাঁদের আলোয় পরিবেশটা ভৌতিক, বাতাসের ফিসফিস অশান্ত আত্মাদের কাতর বিলাপের মত লাগছে কানে। আজ ওখানে, বিদ্যুৎচমকের মত চিন্তাটা খেলে গেল মাথায়, হয় ও মরবে, নয় মারবে—কঠিন একটা পরীক্ষা হবে ওর।

এখন যদি ও খুন হয়ে যায়, জানে রানা, একের পর এক আরও জঘন্য অপরাধ করতে থাকবে ওরা। ও যদি খুন করতে পারে ওদের, ভয়টা অনেক দূর হয়। কিছু লোক ওদের হাত থেকে রেহাই পায়। সরল ব্যাপার। সমস্যার সহজ সমাধান হৃদয়ঙ্গম করে আত্মবিশ্বাস ফিরে এল ওর। ঠিক করল আরও অনেক উঁচুতে উঠে যাবে ও। ওদেরকে ক্লান্ত করার জন্যে এছাড়া উপায় নেই।

প্রাচীন সভ্যতার শ্বেত ধ্বংসাবশেষ বেয়ে উঠে যাচ্ছে রানার দৃষ্টি। চাঁদের সাদা আলোয় অনেক উঁচু পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে।

উঠতে শুরু করল রানা। খানিক পর পর পিছন ফিরে তাকাচ্ছে। পিছিয়ে পড়ছে ওরা। কিন্তু দু'এক সেকেন্ডের জন্যে ছাড়া ওদের চোখের আড়ালে যেতে পারছে না ও।

মুখোশ খুলে ফেলে দিয়েছে জিপসীরা। চেহারা লুকাবার আর কোন প্রয়োজন নেই আর। রানাকে ধরতে পারলে যে নৃশংস কাণ্ড ঘটবে তা দেখার জন্যে এই

বিধ্বস্ত দুর্গ এলাকায় কেউ নেই এত রাতে।

হঠাৎ থামল রানা। ভুল হয়ে গেছে একটা।

অচেনা জায়গা, দোষটা ওর নয়। সরু খাদ বেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ওঠার সময় আগেই লক্ষ্য করেছে, ক্রমশ খাড়া হয়ে গেছে দু'দিকের পাঁচিল। উদ্বিগ্ন হয়নি, কারণ এর আগে এ ধরনের দুটো জায়গা পেরিয়ে এসেছে ও। কিন্তু এবার একটা বাঁক নিতেই সামনে দেখতে পেল ভরাট পাথরের খাড়া পাঁচিল।

নিখুঁত একটা ফাঁদ। একমাত্র উপায় পাঁচিল টপকানো। কিন্তু খাড়া পাঁচিল বেয়ে ওঠার কোন প্রশ্নই ওঠে না। পাঁচিলের গায়ে নিচের দিকে কয়েকটা গর্ত এবং ফাটল রয়েছে। দ্রুত দেখে নিল সেগুলো রানা। তিন কি চারটে ফাটলের ভিতর কোনরকমে মাথা গলানো যেতে পারে। কোথায় শেষ হয়েছে জানার কোন উপায় নেই, কোনটারই শেষ প্রান্তে চাঁদের আলো দেখা যাচ্ছে না।

দৌড়ে বাঁকের কাছে ফিরে এল ও। বৃথা সময় নষ্ট, বুঝতে পারল সাথে সাথে। জিপসীরা বাঁক লক্ষ্য করে উঠে আসছে। মাত্র চল্লিশ ফিট নিচে ওরা। রানাকে দেখে তিনজনই হঠাৎ থামল। মাত্র দুই সেকেন্ডের জন্যে। তারপর আবার এগোচ্ছে। কিন্তু এখন তেমন ব্যস্ততা নেই। রানাকে পিছিয়ে আসতে দেখেই বুঝে নিয়েছে ওরা, গুরুতর বিপদে পড়েছে ও, আটকে গেছে কোন ফাঁদে।

এক ছুটে ফাঁদে ফিরে এল রানা। মরিয়া হয়ে উঠেছে। পাথরের গায়ে ফাটলগুলো দ্রুত দেখল আরেকবার। মাত্র দুটো ফাটলে মাথাসহ শরীর গলানো যেতে পারে। ভিতরে ঢুকে অন্ধকারে শরীরটা যদি ঘোরানো যায়, অন্তত ছোরাসহ একজন লোককে ঠেকাতে পারবে ও। একসাথে একজনের বেশি ঢোকার উপায় নেই ওদেরও। ডানদিকের ফাটলটা বেছে নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে উঠল মুখ পর্যন্ত, তারপর শরীরটাকে কুঁকড়ে মুচড়ে নিয়ে ভিতরে ঢুকতে শুরু করল। প্রকাণ্ড একটা টিকটিকি যেন লম্বা একটা পোকাকে ধীরে ধীরে গিলে নিচ্ছে। এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে গোটা শরীরটা ঢুকে গেল ফাটলের ভিতর।

চুনাপাথরের টানেল প্রায় মুখের কাছ থেকেই চিকন হতে শুরু করেছে। কিন্তু এখানে থামলে চলবে না, আরও ভিতরে ঢুকতে হবে, তা নাহলে বাইরে থেকে দেখতে পাবে ওকে জিপসীরা।

খানিকপর ওর মনে হলো, বাইরে থেকে উঁকি মেরে কেউ ওকে টানেলের ভিতর দেখতে পাবে না এখন। জায়গাটা এখানে ফিট দুই চওড়া, উঁচু তার চেয়ে কমই হবে। শরীরটাকে ঘুরিয়ে নেয়া ওর পক্ষে অসম্ভব। মড়ার মত পড়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। জিপসীরা চাইলে ধীরেসুস্থে ছোরা দিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে নিতে পারে শরীরটা। তারও দরকার পড়বে না, ভাবছে রানা, ইচ্ছে করলে ফাটলের মুখটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে হাসতে হাসতে ক্যারাভানে ফিরে গিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে ওরা।

হাত আর হাঁটুর উপর ভর দিয়ে আবার এগোচ্ছে রানা। দম আটকে আসতে চাইছে। ম্লান কি যেন সাদা মত দেখল। আলো? না, চোখের ভুল? জ্বালা করছে কনুই আর হাঁটু দুটো। ছাল উঠে গেছে। হঠাৎ বুঝতে পারল টানেলটা বাঁক নিয়েছে

সামনে। ম্লান আলোই কি তবে দেখেছে? মুখ খুলে হাঁপাচ্ছে ও। নিজের অজান্তেই ব্যস্ত হয়ে এগোতে শুরু করেছে শরীরটা। জিভ বের করে ঠোঁটে ঠেকাতে নোনা ঘামের স্বাদ পেল মুখের ভিতর। বাঁকের মুখে পৌঁছে গেছে ও। মোচড় খাচ্ছে শরীরটা। মোড় নিতে চেষ্টা করছে। বহু কষ্টে মাথাটাকে ইঞ্চি কয়েক বাড়াল রানা। সামনেই দেখতে পেল তারা ভরা এক ফালি আকাশ।

অকস্মাৎ একটা গুহায় পরিণত হয়েছে টানেলটা। ছোট্ট তবে গুহাই বটে। মাথা সমান উঁচু, মুখটা শেষ হয়েছে শূন্যে বাঁক থেকে মাত্র ছয় ফিট দূরে। ক্রল করে শেষ পর্যন্ত গেল রানা, নিচের দিকে তাকাল।

নিরাশায় ছেয়ে গেল মন। খাড়া কয়েকশো ফিট নিচে সমতল প্রান্তর। ধুলোমাখা অলিভ গাছের সারিগুলো এত দূরে আর এত ছোট যে ওগুলোকে খেলনা ঝোপ বলেও মনে হচ্ছে না।

সন্তর্পণে ক'ইঞ্চি সামনে বাড়ল রানা, মাথা ঘুরিয়ে তাকাল উপর দিকে। খাড়া প্রাচীরের মাথা বিশ ফিট উঁচুতে, গায়ে পা বা হাত রাখার মত কোন খাঁজ-ভাঁজ, গর্ত ফোকর কিছুই নেই।

ডান দিকে তাকাতেই পথটা দেখতে পেল ও। পথ, কিন্তু এমন একটা পথ দেখে পাহাড়ী ছাগলও আঁতকে উঠে পিছিয়ে আসবে কয়েক পা। কয়েক ইঞ্চি চওড়া কিনার-ভাঙা একটা কার্নিস, প্রাচীরের মাথা থেকে ক্রমশ নেমে এসেছে, গুহার মুখ থেকে চার ফিট নিচ দিয়ে নেমে গেছে আরও খানিক নিচে, তারপর খাড়া পাহাড়ের গায়ে মিশে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

এখানে অপেক্ষা করার চেয়ে ঝুঁকিটা নেয়া ভাল। একটু একটু করে ঘুরে বসে কিনারায় পা ঝুলিয়ে দিল রানা। এক ইঞ্চি, আধ ইঞ্চি করে নামছে। একসময় পা দুটো স্পর্শ করল কার্নিস।

পাঁচিলের গায়ে মুখ ঘষে এগোচ্ছে রানা। হাতদুটো দু'দিকে লম্বা করা, তালু দুটো সারাক্ষণ স্পর্শ করে আছে পাথরকে। রুদ্ধশ্বাসে একটু একটু করে উঠছে উপরে।

আলগা পাথরে পড়ে পা পিছলে গেল দু'বার। তুখোড় মাউন্টেনিয়ার রানা নয়, দু'বারই নেহায়েত কপাল গুণে বেঁচে গেল সে। গোদের মত ফুলে আছে একজায়গায় চুনাপাথরের দেয়াল, নিচে থেকে তালু দিয়ে চাপ দিয়ে পাথুরে টিউমারটা পরীক্ষা করে নিল রানা। কুটুস করে কামড় বসিয়ে দিল হাতের উল্টো পিঠে মস্ত এক রামপিঁপড়ে।

চোখের পলকে ঘটতে শুরু করল বিপর্যয়টা। হুল ফোটার তীব্র জ্বালা অনুভব করল রানা। নড়ে গেল শরীরটা। ঝট করে তাকাতে গিয়ে মাথাটা বাড়ি খেল পাঁচিলের সাথে। ঘুরে গেল মাথা। ব্যথায় কুঁচকে গেল মুখের চামড়া। বুজে গেল চোখ দুটো।

পিঁপড়ের বিষ বিদ্যুৎবেগে ছড়িয়ে পড়ছে গোটা হাতে। তাল হারিয়ে ফেলেছে রানা। পড়ে যাচ্ছে। চুনাপাথরের টিউমার নয়, পাহাড়ী পিঁপড়ের ঢিবি ওটা। অন্ধের মত হাতড়াচ্ছে ও। পাঁচটা আঙুল দিয়ে ঢিবিটা খামচে ধরল রানা। শেষ চেষ্টা।

আঙুলের ফাঁক দিয়ে ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ছে শুকনো মাটি। সব শেষ।

মরিয়া হয়ে চোখ মেলতেই নিচে, বহু নিচে অলিভ গাছের কালচে ঘন ঝোপ দেখতে পেল রানা। মাথাটা আবার একবার ঘুরে উঠল। চোখ বুজে আসছে আপনাআপনি। ঘন একজোড়া কাঁচাপাকা ভুরু কুঁচকে আছে, হঠাৎ আবছা মত দেখতে পেল রানা চোখের সামনে। ঢিবির কাছে এখনও রয়েছে হাতটা। আঙুলে পিঁপড়ের সারি। পাঁচটা আঙুল এক করে ঢিবির গায়ে সেঁধিয়ে দিল ও। শুকনো আলগা মাটির ভিতর হড় হড় করে কব্জি পর্যন্ত ঢুকে গেল। ভারসাম্য ফিলে এল শরীরের। সাত কি আট সেকেন্ড স্থায়ী বিপর্যয়টা দূর হয়ে গেছে।

সর্বমোট দু'মিনিট লাগল রানার কার্নিস বেয়ে প্রাচীরের মাথায় উঠতে, কিন্তু মনে হলো এক যুগ কেটে গেছে। লম্বা হয়ে শুয়ে হাঁপাচ্ছে। সারা শরীর থেকে সড় সড় করে নামছে ঘামের ধারা।

ত্রিশ সেকেন্ড পর শরীর বাঁকিয়ে কিনারা দিয়ে নিচের দিকে উঁকি দিল রানা। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। এত দেরি করছে কেন জিপসীরা? ফাঁদের ছায়ায় কোথাও লুকিয়ে আছে ও, এই ভেবে সময় নষ্ট করার দরকার নেই। পাহাড়ের এই চূড়া থেকে কেটে পড়ার রাস্তা আছে কিনা খুঁজে দেখতে হবে। যে পথে এখানে এসেছে ও সে-পথ দিয়ে ফিরে যাওয়া আর সম্ভব নয়। দ্বিতীয় কোন পথ না থাকলে, এটাই হবে ওর মরণ ফাঁদ। বড় জোর শকুনের দল ওর গায়ের মাংস ঠুকরে না খাওয়া পর্যন্ত বেঁচে থাকবে ও। আরেকটা আশঙ্কার কথা খেলে গেল মাথায়। দ্বিতীয় কোন পথ যদি থাকেও, জিপসীরা সেটা বন্ধ করার সম্ভাব্য সব চেষ্টা করবে। পালাবার উপায় যদি নাই থাকে, জিপসীরা সবচেয়ে খুশি হবে তাতে। পরিশ্রম বেঁচে যাবে ওদের। ওর পিছনে আর সময় নষ্ট করবে না। এখান থেকে ও নামতে পারবে না, একথা নিশ্চিতভাবে একবার বুঝলেই ফিরে যাবে ওরা দিনা কার্জানীর কাছে।

চুনাপাথরের সমতল চূড়া। উঠে দাঁড়াল রানা। বাঁ হাতের উল্টো পিঠটা চোখের সামনে তুলে দেখল। ফুলে গেছে বুড়ো আঙুলের পাশটা। এখনও জ্বালা করছে। কপালের ঠিক উপরটাও ফুলে আছে আলুর মত।

দশ গজ এগোল রানা। সামনে কিনারা। বসল। তারপর লম্বা হয়ে শুলো। কিনারা থেকে উঁকি দিয়ে তাকাল নিচের দিকে।

নামার উপায় একটা আছে, কিন্তু তা না থাকারই সামিল। মসৃণ পাথরের গা সোজা নেমে গেছে চল্লিশ ফিট নিচে। ওখানে চুনাপাথরের চতুষ্কোণ, সমতল একটা জায়গা। আয়তন ছয় বর্গ ফিট। মন দুই ওজনের দুটো পাথর পড়ে আছে পাশাপাশি। ওখান থেকে আবার নেমে গেছে একটা ঢাল। খানিকদূর নেমে হঠাৎ বিরতি নিয়েছে, তারপর খাড়া হয়ে নেমে গেছে পাহাড়ের গা।

চল্লিশ ফিট নিচের জায়গাটার দু'দিকে কার্নিস থাকলেও ও দুটোর সুবিধে ভোগ করা ভাগ্যে নাও থাকতে পারে। মসৃণ ঢালটা বেয়ে ধীরেসুস্থে নামার প্রশ্নই ওঠে না। পা ফেলার মত কোন গর্ত বা ফাটল কিছুই নেই। নামতে হবে হড়কে। তীর বেগে পিছলে নেমে যাবে শরীরটা চল্লিশ ফিট নিচে, চারকোনা জায়গাটায়। মন দুই ওজনের যে কোন একটা পাথরে বাড়ি খাবে শরীরটা। বাড়ি খেলে হাড়গোড় গুঁড়ো

হয়ে যাবে, বাড়ি না খেলে গড়িয়ে কিনারা দিয়ে খসে পড়বে ঢালের গায়ে, সেখান থেকে কয়েকশো ফিট নিচে, লে-বো-এর উপত্যকায়। ব্যস, খতম!

উঠে দাঁড়াল রানা। পত পত করে বাতাসে উড়ছে ভিজে শার্ট। দ্রুত শুকিয়ে যাচ্ছে গায়ের ঘাম। চূড়ার অপরদিকে ফিরে এল ও। প্রথম অস্পষ্টভাবে, তারপর পরিষ্কার শুনতে পেল ওদের কথাবার্তা।

'এ স্রেফ পাগলামি!' মুরেলের গলা। এই প্রথম একমত হলো তার সাথে রানা। 'এর কোন মানে হয় না!'

'তুমি, একথা বলছ, মুরেল? ছিঃ! তোমার মুখে এ কথা শোভা পায় না। তুমি না হাই টাটরার একজন মাউন্টেনিয়ার?' তীব্র ভর্ৎসনার সুরে বলছে গাটো। 'মাসুদ রানা যদি এ পথ দিয়ে যেতে পারে, আমরা পারব না কেন? খেসারত যাই দিতে হোক, ওকে আমরা চাই। কথাটা ভুলো না। এই লোক বেঁচে গেলে সব হারাতে হবে আমাদের।'

এরপর শোনা গেল এনকোর অস্পষ্ট, মৃদু গলা, 'খুন খারাবি আমি পছন্দ করি না, গাটো।'

'এখন একথা বলার কোন মানে হয় না,' বলছে গাটো। 'বাবার হুকুম এরই মধ্যে ভুলে গেছ? এই লোককে খতম না করে ফিরে যাওয়া চলবে না।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সম্মতিসূচক মাথা ঝাঁকাল মুরেল। পা ঝুলিয়ে দিয়ে কার্নিসে নামল। ধীরে ধীরে কার্নিস বেয়ে উঠে আসছে উপর দিকে।

উঠে পড়ল রানা। চারদিকে তাকাল। কয়েকটা চুনাপাথরের টুকরো পড়ে আছে, একটা ছাড়া বাকিগুলো তেমন ভারী নয়। বড়টা দু'হাত দিয়ে ধরল ও। তোলার সময় দু'হাতের পেশী ফুলে উঠল। পঞ্চাশ পাউন্ডের কম নয় ওজন, অনুমান করল ও। বুক সমান উঁচুতে তুলে ফিরে এল আবার কিনারায়।

মুরেল সত্যিই মাউন্টেনিয়ার, মনে মনে স্বীকার করল রানা। ওর চেয়ে দ্বিগুণ গতিতে এগোচ্ছে সে। গাটো আর এনকোর মাথা দুটো দেখা যাচ্ছে এখন, গুহা থেকে বেরিয়ে আছে। মুরেলের এগিয়ে উঠে যাওয়া দেখছে ওরা। দু'জোড়া চোখে উদ্বেগ আর ব্যগ্রতা ফুটে উঠেছে।

মুরেল সরাসরি ওর নিচে না পৌঁছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা। এর আগে লোকটা আরও একবার ওকে খুন করার চেষ্টা করেছে। এখন আবার আসছে। এবার ব্যর্থ হলে তৃতীয়বার চেষ্টা করবে। একে ঠেকাবার একটাই রাস্তা। এতটুকু দয়া মায়া অনুভব করল না রানা। ছেড়ে দিল পাথরটা।

বোবা পাথরটা কোন শব্দ করল না। দু'সেকেন্ড ধরে ওটার নিঃশব্দ পতন দেখল রানা। মুরেলের মাথা আর কাঁধের উপর পড়ল। কাতরে উঠল কানের কাছে একটা দমকা বাতাস। কোন শব্দ পেল না রানা মুরেলের, বা পাথরটার। শব্দহীন, মূক চলচ্চিত্রের একটা দৃশ্য দেখছে যেন ও। কার্নিস থেকে ছিনিয়ে নিল তাকে পাথরটা। কোন চিৎকার নেই। পড়তে শুরু করার আগেই বোধ হয় মারা গেছে। চারকোনা জায়গাটায় পড়ল ওরা। পাথরটা ড্রপ খেয়ে পেরিয়ে গেল বাকি জায়গাটা। মুরেলের শরীর গড়াচ্ছে। দুটো দুই মণ ওজনের পাথরের মাঝখান দিয়ে

গলে যাচ্ছে। কিনারার কাছে গিয়ে থামল। আটকে গেছে। কিন্তু পরমুহূর্তে ভুলটা ভাঙল রানার। আটকায়নি। ছোট্ট কোন পাথরের বাধা পেয়ে গড়ানোর গতিটা কমে গেছে শুধু। ধীরভাবে উল্টে যাচ্ছে শরীরটা। প্রচুর সময় নিচ্ছে। হঠাৎ দ্রুত হলো গড়ানোটা। কিনারা থেকে নেমে যাচ্ছে।

ঢালের গায়ে পড়ল মুরেল, তীর বেগে গড়িয়ে নামছে। অন্ধকারে ভাল দেখা যাচ্ছে না এখন আর। কালো ছায়াটা মিশে গেল অন্ধকারের সাথে এক হয়ে।

গাটো আর এনকোর দিকে তাকাল রানা। হামাগুড়ির ভঙ্গিতে কয়েক সেকেন্ড স্থির হয়ে থাকল। স্তম্ভিত। তারপর গাটোর চেহারা এক পলকে বদলে গিয়ে নৃশংস হয়ে উঠল। জ্যাকেটের ভিতর হাত গলিয়ে ঝট্ করে বের করে আনল একটা রিভলভার। উপর দিকে তাক করে গুলি করল সে।

রানা উপরে আছে, কিন্তু ঠিক কোথায়, জানে না গাটো। লাগানোর জন্যে নয়, অন্ধ আক্রোশে দিশেহারা হয়ে গুলি ছুঁড়েছে সে। তবু এক পা পিছিয়ে এল রানা।

এতক্ষণ রিভলভার বের করেনি কেন? ভাবছে রানা। ছোরা দিয়ে নিঃশব্দে সারতে চেয়েছিল ওরা কাজটা। সেক্ষেত্রে, রিভলভার নিয়ে এসেছে কেন? এ প্রশ্নের একটাই উত্তর, দরকার হলে গুলিও করবে ওরা শেষ চেষ্টা হিসেবে, কিন্তু খুন না করে ফিরে যাবে না, এই ছিল প্ল্যান।

দ্রুত উঁকি দিয়ে দেখল রানা নিচেটা। নেই ওরা। টানেল দিয়ে ফিরে যেতে শুরু করেছে ইতিমধ্যে, বুঝতে পারল। ছুটল ও। অপরদিকের কিনারায় গিয়ে থামল। পা ঝুলিয়ে বসে দেখে নিল চল্লিশ ফিট নিচের চারকোনা জায়গাটা। হাত দুটো শরীরের দু'পাশে। মৃদু একটা লাফ দিয়ে নেমে পড়ল রানা মসৃণ পাথরে। পিচ্ছিল ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে দ্রুত।

তীরবেগে ত্রিশ ফিট নামল রানা। খ্যাচ্ করে কিসে যেন বেধে গেল শার্টটা পিছন দিকে। হেঁচকা টান খেয়ে এক সেকেন্ডের জন্যে থেমে গেল শরীরটা। কাত হয়ে পড়ে গেল রানা বসা অবস্থা থেকে। পতনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল সেই সাথে।

৫-এর মত কুণ্ডলী পাকিয়ে গেছে শরীর। গড়াচ্ছে। কিছুই করার নেই ওর। খুলিটা যাতে শক্ত পাথরের সাথে বাড়ি খেয়ে ফেটে না যায় সেজন্যে দু'হাত দিয়ে মাথাটাকে ঢেকে রেখেছে ও। ব্রেক কষার প্রাণপণ চেষ্টা করছে, কিন্তু কোনমতেই রোধ করতে পারছে না অদম্য পতন।

প্রচণ্ড একটা ব্যথা অনুভব করল রানা হাঁটুতে। চারকোনা জায়গায় নামছে শরীরটা। বড় দুটো পাথরের একটার সাথে বাড়ি খেয়েছে। ধাক্কাটা ডান পায়ের হাঁটুতেই লেগেছে বেশি।

মালাই চাকি ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেছে, উঠতে গিয়ে পাটা হাঁটুর কাছে ভাঁজ হয়ে যেতে দেখে ভাবল রানা। বসে পড়ল আবার। দ্বিতীয়বার প্রায় দাঁড়াতে পারল, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারল না দাঁড়িয়ে। এরপরের বার পারল। মালাই চাকি ভাঙেনি, ধাক্কা খেয়ে সাময়িকভাবে প্যারালাইজড হয়ে গেছে। এখন ব্যথা নেই,

কিন্তু একবার শুরু হলে, সহ্য করা কঠিন হবে।

চারদিকটা দ্রুত দেখে নিল রানা। সামনে প্রায় খাড়া নেমে গেছে ঢাল, তারপর ঝপ্ করে নামতে শুরু করেছে পাহাড়ের গা, নিচের উপত্যকায় গিয়ে শেষ হয়েছে। ডান দিকে সরু একটা পথ, পাহাড়ের গা ঘেঁষে। খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে ছুটল ও। আহত পাটাকে টেনে নিয়ে যেতে হচ্ছে। হঠাৎ একটা বাঁক, তারপর প্রশস্ত হয়ে গেছে জায়গাটা। ছোট বড় পাথর ছড়িয়ে আছে গোটা এলাকা জুড়ে। লাফ দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে সেগুলো রানা। খোদ শয়তান যেন তাড়া করেছে ওকে।

ওর সামনের একটা পাথর থেকে খানিকটা সাদা ধোঁয়া উঠল, প্রায় একই সাথে হলো গুলির আওয়াজটা। লুকাবার কোন চেষ্টাই করল না রানা। ওকে দেখতে পাচ্ছে গাটো। গা ঢাকা দিলে হেঁটে এসে মাথায় রিভলভার ঠেকিয়ে গুলি করবে, যাতে ব্যর্থ না হয়। ঢাল বেয়ে এঁকে বেঁকে ছুটল রানা। বিস্তর পাথর ছড়িয়ে আছে। ওকে দেখতে পাবার জন্যে গাটোকেও দ্রুত স্থান পরিবর্তন করতে হচ্ছে, অনুমান করল ও। কোথায়, কতদূরে তা জানার কোন চেষ্টাই করল না, জেনে লাভ নেই। কয়েকটা গুলি কাছাকাছি পড়ল, একটা ওর ডান পায়ের উপর সাদা ধুলো আর পাথর কুচি ছড়িয়ে দিল খানিকটা। দ্রুত স্থান পরিবর্তন করে চলমান লক্ষ্যকে ভেদ করতে পারছে না গাটো। তাছাড়া, এমনিতেও নিচের দিকে গুলি করে লক্ষ্যভেদ করা কঠিন। গুলির শব্দের ফাঁকে ওদের পায়ের আওয়াজ পাচ্ছে রানা। বুঝতে পারছে, মাঝখানের ব্যবধান ক্রমশ কমছে। তবু পিছন ফিরে তাকাচ্ছে না। মাথার পিছনে যদি গুলি খেতেই হয়, না জেনে খাওয়াই ভাল।

পাথরের ভিড় কমে যাচ্ছে। সামনে শক্ত পাথুরে জমি, দূরে দেখা যাচ্ছে রেলিং দিয়ে ঘেরা গ্রামে ঢোকার পথ। সোজা ছুটছে এখন রানা।

সোজা ছুটে আসছে গাটোও। নিশ্চয়ই ভুলের জন্যে মাথার চুল ছিঁড়ছে সে, ভাবল রানা। অন্তত একটা বুলেটও যদি এই সময়ের জন্যে রেখে দিত!

কিন্তু অতিরিক্ত ম্যাগাজিন থাকতেও পারে গাটোর কাছে। সম্ভাবনাটা একেবারে বাতিল করে দিল না রানা। তবে, প্রাণপণে দৌড়ুবার সময় রি-লোড করা কঠিন—এইটুকুই যা ভরসা।

হাঁটুতে এখন ব্যথা অনুভব করছে রানা। কিন্তু অবশ ভাবটা যত দূর হচ্ছে ততই শরীরের ভার বহনের ক্ষমতা বাড়ছে পা-টার। প্রায় না খুঁড়িয়ে ছুটতে পারছে এখন। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল। ওর চেয়ে দ্রুত ছুটতে পারছে গাটো আর এনকো। রেলিং টপকে উপরের পথটা দিয়ে গ্রামে ঢুকল রানা। রাস্তাটা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, যাবার সময় এখানেই ইতস্তত করেছিল ও। ওদেরকে দেখা যাচ্ছে না এখন। কিন্তু আবার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। ওরা আশা করবে নিচের পথটা দিয়ে প্রবেশ করবে ও গ্রামে, তাই বাঁ দিকে মোড় নিয়ে ছোট্ট রাস্তাটা ধরে তীরবেগে নেমে গেল রানা। শহরের ব্যাটলমেন্টের দিকে গিয়ে শেষ হয়েছে এটা।

পথের শেষে ছোট একটা চারকোনা উঠান। এটা একটা ফাঁদ, বুঝতে পেরেও বিচলিত বোধ করল না রানা। রূঢ় বাস্তব শেষ পর্যন্ত ওকে জিপসীদের মুখোমুখি হতে বাধ্য করবে, ধরে নিয়েছে ও।

কেন তা না জেনেই একটা ব্যাপার বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওর। মরচে ধরা প্রাচীন একটা লোহার ক্রুশ চতুষ্কোণ জায়গাটার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে।

বাঁ দিকে প্রাচীন একটা গির্জা, গির্জার মুখোমুখি একটা নিচু পাঁচিল, ঠিক ওপাশে কি আছে বোঝা যাচ্ছে না। গির্জা আর পাঁচিলের মাঝখানে উঁচু খাড়া পাথরের গা, গায়ে মানুষের হাতে কাটা গভীর ফাটল দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো। কেন ওগুলো তৈরি করা হয়েছে অনুমান করা কঠিন।

ছাড়া ছাড়া ভাবে দাঁড়ানো উঁচু পাথরগুলোর গা ঘেঁষে ছুটে নিচু পাঁচিলের কাছে পৌঁছুল রানা। ঝুঁকে পড়ে তাকাতেই ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। পাথরের নিচু পাঁচিল বলে মনে হলেও, আসলে এটা তা নয়। ঝপ করে খাড়া দুশো ফিট নেমে গেছে পাঁচিলটা, নিচে ঝোপ-ঝাড় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে অস্পষ্টভাবে।

যতটা ভেবেছিল রানা, তার চেয়ে বেশি বুদ্ধি রাখে গাটো। নিচু পাঁচিলের উপর ঝুঁকে পড়ে ওপাশে কি আছে এখনও দেখছে, ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ পেল ও। দ্রুত এগিয়ে আসছে। দু'জোড়া নয়, এক জোড়া পায়ের শব্দ। পালাবার দুটো পথ ধরে আসছে দু'জন।

সিধে হলো রানা। মাথা ঝাঁকিয়ে কপাল থেকে চুল সরাল। নিঃশব্দ পায়ে ছুটে এসে বিক্ষিপ্তভাবে দাঁড়ানো একটা পাথরের গায়ে কাটা গভীর ফাটলের ছায়ায় গা ঢাকা দিল।

গাটো নয়, এনকো। চারকোনা জায়গাটায় ঢোকার মুখে গতি মন্থর হলো তার। নিস্তব্ধ রাতের বাতাসে চেপে নিঃশ্বাসের শব্দ ভেসে আসছে রানার কানে। আয়রন ক্রুশটা পেরিয়ে গির্জার খোলা গেটের দিকে তাকাল সে। তারপর যেন উপস্থিত বুদ্ধির জোরে, সোজা রানা যে ফাটলে লুকিয়েছে সেটার দিকে হেঁটে আসতে শুরু করল। হাতে ছোরা।

পাথরে পিঠ ঠেকিয়ে যথাসম্ভব সঙ্কুচিত হয়ে ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে রানা। এনকোর দৃঢ়, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর পদক্ষেপের মধ্যে অদ্ভুত একটা অনিবার্য ঘটনার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। কোমরের পাশে ছোরা ধরা ডান হাত, বুড়ো আঙুল চেপে বসে আছে হাতলটার উপর দিকে। ছোরা বাগিয়ে ধরার এটা একটা প্রিয় ভঙ্গি তার।

অপেক্ষা করছে রানা। এনকো ওকে দেখে ফেলবে, ভুল নেই তাতে। ঠিক ওর সামনে চলে এসেছে। হাত বাড়ালেই তার কানের লতি ছুঁতে পারে রানা। হঠাৎ থামল এনকো। মস্ত কাঁধ দুটো ঘুরছে। ওকে দেখতে পাবার ঠিক এক সেকেন্ড আগে গভীর ছায়া থেকে বিদ্যুৎ বেগে বেরিয়ে এল রানা। এনকোর ছোরা ধরা হাতের কব্জিটা ওর লক্ষ্য। কব্জিটা ধরল, কিন্তু তীব্র এক ঝাঁকুনি দিয়ে রানাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল এনকো। ছিটকে পড়ল রানার শরীর, কিন্তু এনকোর কব্জি ছাড়েনি ও। দু'জনেই ভারী বস্তার মত পড়ল মাটিতে। ছোরার দখল নিয়ে ধস্তাধস্তি চলছে। এনকোর কব্জিটা বাঁকা করতে চাইছে রানা, কিন্তু সেটা লোহার রডের মত আশ্চর্য শক্ত হয়ে উঠেছে। অনুভব করছে রানা, পিচ্ছিল কব্জিটা একটু একটু করে ওর মুঠো

থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ধরে রাখা সম্ভব নয়, বুঝতে পেরে অকস্মাৎ কব্জিটা ছেড়ে দিল রানা। দ্রুত দু'বার গড়িয়ে এনকোর নাগালের বাইরে গিয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। একই সাথে উঠে দাঁড়াল এনকো।

এক মুহূর্তের জন্যে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। অনড়। তারপর পিছিয়ে যেতে শুরু করল রানা। এক সময় পিছনের নিচু পাঁচিলটা ঠেকল ওর হাতে। কোনদিকে দৌড়াতে পারবে না এখন আর, লুকাবারও কোন উপায় নেই।

এগোচ্ছে এনকো। হঠাৎ হাসল সে। ঘাম ঝরাল কপাল থেকে মাথা ঝাঁকিয়ে। ঢোক গিলল, যেন উপভোগ করছে মুহূর্তগুলো। আশ্চর্য একটা পিপাসা ফুটে উঠেছে চোখের দৃষ্টিতে। ছোরা চালাতে ওস্তাদ এনকো, ঠিক এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। প্রিয় ভঙ্গিতে বাগিয়ে ধরে আছে ছোরাটা। বুকের পাশে বাঁ হাতটা তুলল সে। তর্জনী নাড়ছে। কাছে আসতে বলছে রানাকে।

ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি হলো রানা। ভঙ্গি করল সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ার, কিন্তু লাফ দিল ডান দিকে।

এ ধরনের ফাঁকির সাথে আগেই পরিচয় আছে এনকোর। রানাকে বাধা দেবার জন্যে আত্মরক্ষার ভঙ্গি করল সে, কিন্তু লাফিয়ে পড়ল ওর বাঁ দিকে। ছোরাটা হাঁটুর কাছ থেকে বিদ্যুৎবেগে উঠে আসছে।

ভুল করল এনকো। ফাঁকিটা কোথায় এনকো জানে, এটা ধরে নিয়েই ফাঁকি দেবার চেষ্টা করেছে রানা। ডান দিকে লাফ দিয়ে যেখানে পড়ল, ডান পায়ের সবটুকু শক্তি দিয়ে নিজেকে সেখানেই দাঁড় করাল রানা। চোখের পলকে বাঁ পায়ের হাঁটু ভাঁজ করে মাটিতে রাখল ও। এনকোর হাতের ছোরা ঝিলিক মেরে চোখের পাশ দিয়ে উঠে যাচ্ছে, এই সময় ওর ডান কাঁধ এনকোর উরুতে ঠেকল। তীব্র একটা ধাক্কা দিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল রানা। এনকোর গতির সাথে ধাক্কাটা যোগ হওয়ায় চোখের পলকে মাটি থেকে শূন্যে উঠে গেল শরীরটা। হাতের ছোরাটা এখনও ধরে আছে সে। লম্বা একটা ঘুড়ির মত উড়ে যাচ্ছে নিচু পাঁচিলের উপর দিয়ে। ওপাশে চলে যাচ্ছে। তারপর নিচু হতে শুরু করল শরীরটা। ডাইভ দিয়ে পানিতে পড়ছে যেন পাকা সাঁতারু।

চরকির মত আধপাক ঘুরে পাঁচিলের দিকে ঝুঁকে পড়ল রানা। অবিশ্বাস্য ধীর ভঙ্গিতে শূন্যে ডিগবাজি খেতে খেতে নেমে যাচ্ছে এনকো। গভীর রাতের অখণ্ড নিস্তব্ধতা চিরে উঠে আসছে তার আর্ত চিৎকার, ক্রমশ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। একসময় তাকে আর দেখতে পেল না রানা। চিৎকারটাও হঠাৎ থেমে গেল।

কয়েক সেকেন্ড নড়ল না রানা। ভাবছে। গাটো যদি কালা না হয়, এনকোর তীক্ষ্ণ চিৎকারটা শুনতে পেয়েছে। এক্ষুণি আসবে সে।

মেইন রোডের দিকে দৌড়াল রানা। মাঝখানের একটা গলিতে স্যাৎ করে ঢুকে ছায়ায় দাঁড়াল ও। পায়ের আওয়াজ পেয়েছে গাটোর। পলকের জন্যে তাকে দেখতে পেল ও। এক হাতে ছোরা অপর হাতে রিভলভার। রিভলভার লোড করেছে কিনা, করলেও গ্রামের এত কাছে গুলি করবে কিনা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

ভয়-ডর বলতে কিছু নেই ছেলেটার। খালি হাতেও রানা ঝাঁপিয়ে পড়তে

পারে, একথা জেনেও রাস্তার ঠিক মাঝখান দিয়ে হাঁটছে সে। প্রচণ্ড ধকল গেছে শরীরের উপর দিয়ে, কিন্তু ক্লান্তির কোন চিহ্ন নেই আচরণে। নিচের ঠোঁটটা বেঁকে রয়েছে, চেহারায় ফুটে রয়েছে রাগ আর ঘৃণা।

ছয়

গলা অবধি চাদর ঢাকা, শিরদাঁড়া খাড়া করে বিছানার উপর বসে আছে দিনা কাজানী। চুল উস্কখুস্ক, চোখ দুটো থেকে তন্দ্রার ভাব এখনও পুরোপুরি কাটেনি। মুখটা ফোলা ফোলা। মাঝরাতে সদ্য ঘুম থেকে ওঠা চেহারায় কোন যত্নের চিহ্ন নেই, তবু অপরূপ সুন্দর। চোখ পিট পিট করল একবার, তারপর রানার দিকে তাকাল। ভুরু কুঁচকে উঠবে ওর, ভাবল রানা। কোথায় কি, চেহারায় এতটুকু বিস্ময় বা অস্থিরতা কিছুই ফুটল না। একটু বরং তীক্ষ্ণ হলো চোখের দৃষ্টি, সমালোচনার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

রানার গাঢ় রঙের স্যুটটাকে চেনার উপায় নেই। অনেক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে, মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সাদা ধুলোয় ঢাকা। শ্বেতকায় ভালুকের মত দেখাচ্ছে ওকে। দিনার তীক্ষ্ণ নজর লক্ষ্য করে যেন এই প্রথম নিজের সম্পর্কে হুঁশ হলো ওর। এ সম্পর্কে দিনা কি বলে শোনার জন্যে অপেক্ষা করছে ও। কিন্তু এবারও নিরাশ হতে হলো ওকে।

'এর মধ্যে তুমি অন্য কোন দেশে চলে গেছ বলে মনে করেছিলাম,' বলল দিনা।

'গিয়েছিলাম। তবে দেশে নয়, অন্য এক জগতে,' আলোর সুইচবোর্ড থেকে হাত নামিয়ে নিল রানা, তারপর কবাট দুটো ঠেলে প্রায় বন্ধ করে দিল দরজাটা। 'ফিরে আসতে হলো। গাড়ির জন্যে, আর...'

'আর?'

'তোমার জন্যে।'

'আমার জন্যে?'

'হ্যাঁ, বিশেষ করে তোমার জন্যে। ঝট্ করে নেমে চট্ করে কাপড় পরে নাও। এখানে যতক্ষণ থাকবে, এক কানাকড়ি দাম নেই তোমার জীবনের।'

'আমার জীবনের দাম নেই? কিন্তু আমি...'

'আর কোন কথা নয়। ওঠো।'

মাথাটা একপাশে একটু কাত্ করে রানাকে ঝাড়া পাঁচ সেকেন্ড অপলক চোখে দেখল দিনা। ঠোঁট দুটো চেপে আছে পরস্পরের সাথে। নিঃশব্দে নামছে সে বিছানা থেকে।

দিনার দিকে পিছন ফিরল রানা। লক্ষ করে মৃদু হাসল দিনা। লোকটা রহস্যময়, ভাবছে সে, কিন্তু নির্ভেজাল ভদ্রলোক তাতে কোন সন্দেহ নেই।

দরজার ফাঁকে চোখ রানার, ভাবছে, আসতে এত দেরি করছে কেন গাটো? বাপের কাছে চরম ব্যর্থতার রিপোর্ট উগরে দেবার আগে অন্তত দিনার কাছে লোক পাঠাবার ব্যবস্থা তো না করার কথা নয়। নাকি রিভলভার হাতে নিয়ে লে-বো-র অন্ধ গলিতে এখনও ঘুর ঘুর করছে সে ওর খোঁজে?

'আমি রেডি,' বলল দিনা।

একটু অবাক হয়ে সিধে হলো রানা। ঘুরল। পোশাকই শুধু বদলায়নি, মাথায় চিরুনিও লাগিয়েছে দিনা। বিছানায় স্ট্র্যাপ বাঁধা একটা সুটকেস।

'এর মধ্যে সুটকেসও গুছিয়ে নিয়েছ?'

'ও কাজটা আগেই সেরে রেখেছিলাম,' একটু ইতস্তত করল দিনা। 'শোনো, এভাবে কিছু না জানিয়ে...'

'কাকে? রুকার কথা বলছ? একটা চিরকুট রেখে যাও। লেখো ওর সাথে তুমি Poste Restantes, Saintes Maries-এ যোগাযোগ করবে। কুইক! এক মিনিট সময় পাচ্ছ, আমার কিছু জিনিস নিয়ে আসি।'

কামরা থেকে বেরিয়ে এল রানা। নির্জন করিডর। ওর কামরার দরজার পাশে পাঁচ সেকেন্ডের জন্যে থেমে কিছু শোনার চেষ্টা করল। গাছগুলোর মাঝখান দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে দখিনা বাতাস, একটানা ঝির ঝির শব্দ আসছে সুইমিংপুলের ঝর্না থেকে।

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল রানা। একটা সুটকেসে কাপড় ভরল দুমড়ে মুচড়ে। তারপর ফিরে এল দিনার কামরায়। প্রতিশ্রুতির চেয়ে পাঁচ সেকেন্ড আগেই পৌঁছেছে ও। এখনও গভীর মনোযোগের সাথে এবং ঝড়ের বেগে চিঠি লিখছে দিনা।

'এত কি লিখছ?' বলল রানা। 'বন্ধু যখন, নিশ্চয়ই তোমার জীবন-কাহিনী জানা আছে তার।'

মাথা তুলে ঘাড় ফেরাল দিনা। চশমা পরেছে। ফ্রেমের উপর দিয়ে তাকাচ্ছে রানার দিকে। ভাবলেশহীন মুখ। কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে এমন কিছু রয়েছে—পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছি, ভাবল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে নিয়ে আবার লেখায় মন দিল দিনা।

বিশ সেকেন্ড পর কাগজে নিজের নাম সই করল দিনা। চশমা খুলে খাপে ভরল। তারপর রাইটিং টেবিল ছেড়ে বুক টান করে দাঁড়াল। অপেক্ষা করার ভঙ্গি। রানা এগোলে ওকে অনুসরণ করবে।

দু'হাতে দুটো সুটকেস নিয়ে করিডরে বেরিয়ে এল রানা। দরজার কাছে পৌঁছে থামল দিনা। আলো অফ করল। করিডরে বেরিয়ে বন্ধ করল দরজা। তারপর রানাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গিয়ে থামল রুকার কামরার সামনে। কোমর বাঁকা করে নিচু হলো সে। দরজা আর মেঝের মাঝখানে চিকন ফাঁক, সেই ফাঁক দিয়ে ভাঁজ করা কাগজটা ভিতরে ঠেলে দিয়ে সিধে হলো।

করিডর থেকে খোলা বারান্দায়, সেখান থেকে পায়ে চলা অপ্রশস্ত পথ ধরে হোটেলটাকে পিছন দিক থেকে ঘুরে মেইন রোডে চলে এল ওরা। নিঃশব্দে ছায়ার মত অনুসরণ করছে রানাকে দিনা। ওর সাথে এত সহজে আসতে রাজি হবে, ভাবেনি রানা। কৃতিত্বটা নিজেকে দিতে যাচ্ছিল ও, এমন সময় পিছন থেকে ওর বাঁ

হাতের কনুইয়ের উপরটা খামচে ধরল দিনা, টেনে দাঁড় করিয়ে দিল ওকে।

ঘাড় ফিরিয়ে ভুরু কোঁচকাল রানা। কিন্তু দেখেও না দেখার ভঙ্গি করে ব্যাপারটাকে অগ্রাহ্য করল দিনা। মেয়ের ডাঁট কত, ভাবল রানা।

'এই জায়গা আমাদের জন্যে নিরাপদ?' জানতে চাইল দিনা।

'আপাতত।'

'সুটকেস দুটো নামিয়ে রাখো।'

সুটকেস দুটো নামাল রানা, হাত রাখল দু'কোমরে। চেহারায় বিরক্তি ফুটিয়ে তাকিয়ে আছে।

'আর এক পাও এগোচ্ছি না আমি,' চাঁচাছোলা সুরে বলল দিনা। 'লক্ষ্মী মেয়ের মত যা বলেছ শুনেছি, তার কারণ, ভেবেছিলাম শতকরা এক ভাগ সম্ভাবনা আছে তুমি পাগল হয়ে যাওনি। বাকি নিরানব্বই ভাগ সম্পর্কে আমি নিশ্চিত হতে চাই এখুনি, এইখানেই। ব্যাখ্যা করো। এসবের মানে কি?'

ভয় পেয়েছে মেয়েটা সন্দেহ নেই—ভাবছে রানা—কিন্তু ট্রেনিং যা পেয়েছে, পাকা লোকের কাছেই; ভয়ের লেশমাত্র ফোটেনি চেহারায়।

'বিপদে পড়েছ তুমি,' বলল রানা। 'সেজন্যে আমিই দায়ী। তাই বিপদ থেকে তোমাকে মুক্ত করার দায়িত্ব এখন আমার ওপর বর্তেছে।'

'কে বিপদে পড়েছে! আমি? কই, দেখতে পাচ্ছি না কেন?'

'তুমি একা নও, বিপদে জড়িয়ে পড়েছি আমরা দু'জনেই। দেখতে পাচ্ছ না, তার কারণ, জিপসীরা চেয়েছিল প্রথমে আমাকে, তারপর তোমাকে তাদের পথ থেকে সরাবে।'

'জিপসীরা? কোন্ জিপসীরা? নাম বলো। কে বলল তোমাকে আমি তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছি?'

'গাটো। মুরেল। এনকো। শেষের দু'জন নেই। ওরা তিনজন লে বো-র প্রাচীন দুর্গ এলাকায় তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে। ওদের ধারণা, আমি ওদের শত্রু। তোমার সাথে মেলামেশা করতে দেখে তোমাকেও তাই ধরে নিয়েছে। কথাও হয়েছে ওদের সাথে আমার। বলেছে প্রথমে আমাকে, তারপর তোমাকে শেষ করবে।'

'তাড়া করে যদি নিয়েই গেল···

'ফাঁকি দিয়ে ফিরে এসেছি আমি। গাটো বোধহয় এখনও ওখানে খুঁজছে আমাকে। তার এক হাতে রিভলভার আছে, অপর হাতে ছোরা। আমাকে না পেয়ে বাপের কাছে ফিরে আসবে সে। তারপর ওদের কয়েকজন ছুটে যাবে আমাদের কামরার দিকে। এরপর কি হবে তা আমি বলতে চাই না। মেয়েদেরকে আতঙ্কিত করার ঘোর বিরোধী আমি।'

'তোমার সাথে মেলামেশা করেছি সেটাই আমার অপরাধ হয়ে গেল?'

'আমাকে তুমি আশ্রয় দিয়েছিলে। ওরা দেখেছে।'

'কিন্তু···এমন বিদঘুটে কথা জীবনে কখনও শুনিনি,' এদিক ওদিক মাথা দোলাচ্ছে দিনা। 'আমি তো ওদের কিছু করিইনি, তুমিই বা এমন কি করেছ যার

জন্যে এমন খেপে উঠেছে ওরা? উহুঁ, বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার কথা। ওই এক ভাগ সম্পর্কে ভুল করেছি আমি। আসলে তুমি পুরোই পাগল। রাত দুপুরে ওই অলক্ষুণে জায়গায় গিয়ে কি না কি দেখে ভয় পেয়েছ, বিগড়ে গেছে মাথাটা…'

'অসম্ভব নয়।'

'যা বলছ তা যদি সত্যিও হয়,' অধৈর্যের সাথে বলল দিনা। 'পালাবার দরকার কি? কোথায় পালাবে? একটা ফোন করলেই তো হয়।'

'ফোন? কাকে?'

'পুলিসকে। আবার কাকে?'

'পুলিসকে ফোন করব, বলছ তুমি? ফোন করে বলব, এসো, খুনের অপরাধে আমাকে গ্রেফতার করো?'

'মাথা খারাপ,' মাথা নাড়ছে আর বিড়বিড় করছে দিনা। 'প্রলাপ বকছে।'

'তাই নাকি?' দিনার একটা হাত চেপে ধরল রানা। 'এসো, লাশগুলো দেখাই তোমাকে।' জানে, মুরেলের লাশ খুঁজে বের করা অসম্ভব। তবে একটা লাশ দেখাতে পারলেই চলবে। পরমুহূর্তে বুঝল রানা, ও খুন করেছে তা প্রমাণ করার দরকার নেই দিনার কাছে। মুখের চেহারা দ্রুত বদলে যাচ্ছে তার। একটা ঢোক গিলল।

ভয় পেয়ে গেল রানা। এখুনি চিৎকার করে উঠতে পারে দিনা। পালাবার জন্যে ছুটতে শুরু করতে পারে। কিন্তু না, খুনীর কাছ থেকে পালাবার বদলে এক পা এগিয়ে এসে ডান হাত দিয়ে রানার কনুই চেপে ধরল সে। অন্য কোন বিপদ হঠাৎ যেন দেখতে পেয়ে রানার কাছে অভয় চাইছে সে, আশ্রয় প্রার্থনা করছে। দিনার চোখের দৃষ্টি দেখে তাই মনে হলো রানার।

'কোথায় যেতে চাও তুমি?' রানার গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়াল দিনা। নিচু গলায় জানতে চাইল। 'সুইজারল্যান্ড?'

দিনাকে বুকে চেপে ধরে আলিঙ্গন করার ইচ্ছাটাকে বহু কষ্টে দমন করল রানা। এখুনি নয়, আরও পরে, আরও উপযুক্ত সময়ে। বলল, 'সেইন্টেস-মেরিজে।'

'সেইন্টেস-মেরিজ!'

'জিপসীরা সব ওখানেই তো যাচ্ছে। তাই আমিও ওখানে যেতে চাই।'

কিছুক্ষণ কোন কথা বলল না দিনা। রানার দিকে তাকিয়ে কি যেন বোঝার চেষ্টা করছে। এক সময় ফিসফিস করে জানতে চাইল। 'কেন? মরতে?'

'বাঁচতে, দিনা। বলা উচিত, বাঁচার পরিবেশ তৈরি করতে। অলস বখাটেদের এটাই তো একমাত্র কাজ, জানো না?'

দিনা যেন অবোধ বালিকা, যতটা না বিস্ময়, তার চেয়ে বেশি কৌতূহল প্রকাশ পেল তার গলার স্বরে, 'কেমন মানুষ তুমি? ওরা তোমার পিছু নিয়েছে। তোমার ভয় করে না?'

'ভয় করে না মানে? কখন কি ক্ষতি করে বসে এই ভয়ে সারাক্ষণ অস্থির আছি। সেই ভয় দূর করার জন্যেই তো যাচ্ছি আমি।'

কথা বলল না দিনা। তার এই মৌনতা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, ভাবছে রানা। কখন

চুপ করে থাকতে হয়, জানে সে। রানার কাছ থেকে অনেক কিছু জানার আশায় ব্যগ্র হয়ে আছে। সুন্দর দেখাচ্ছে মুখটা। একটু বিস্ময়, একটু বিষণ্ণতা ফুটে আছে সেখানে। চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত। বেচারীকে নিরাশ করতে মন চাইল না রানার।

'এক যুবক জিপসী হারিয়ে গেছে। তার হারিয়ে যাওয়াটা রহস্যজনক। এই রহস্য আমি ভেদ করতে চাই। তিনজন জিপসী মেয়ে ভয়ে কুঁকড়ে আছে। এদের ভয়ের কারণ জানতে চাই। জার্দার লোকেরা আমাকে কেন খুন করতে চাইছে জানতে চাই। তোমার ওপরই বা কি কারণে তাদের এত আক্রোশ? এসব তুমিও কি জানতে চাও না, দিনা?'

কথা না বলে মাথা দোলাল দিনা—জানতে চায়। রানার কনুই ছেড়ে দিল সে। সুটকেস দুটো তুলে নিয়ে এগোল রানা। ওকে অনুসরণ করল দিনা নিঃশব্দে। হোটেলের প্রধান ফটকের পাশ ঘেঁষে হেঁটে যাচ্ছে ওরা। আশপাশে কেউ নেই। কোন কথা নেই, হৈ চৈ নেই। চারপাশে কবরের নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। ঢালু আঁকা বাঁকা পথ ধরে নামছে ওরা। পথটা নেমে গিয়ে মিশেছে বড় রাস্তার সাথে। ভ্যালি অভ হেলের মাঝখান দিয়ে, উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে আড়াআড়িভাবে চলে গেছে রাস্তাটা। ডান দিকে নব্বুই ডিগ্রীর একটা বাঁক নিল ওরা। আরও ত্রিশ গজ এগিয়ে থামল রানা। সুটকেস দুটো নামিয়ে হাত দুটোকে রেহাই দিয়ে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল ও।

'তোমার গাড়িটা কোথায়, দিনা?'

'পার্কিং এরিয়ার ভেতর দিকে।'

'হাতের কাছেই আছে! তার মানে পার্কিং লট এবং চাতালের ওপর দিয়ে চালিয়ে বের করে আনতে হবে। নাম কি?'

'পুজো ফাইভ-জিরো-ফোর। নীল।'

হাত পাতল রানা! 'চাবি।'

'কেন? কি মনে করো তুমি আমাকে? নিজের গাড়ি ওখান থেকে বের করে আনতে…'

'না, পারবে না। ওরা বাধা দেবে। পারবে ওদের গায়ের ওপর দিয়ে চালিয়ে আনতে?'

'কিন্তু ওরা সবাই এখন ঘুমিয়ে আছে…'

'অবোধ বালিকা! স্রেফ অবোধ বালিকা! কে ঘুমিয়ে আছে? জার্দা? তার লোকজন? অসম্ভব। ওরা হুইস্কির বোতল সামনে নিয়ে সুখবরের অপেক্ষা করছে।'

'সুখবর?'

'আমার মৃত্যু সংবাদ,' বলল রানা। 'চাবি।'

ভয় নয়, কৌতুক ফুটে উঠল দিনার চোখেমুখে। হাতব্যাগ খুলে চাবির গোছা বের করল। প্রায় ছিনিয়ে নিল সেটা রানা। ঘুরে দাঁড়িয়ে এগোল। ওকে অনুসরণ করতে যাচ্ছে দিনা, দেখেই এদিক ওদিক মাথা দোলাল রানা। 'না।'

'ভারী মুশকিল তো,' বলল দিনা। 'তোমার সাথে আমার বনিবনা হবে না

দেখছি।'

'না হলে খারাপ। হলে ভাল। তোমার স্বার্থে, আমারও স্বার্থে। যাকে বিয়ে করতে হবে তার চেহারা অক্ষত থাকুক, এই চাওয়াটার মধ্যে অন্যায় কিছু দেখি না। থাকো। কোথাও যেয়ো না।'

দু'মিনিট পর। গভীর ছায়ায়, সম্মুখ চাতালে ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে আছে রানা। যে তিনটে ক্যারাভানে ঢুঁ মেরেছিল ও, প্রত্যেকটিতে আলো জ্বলছে এখনও। তবে শুধু একটাতে লোকজনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। দিনাকে যা বলে এসেছে, ঠিক তাই করছে জার্দা আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা। কিন্তু বোতল থেকে গ্লাসে ঢেলে যা খাচ্ছে তা হুইস্কি, নাকি জিন, বুঝতে পারছে না ও। মদ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। জার্দার সাথে যে দু'জন লোক বসে আছে ক্যারাভানের সিঁড়ির ধাপে তারা জার্দার মতই একহারা, শক্তসমর্থ এবং লম্বা। সেন্ট্রাল ইউরোপের অধিবাসী, অনুমান করল ও। এ দু'জনকে আগে কখনও দেখেনি রানা। ভবিষ্যতেও না দেখতে পেলে খুশি হবে। অস্পষ্ট কথাবার্তা থেকে জানল ওদের নাম মাকা এবং নেজার। শারীরিক কাঠামো যাই হোক, দু'জনেই স্রেফ শুয়োরের মত দেখতে।

রানা এবং ওদের প্রায় মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সম্মুখ চাতালের দিকে মুখ করে জার্দার জীপটা। ওই একটাই, কাছেপিঠে আর কোন যানবাহন নেই। জরুরী প্রয়োজনে লাগবে, এই ভেবে ওটাকে রাখা হয়েছে।

কিছুতেই মন থেকে জীপটাকে সরাতে পারছে না রানা। হাতের একটা কেরামতি দেখাবার প্রয়োজন বোধ করছে।

মাথা নিচু করে এগোতে শুরু করল ও। তাড়াহুড়ো করতে গেলে ওদের নজরে পড়ে যাবার ভয় আছে। সন্তর্পণে, একটু একটু করে চাতাল ধরে এগোচ্ছে, জীপটাকে ওর আর ক্যারাভানের সিঁড়ির মাঝখানে রেখে।

নিঃশব্দে জীপের মাথার কাছে পৌঁছুল রানা। জীপের গায়ে পিঠ দিয়ে শরীরটাকে সাঁটিয়ে রেখেছে, এগোচ্ছে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে। বাঁক নিয়ে আরও খানিক এগিয়ে ধীরে ধীরে বসে পড়ল সামনের চাকার পাশে।

প্যাঁচ ঘুরিয়ে ভাল্‌ভ্ ক্যাপটা খুলল ও। দিয়াশলাইয়ের একটা কাঠির মাথা ঢুকিয়ে দিল ভাল্‌ভে, বাতাসের হিসহিস আওয়াজ রোধ করার জন্যে চেপে ধরল একটা পাকানো রুমাল। চাকাটা বসে যাচ্ছে। জীপের উচ্চতা সামনের দিকে তিন ইঞ্চি কমে গেল। ওদের খেয়াল নেই এদিকে।

'কিছু একটা গোলমাল হয়েছে,' দৃঢ় গলায় বলছে জার্দা। 'সাংঘাতিক কোন বিপদ। সামান্য একটা কাজে এত দেরি করার ছেলে গাটো নয়! তোমরা তো জানোই, এসব ব্যাপার কেমন করে যেন আগেই টের পেয়ে যাই আমি।'

'নিজেদেরকে রক্ষা করার যোগ্যতা ওদের তিনজনেরই আছে,' মাকা বলছে। 'লোকটা একা, ওরা তিনজন। বিপদ যদি ঘটেই, রানারই ঘটেছে। ওদের হাত থেকে পালিয়ে সে যাবে কোথায়?'

'না। ঘটনা তা নয়। চলো, ওদের খোঁজ করতে হবে।'

মাথাটা ধীরে ধীরে বাড়িয়ে উঁকি দেবার ঝুঁকিটা নিল রানা। দেখল, উঠে

দাঁড়িয়েছে জার্দা। বাকি দু'জনও অলস ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু এগোবার কোন লক্ষণ নেই কারও মধ্যে।

জার্দার মাথা ধীরে ধীরে ঘুরছে। প্রায় একই সাথে ঘুরছে মাকা আর নেজারের মাথা। ওদের সাথেই শব্দটা পেয়েছে রানাও। সুইমিং পুলের দিক থেকে একটা ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ। উঠানে গাছের ফাঁকে দেখা গেল একজনকে। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল। বিশ সেকেন্ড পর আবার তাকে দেখা গেল। সিঁড়ির ধাপ টপকে চাতালে উঠছে। গাটো। তীরবেগে ছুটে আসছে সে জার্দার ক্যারাভানের দিকে।

বিশ গজ দূর থেকেও পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে রানা গাটোর ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ। একবার মনে হলো ক্লান্তিতে টলে পড়ে যাবে। হঠাৎ ব্রেক কষে দাঁড়াল সে তিনজনের সামনে। তাল সামলাবার জন্যে পায়ের আঙুলগুলোর উপর ভর দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকেই আবার সিধে হলো। শার্টের আস্তিন দিয়ে ঘাম মুছল কপালের। হাতের রিভলভারটা লুকোবার প্রয়োজন বোধ করছে না সে, অথবা ওটার কথা মনেই নেই।

'মারা গেছে ওরা, বাবা!' শান্তভাবে কথা বলার চেষ্টা করছে গাটো, কিন্তু কর্কশ, বিকৃত শোনাচ্ছে কণ্ঠস্বর। 'মুরেল আর এনকো।'

'তাই নাকি! কি বলছ?' ভাবের পরিবর্তন হলো না জার্দার মুখে। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে ছেলের দিকে।

'মারা গেছে! খুন হয়েছে! এনকোর লাশ পেয়েছি। ঘাড় ভেঙে গেছে। শরীরের সবগুলো হাড় ভেঙে গেছে। মুরেলকে পাইনি।'

সাবলীল ভঙ্গিতে একটা হাত উঠে আসছে জার্দার। আঁতকে উঠল গাটো। পিছিয়ে যেতে গিয়েও কি ভেবে নড়ল না। শরীরে একটা ঝাঁকুনি শুরু হয়েই থেমে গেল তক্ষুণি। গলার কাছে তার শার্টের কলার চেপে ধরল জার্দা বজ্র মুষ্টিতে। 'বোকার মত কথা বলো না,' থেমে থেমে পাঁচটা শব্দ উচ্চারণ করল সে। তারপরের শব্দটা তীক্ষ্ণ একটা চিৎকারের মত শোনাল রানার কানে, 'খুন?'

'হ্যা...এ্যাঁ, রানা! মুরেল আর এনকোকে...হ্যাঁ, খুন করেছে।'

ভাবভঙ্গি শান্ত, কিন্তু অদ্ভুত একটা আক্রোশ ফুটে উঠল জার্দার চেহারায়। মাকা আর নেজারের দিকে ধীরে ধীরে তাকাল সে। ছেলের শার্টের কলার ছাড়েনি এখনও। 'রানা,' সঙ্গীদেরকে জানাচ্ছে সে, 'খুন করেছে। রানা,' জোর দিয়ে উচ্চারণ করল নামটা, 'খুন করেছে।' ধীরে ধীরে ছেলের দিকে ফিরল আবার। 'কোথায়? কোথায়?'

প্রশ্নটা বুঝতে অসুবিধে হলো না গাটোর। বলল, 'পালিয়েছে।'

'পালিয়েছে! কি বললি, পালিয়েছে?' ছেলের মুখের দিকে ঝুঁকে পড়ল জার্দা। দু'পাটি সাদা দাঁত দেখা যাচ্ছে তার। হিংস্র হায়েনার মত চেহারা হয়েছে মুখের। 'অ্যাই গাধা, রানা যদি আমাদের হাত থেকে পালায়, হার্বার্ট জেরোফের হাত থেকে আমরা কোথায় পালাব, বল্?'

কথা নেই গাটোর মুখে।

তীক্ষ্ণ এক ঝাঁকুনি দিল জার্দা গাটোকে। 'পালিয়েছে বলবি আর?'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে গাটো। দ্রুত মাথা দোলাল এদিক ওদিক। 'না!'

'বল, পালায়নি।'

'ব...,' হুবহু অনুকরণ করতে গিয়ে সামলে নিল নিজেকে গাটো, দ্রুত মুখ বন্ধ করে ফেলল। তারপর বলল, 'পালায়নি।'

ছেলের শার্টের কলার ছেড়ে দিয়ে ধীরস্থির ভঙ্গিতে দু'হাতের তালু পরস্পরের সাথে ঘষে ধুলো ঝাড়ল জার্দা। 'কুইক! রানার কামরায়!'

'মেয়েটাকেও...' সাহস ফিরে পেয়েছে গাটো।

'মেয়েটা। কোন্ মেয়েটা?'

'কালো চুলের মেয়েটা। আশ্রয় দিয়েছিল রানাকে।'

'আচ্ছা!' দাঁতে দাঁত ঘষল জার্দা। 'কুইক!'

চাতালের সিঁড়ির দিকে ছুটল চারজন। জীপের অপর দিকে চলে এল রানা। বাতাসের হিসহিস শোনার জন্যে কেউ নেই এখন, তাই রুমাল ব্যবহার করতে হলো না এবার ওকে। প্যাঁচ আলগা করে ভাল্‌ভ্‌টা খুলে নিল ও, ফেলে দিল ছুঁড়ে। মাথা তুলল রানা, উঁচু হলো, কিন্তু পুরো সিধে হলো না—ছুটল চাতালের উপর দিয়ে। নকশা খোদাই করা প্রবেশ পথের ভিতর দিয়ে ঢুকে পড়ল লতাপাতার বেড় দেয়া পার্কিং এরিয়ায়।

অপ্রত্যাশিত এক ঝামেলায় পড়ল এখানে রানা। একটা নীল পুজো, বলেছে দিনা। অসুবিধের কিছু নেই। দিনের আলোয় নীল গাড়ি খুঁজে বের করা পানির মত সহজ। কিন্তু এখন দিন নয়। বেড়া দিয়ে ছাওয়া চালের ফাঁক গলে চাঁদের আলো নামছে, কিন্তু অন্ধকার তাতে দূর হয়নি। অন্ধকারে সব বিড়ালই কালো, গাড়িগুলোও তেমনি। সারি সারি লাইনবন্দী দাঁড়িয়ে আছে, এগুলোর মধ্যে নীল কোন্‌টা বোঝার উপায় নেই। একের পর এক গাড়ির পাশ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ও। ঝুঁকে পড়ে গায়ের রঙ বোঝার চেষ্টা করছে।

গলার আওয়াজ পেয়ে পাথর হয়ে গেল রানা। কথা বলছে ওরা। দূর থেকে ভেসে-আসছে বলে অস্পষ্ট শোনাচ্ছে। জার্দার ক্যারাভানের কাছে হাত পা ছুঁড়ছে চারজন, পাখি পালিয়েছে বুঝতে পেরে পরবর্তী কর্তব্য স্থির করার চেষ্টা করছে।

অকস্মাৎ মনোযোগ অন্য দিকে চলে গেল রানার। চোখের কোণে এমন একটা কিছু ধরা পড়ল যেটা রঙিন। ঘাড় ফেরাল রানা। ম্লান চাঁদের টুকরো আলোয় উঁচু বারান্দার কাছে ঝকমক করছে গাড়িটা। কালচে দেখাচ্ছে, কিন্তু নীলচে হতে পারে। নিঃশব্দ পায়ে এগোল রানা। দু'পা এগিয়েই থমকে দাঁড়াল ও।

উঁচু বারান্দার শেষ প্রান্তে কি যেন নড়ে উঠল। ভাল করে তাকাতেও দ্বিতীয়বার কিছু নড়তে দেখল না রানা। মস্ত এক পিলারের কাছে কিছু একটা নড়েছে, হলপ করে বলতে পারে ও। আবার এগোতে শুরু করল। হঠাৎ দেখা গেল লোকটাকে। মুখটা শরীরের তুলনায় শীর্ণ। যেন দীর্ঘদিন অনাহারে থেকে শুকিয়ে গেছে। গলাটা কোটের কলার দিয়ে ঢাকা। কি যেন চিবাচ্ছে প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। পিলারের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে চেঁচামেচির কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্টা করছে নিচের চাতালের দিকে তাকিয়ে। দূর থেকেও

অনুমান করতে পারল রানা, ভুরু জোড়া কুঁচকে আছে প্রিন্সের। বিরক্ত হয়েছে সে।

প্রিন্সের দিকে একটা চোখ রেখে গাড়িটার দিকে এগোতে শুরু করল রানা। কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ল গাড়িটার উপর। নীলচে বলেই মনে হলো, কিন্তু গাঢ় নীল কিনা বুঝতে পারল না। তবে পুজো। ভিতরে ঢুকে ইগনিশনের চাবি ঢোকাল।

যথাসম্ভব আলতোভাবে বন্ধ করল দরজাটা রানা। নিস্তব্ধ রাত, মৃদু ক্লিক আওয়াজটা চাতাল পর্যন্ত ভেসে গেল, অনুমান করল ও। করার কিছু নেই। হ্যান্ড ব্রেক রিলিজ করে দিয়ে ফার্স্ট গিয়ার দিল, পা দিয়ে দাবিয়ে রেখেছে ক্লাচ। হাত দুটো বাড়িয়ে ইগনিশন এবং হেডলাইটের আলো একসাথে অন করল ও। ইঞ্জিনের গর্জনের সাথেই উজ্জ্বল আলোর বন্যা বয়ে গেল সামনের দিকটায়। পিছনের চাকা দুটো তীরবেগে পাথরকুচি ছুঁড়ছে। বন বন করে চাকা দুটো ঘুরতে শুরু করতেই লাফ দিয়ে ছুটল পুজো সামনের দিকে।

সামনে কঠিন একটা বাঁক। লতাপাতার বেড়াটাকে কাত করে দিয়ে বাঁ দিকে মোড় নিল রানা, সামনে বিশাল ফটক। জার্দার ক্যারাভানের পিছন থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল চারজন। দৌড়াচ্ছে। ওদের লক্ষ্য ফটক আর সম্মুখ চাতাল থেকে বেরিয়ে যাবার রাস্তাটা।

তিনজনকে এগিয়ে যেতে দিয়ে গতি মন্থর করছে জার্দা। হাত তুলে নির্দেশ দিচ্ছে সে। বজ্রকণ্ঠে হুকুম করছে। ইঞ্জিনের আওয়াজে তার গলার স্বর চাপা পড়ে গেলেও ভাবভঙ্গি দেখে বুঝতে পারছে রানা জার্দা তার লোকদেরকে যে কোন মূল্যে থামাতে বলছে গাড়িটাকে। কিন্তু তা কিভাবে আশা করছে সে, বোঝা গেল না।

ফটকের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে গাড়িটা তীর বেগে। হেডলাইটের আলোয় রানা দেখল একমাত্র গাটোর হাতেই রিভলভার রয়েছে। সরাসরি রানার দিকে তাক করে আছে সে।

স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে গাটোর দিকে গাড়ির মুখ করল রানা। এছাড়া উপায় দেখল না। মুহূর্তে আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠল গাটোর চেহারায়। রিভলভার কিভাবে ছুঁড়তে হয় তা যেন অকস্মাৎ ভুলে গেছে সে। চাচা আপন পরাণ বাঁচা, এই নীতিবাক্যটা যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেছে তার। উন্মাদের মত বাঁ দিকে লাফ দিয়ে সরে যেতে চাইল সে। কিন্তু ইতিমধ্যে দেরি করে ফেলেছে। এক সেকেন্ড আগে লাফটা দিলে কি হত বলা যায় না। লাফ দিয়ে গাড়ির সামনে থেকে প্রায় বেরিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু বিপত্তি ঘটাল একটা উরু। গাড়ির একটা হেডলাইটের সাথে বাড়ি খেলো উরুটা। অকস্মাৎ তাকে আর সামনের কোথাও দেখতে পেল না রানা। শুধু দেখল, তার রিভলভারটা বন বন করে ঘুরছে শূন্যে। বাঁ দিকে জার্দা এবং তার সঙ্গীরা নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে ভুল বা দেরি করেনি। আবার স্টিয়ারিং হুইল ঘোরাচ্ছে রানা। চাতাল পেরিয়ে এসে উপত্যকার রাস্তার দিকে ঝড়ের বেগে নেমে যাচ্ছে পুজো। প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা কাণ্ডটা দেখে কি ভাবছে? অনুমান করার চেষ্টা করল রানা।

শেষ মাথায় পৌঁছে ডান দিকে বাঁক নিল গাড়ি। আগে থেকে স্পীড কমিয়ে

আনল রানা। ঝাঁকুনি খেয়ে দিনার পাশে দাঁড়াল পুজো।

ধীরেসুস্থে নিচে নামছে রানা। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করছে। দিনার অস্থিরতা দেখে মুচকি হাসল ও। ছুটে গিয়ে তুলে নিচ্ছে একটা সুটকেস। ছুটে ফিরে আসছে আবার। পথ ছেড়ে দিয়ে একপাশে দাঁড়াল রানা। সুটকেসটা গাড়ির ভিতর ছুঁড়ে দিয়ে ওর মুখোমুখি হলো দিনা। 'জলদি! জলদি!' রেগে উঠছে সে রানার ধীরস্থির ভাবভঙ্গি দেখে। 'শুনতে পাচ্ছ না, ওরা আসছে!'

'জানি,' দিয়াশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরাল রানা।

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে দ্বিতীয় সুটকেসটা নিয়ে আসার জন্যে ছুটল দিনা। 'এখনও দাঁড়িয়ে আছ!' সুটকেস নিয়ে ফিরে আসছে সে। রানা সকৌতুকে দেখছে ওকে। সুটকেসটা তিনহাত দূর থেকে ওকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল দিনা। 'মরণবাড় বেড়েছে দেখছি! নাকি পাগল হয়ে গেছ?' অস্থির ভাবে মাটিতে পা ঠুকল সে। 'শুনতে পাচ্ছ!'

সুটকেসটা শূন্যে ধরে ফেলেছে রানা। কথা বলার সময় ঠোঁটে ঝুলানো সিগারেটটা নড়ছে। 'পাচ্ছি। আমার ধারণা, হাতে আমাদের যথেষ্ট সময় আছে এখনও।'

লো গিয়ারে ইঞ্জিনের শব্দ পাচ্ছে ওরা। বাঁক নেবার সময় গর্জে উঠল জীপটা। মুহূর্তে আত্মপ্রকাশ করল ওদের দৃষ্টির সামনে। ডান দিকে কাত হয়ে মোড় নিচ্ছে, জার্দার অস্থির ভাবভঙ্গি দেখে বুঝতে পারছে রানা জীপটাকে বাধ্য করার জন্যে স্টিয়ারিং হুইলের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাচ্ছে সে, কিন্তু সামনের চাকা দুটো নিজেদের মর্জি মত আচরণ করছে। জীপটাকে সোজা ছুটতে দেখে অদ্ভুত একটা তৃপ্তি বোধ করছে রানা। ছুটছে সোজা রাস্তার এক পাশের উঁচু পাড়ের দিকে। পাড়টায় ধাক্কা খেয়ে টলে উঠল, টলতে টলতে চড়ল উপরে, তারপর কাত হতে শুরু করল।

মন্থর বেগে কাত হচ্ছে, সময় নিচ্ছে। পাড় থেকে নেমে যাচ্ছে অপর দিকে। পতনের শব্দটা ভেসে এল।

'চু-চু-চু! দেখেছ?' দিনাকে বলল রানা। 'এমন বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালাতে কাউকে দেখেছ?' রাস্তা পেরিয়ে নিচু পাড়ের উপর উঠল রানা। তাকাল অনেক নিচে, মাটির দিকে। ইঞ্জিন এখনও চালু রয়েছে জীপের। বনবন করে ঘুরছে চারটে চাকা। পাশ ফিরে শুয়ে আছে মাঠে। জিপসী তিনজন আগেই বেরিয়ে পড়েছে ওটা থেকে। জীপের কাছ থেকে ফিট পনেরো দূরে তিনজন মিলে একটা ছড়ানো স্তূপ হয়ে পড়ে আছে। দূর থেকে দেখে মনে হলো পরস্পরের সাথে ধস্তাধস্তি বা কুস্তি লড়ছে ওরা—কিন্তু তা নয়, ব্যথা-বেদনায় উহ্ আহ্ করছে, নিজেদের মধ্যে বেধে যাওয়া প্যাঁচ ছাড়াবার চেষ্টা করছে হামাগুড়ি দিয়ে। ওদের মধ্যে গাটো নেই। থাকবার কথাও নয়, ভাবল রানা। হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল ও। পিছনে পায়ের শব্দ। পাশে এসে দাঁড়াল দিনা।

'তোমার কাজ,' অভিযোগের সুরে বলল দিনা। 'ওদের জীপের কলকজা এদিক ওদিক করে রেখেছিলে তুমি।'

'তেমন কিছু করিনি,' নির্বিকার ভাবে বলল রানা। 'খানিকটা বাতাস ছেড়ে দিয়েছিলাম মাত্র।'

'কিন্তু...ওরা মারা যেতে পারত! ধরো, জীপটা যদি ওদের গায়ে উল্টে পড়ত? বাঁচত কেউ?'

'বাঁচত না। কিন্তু কারও পছন্দ অনুসারে সবসময় সব কিছুর আয়োজন করা সম্ভব নয়।'

রানা রেগে গেছে বুঝতে পেরেও মুখের ভাবে কোন পরিবর্তন এল না দিনার। বিরূপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে মাটির দিকে।

'দিনা, চেহারায় বা কথাবার্তায় তোমাকে বোকা বলে মনে হয় না,' ঝাঁঝের সাথে বলল রানা। 'সুতরাং, বোকার ভান করলে তোমাকে মানায় না। ওদের উদ্দেশ্য কি ছিল তা জানার পরও তোমার এ ধরনের মায়া কান্নার কোন মানে হয় না। এতই যদি দরদ, যাও না, গিয়ে জিজ্ঞেস করো ওদের সেবা শুশ্রূষার দরকার আছে কিনা।'

টুঁ শব্দ না করে ঘুরে দাঁড়িয়ে গাড়ির কাছে ফিরে এল দিনা। তাকে অনুসরণ করল রানা। গাড়িতে পাশাপাশি বসল দু'জন। স্টার্ট দেয়াই ছিল, গাড়ি ছেড়ে দিল রানা।

আড়চোখে লক্ষ করছে রানাকে দিনা। কথা বলছে না কেউ।

একমিনিট পর স্পীড কমিয়ে রাস্তার ডানদিকে ফাঁকা একটা জায়গায় গাড়ি দাঁড় করাল রানা।

'এখানে নিশ্চয়ই থামছ না তুমি?' গলায় অবিশ্বাস ফুটল দিনার।

'থেমেছি, দেখতেই তো পাচ্ছ,' চাবি ঘুরিয়ে ইঞ্জিন অফ করে দিল রানা।

'কিন্তু এখানে ওরা দেখে ফেলবে আমাদেরকে!' ফেলে আসা পথের দিকে ঝট্ করে একবার তাকিয়ে নিল দিনা। 'নিশ্চয়ই ওরা এদিকে আসবে...'

'আসবে না। ওরা ধরে নেবে, এর মধ্যে আমরা অ্যাভিগননে পৌঁছে গেছি। তাছাড়া, যা ঘটে গেছে সেকথা যদি ইতিমধ্যে ভুলে না যায়, রাতের অন্ধকারে আমাকে তাড়া করার উৎসাহ ওদের না থাকারই কথা।'

গাড়ি থেকে বিশাল চুনাপাথরের ঢেলাটার দিকে তাকাল রানা। গা ছমছম করার মত একটা জায়গা, মনে মনে স্বীকার করল ও। পুলিসের বক্তব্য মনে পড়ল ওর, দোষ দিতে পারল না লোকটাকে। প্রবেশ পথগুলো শুধু যে প্রকাণ্ড তা নয়, এমন নিখুঁত কোণ বিশিষ্ট যে এগুলোর নির্মাতার প্রতি শ্রদ্ধা জাগে—একই সাথে কি উদ্দেশ্য নিয়ে পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছে গুহাগুলো ভাবতে গিয়ে আশঙ্কায় ছেয়ে যায় মন। বাইরে থেকে দেখেই ভয় ভয় লাগে, সুস্থ মস্তিষ্কের কোন মানুষ সূর্য ডোবার পর ভিতরে ঢোকার কথা ভাবতেও সাহস পায় না। নিজেকে সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী বলেই মনে করছে রানা। ভিতরে ঢুকতে সাহস হচ্ছে না ওরও। কিন্তু না ঢুকেও উপায় নেই।

সুটকেস থেকে একটা টর্চ বের করল ও। দিনার দিকে তাকাল না। বলল, 'ফিরে এসে যেন এখানেই পাই তোমাকে।'

'অসম্ভব! একা আমি এখানে থাকতে পারব না!'

'ভিতরে সম্ভবত ভয় পাওয়ার মত আরও বেশি কিছু আছে।'

'ভয় পেয়েছি, কে বলল তোমাকে? একা থাকতে ভাল লাগছে না আমার।'

হাসিটা দমন করল রানা। 'বেশ।'

দিনাকে পাশে নিয়ে এগোল রানা। সবচেয়ে বড় প্রবেশ পথটা বাঁ দিকে। তিনতলা একটা বাড়ি অনায়াসে ভিতরে ঢুকতে পারবে। টর্চ জ্বেলে দেয়ালগুলো দেখছে রানা, গায়ে মিহি সাদা ধুলোর স্তর, যুগ যুগ ধরে এভাবে আছে, কারও হাতের ছোঁয়া পড়েনি। প্রকাণ্ড একটা ফটক ডান দিকে। ফটকের মাথায় টর্চের আলো পৌঁছুল বটে, কিন্তু নকশাগুলো পরিষ্কার ধরা পড়ছে না চোখে। ফটকের ওপাশে আরও বড় একটা গুহা। চ্যাপ্টা হিলের স্যান্ডেল দিনার পায়ে, তবু লক্ষ করল রানা, হোঁচট খাচ্ছে ঘন ঘন। অথচ, মেঝেতে বড় বড় গভীর গর্ত থাকলেও, যেখান দিয়ে হাঁটছে ওরা সেখানে খানাখন্দ বলতে কিছুই নেই।

কয়েকবারই কিছু বলতে গিয়েও বলল না দিনা। মুখ খুলবে, সে সাহসও বেচারী হারিয়ে ফেলেছে, ভাবল রানা। অভয় দেবার কথাটা বিবেচনা করল একবার, কিন্তু ভয় পেয়েছে একথা এখুনি স্বীকার করবে না বুঝতে পেরে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে বলে ঠিক করল ও।

পরবর্তী গুহাটায় রানার আগ্রহ সৃষ্টি করার মত কিছুই নেই। এটার বৈশিষ্ট্যটুকু অবশ্য লক্ষ্য করল ও। ছাদটা এত উঁচুতে যে টর্চের আলো সেটার নাগালই পেল না। আরেকটা ফটকের কাঠামো দেখা যাচ্ছে দূরে, আবছাভাবে।

'জায়গাটা ভাল নয়,' ফিসফিস করে বলল দিনা।

'তাতে কি আসে যায়! আমরা তো আর এখানে সংসার পাততে যাচ্ছি না।' প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল রানার কণ্ঠস্বর।

আরও কয়েক পা এগোল ওরা। 'শুনছেন, মি...'

'অ্যাঁ!'

'মানে, ভুল করে ফেলেছি। শুনছ?'

'শুনছি।'

'তোমার হাতটা ধরব? কিছু মনে করবে না তো আবার?' জানতে চাইল দিনা। তারপরই বুঝল, এ ধরনের প্রশ্ন আজ-কাল কেউ করে না। হাতটা ধরে ফেললেই ল্যাঠা চুকে যেত।

'হেলপ ইওরসেলফ। কিছু মনে করব, একথা ভাবছ কেন? এটা এমন একটা জায়গা, ভয় না পেয়ে কারও উপায় নেই।'

'তা নয়। সত্যি ভয় পাইনি। এদিক ওদিক টর্চের আলো ফেলছ তো, তাই সামনেটা ভাল দেখতে পাচ্ছি না। দেখছ না, হোঁচট খাচ্ছি।'

'ওহ্।'

হাত ধরল দিনা, ব্যথা পেয়ে অস্ফুট শব্দ করে উঠল রানা। এমন খামচে ধরেছে, নখ ঢুকে যাচ্ছে মাংসে। রানা ব্যথা পাচ্ছে বুঝতে পেরেও আঙুলগুলো আলগা করতে পারল না দিনা। এখন আর হোঁচট খাচ্ছে না বটে, কিন্তু ম্যালেরিয়ায়

আক্রান্ত রোগীর মত ঠক ঠক করে কাঁপছে।

একটু পর জানতে চাইল সে, 'কিছু খুঁজছ তুমি, কিন্তু আমাকে বলছ না। কি, রানা?'

'না জানার ভান কোরো না।'

'ঠিক আছে। ওরা তাহলে তাকে এখানে কোথাও পুঁতে রেখেছে?'

'মনে হয় না, পুঁততে হলে ডিনামাইট ফাটিয়ে গর্ত করতে হবে। না, পোঁতেনি। গর্ত করার খাটুনি খাটতে যাবে কোন্ দুঃখে? টুকরো চুনাপাথরের এত স্তূপ থাকতে?'

'এ রকম স্তূপ তো আমরা পিছনে অনেক ফেলে এসেছি। একটার সামনেও থামোনি কেন তাহলে?'

'নতুন করে সাজানো হয়েছে, এমন একটাও চোখে পড়েনি,' বলল রানা। দিনা আবার একবার কেঁপে উঠল। 'না এলেই তো পারতে, দিনা। সত্যি কথাই বলেছ, ভয় তুমি পাওনি। শুধু আতঙ্কে মরে যাচ্ছ। একে ভয় পাওয়া বলে না।'

'বাইরে একা দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে এখানে তোমার সাথে থেকে আতঙ্কে মরে যাওয়াও ভাল।' যে কোন মুহূর্তে দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাওয়া শুরু হয়ে যেতে পারে দিনার।

'আমার ওপর তোমার আস্থা আছে দেখে খুশি লাগছে,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। 'সাংসারিক সুখের জন্যে এটা দরকার।' ক্রমশ একটু একটু করে উঁচু হয়ে গেছে মেঝে। সামনে আরও একটা ফটক। সেটা পেরিয়ে অন্য একটা গুহায় ঢুকল ওরা। কয়েক পা এগিয়ে হঠাৎ কি যেন দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা।

'কি ব্যাপার?' ফিসফিস করছে দিনা। 'রানা?'

'জানি না,' একটু বিরতি নিল রানা। 'হ্যাঁ, জানি।' এই প্রথম, একটু কেঁপে উঠল রানার শরীরটাও।

'তু…তুমিও?' আবার সেই ফিসফিস।

'হ্যাঁ, আমিও। তবে, অকারণে নয়।'

'মানে?'

'এখানে কোথাও সে আছে, দিনা।'

'প্লীজ!' রানাকে জড়িয়ে ধরল দিনা।

'এখানেই,' রানা অন্যমনস্ক। 'আমার মত যদি বয়স হত তোমার, এবং আমার মত যদি পাপ করতে, গন্ধটা তাহলে তোমার নাকেও ঢুকত।'

'মৃত্যু?' কণ্ঠস্বর কাঁপছে দিনার। 'মৃত্যুর আবার গন্ধ আছে নাকি? কোন মানুষ তা কি কখনও পায়?'

'আমি পাই।'

টর্চটা নিভিয়ে দিল রানা।

'জ্বালো! আলো জ্বালো!' তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে উঠল রানার কানের কাছে দিনা। 'ফর গডস সেক, জ্বালো! প্লীজ!'

পর্দা ফেটে যাবার ভয়ে মাথা ঘুরিয়ে দিনার মুখের কাছ থেকে কানটাকে

সরিয়ে নিল রানা। বাঁ হাত দিয়ে কোমর পেঁচিয়ে ধরল তার। গায়ের সাথে চেপে ধরে রাখল ঝাড়া এক মিনিট। কাঁপুনিটা ধীরে ধীরে কমল দিনার। ঢোক গিলছে সে, শব্দ পাচ্ছে রানা। মৃদু গলায় বলল, 'এই গুহার কোন আলাদা বৈশিষ্ট্য লক্ষ করছ, দিনা?'

'আলো রয়েছে। কোত্থেকে জানি আলো আসছে!'

'ঠিক ধরেছ।'

এক পা এক পা করে সামনের দিকে এগোচ্ছে রানা দিনাকে নিয়ে। মেঝেতে পাথরের একটা স্তূপ দেখে দিক পরিবর্তন করল একটু। স্তূপটার সামনে গিয়ে থামল। পাথরের পাহাড় উপর দিকে ক্রমশ উঠে গেছে, দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করে শেষ মাথার কাছে তারকাখচিত এক ফালি কালো আকাশ দেখতে পেল ওরা। ধসে পড়া উঁচু স্তূপটার মাঝখান থেকে নিচে মেঝে পর্যন্ত একটা বিশৃঙ্খলতা লক্ষ করল রানা। স্তূপটার গায়ে কিছু যেন ঘষা খেয়েছে, নতুন একটা লম্বা দাগের মত দেখাচ্ছে। টর্চ জ্বেলে আলো ফেলল রানা। সব সন্দেহ দূর হলো। আঁচড় কেটে মাঝখান থেকে নেমে এসেছে কেউ, বা কিছু।

স্তূপটার গোড়ায় আলো ফেলল রানা। ধুলো, নুড়ি পাথর, পাথর কুচি ছড়িয়ে আছে পাদদেশে। পায়ের চিহ্ন ফোটেনি কোথাও, কিন্তু ঘষাঘষির দাগ দেখা যাচ্ছে। পাশেই প্রায় আট ফিট লম্বা, তিন ফিট উঁচু ছোট্ট একটা চুনাপাথরের ঢিবি।

'ঢিবিটা দেখে কি মনে হয়?' দিনাকে প্রশ্ন করল রানা।

'সদ্য তৈরি।'

'কোন ভয় নেই। দু'পা পিছিয়ে গিয়ে পিছন ফেরো।'

'অন্ধকারের দিকে? অসম্ভব! ভেব না, দেখে অসুস্থ বোধ করব না আমি। মজার ব্যাপার কি জানো, এখন আর ভয় লাগছে না।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। ব্যাপারটা মজার, তা ও মনে করে না। একটা ব্যাপারে মানব সভ্যতা এখনও আদিম যুগে রয়েছে, সবচেয়ে বেশি ভয় পায় সে অজানাকে। কিন্তু এখানে, এখন, ওরা জানে।

ঢিবিটার দিকে ঝুঁকে পড়ে পাথরের টুকরো তুলে এক পাশে রাখতে শুরু করল রানা। কোহেনকে খুব বেশি গভীরে কবর দেবার কষ্ট স্বীকার করেনি ওরা। দু'মিনিটের মধ্যেই ছেঁড়া শার্টের কিনারা দেখা গেল। এক সময় শার্টটা সাদা ছিল। এখন রক্তে রাঙানো। জমাট রক্তের সাথে একটা চেন দেখা যাচ্ছে। চেনের সাথে একটা ক্রুশ। ক্লিপ খুলে চেন এবং ক্রুশটা তুলে নিল রানা।

সাত

উপত্যকার উপর রাস্তার যেখান থেকে দিনাকে আর সুটকেসগুলোকে তুলে নিয়েছিল, ঠিক সেইখানে গাড়ি দাঁড় করাল রানা। নিচে নামল।

'এখানে অপেক্ষা করো,' গম্ভীরভাবে বলল দিনাকে রানা। 'এবার কোন আবদার গ্রাহ্য করা হবে না।' লক্ষ্মী মেয়ের মত মাথা কাত্ করে সম্মতি প্রকাশ না করলেও, রানার সাথে তর্কে প্রবৃত্ত হলো না দিনা।

রাস্তা পেরিয়ে নিচু পাড়ে উঠল রানা। মাঠে সেই একই অবস্থায় পাশ ফিরে শুয়ে আছে জীপটা। চাকা চারটে নিষ্ঠার সাথে ঘুরে চলেছে অবিরাম। জিপসীদের কাউকে দেখা যাচ্ছে না আশপাশে কোথাও। মোবাইল ক্রেন ছাড়া জীপটাকে উদ্ধার করা সম্ভব নয়।

পিছন ফিরে একবারও তাকাল না ও দিনার দিকে।

বোমেনিয়ারের চাতালে ঢোকার মুখে একটু ইতস্তত করল রানা। কোন লোক বা কারও ছায়া কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু দেখা না গেলেও, ওকে দেখতে পেলেই ছুটে আসবে ফণা তুলে। ছায়ায় ছায়ায় এগোচ্ছে রানা। কোন ঝুঁকি নিতে চায় না। চোখেমুখে আশ্চর্য একটা কাঠিন্য ফুটে উঠেছে ওর। এখন যদি ওকে দেখত দিনা, ভয় পেত সে। শক্ত মত কিসে যেন পা ঠেকল, মৃদু ধাতব শব্দ হলো একটা। পাথর হয়ে গেল রানা। কিসের সাথে ধাক্কা লেগেছে তা জানা এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ নয় ওর কাছে। সতর্ক চোখে দ্রুত দেখে নিচ্ছে চারদিক। কান খাড়া। পাঁচ সেকেন্ড পর চোখের মণি দুটো স্থির হলো পায়ের কাছে এসে। ঝুঁকে পড়ল ও। হাত বাড়িয়ে কুড়িয়ে নিল রিভলভারটা।

গাটোর রিভলভার, সন্দেহ নেই। শেষ যে অবস্থায় তাকে দেখেছে রানা, এটার কথা তার মনে না থাকাই স্বাভাবিক। ফিরিয়ে দিতে হবে এটা তাকে, ঠিক করল। জার্দার ক্যারাভানে আলো জ্বলছে, তার মানে জেগে আছে ওরা। এখন যদি যায় ও, বিরক্ত করা হবে না।

জানালা গলে বেরিয়ে আসছে আলো। দরজাটাও অর্ধেক খোলা। চাতালের আর সব ক্যারাভান অন্ধকার। আড়াআড়ি ভাবে চাতালের উপর দিয়ে এগোচ্ছে রানা। জার্দার ক্যারাভানের দিকে।

সিঁড়ির ধাপ ক'টা টপকে আধ-খোলা দরজা দিয়ে উঁকি মারল ও।

বাঁ হাতে ব্যান্ডেজ জার্দার। চোখের নিচে আধ ইঞ্চি আর চোয়ালে পৌনে এক ইঞ্চি চামড়া নেই। বিরক্তি, রাগ কিছুই প্রকাশ পাচ্ছে না তার চেহারায়। অনেকটা শান্ত-সৌম্য দেখাচ্ছে তাকে। মুখটা লাল হয়ে আছে শুধু। ছেলের শুশ্রূষা করছে।

একটা বাঙ্কে শুয়ে আছে গাটো। পুরো জ্ঞান ফেরেনি এখনও। বালিশে মাথা নাড়ছে আর গোঙাচ্ছে। কপাল থেকে রক্তাক্ত ব্যান্ডেজটা অত্যন্ত ধীরে এবং যত্নের সাথে খুলে নিচ্ছে জার্দা। প্রায় শেষ হয়েছে খোলা। জমাট রক্তে ব্যান্ডেজের শেষ আধ ইঞ্চি আটকে গেছে। ধীরে ধীরে টানছে জার্দা, কিন্তু খুলে আসছে না শেষ প্রান্তটা। ব্যথায় ছটফট করতে শুরু করল গাটো। এখনও চোখ মেলেনি সে। হেঁচকা টান মারল জার্দা, খানিকটা জমাট রক্ত সহ উঠে এল ব্যান্ডেজটা। শিরদাঁড়া বাঁকা হয়ে গেছে গাটোর। প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছে সে, জ্ঞান ফিরে আসার জন্যে যথেষ্ট। রানা দেখল, কপালে কুৎসিত একটা ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কুৎসিত হলেও চোখের পাশে আর মুখের আর সব জায়গার ক্ষতের চেয়ে গভীর নয় এটা।

ছোকরার সহ্য শক্তি আছে, স্বীকার করল মনে মনে রানা। কিন্তু তার জন্যে এতটুকু সহানুভূতি অনুভব করল না।

বেতস পাতার মত কাঁপছে গাটো। উঠে বসছে সে বাপের সাহায্য নিয়ে। রানা অনুমান করল, শরীরের অনেক জায়গায় মুখের মত আরও অনেক ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে একটা উরুতে, সেটা প্রায় নাড়তেই পারছে না।

গাটোর কপালে নতুন করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে জার্দা। গাটো ব্যথায় উহ্-আহ্ করছে। চোখে পানি। 'বাবা, কিছুই মনে পড়ছে না আমার! আমার মাথায়…'

'চোট লেগেছে। ভয় পাবার কিছু নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।' ভুরু কুঁচকে উঠল জার্দার। 'মনে পড়ছে না মানে?'

'কিছুই মনে পড়ছে না! চোট পেয়েছি…কিভাবে?'

'গাড়ির সাথে ধাক্কা লেগে। এবার মনে পড়ছে?'

'গাড়ির…গাড়ি…হ্যাঁ-হ্যাঁ। শয়তান রানা!' গাটো দাঁতে দাঁত চাপতে গিয়ে ককিয়ে উঠল ব্যথা পেয়ে। 'সে কি…সে কি…?'

'হ্যাঁ। ধরা যায়নি। এগুলো দেখছ?' নিজের মুখের ক্ষতচিহ্নগুলো দেখাল জার্দা। 'আমাদের জীপটাকে রাস্তা থেকে উল্টে ফেলে দিয়েছে সে।'

বাপের মুখের ক্ষতচিহ্নগুলো দেখল গাটো, কিন্তু আগ্রহ বোধ করল না। চোখ ফিরিয়ে নিল সে। কি যেন ভাবছে। হঠাৎ মনে পড়ে যেতেই চেঁচিয়ে উঠল, 'আমার রিভলভার, বাবা? আমার রিভলভার কোথায়?'

'এখানে,' বলল রানা। হাতের রিভলভারটা গাটোর দিকে স্থির করে পা দিয়ে দরজার কবাট পুরোপুরি খুলল ও। ভিতরে ঢুকল ক্যারাভানের। রক্তমাখা চেন আর ক্রুশটা ঝুলছে বাঁ হাতে।

চেয়ে আছে গাটো। নিচের ঠোঁটটা ঝুলে পড়েছে আতঙ্কে। এখন আর তার মনে পড়তে বাকি নেই কিছু। কেন এসেছে রানা, কি করবে এখন, পরিষ্কার বুঝতে পারছে সে। তাকিয়ে আছে রানার দিকে নয়, উদ্যত একটা ধারাল রাম দা-র দিকে যেন। যে কোন মুহূর্তে নেমে আসবে, দু'ফাঁক করে দেবে মাথাটা।

দরজার দিকে পাশ ফিরে ছিল জার্দা। বিদ্যুৎবেগে ঘুরে রানাকে দেখতে পেয়েই থেমে গেছে সে। স্তম্ভিত।

দু'পা এগোল রানা। ছোট একটা টেবিলে চেন সহ ক্রুশটা রাখল। 'কোহেনের মা স্মৃতি-চিহ্ন হিসেবে কাছে রাখতে চাইবে এটা,' বলল রানা। 'তাকে দেবার আগে রক্তের দাগ অবশ্য আমি ধুয়ে ফেলব।' ওদের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যে এক সেকেন্ড বিরতি নিল ও। কোন প্রতিক্রিয়া নেই কারও চেহারায়। 'তোমাকে, জার্দা, খুন করতে যাচ্ছি আমি। করতেই হবে, কেননা, দুনিয়ার কেউ প্রমাণ করতে পারবে না যে কোহেনকে তুমিই খুন করেছ। আমার কোন প্রমাণের দরকার নেই। আমি শুধু নিশ্চিত হতে চাই।'

'করো,' ব্যঙ্গের সাথে বলল জার্দা। 'দেরি করছ কেন?'

'এখন নয়। না, এখনই তোমাকে আমি খুন করতে পারি না। নিরীহ কয়েকজন লোকের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারি না। আগে তাদের নিরাপত্তা সম্পর্কে

নিশ্চিত হব আমি। তারপর। প্রথম তোমাকে। তারপর হার্বার্ট জেরোফকে। তাকে জানিয়ে দিও কথাটা।'

'কি জানো তুমি হার্বার্ট জেরোফ সম্পর্কে?' ফিসফিস করে জানতে চাইল জার্দা।

'ইলেকট্রিক চেয়ারে বসাবার পক্ষে যথেষ্ট কথা জানি।'

হঠাৎ হাসল জার্দা। কিন্তু কথা বলছে যখন, অস্পষ্ট ফিসফিসের মত শোনাচ্ছে। 'এইমাত্র বলেছ, এখনই আমাকে তুমি খুন করতে পারো না!' রানার দিকে এগোল সে। আসছে।

কথা বলল না রানা। মুখের ভাবে কোন পরিবর্তন নেই। রিভলভারটা জার্দার দিক থেকে সরিয়ে নিল ও। ট্রিগারে টান দিলে গুলি তাকে লাগবে না এখন। গাটোর দিকে রিভলভার তাক করল রানা। তার দুই চোখের ঠিক মাঝখানে।

আবার পা তুলতে গিয়ে সামলে নিল নিজেকে জার্দা। রানার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে।

ছোট টেবিলটার কাছে একটা টুল, চোখ ইশারায় সেটা জার্দাকে দেখাল রানা। 'বসো। তোমার ছেলের দিকে মুখ করে।'

নিঃশব্দে পিছিয়ে গেল জার্দা। বসল। নিঃশব্দে এগোল রানা। এক পা, আরও এক পা। রিভলভারসহ হাতটা তুলছে।

এতক্ষণ অনিবার্য পরিণতির কথা ভেবে বুক দুরু দুরু করছিল গাটোর। রানার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেই বাপকে সাবধান করে দেবার জন্যে মুখ খুলল সে। চিৎকারটা বেরোল, কিন্তু ইতিমধ্যে দেরি হয়ে গেছে তার। মাথা ঘুরিয়ে পিছন দিকে তাকাতে যাচ্ছে জার্দা, এমন সময় তার খুলির মাঝখানে পড়ল বাড়িটা। লোহার মত শক্ত খুলি, রিভলভারটা ঠোকর খেয়ে ঠিকরে প্রায় বেরিয়ে যাচ্ছিল রানার হাত থেকে। ধপাস করে মেঝেতে পড়ে গেল সে। জ্ঞান হারিয়েছে।

দাঁতে দাঁত চেপে আছে গাটো। বাপের সাহায্য পাবে না আর, বুঝতে পেরে হঠাৎ চিৎকার জুড়ে দিল সে। আরও এক পা সামনে এগোল রানা। রিভলভার ধরা হাতটা আবার তুলছে।

রুমানী ভাষায় অকথ্য গালিগালাজ বেরিয়ে আসছে গাটোর মুখ থেকে। হঠাৎ সে বিপদটা টের পেয়ে বোবা হয়ে গেল। নেমে আসছে রানার হাত। আরও দ্রুত প্রতিক্রিয়া হবে, ভেবেছিল রানা। থ্যাচ করে শব্দ হলো রিভলভারটা গাটোর কানের পাশে পড়তে। বাধ্য ছেলের মত বাপের পাশে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল সে।

'কি হচ্ছে...' পিছন দিক থেকে এল গলাটা। বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে। ঝাঁপ দিল এক পাশে। মেঝেতে পড়েই ঘুরে গেল শরীরটা। শব্দ লক্ষ্য করে তাক করছে রিভলভার। তারপর, হঠাৎ করেই যেন উৎসাহে ভাটা পড়ল রানার। ধীরে ধীরে উঠে বসল ও। দাঁড়াল। রাগে লাল হয়ে উঠেছে মুখ।

দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে দিনা। সবুজ চোখ দুটো বিস্ফারিত। বিস্ময়ের ধাক্কাটা এখনও সামলে উঠতে পারেনি।

'ইউ ফুল!' নির্দয় ভঙ্গিতে বলল রানা। 'আর একটু হলেই মরতে যাচ্ছিলে

তুমি! বেঁচে গেছ নেহায়েত ভাগ্যের জোরে।' সায় দিয়ে বোকার মত মাথা দোলাল দিনা। চমক ভাঙেনি এখনও। একটু নরম হলো রানা। 'ভিতরে ঢোকো। বন্ধ করো দরজাটা। এমন বোকা মেয়ে তো আর কখনও দেখিনি। আমার কথা শোনোনি কেন? কে আসতে বলেছে তোমাকে এখানে?'

ঘোরের মধ্যে রয়েছে এখনও দিনা। একবার একটু টলে উঠল শরীরটা। দম দেয়া পুতুলের মত পা ফেলে ভিতরে ঢুকল। বন্ধ করল দরজাটা। মেঝের দিকে তাকিয়ে অজ্ঞান দেহ দুটো দেখল। তারপর আবার চোখ তুলে তাকাল রানার দিকে।

'ওদেরকে মেরেছ তুমি। এমনিতেই ওরা আহত…'

'এখুনি ওদেরকে খুন করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, তাই মেরেছি শুধু,' ঠাণ্ডা গলায় বলল রানা। দিনার দিকে পিছন ফিরল ও। শৃঙ্খলার সাথে জায়গাটা সার্চ করতে শুরু করল।

'কি খুঁজছ!' এক মিনিট পর জানতে চাইল দিনা।

উত্তর দিল না রানা। বাক্স, সুটকেস, দেয়াল-আলমারি—সব তন্ন তন্ন করে খুঁজছে ও। লণ্ডভণ্ড করে ফেলছে জায়গাটাকে। প্রচণ্ড একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছে যেন ক্যারাভানের ভিতর দিয়ে। ফড় ফড় করে মোটা চাদর ছিঁড়ে ফেলল ও। বালিশের ভিতর থেকে টেনে তুলো বের করল। ছুরি দিয়ে ফালি ফালি করল কার্পেটটা। কাবার্ডের দেয়ালগুলো খুলে নিল এক এক করে। লুকানো কিছুই পাচ্ছে না ও। কিচেনে ঢুকে ক্রোকারি যা পেল সব ভাঙল একটা একটা করে। টিনের খাবার যত আছে, সব ঢালল মেঝেতে। বোতলে বোতলে বাড়ি দিয়ে ভাঙল সব। নেই কিছু। ফিরে এল রানা দিনার কাছে।

'হার্বার্ট জেরোফ—কে সে?' হঠাৎ জানতে চাইল দিনা।

'কখন থেকে শুনছিলে আমাদের কথা?'

'সব শুনেছি আমি। হার্বার্ট জেরোফ কে?'

'জানি না,' সততার সাথে বলল রানা। 'আজই প্রথম নামটা শুনেছি আমি।'

ঘুরে দাঁড়াল রানা। বড় সাইজের ড্রয়ার দুটোর দিকে তাকাল। এগিয়ে গিয়ে টেনে বের করল খোপ থেকে দেরাজ দুটো। কাপড়-চোপড় যা ছিল সব উপুড় করে ফেলল মেঝেতে। শুধু কাপড়ই, আর কিছু নেই।

'অন্য লোকের জিনিসের প্রতি তেমন মায়া নেই তোমার।' বিরস বদনে বলল দিনা।

'বীমা করা আছে জার্দার,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। এবার হামলা চালাল অক্ষত একটা ফার্নিচারের উপর। মেহগনি কাঠের উপর অদ্ভুত সুন্দর নকশা খোদাই করা একটা বিরাট বাক্স। সৌখিন লোক মাত্রেই দেখে লোভ করবে। জার্দার রুচি আছে। প্রথম দুটো দেরাজের জিনিসপত্র মেঝেতে নামাল ও। তিন নম্বর দেরাজটা টেনে বের করতে যাবে, এমন সময় কি একটা চোখে পড়ে গেল। ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়াল ও। উলের তৈরি ভারী দুটো মোজা তুলে নিল। ভিতরে ইলেকট্রিক ব্যান্ড রোল দিয়ে আটকানো কড়কড়ে ব্যাঙ্কনোট। গুনতে বেশি সময় লাগল না রানার।

'এক হাজার সুইস ফ্র্যাঙ্কের নোট। মোট আশি হাজার। এত টাকা কোথায় পেল জার্দা, এটা একটা সঙ্গত প্রশ্ন হতে পারে।' হিপ পকেটে টাকাগুলো ভরে রাখছে দেখে ছানাবড়া হয়ে উঠল দিনার চোখ দুটো।

'এ অন্যায়! স্রেফ ডাকাতি করছ তুমি! যাই বলো, পরের টাকা...'

'না বলে নিতে নেই। জানি। কিন্তু, আমার যে খুব দরকার!'

'তুমি না ধনী লোকের ছেলে? তোমার বাপ না মিলিওনিয়ার?' কণ্ঠে স্পষ্ট তিরস্কার।

'তাতে কি? আমার বাপ হয়তো এভাবেই টাকা রোজগার করে। হয়তো এভাবে রোজগার করতে তাঁর কাছ থেকেই আমি শিখেছি।'

আরেকটা দেরাজ নামাল রানা। পা দিয়ে ভিতরের জিনিসগুলো নাড়াচাড়া করছে। বাঁ দিকে একটা শব্দ হলো। সেদিকে তাকিয়ে দেখল, গাটো নড়াচড়া করছে। চোখ মেলল সে। উঠে বসতে চেষ্টা করছে। এগিয়ে গিয়ে তার একটা হাত ধরে টেনে দাঁড় করাল রানা। 'কিছু বলবে? খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি?' চোয়ালে প্রচণ্ড একটা ঘুষি মারল রানা। ছিটকে পড়ে গেল গাটো। নিঃসাড় হয়ে গেল শরীরটা আবার।

চমকে উঠে এক পা পিছিয়ে গেল দিনা। মুখের চেহারায় আবার বিস্ময় এবং বেদনা ফুটে উঠল। 'বাচ্চা-কাচ্চারা তোমার কাছ থেকে প্রশ্রয় পেয়ে আমার মাথায় চড়ে নাচবে,' বলল রানা। পরবর্তী দেরাজটার দিকে মন দিল ও।

'আশ্চর্য!'

জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ করল না রানা। দ্রুত দেরাজ থেকে কাগজপত্র, হেনতেন নানান জিনিস নামাচ্ছে।

'তুমি কি!' হাত দুটো এখনও মুঠো হয়ে আছে দিনার।

'বলব না!' ছেলেমানুষির ঢংয়ে সুর করে বলল রানা। পরমুহূর্তে সতর্ক এবং গম্ভীর দেখাল ওকে।

'কি হলো?' আগ্রহ চেপে রাখতে পারল না দিনা।

'পেয়েছি,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা।

'পেয়েছ? কি পেয়েছ?'

'এটা,' বার্নিশ করা রোজ উডের একটা বাক্স দেখাল দিনাকে রানা। জটিল এবং সুন্দর কারুকাজ করা, আবলুস কাঠ, মাদার অভ পার্ল খচিত। বাক্সটা তালা মারা, এবং এমন নিখুঁত ভাবে তৈরি যে জার্দার ক্ষুরের মত ধারাল ছুরির মাথা পর্যন্ত ঢাকনি আর বাক্সের মাঝখানে ঢোকাতে পারছে না রানা।

রানাকে সমস্যায় পড়তে দেখে খুশি হয়ে উঠল দিনা। 'এই যে,' রানাকে ডাকছে, স্পষ্ট ব্যঙ্গের সুরে। লণ্ডভণ্ড মেঝের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'এর মধ্যে থেকে খুঁজে বের করব চাবিটা?'

'দরকার নেই,' রোজউডের বাক্সটা মেঝেতে সযত্নে নামিয়ে রাখল রানা। সিধে হলো। তারপর অকস্মাৎ উপর দিকে লাফ দিয়ে শূন্যে উঠল। নামল বাক্সটার উপর। দু'পায়ের চাপে দিয়াশলাইয়ের বাক্সের মত চ্যাপ্টা হয়ে গেল সেটা। বিধ্বস্ত

বাক্সের ভিতর থেকে দু'আঙুলে ধরে একটা এনভেলাপ টেনে বের করে আনল রানা। খুলল। বেরিয়ে এল এক টুকরো কাগজ।

কাগজের গায়ে ক্যাপিটাল লেটার টাইপ করা অনেক শব্দ এবং সংখ্যা। শব্দ, কিন্তু পরিচিত নয়। সংখ্যা, কিন্তু অর্থবহ নয়। মাথামুণ্ড কিছুই বুঝল না রানা। কাঁধের উপর দিয়ে উঁকি দিচ্ছে দিনা। তাকাল রানা। থতমত খেয়ে পিছিয়ে গেল দিনা।

'কি ওটা?'

'কোড বলে মনে হচ্ছে। মাত্র দু'একটা শব্দ সোজা সাপ্টা, বাকি সব দুর্বোধ্য। সোমবার লেখা আছে এক জায়গায়। একটা তারিখ পড়তে পারছি, ২৪ মে। আর একটা জায়গার নাম।'

'জায়গার নাম?'

'গ্র দু রোই।'

'কোথায়?'

'উপকূলের কাছে, একটা আনন্দ সৈকত। ছুটি কাটাতে যায় লোকে। ফিশিং পোর্ট হিসেবে বিখ্যাত।'

'হুঁ।'

'বলো দেখি, একজন জিপসীর কাছে কোডেড মেসেজ কেন থাকবে?' নিজেও ভেবেচিন্তে দেখে কোন কিনারা করতে পারল না রানা। রাত প্রায় শেষ হয়েছে, প্রচণ্ড ক্লান্তিতে হাত-পা অবশ। কাজ করছে না ব্রেন। 'নাহ্, প্রশ্নটা বোকার মত হয়ে যাচ্ছে। চলো, কেটে পড়া যাক। যা আয় হয়েছে বেশ ক'টা দিন ফুর্তি করা যাবে।'

'কি?' কটাক্ষ হানল দিনা। 'বাকি দুটো সুন্দর দেরাজ না ভেঙেই চলে যাবে? পরে আবার আফসোস করবে না তো?'

'ওগুলো ছিঁচকে চোরের জন্যে থাক,' বলল রানা। 'আফটার অল জাতভাই তো, এসে খালি হাতে ফিরে যাক তা আমি চাই না।' দিনার একটা হাত ধরল ও, দরজা পর্যন্ত যেতে যাতে বারবার হোঁচট না খায় সে।

'কাজটা শেষ না করে তাড়াহুড়োর সাথে চলে যেতে চাইছ, এর মানে কি কোড ভাঙতে পারো তুমি?' ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল দিনা।

নিজের চারদিকে তাকাল রানা। 'ফার্নিচার, পারি। ক্রোকারি, পারি। কোড, পারি না। চলো, হোটেল ৫০৪ আমাদের জন্যে সেবা শুশ্রূষা নিয়ে অপেক্ষা করছে।'

দরজা টপকে প্যাসেজে বেরিয়ে এল ওরা। বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করার আগে ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে পড়ে থাকা অজ্ঞান দেহ দুটোকে একবার দেখে নিল রানা। জ্ঞান ফিরতে দেরি আছে ওদের।

আট

কোকিলের কুহু, চড়ুইয়ের চ্রিক, চ্রিক-চ্রিক চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল রানার। মেঘহীন আকাশে জ্বলজ্বল করছে নীল রঙ। পুব দিগন্তরেখার এপারে এইমাত্র উঠে এসেছে সূর্য, জানালা দিয়ে উষ্ণ, কচি রোদ ঢুকছে গাড়ির ভিতর।

দেশের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে রানার। দেশ বলতে ঠিক শহরের কথা নয়, শতকরা আটানব্বই জন লোক যেখানে বাস করে, সেই গ্রামের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। এইরকম পাখির কলরব তো আছেই, আর আছে সবুজের সমারোহ, পাকা ধান খেতে টানা বাতাসের সাঁ সাঁ আওয়াজ, নদীর কুলকুল ধ্বনি, পানির উপর লাফ দিয়ে ওঠা রূপোলী মাছের গায়ে রোদের ঝিলিক, পদ্মা যমুনার ভাঙা গড়া, শীতের কুয়াশার মধ্যে শিশিরে পা ভিজিয়ে খেজুর রস খেতে যাওয়া, গ্রীষ্মের অলস দুপুরে মন জুড়ানো রাখালিয়া গান, যাত্রা দেখে রাত ভোর করে বাড়ি ফেরা, রাতের আকাশে জ্বলন্ত ধূলিকণার মত ভাসমান তারার দিকে মুখ করে শুকনো খটখটে খোলা মাঠে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা, গ্রাম্য মানুষজনের আপাত-সারল্য, আরও কত কি! এক এক সময় অকস্মাৎ হু হু করে ওঠে বুক, আহা আমার সোনার দেশ ফেলে কোথায় কোথায় ঘুরে মরছি! ফ্রান্সের আদর্শ পল্লী এলাকায় খামার বাড়ি গড়তে চেয়েছিল ও, চেয়েছিল জামাইকাতেও—শেষ পর্যন্ত মন ভেঙে গেছে, গড়া হয়নি। হয়নি, তা যেন ভালই হয়েছে। খামার ঠিকই গড়বে, তবে তা নিজের দেশেই। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি। প্রতিজ্ঞা এবং সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা। পরমুহূর্তে জানালা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি ফেলেই আঁতকে উঠল।

ভোর-রাতের অন্ধকারে রাস্তা থেকে নেমে গাছপালার ভিড়ে পুজো ফাইভ জিরো ফাইভকে এখানে দাঁড় করিয়েছিল ও। ভেবেছিল, রাস্তা থেকে দেখা যাবে না। কিন্তু দিনের আলোয় দেখতে পাচ্ছে অন্ধ ছাড়া রাস্তা দিয়ে যাবার সময় যে এদিকে তাকাবে সেই দেখতে পাবে নীল গাড়িটাকে।

দিনাকে জাগাতে ইচ্ছে করছে না। বাকি রাতটুকু বেশ আরামেই কাটিয়েছে সে। কালো চুল ভর্তি মাথাটা ওর কাঁধে রেখে দিব্যি ঘুমাচ্ছে।

নড়তে গিয়ে টের পেল রানা শরীরের সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে ব্যথা। প্রায় সারাটা রাত ধরে প্রচণ্ড ধকল গেছে শরীরের উপর দিয়ে। টাটিয়ে আছে পেশীগুলো। ড্রাইভিং সীটে বসে আছে ও। শিরদাঁড়া খাড়া করল ধীরে ধীরে। দিনার মাথাটা ধরে সযত্নে নামাল কোলের উপর। লাল ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল একবার, ঘুমের মধ্যে হাসল মৃদু। জানালা দিয়ে মুখ বের করে তাজা, ঠাণ্ডা বাতাস নিল রানা বুক ভরে। একটা সিগারেট ধরাল।

সিগারেটে মাত্র কয়েকটা টান দিয়েছে রানা, কোলের উপর নড়ে উঠল দিনার মাথা। তাকাল রানা। একই সময় ঝট করে উঠে বসল দিনা। চোখে ঘুম লেগে

রয়েছে এখনও। কিন্তু কণ্ঠস্বর রীতিমত তীক্ষ্ণ শোনাল।

'আমার মাথা তোমার কোলে কেন?' জবাবদিহির ভঙ্গিতে জানতে চাইল দিনা।

'কি জানি! তোমার মাথাকে জিজ্ঞেস করলেই তো পারো।'

নিজের সীটে সরে গিয়ে বসল দিনা। চোখে সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টি।

'নিজেকে ভাল করে দেখে নাও, সব ঠিক আছে তো?'

'অসভ্যের মত কথা বোলো না। আমি এখন গোসল করতে চাই।'

'এতই নোংরা মনে করছ আমাকে? কিন্তু, কসম কেটে বলতে পারি, যেমন ছিল, তোমার কুমারীত্ব ঠিক তেমনই…' চড়টা আসছে দেখতে পেয়ে মাথা সরিয়ে নিল রানা, কব্জি ধরে ফেলল দিনার।

দু'চোখে আগুন জ্বলছে, কথা বলতে পারছে না দিনা। টান দিয়ে ছাড়িয়ে নিল হাতটা।

'মারামারিতে রুচি নেই আর,' হাসছে রানা। 'গোসল করতে চাও, এই তো? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যবস্থা করছি। আরলেকের সবচেয়ে বড় হোটেলে।'

'গেট থেকেই ভাগিয়ে দেবে। জিপসীদের ফেস্টিভ্যাল, ভুলে যাচ্ছ কেন? কয়েক হপ্তা আগে থেকেই সব হোটেল ভরাট হয়ে গেছে।'

'জানি। আমার রুম দু'মাস আগে বুক করা হয়েছে।'

'আই সি!' বিস্ময় ফুটে উঠেই মুহূর্তে তা মিলিয়ে গেল চেহারা থেকে। 'মি. মাসুদ, দু'মাস আগে…'

'শুধু রানা।'

'দেখো, ধৈর্যের পরীক্ষা দিইনি একথা তুমি বলতে পারবে না। এখন পর্যন্ত প্রায় কোন প্রশ্নই করিনি আমি।'

'তা করোনি। সেজন্যেই তোমার দিকে ঝুঁকে পড়েছি। স্ত্রী হিসেবে তুমি আদর্শ হবে, এ আমি বাজি রেখে বলতে পারি। সারাদিন অফিস করে ক্লান্ত হয়ে যখন বাড়ি ফিরব…'

'প্লীজ। আসল ব্যাপারটা কি? কে তুমি?'

'ভবঘুরে। বখাটে। অলস।'

'ভবঘুরে? জিপসীদের সাথে কি সম্পর্ক?'

'আমি একজন সংস্কারক।'

'সংস্কারক?'

'সমাজ সংস্কারক। জিপসীরা কেউ কেউ ভুল করছে। শুধরে দিতে চাইছি আমি।'

'হেঁয়ালি বন্ধ করবে? রানা, তোমাকে আমি সাহায্য করেছি।'

'হ্যাঁ, করেছ।'

'আমার গাড়ি ধার দিয়েছি তোমাকে। আমাকে তুমি বিপদে জড়িয়ে ফেলেছ…'

'জানি। সেজন্যে দুঃখিত। এয়ারপোর্টে চলো, তোমাকে প্যারিসের প্রথম

প্লেনে তুলে দিয়ে আসি। ওখানে তুমি নিরাপদ। কিংবা, গাড়ি নিয়েই চলে যাও। যেভাবে হোক আরলেসে পৌঁছে যাব আমি।'

'ব্ল্যাকমেইল!'

'ব্ল্যাকমেইল? বুঝলাম না। আমি তোমার ভাল চাইছি। আমার সাথে সত্যি আরলেসে যেতে চাও নাকি?'

'চাই।'

'অন্যের রক্ত দেখেছ আমার হাতে, তবু?'

'তবু।'

'নারী রহস্যময়ী! তোমার ব্যাপারটা এখনও ঠিক বুঝছি না।' উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে সামনে তাকাল রানা। 'আচ্ছা, ব্যাপারটা কি এই যে সুন্দরী মিস দিনা কাজানী গভীর প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে?'

'দুশ্চিন্তা কোরো না,' শান্তভাবে বলল দিনা। 'সুন্দরী মিস দিনা কাজানীর মনে কোন কুমতলব নেই।'

'তাহলে লেজুড় হতে চাইছ কেন? আমার সাথে থাকা মানে বিপদের ঝুঁকি নেয়া।'

'সত্যি বলছি, কেন তোমার সঙ্গ নিতে চাই—জানি না!'

গাড়ি স্টার্ট দিল রানা। ও জানে। জানে দিনাও। কিন্তু ও যে জানে তা আবার দিনা জানে না। ভাবছে, ভোরের স্নিগ্ধ পরিবেশে ব্যাপারটা বেশ জটিল।

মেইন রোডে উঠে স্পীড বাড়িয়ে দিল ও। 'মি. মাসুদ,' বলল দিনা। 'তোমাকে দেখে যতটা মনে হয় তুমি তার চেয়ে অনেক বেশি চালাক।'

'গাল দিচ্ছ?'

'কেউ যদি আমাকে বোকা মনে করে তাকে আমি ভাল চোখে দেখি না।'

'বোকামির ওটা একটা লক্ষণ।'

মাফ চাওয়ার ভঙ্গিতে বুকের কাছে দু'হাত এক করল দিনা। 'কথায় তোমার সাথে পারব না।'

'আমি চালাক হওয়ায় আমাদের সাংসারিক জীবনে কি কোন অসুবিধে দেখা দেবে?'

'এক কি দুই মিনিট আগে তোমাকে একটা প্রশ্ন করেছি। সুন্দর এড়িয়ে গেছ উত্তরটা।'

'প্রশ্ন? কি প্রশ্ন?'

'ভুলে যাও,' গম্ভীর ভাবে বলল দিনা। 'প্রশ্নটা যে কি ছিল তা আমারই মনে নেই।'

সূর্যমুখী ফুল আর গাছ ছাপা পা'জামাটাকে প্রায় ঢেকে ফেলেছে মস্ত একটা ন্যাপকিন। বিছানায় বসে ব্রেকফাস্ট সারছে প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। চওড়ায় ব্রেকফাস্ট ট্রেটা তার বিছানার চেয়ে কম নয়। ট্রেতে তিল ধারণের জায়গা নেই। সামুদ্রিক মাছের পোয়াটাক মগজ ঢোক গিলে পেটে চালান করে দিয়েছে মাত্র, এমন

সময় দরজায় নক না করেই বেড রূমে ঢুকল রুকা। তার সোনালী চুলে চিরুনির আঁচড় পড়েনি এখনও। এক হাতে মুঠো করে ধরা একটা এনভেলাপ, অপর হাতে একটা কাগজের টুকরো। মুখটা ম্লান। চোখে সংশয়।

'দিনা চলে গেছে!'

'তোমার হাতে ওটা ওর চিঠি, বোঝাই যাচ্ছে। যাই বলো,' আরেক চামচ মাছ মুখের ভিতর ফেলে চোখ বুজে চিবাতে শুরু করল প্রিন্স। 'এই সামুদ্রিক মাছের তুলনাই হয় না। একদম মাংসের মত স্বাদ, চিবাতে খুব মজা। চলে গেছে?' মুখে আরেক চামচ মাছ তুলল। 'যাবে বৈকি। চিরকাল কে একই জায়গায় থাকে, বলো? আমাদেরও যেতে হবে। কোথায় গেছে?'

'জানি না। কাপড় চোপড় সব নিয়ে গেছে।'

'দেখি,' হাত বাড়িয়ে কাগজের টুকরোটা নিল প্রিন্স। পোস্ট রেসট্যান্ট, সেইন্টেস-মেরিজে আমার সাথে যোগাযোগ করো, দিনার লেখাটা পড়ল সে। 'বিশেষ কিছু বোঝা যাচ্ছে না, ঠিক, নিশ্চয়ই সেই বখাটে ছোকরা ওর সাথে আছে…'

'রানা? মাসুদ রানা?'

'ওটাই বুঝি তার নাম? বাহ, বাহ্! তবে একথা ঠিক, জাত-বখাটেদের নামগুলো জবরদস্ত টাইপেরই হয়! বাবাজী কোথায়, খোঁজ নাও। তোমার গাড়িটাও আছে কিনা দেখো।'

'তাই তো! গাড়ির কথা মনেই পড়েনি।'

'কচি মন তোমার,' স্নেহের সুরে বলল প্রিন্স। 'প্যাঁচঘোঁচ বুঝবে কিভাবে?' ছুরি আর চামচ তুলল আবার, কিন্তু কামরা থেকে রুকা বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত এক চুল নড়ল না আর। পদশব্দ দ্রুত মিলিয়ে যেতে ছুরি আর চামচ নামিয়ে রেখে হাত বাড়িয়ে একটা দেরাজ খুলল সে, ভিতর থেকে বের করল একটা নোট বুক। গতরাতে সে যখন জিপসীদের সাক্ষাৎকার নিচ্ছিল, তার অবৈতনিক সেক্রেটারি হিসেবে রুকা তখন এই নোট বুকটা ব্যবহার করেছিল। নোটবুকের হাতের লেখার সাথে রুকার দেয়া চিরকুটের হাতের লেখা মিলিয়ে দেখল সে। চোখ বুজে মস্ত এক হাই তুলল। দুটো হাতের লেখা অবিকল এক। নোটবুকটা রেখে দিয়ে দেরাজ বন্ধ করল সে। অবহেলার সাথে ফেলে দিল মেঝেতে হাতের কাগজটা। পরমুহূর্তে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে হামলা চালাল অবশিষ্ট সামুদ্রিক মাছের উপর।

শরীরের তুলনায় মাথাটা ছোট প্রিন্সের। বেমানান। তালে তালে নাড়ছে সেটা। মাছ চিবানোর ফাঁকে ফাঁকে নাক মুখ দিয়ে গোঙানির মত শব্দ বেরিয়ে আসছে, আসলে লোকগীতির জনপ্রিয় সুর ভাঁজছে সে।

দেড় সের মাছ শেষ হতে তিন মিনিটের বেশি লাগল না। শেষ ঢোকটা গিলতে গিলতে আরেকটা ডিশের ঢাকনি খুলল সে। খাসীর কলিজা আর গরুর পিঠের মাংসের গন্ধ নিল নাক টেনে। নীল মিনি-ড্রেস পরে ভিতরে ঢুকল রুকা। চুলের যত্নও নিয়েছে এর মধ্যে। কিন্তু মুখের চেহারা এখনও ম্লান।

'ভদ্রলোক নেই। গাড়িটাও। চিন্তা হচ্ছে আমার, মুরগা।'

'পাশে প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা থাকতে তোমার কোন চিন্তা নেই, রুকা, মাই ডিয়ার। স্লেইন্টেস-মেরিজে পৌঁছুলেই সব জানা যাবে।'

'হয়তো তাই,' সন্দেহ তবু ঘোচে না রুকার। একটু ইতস্তত করে বলল, 'কিন্তু ওখানে যাব কিভাবে? আমার গাড়ি...'

'মাই ডিয়ার চাইল্ড, একটা কথা কতবার শুনতে চাও? আমি থাকতে তোমার কোন চিন্তা নেই। প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা একটা না একটা যানবাহনের ব্যবস্থা করেই রাখে।' হঠাৎ থেমে শোনার কাজে মন দিল প্রিন্স। কয়েকটা গলা শোনা যাচ্ছে দূরে। 'এই ব্যাটা জিপসীরা বড্ড জ্বালাতন করছে! ডিসটার্বিং এলিমেন্ট। ট্রে-টা সরাও তো, লক্ষ্মী!'

চোখ ছানাবড়া করে ট্রে-র দিকে তাকাল রুকা। ধাক্কা দিয়ে দুনিয়াটাকে এক চুল নড়ানো যেন এর চেয়ে সহজ কাজ। দম নিয়ে তৈরি হলো সে। বিছানার উপর থেকে টেনে চাকা লাগানো ট্রলিতে সেটাকে সরিয়ে আনতে গলদঘর্ম হলো সে। মুচকি মুচকি হাসছে প্রিন্স।

'এই জন্যে তোমাকে এত ভালবেসে ফেলেছি। কোন কাজে না বলতে জানো না। প্রসঙ্গক্রমে বলছি,' বিছানা থেকে নামছে প্রিন্স। 'এই পরীক্ষায় তুমিই প্রথম পাস করলে।'

'পরীক্ষায় পাস করলাম? কিসের পরীক্ষা?'

'এর আগে কোন মেয়ে আমার ব্রেকফাস্টের ট্রে ধরতেই সাহস পায়নি, নামানো তো দূরের কথা।' চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বল রঙের একটা ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে নিল প্রিন্স গায়ে। দরজার দিকে এগোল।

চাতাল থেকে আসছে শোরগোলটা। করিডরে বেরিয়ে খোলা বারান্দার দিকে যাচ্ছে প্রিন্স। মৃদু ভুঁরু কুঁচকে তাকে অনুসরণ করছে রুকা।

জার্দার ক্যারাভানের কাছে জিপসীদের একটা ভিড় জমে উঠেছে। ভিড়ের মাত্র একটা অংশ দেখতে পাচ্ছে প্রিন্স। কেউ কেউ চেঁচাচ্ছে, কেউ কেউ চোখ বড় করে মাথা নাড়ছে, হাত ছুঁড়ে কি যেন বোঝাতে চাইছে। সবাই কি এক ব্যাপারে যেন ভয়ানক রেগে গেছে।

'বাহ্! এর জন্যেই তো অপেক্ষা করছি!' আনন্দে হাত তালি দিয়ে উঠল প্রিন্স। 'মহা ভাগ্যবান আমি। সময় মতই পৌঁছেছি। লোকগীতির রসদ এই হৈ-হট্টগোল থেকেই সংগ্রহ করতে হয়। এসো।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল প্রিন্স। পিছন থেকে তার একটা হাত ধরে ফেলল রুকা। 'মুরগা, তোমার কি মাথা খারাপ হলো? এই পা'জামা পরে...'

'তাতে কি? ন্যাংটো তো আর নই!' শরীর দুলিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে দ্রুত এগোল প্রিন্স। সিঁড়ির ধাপ টপকে নেমে পড়ল উঠানে। হোটেলের বোর্ডাররা ব্রেকফাস্ট খেতে বসেছে। যে যার খাওয়া বন্ধ করে নড়েচড়ে বসল। সকলের দৃষ্টি প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগার দিকে। কারও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে দু'সারি টেবিলের মাঝখান দিয়ে বিরাট শরীর নিয়ে ঝড়ের বেগে এগোচ্ছে সে। পতাকার মত পত্ পত্ উড়ছে তার রঙচঙে গাউন। চাতালে নামার সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে হঠাৎ ব্রেক কষে

দাঁড়াল। দুটো হাত রাখল দু'কোমরে। চোখেমুখে প্রত্যাশার ছাপ। চারদিক সকৌতুকে দেখছে। লতাপাতার রেড়ার ওপারে পার্কিং লটটা ইতিমধ্যে প্রায় খালি হয়ে গেছে। যা দু'চারটে ক্যারাভান এখনও আছে, প্রস্তুতি নেয়া শেষ হয়েছে, যে কোন মুহূর্তে সেগুলো রওনা হয়ে যাবে। জার্দার ক্যারাভানকে ঘিরে ভিড় করে আছে ডজন আড়াই লোক।

হঠাৎ আরও যেন উৎসাহ বেড়ে গেল প্রিন্সের। প্রায় লাফ দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল সে। ভিড়ের দিকে এগোচ্ছে। তাকে অনুসরণ করার জন্যে রীতিমত দৌড়াতে হচ্ছে রুকার।

ভিড়ের ঠিক এক হাত পিছনে থামল প্রিন্স। সকলের মাথার উপর দিয়ে তাকাল সে।

ক্যারাভানের সিঁড়ির একটা ধাপে বসে আছে জার্দা। পাশে গাটো। ক্ষতবিক্ষত চেহারা দু'জনের। জার্দার মাথায় এবং কপালে ব্যান্ডেজ বাঁধা, মুখটা প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। লাল দুটো চোখে শীতল দৃষ্টি। তাদের পিছনে কয়েকজন মেয়েকে নড়তে চড়তে দেখা যাচ্ছে। ক্যারাভানের ভিতরটা সাফ-সুতরো করতে গলদঘর্ম হচ্ছে তারা।

'চু-চু চু-চু,' দুঃখে এবং নৈরাশ্যে এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে প্রিন্স। 'কি আফসোসের কথা, ভাব দিকি! পারিবারিক বিবাদ কি রকম ক্ষতিকর, দেখে শিখে নাও, রুকা, মাই ডিয়ার। এই রুমানী পরিবারগুলো সাংঘাতিক ঝগড়াটে। এসো, অপচয়ের হাত থেকে সময় বাঁচাই। লক্ষ্য করছ, প্রায় সব জিপসী ইতিমধ্যে চলে গেছে? আমাদেরও এখন চলে যাওয়া উচিত। নিবেদিত প্রাণ লোকগীতিকারের জন্যে ইন্টারেস্টিং কিছুই নেই এখানে।' রুকার একটা হাত ধরল সে। ঘুরে দাঁড়াল। সিঁড়ির দিকে ফিরে যাচ্ছে। হোঁচট খেতে খেতে ছুটছে রুকা, দূর থেকে দেখে মনে হতে পারে পুঁচকে এক ভীত-সন্ত্রস্ত মেয়েকে গায়ের জোরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বিশাল এক দৈত্য। পোর্টারকে দেখে কটমট করে তাকাল প্রিন্স। সাপ দেখার মত আঁতকে উঠে লাফ দিয়ে এক পাশে সরে গেল লোকটা।

'আমার গাড়ি। এক্ষুণি।' হুঙ্কার ছাড়ল সে।

'তোমার গাড়ি এখানে নেই?' জানতে চাইল রুকা।

'সেজন্যেই তো বলি, প্রচুর না খেলে বুদ্ধি বাড়ে না। বোকা মেয়ে, আমার কর্মচারী আমার সাথে একই হোটেলে থাকবে এ তুমি কিভাবে আশা করো? দশ মিনিটে পৌঁছে যাবে সে। এর মধ্যে তৈরি হয়ে নাও।'

'দশ মিনিটে? অসম্ভব। গোসল করব, নাস্তা খাব, কাপড়-চোপড় গুছাব, হোটেলের বিল...'

'ব্যাপারটাকে অন্যভাবে দেখো। আমার সাথে তোমাকে শুতে বলছি না, তাতে কতটা সময় বাঁচছে।'

'মুরগা!' কঠিন শোনাল রুকার গলা। 'মাঝে মাঝে তুমি ভারি অসভ্যতা করো।'

'মাঝে মাঝে করলে তেমন দোষ নেই।' গম্ভীর ভাবে বলল প্রিন্স।

দশ মিনিটেই তৈরি হয়ে নিল রুকা। প্রিন্সের তাও লাগল না। তামাটে লাল রঙের শার্টের উপর গ্রে রঙের ডাবল-ব্রেস্টেড ফ্লানেল স্যুট পরেছে সে। মাথায় পানামা স্ট্র হ্যাট লালচে ফিতে দিয়ে চিবুকের সাথে আটকানো। রুকার আচরণে এই মুহূর্তে একটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করছে প্রিন্স। মেয়েটা তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে নেই।

মুগ্ধ বিস্ময়ের সাথে নিচের চাতালের দিকে তাকিয়ে আছে রুকা। 'প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা একটা না একটা যানবাহনের ব্যবস্থা করেই রাখে,' মুখস্থ বুলির মত কথাটা পুনরাবৃত্তি করল সে।

যানবাহন বলতে রুকা দেখতে পাচ্ছে গাঢ় সবুজ রঙের বিশাল একটা রোলস-রয়েস গাড়ি। গাড়ির পাশে, পিছনের দরজা খুলে ধরে দাঁড়িয়ে আছে এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে। হালকা সবুজ ইউনিফর্ম পরে আছে মেয়েটা। প্রিন্সকে দেখে মিষ্টি-মধুর হাসল সে। মাথা একটু নিচু করে সম্মান জানাল। পিছনের সীটে উঠে বসল ওরা। ড্রাইভিং সীটে বসল মেয়েটা। স্টার্ট দেয়াই ছিল। ছুটতে শুরু করল রোলস-রয়েস। কোন শব্দ নেই।

পাশে তাকাল রুকা। লাইটার জেলে বিরাট এক হাভানা চুরুট ধরাচ্ছে প্রিন্স। 'তুমি বলতে চাও এমন সুন্দরী একটা মেয়ের সাথে একই হোটেলে থাকতে লোভ হয় না তোমার?' প্রায় রুখে উঠে জানতে চাইল রুকা।

'সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছ তুমি আমাকে, রুকা, মাই ডিয়ার,' প্রিন্স বলল। 'সুন্দরী মেয়েদের প্রতি লোভ করার দরকারই হয় না আমার। লোভ ওদের হয়, এবং সেটাই সঙ্গত।' পাশের বোর্ডের দিকে হাত বাড়িয়ে একটা বোতামে চাপ দিল সে। নিঃশব্দে নেমে গেল কাঁচের দেয়ালটা। 'কোথায় রাত কাটিয়েছ, ইফফাত, মাই ডিয়ার?'

'আমি, মঁশিয়ে মোর্সেলিন দ্য মুরগা? হোটেলে জায়গা পাইনি...'

'রাত কোথায় কাটিয়েছ?'

'গাড়িতে, মঁশিয়ে।'

'চু চু,' আফসোস সূচক শব্দ করল প্রিন্স। কাঁচের দেয়ালটা আবার উঠে গেল। রুকার দিকে তাকাল সে। 'তবে, গাড়িটাও তো আর কম আরামদায়ক নয়।'

আরলেস।

ইতিমধ্যে বাক-যুদ্ধ থেমে গেছে ওদের। পোশাক বদলে প্রায় নগ্ন হতে রাজি হয়নি দিনা। কেউ কারও চোখের দিকে এমনকি ভুলেও তাকাচ্ছে না। গাড়ির ভিতর অদ্ভুত নৈঃশব্দ এবং শীতলতা জাঁকিয়ে বসেছে। অপেক্ষাকৃত নির্জন একটা রাস্তায়, ফুটপাথের ধারে গাড়ি দাঁড় করাল রানা। ফুটপাথের ওপারে একটা বিরাট ক্লোদিং এমপোরিয়াম। ইঞ্জিন অফ করে দিনার দিকে ফিরল ও। 'তাহলে?'

'দুঃখিত,' বহু দূরে তাকিয়ে আছে দিনা। 'আমার একটা নিজস্ব রুচি আছে। তোমার পাগলামি...'

'এত কথা শুনতে চাই না,' মুখ বাড়িয়ে দিনার গালে মৃদু চুমু খেল রানা। দরজা খুলে নিচে নামল। ব্যাক সীট থেকে বের করল নিজের সুটকেসটা। 'গুডবাই,' দিনার দিকে আর না তাকিয়ে ফুটপাথে উঠে সোজা হাঁটতে শুরু করল হন হন করে।

ছোঁ মেরে হাত ব্যাগটা তুলে নিয়ে খুলল দিনা। সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার বের করল। সিগারেটে আগুন ধরিয়ে আড়চোখে তাকাল উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে রানার দিকে। চলে যাচ্ছে। আরে, লোকটা সত্যি খেপে গেছে দেখছি···ভাবতে ভাবতে দ্রুত দরজা খুলল সে।

পাশাপাশি রকমারি দোকান। ফুটপাথের পাশে কাঁচ ঘেরা বড় বড় শো-কেস। মেয়েদের পোশাক দেখে থামল রানা। কাঁচে প্রতিবিম্ব পড়েছে গাড়ির। দিনাকে নামতে দেখতে পাচ্ছে ও। ঠোঁট দুটো চেপে বসে আছে, দুপদাপ পা ফেলে এগিয়ে আসছে এদিকেই।

দুম্ করে রানার পিঠে একটা কিল বসিয়ে দিল দিনা। 'জানো, এমন একটা নোংরা ব্যবহার করার জন্যে চড়িয়ে আমি তোমার সব ক'টা দাঁত ফেলে দিতে পারি?'

'তোমার স্বামীর দাঁত নেই কেন?—লোকে একথা জিজ্ঞেস করলে কি উত্তর দেবে তা আগেই ঠিক করে নাও।'

'বাচাল মিনসে! যাও বলছি, সুটকেস রেখে এসো গাড়িতে। ফের যদি···'

ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাত জোড় করল রানা। পিছিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। গাড়িতে সুটকেস রেখে দিনার কোমর জড়িয়ে ধরে ঢুকল ক্লোদিং এমপোরিয়ামে।

বিশ মিনিট পর সাত ফিট লম্বা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিবিম্বের দিকে তাকাতেই রোমাঞ্চ অনুভব করল রানা। কলার পর্যন্ত বোতাম লাগানো খুব আঁটসাঁট কালো স্যুট পরেছে, নিচে ঢিলেঢালা সাদা শার্ট। টাইটা কালো। মাথায় চওড়া কার্নিসের কালো হ্যাট।

একটা ড্রেসিংরুম থেকে বেরিয়ে এল দিনা। সাথে মধ্যবয়স্কা এক হস্তিনী। সম্ভবত ম্যানেজার। জিপসী মেয়েদের অত্যন্ত প্রিয় পোশাকে আশ্চর্য মানিয়েছে দিনাকে। রূপ শুধু খোলেনি, তাকে চেনাই দুষ্কর হয়ে উঠেছে। রঙধনুর সব ক'টা রঙ স্থান পেয়েছে পোশাকে।

'ম্যাডামকে,' রুদ্ধশ্বাসে বলল ম্যানেজার, 'অপূর্ব দেখাচ্ছে।'

'ম্যাডাম এমনিতেই অপূর্ব,' পকেটে হাত ভরল রানা। 'কত? সুইস ফ্র্যাঙ্ক নাও তো?'

'অবশ্যই,' একজন সহকারীকে হিসাব করতে বলে কাপড়ের প্যাকেট তৈরিতে মন দিল ম্যানেজার।

'আমার কাপড়চোপড় প্যাকেট করছে রানা!' দিনা প্রায় আঁতকে উঠল। 'এসব পরে আমি বাইরে বেরুব কিভাবে? এর চেয়ে তোমার কথা শোনাও ভাল ছিল···'

'এখন আর কোন উপায় নেই,' বলল রানা। 'এমনিতেই যথেষ্ট সময় পেরিয়ে

গেছে।'

'কিন্তু আমাকে যে জবরজঙ দেখাচ্ছে!' দিনার প্রায় কেঁদে ফেলার মত অবস্থা।

'কে বলল? এতক্ষণ যাও বা এক-আধটু দ্বিধা ছিল, এখন আর তাও নেই আমার। এমন সুন্দরী একটা মেয়েকে যদি বিয়ে করতে না পারি, ধিক্ এই জীবন!' ম্যানেজারের হাত থেকে ক্যাশমেমোটা নিল ও। 'দু'হাজার সুইস ফ্র্যাঙ্ক।' জার্দার বান্ডিল থেকে এক হাজার ফ্র্যাঙ্কের তিনটে নোট টেনে বের করে বাড়িয়ে ধরল। 'বাকিটা রেখে দাও।'

'মঁশিয়ের দরাজ দিল!' ছোঁ মেরে প্রায় কেড়ে নিল রানার হাত থেকে ম্যানেজার নোট তিনটে! এক পা পিছিয়ে গেল, যাতে রানা যেন চাইলেও আর কেড়ে নিতে না পারে! দু'চোখে বিস্ময়।

'যেমন আসে, তেমনি যায়,' তাচ্ছিল্যের সাথে বলল রানা। দিনাকে নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। গাড়িতে চড়ে মিনিট দুয়েক কথা বলল না কেউ। প্রায় খালি একটা পার্কিং লটের দিকে বাঁক নিচ্ছে রানা। ওর দিকে সন্ধানী চোখে তাকাল দিনা।

'আমার কসমেটিক কেসটা এখন কাজে লাগবে,' গাড়ি দাঁড় করিয়ে ব্যাক সীট থেকে সুটকেসটা তুলে নিয়ে কোলে রাখল রানা। ভিতর থেকে বের করল কালো একটা লেদার ব্যাগ। 'এটাকে ফেলে কোথাও আমি যাই না।'

'মানে?' ভুরু কুঁচকে উঠেছে দিনার। 'পুরুষ মানুষের সাথে আবার কসমেটিক কেস থাকে নাকি?'

'এই পুরুষটার সাথে থাকে। কেন, তা এক্ষুণি জানতে পারবে।'

কেন, তা বিশ মিনিট পর আরলেসের সবচেয়ে নামকরা হোটেলের রিসেপশন ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারল দিনা। যে পোশাক পরে ক্লোদিং এমপোরিয়াম থেকে বেরিয়েছিল ওরা, পরনে এখনও তাই আছে, কিন্তু তবু দু'জনের একজনকেও এখন আর চেনার কোন উপায় নেই। দিনার গায়ের রঙ ছিল দুধে-আলতায় মেশানো, এখন তা রোদে পোড়া তামাটে রঙ ধারণ করেছে। কাপড়ের নিচে অবশ্য আগের রঙকেই খুঁজে পাওয়া যাবে, কিন্তু হাত, পা, গলা, ঘাড় এবং মুখের রঙ বদলে গেছে। মুখে খুব বেশি রুজ মেখেছে সে, ঠোঁটে উজ্জ্বল লাল লিপস্টিক। মাসকারা এবং আই-শ্যাডো ব্যবহার করার ব্যাপারেও অবাধ স্বাধীনতা নিয়েছে সে।

মেহগনি কাঠের রঙ পেয়েছে রানার মুখ। মুখে যোগ হয়েছে আড়াই ইঞ্চি লম্বা একটা গোঁফ। রিসেপশনিস্টের বাড়ানো হাত থেকে ওর পাসপোর্টটা ফেরত নিল ও।

'আপনার কামরা গুছিয়ে রাখা হয়েছে, মি. পার্কার,' রিসেপশনিস্ট বলল। 'এক্সকিউজ মি, ইনি কি মিসেস পার্কার?'

'বোকার মত কথা বোলো না,' কথাটা বলে ঘুরে দাঁড়াল রানা, দিনার একটা হাত ধরল। বেলবয়কে অনুসরণ করছে ওরা। রানা অনুভব করছে, কাঠের মত শক্ত

হয়ে আছে দিনার হাতটা।

বেডরুমের দরজা ওদের পিছনে বন্ধ হয়ে যেতে দিনা বাঁকা চোখে তাকাল রানার দিকে। 'অপমানটা না করলেও তো পারতে! বললেই হত—স্ত্রী!'

'মানে?'

'রিসেপশনিস্টকে ও কথা বলার মানে কি?'

'তোমার হাতের দিকে তাকাও।'

'কি দেখব তাকিয়ে? তোমার ওই সব বাজে জিনিস লাগিয়ে নোংরা করেছি, তাছাড়া কি?'

'আঙটি নেই।'

'ও!'

'অভিজ্ঞ রিসেপশনিস্টের চোখে এ ধরনের খুঁটিনাটি ব্যাপার সহজেই ধরা পড়ে, সেজন্যেই প্রশ্নটা করেছে সে। কোন জুটিকে দেখে সন্দেহ হলেই প্রশ্ন করবে আজ। সাধারণত, সাথে যদি স্ত্রী থাকে তাহলে পুরুষটিকে সন্দেহের উর্ধ্বে বলে মনে করা হয়। কিন্তু তোমার হাতে আঙটি নেই দেখে লোকটা বুঝতে পেরেছে, তুমি আমার স্ত্রী নও, প্রশ্নটা তাই করেছে। তোমাকে যদি স্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করতাম, দেখতে কেমন জেরার মুখে পড়তে হত।'

'তুমি বলতে চাইছ লোকটাকে কেউ আমাদের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছে?'

'দিতে পারে। নাও পারে। তবে সত্যি কথা বলে লোকটার আস্থা অর্জন করেছি। শোনো, বাইরে যেতে হচ্ছে আমাকে। সাধের গোসলটা এই ফাঁকে সেরে নাও তুমি। দেখো, হাত-মুখ আর ঘাড়-গর্দানের রঙ ধুয়ে ফেলো না আবার। ব্যাগে আর সামান্য একটু আছে।'

আয়নার দিকে তাকাল দিনা, হাত আর মুখ দেখল। 'কিন্তু, পানি না লাগিয়ে গোসল করব কিভাবে…!'

আগ্রহের সাথে তাকাল রানা। 'তুমি বললে আমি সাহায্য করতে পারি।'

'হুঁহ্!' ধুপ ধাপ পায়ের শব্দ করে বাথরুমে ঢুকল দিনা। ঘুরে দাঁড়াল। 'সাহায্য করতে পারি!' বিকৃত কণ্ঠে অনুকরণ করে ভেঙচাল রানাকে, তারপর দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

নিচে নেমে লবিতে একমুহূর্তের জন্যে থামল রানা। টেলিফোন বুথের সামনে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে চিবুক ঘষছে, চিন্তামগ্ন। টেলিফোনের ডায়াল নেই, তার মানে হোটেলের সুইচবোর্ডের মাধ্যমে বাইরে কল যায়। উজ্জ্বল রোদে বেরিয়ে এল রানা।

এই সকালেও বুলেভার্ড দেস লিমেস লোকে লোকারণ্য। দর্শক নয়, ট্যুরিস্ট নয়, স্থানীয় ব্যবসায়ীরা গাছপালায় ছাওয়া চওড়া পেভমেন্টে শুয়ে শুয়ে দোকান সাজিয়ে বসেছে। রাস্তার অবস্থাও তাই, যানবাহনের প্রচণ্ড ভিড়ে নরক গুলজার। দু'চাকার বাইসাইকেল থেকে শুরু করে সাতটন ট্রাকের বহর, সব আছে। কোনটা আসছে, কোনটা যাচ্ছে, কোনটা দাঁড়িয়ে মালপত্তর খালাস করছে। ভারী

কৃষিযন্ত্রপাতি থেকে শুরু করে সম্ভাব্য সব ধরনের খাদ্যদ্রব্য, ফার্নিচার, পোশাক, ফুল, অ্যান্টিকস, হেনতেন অকল্পনীয় আরও কত কি দ্রুত নামিয়ে পাহাড় তৈরি করা হচ্ছে রাস্তার উপরেই। ভিড়ে মিশে যাবার আগে একটা সিগারেট ধরিয়ে কয়েকটা টান দিয়ে নিল রানা।

একটা পোস্ট অফিস খুঁজে বের করতে বিশেষ অসুবিধে হলো না। টেলিফোন বুথে ঢুকে এক্সচেঞ্জকে ডেকে লেবানন, বৈরুতের একটা নাম্বার চাইল রানা। যোগাযোগের জন্যে অপেক্ষা করার ফাঁকে জার্দার ক্যারাভান থেকে পাওয়া দোমড়ানো মোচড়ানো কোডেড মেসেজটা পকেট থেকে বের করল ও। কাগজটা নিভাঁজ করে মেলে ধরল চোখের সামনে।

নয়

ঘাসমোড়া ফাঁকা জায়গাটায় একশোর উপর জিপসী হাঁটু মুড়ে বসে আছে। কালো পোশাক পরা ধর্মযাজক তাদেরকে হিতোপদেশ দিচ্ছে এবং আশীর্বাদ করছে। হাতটা নামিয়ে নিয়ে সকলের দিকে পিছন ফিরে হাঁটা ধরল সে কাছের কালো তাঁবুটার দিকে। উঠে পড়ল জিপসীরা, এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ছে সবাই। কেউ লক্ষ্যহীন ঘুরে বেড়াচ্ছে, অনেকেই ফিরে যাচ্ছে যে যার ক্যারাভানে। আরলেসের ক'মাইল উত্তর পুবে রাস্তার ঠিক পাশেই পার্ক করা সেগুলো। ক্যারাভানগুলোর ঠিক পিছনেই প্রাচীন অ্যাবে ডি মন্টমেজর-এর রাজকীয় কাঠামো অস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান।

দাঁড়ানো যানবাহনগুলোর মধ্যেই রয়েছে সবুজ আর সাদা রঙের সেই ক্যারাভানটা, যেটায় কোহেনের মা, বোন আর অপর দুই মহিলা বাস করে, রয়েছে জার্দার ক্যারাভান, হলুদ রঙের একটা ট্রাকের পিছনে বিশাল ট্রেইলার, রয়েছে প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগার ঝকঝকে সবুজ রোলস-রয়েস।

সকালটা ইতিমধ্যেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বলে রোলসের হুড তুলে ফেলা হয়েছে। গাড়ির ড্রাইভার মেয়েটার মাথায় এখন ক্যাপ নেই, চুল খোলা, অর্থাৎ এখন সে ডিউটি দিচ্ছে না। দাঁড়িয়ে আছে গাড়ির পাশে, সাথে রুকা। গাড়ির ব্যাক সীটটা প্রায় পুরো দখল করে হেলান দিয়ে বসে আছে প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। তার সামনে খোলা একটা ককটেল ক্যাবিনেট। বিভিন্ন জাতের কোল্ড ড্রিঙ্ক একের পর এক গলায় ঢালছে। মস্ত একটা মরুভূমি আছে যেন লোকটার পেটে, সেখানে সবুজ মরুদ্যান তৈরি করার উদ্দেশে জল-সেচনের ঠিকাদারী নিয়েছে সে। ধর্মযাজক তাঁবুর দিকে যাচ্ছে, প্রিন্সের দুটো চোখের দৃষ্টি আঠার মত লেগে আছে তার গায়ে।

'ধর্মের সাথে জিপসীদের সম্পর্ক আছে?' বলল রুকা। 'আমার জানা ছিল না।'

'সেটা তোমার দোষ নয়,' বলল প্রিন্স। 'জিপসীদের সম্পর্কে কিই-বা জানো তুমি! ওদের কথা যদি কিছু জানতে চাও, আমাকে জিজ্ঞেস করো। ওদের সম্পর্কে আমি হলাম গিয়ে একজন ইউরোপীয়ান অথরিটি।' একটু থেমে কি যেন বিবেচনা করল, তারপর শুধরে নিল ভুলটা, বলল, 'একজন নই, একমাত্র অথরিটি। ইউরোপে একমাত্র, মানে দুনিয়ার একমাত্র, অবশ্যই। ধর্ম জিনিসটা প্রচণ্ড শক্তিশালী, জিপসীদের বেলায়ও তা সত্যি। দেবতা সারার পুজো দিতে যাচ্ছে ওরা, এখনই তো ধর্মীয় ভাব উথলে উঠবে ওদের মনে। আজ থেকে প্রত্যেক দিন একজন ধর্মযাজক ওদের সাথে থাকবে এবং...কিন্তু যথেষ্ট হয়েছে, পাণ্ডিত্য জাহির করে তোমাদেরকে আমি বিরক্ত করতে চাই না।'

'মোটেও বিরক্ত হচ্ছি না, মুরগা,' রুকা বলল। 'বিশ্বাস করো, এসব জানতে ভীষণ আগ্রহ বোধ করছি আমি। আচ্ছা, ওই কালো তাঁবুটা কিসের জন্যে?'

'একটা মোবাইল কনফেশন্যাল—ব্যবহার হয় না বললেই চলে। ভাল-মন্দ সম্পর্কে জিপসীদের নিজস্ব ধারণা আছে; সেগুলো, আমি বলব, বিদঘুটে টাইপের। ওদের মধ্যে অনেকেই, যাই করুক না কেন, অপরাধ করেছে বলে বিশ্বাস করে না, তাই স্বীকারোক্তি দেবারও প্রশ্ন ওঠে না। গুড গড! জার্দা ভিতরে যাচ্ছে।' রিস্টওয়াচ দেখল প্রিন্স। সোয়া নয়টা। 'কতক্ষণে বেরুবে বলা মুশকিল!'

'লোকটাকে পছন্দ হয় না বুঝি?' কৌতূহল প্রকাশ পেল রুকার কণ্ঠস্বরে। 'তুমি মনে করো...?'

'ওর সম্পর্কে কিছুই আমি জানি না,' প্রিন্স গম্ভীর। 'তবে মুখের অবস্থা দেখে কিছু না জেনেও বলতে পারি, জীবনে ভাল কাজ করেছে কিনা একথা ওকে জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেবার আগে আরেকটা খারাপ কাজ করে নেবে।'

মুখ আর মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়ে কালো তাঁবুতে ঢুকছে জার্দা। চেহারায় উদ্বেগ আর গাম্ভীর্য। ভিতরে ঢুকে তাঁবুর পর্দাটা হুকের সাথে ভাল করে আটকে দিল সে। তারপর ধীরে ধীরে প্রবেশ পথের দিকে পিছন ফিরে ঘুরে দাঁড়াল।

ছোট, চারকোনা তাঁবু দশ বর্গ ফিটের বেশি হবে না। একমাত্র ফার্নিচার একটা কাপড়ের পর্দা ঘেরা বুথ। অনুতপ্ত জিপসী ওর ভিতর ঢুকে ধর্মযাজকের সামনে বসবে, তারপর স্বীকারোক্তি দেবে।

'তোমার আগমন শুভ হোক; বৎস,' বুথের ভিতর থেকে গম্ভীর, কর্তৃত্বসূচক, ভরাট কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'পর্দা সরাও, পল!' নির্দয় হুমকির মত শোনাল জার্দার কণ্ঠস্বর।

পর্দার গায়ে কে যেন কি হাতড়াচ্ছে, তিন সেকেন্ড পর সরে গেল হাতটা। দ্রুত ফাঁক হলো পর্দা। চেয়ারে বসে আছে ধর্মযাজক, চোখে রিমলেস চশমা। ক্লিনশেভ লম্বাটে মুখ। গভীর চোখে সম্মোহনী দৃষ্টি। তাকিয়ে আছে জার্দার দিকে। 'আস্তে কথা বলো,' ঠাণ্ডা গলায় বলল সে, উত্তেজনার ছিটেফোঁটা নেই তার মধ্যে। 'লোক শুনবে। আমি মঁশিয়ে লে কুরি, অথবা "ফাদার"।'

'আমার কাছে তুমি পল,' তাচ্ছিল্যের সাথে বলল জার্দা। 'পল সুয়েনি, ন্যাংটো ধর্মযাজক।'

'ভুল করছ, জার্দা। আজ আমি তোমার কাছে শুধু পল সুয়েনি নই।' ম্লান, বিষণ্ন সুরে কথা বলছে লোকটা, যেন জার্দার মৃত্যু ঘোষণা করছে। 'আজ আমি হার্বার্ট জেরোফের কাছ থেকে এসেছি।'

জার্দার মুখ থেকে ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে রক্ত। ফ্যাকাসে হয়ে গেল চেহারা। গাম্ভীর্য উধাও। দু'চোখে এখন শুধু উদ্বেগ। ভাবলেশহীন ধর্মযাজকের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে সে। নিজের অজ্ঞাতেই একবার কেঁপে উঠল।

'তুমি অযোগ্য, তা বেশ নিখুঁতভাবে প্রমাণ করেছ,' মৃদু স্বরে শান্তভাবে বলছে পল সুয়েনি। 'দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয়েছ তুমি। এর জন্যে তোমাকে জবাবদিহি দিতে হবে। তোমার ভালর জন্যেই আমি আশা করব জবাবদিহিটা যেন হার্বার্ট জেরোফের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। তা নাহলে...' আঁতকে উঠে সভয়ে চোখ বন্ধ করল পল সুয়েনি।

'যেতে দাও! আমাকে যেতে দাও! আমি বাইরে যাব!' মায়ের দু'কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছে কাউন্টেস নিনা। দু'চোখ বেয়ে নামছে পানি। 'এখানে থাকলে আমি দম আটকে মরে যাব!'

ছেলেকে হারিয়ে মা বিহ্বল। ভীষণ বোকা দেখাচ্ছে তাকে। তার উপর স্বামীর কথা ভেবে দুশ্চিন্তা। এদিকে মেয়ের প্রায়-উন্মাদ অবস্থা।

ক্যারাভানের অপর দুই মহিলার দিকে তাকাল মা। তারাও উদ্বিগ্ন, শোকে কাতর। নিঃশব্দে মাথা নাড়ল স্বর্ণকেশী, একটু বেশি-মোটা মিসেস সারা।

'ওকে যেতে দিন, মিসেস দিনেল,' মিসেস জেটারলিং মৃদু কণ্ঠে বলল। 'ঠাণ্ডা বাতাস দরকার ওর। একটু হেঁটে আসুক।'

'তোমরা বলছ?' মেয়ের দিকে তাকাল মিসেস দিনেল। 'যাবি, নিনা? কথা দে, কারও সাথে কথা বলবি না? কথা দে সাবধানে থাকবি। কথা দে তোর বাবার কথা ভেবে মুখ বুজে থাকবি।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল নিনা। রুমাল দিয়ে চোখ মুছছে। কালো তাঁবুটা দেখতে পাচ্ছে সে। ঠোঁট কামড়ে কি যেন ভাবছে। ধীরে ধীরে ফিরল মায়ের দিকে। 'কথা দিচ্ছি, মা।'

'তবে যা। দেখিস, দেরি করে আমাদেরকে দুশ্চিন্তায় ফেলিস না!'

প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে নিনা। মায়ের শেষ কথাটা তার কানেই ঢুকল না। ক্যারাভানের পিছন দিকটা পেরিয়ে সিঁড়ির কাছে পৌঁছে থমকে দাঁড়াল সে।

সিঁড়ির ধাপে বসে আছে ফ্রেড ইয়াম। মস্ত দুই কাঁধ, বিশাল শরীর। ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরাল সে। লম্বাটে, নির্দয় চেহারা মুখের। ছোট ছোট দুটো চোখ। ডান চোখের ঠিক নিচে থেকে শুরু হয়ে একটা শুকনো ক্ষত চিহ্ন শেষ হয়েছে ডান কানের লতির কাছে। প্রায় ইঞ্চিখানেক চওড়া সেটা। বোঝাই যায়, সেলাই পড়েনি ক্ষতটায়। নিনার চোখ ধাঁধানো রূপ দেখে হাসল সে। ঠোঁটের ফাঁকে ভাঙা দুটো দাঁত। চটাস করে একটা বাড়ি মারল সে তার নিজের কপালে। 'মাইরি, নিনা,

কপালটা ভাল। এতক্ষণ তোমারই ধ্যান করছিলাম। আমার কাছে এসেছ, তাই না গো? এসো!' নিজের উরুর উপর চাপড় মারল ফ্রেড ইয়াম। 'এইখানে বসো। তোমাকে একটু আদর করি। অনেকদিনের শখ…'

ছোবল মারার আগে সাপের রুখে দাঁড়াবার ভঙ্গি ফুটে উঠেছে নিনার চেহারায়। 'পথ ছাড়ো! ঠাণ্ডা বাতাসে আমি একটু হাঁটতে যাচ্ছি।'

'তা যাও। আমার কোন আপত্তি নেই। তোমার সাত খুন আমার কাছে মাফ,' কুৎসিত ভাবে একটা চোখ টিপল ফ্রেড ইয়াম। 'কিন্তু আমি ছাড়াও মাকা আর নেজার পাহারায় আছে, তা জানো কি?'

'কি মনে করো তোমরা? আমি পালাব?'

'প্রশ্নই ওঠে না। অত সাহস তোমার নেই। তোমাদের কারও নেই।'

'কাউকে ভয় করি একথা যদি ভেবে থাকো…'

উঠে দাঁড়াল ফ্রেড ইয়াম। একপাশে সরে পথ করে দিল নিনাকে। 'একটা উপদেশ: আমাকে ছাড়া আর সবাইকে ভয় করতে পারো, নিনা। আমাকে ভয় করার কোন দরকার নেই তোমার। যদি কিছু দিই তোমাকে, কষ্ট নয়, আরাম দেব।'

পাশ ঘেঁষে নেমে যাচ্ছে নিনা। ইয়ামের চোখে চোখ। অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল ইয়াম, আলিঙ্গনের ভঙ্গিতে দু'হাত বাড়িয়ে দিল নিনার দিকে।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল নিনা। এতটুকু চমকায়নি সে।

বেকুব বনে গেছে ফ্রেড ইয়াম। মেয়েটার স্নায়ুর জোর দেখে থ হয়ে গেছে। তাচ্ছিল্যের একটু হাসি ফুটে উঠল নিনার ঠোঁটে। ধীর পায়ে নেমে যাচ্ছে সে। বোকার মত চেয়ে আছে তার দিকে ফ্রেড ইয়াম।

বিষণ্ণ ভাবে এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে পল সুয়েনি। জার্দার জবাবদিহি হার্বার্ট জেরোফকে তো দূরের কথা, তাকেই সন্তুষ্ট করতে পারেনি।

আত্মরক্ষকের ভূমিকা পালন করছে জার্দা। বলল, 'কিন্তু আমাকে কি ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে সেটা একবার ভেবে দেখো! যত ঝক্কি-ঝামেলা, বিপদ আপদ সব আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে যাচ্ছে। এসবের ভাগ তুমিও নিচ্ছ না, হার্বার্ট জেরোফও নিচ্ছে না। এর মধ্যে লোকটা কি না ক্ষতি করেছে আমার। যাদের ওপর সবচেয়ে বেশি ভরসা করতাম তাদেরকে খুন করেছে সে। আমার ক্যারাভানের একটা পিন পর্যন্ত আস্ত রাখেনি, সব ভেঙে চুরে নাস্তানাবুদ করেছে। আমার আশি হাজার ফ্র্যাঙ্ক, তাও নিয়ে গেছে…'

'অথচ টাকাটা এখনও তুমি রোজগার করোনি। ওটা হার্বার্ট জেরোফের টাকা, জার্দা। ফেরত চাইবে সে। ফেরত না পেলে…'

'ইন গডস্ নেম, রানা পালিয়েছে! কোথায় পাব তাকে আমি? সে যদি…'

'প্রাণে যদি বাঁচতে চাও, খুঁজে বের করতেই হবে তোমার। এবং খুঁজে পেলে, এটা ব্যবহার কোরো তার ওপর,' আলখাল্লার ভিতর হাত ঢুকিয়ে একটা সাইলেন্সার লাগানো রিভলভার বের করল পল সুয়েনি। 'যদি ব্যর্থ হও, আমাদেরকে ঝামেলায়

না ফেলে নিজের ওপর ব্যবহার কোরো।'

রিভলভারটা হাত বাড়িয়ে নিল জার্দা। দীর্ঘক্ষণ চেয়ে থাকল পল সুয়েনির চোখের দিকে। 'আমাকে বলবে, পল? কে এই হার্বার্ট জেরোফ?'

'আমি জানি না।'

'আমরা এক সময় বন্ধু ছিলাম, পল। তুমি...'

'মায়ের দিব্যি, তাকে কখনও চোখে দেখিনি আমি। চিঠি, নয় টেলিফোনের মাধ্যমে নির্দেশ পাই আমি। তাও বেশিরভাগ সময় আরেকজনের মাধ্যমে।'

'তাহলে এই লোকটা কে হতে পারে বলো দেখি,' পল সুয়েনির একটা হাত ধরে প্রায় জোর করে দাঁড় করাল তাকে জার্দা, তারপর টেনে নিয়ে গেল প্রবেশ পথের কাছে। পর্দা ফাঁক করে তর্জনী সিধে করে দেখাল লোকটাকে। 'কে ও, পল?'

গাড়িতে বসে কোল্ড ড্রিঙ্ক পান করছে প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। কিন্তু চোখের দৃষ্টি তার এই তাঁবুর দিকেই স্থির ভাবে নিবদ্ধ? মুখে গভীর একটা চিন্তার ছাপ ফুটে আছে।

দ্রুত পর্দা নামিয়ে পল সুয়েনির দিকে তাকাল জার্দা। 'বলো।'

'এর আগেও এই লোককে দেখেছি আমি,' বলল পল সুয়েনি। 'ধনী এবং পণ্ডিত ব্যক্তি। দেখে অন্তত তাই মনে হয়।'

'ধনী এবং পণ্ডিত ব্যক্তির ছদ্মবেশে হার্বার্ট জেরোফ নয় তো?'

'আমি জানি না,' ফিসফিস করে বলল পল সুয়েনি। আর কেউ নেই, জানে, তবু তাঁবুর চারদিকটা দেখে নিল দ্রুত চোখ বুলিয়ে। 'জানতে চাইও না!'

'এত বছর ধরে এত লোকের কাজ করছি, কখনও দেখিনি এই লোককে। গত বছর প্রথম কাজ নিলাম হার্বার্ট জেরোফের, গত বছরই প্রথম দেখলাম ওকে। কাল রাতে বেশ কিছু প্রশ্ন করেছে সে। আজ সকালে নিজে দেখতে এসেছিল আমার ক্যারাভানের হাল। আর এখন সে সরাসরি তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। ভাবছি...'

'শুধু মাসুদ রানাকে নিয়ে ভাব,' তীক্ষ্ণ চাপা গলায় পরামর্শ দিল সুয়েনি। 'আর কিছু ভাবতে গিয়ে দুনিয়া থেকে বদলী হবার ঝুঁকিটা নিয়ো না। আমাদের মাননীয় কর্তা অজ্ঞাত থাকতে পছন্দ করেন। কেউ তাঁর পরিচয় জানার চেষ্টা করলে তিনি নাখোশ হতে পারেন। বুঝেছ, জার্দা?'

ধীরে ধীরে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল জার্দা। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাথা ঝাঁকাল। হাতের সাইলেন্সার লাগানো রিভলভারটা পকেটে ভরে ঘুরে দাঁড়াল সে। বেরিয়ে এল তাঁবুর বাইরে।

চশমার ফ্রেমের উপর দিয়ে তার দিকে চিন্তিতভাবে তাকিয়ে আছে প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা।

'এরই মধ্যে শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে গেল!' মৃদু কণ্ঠে বলল সে।

রুকা ঝট্ করে তাকাল প্রিন্সের দিকে। 'আই বেগ ইওর পার্ডন, মুরগা।'

'ও কিছু না, মাই ডিয়ার, ও কিছু না,' দৃষ্টি সরিয়ে অন্য দিকে তাকাতেই

চোখে পড়ে গেল নিনা। একা একা উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘাসমোড়া ফাঁকা জায়গাটায় ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। 'বাহ্, সুন্দর একটা রঙিন প্রজাপতি, তাই না? আহা, ডানা নেই—থাকলেই পরী হয়ে যেত, কি বলো? নো, মাই ডিয়ার, ওকে ঈর্ষা করার কিছু নেই। সুন্দরী, কিন্তু বড় দুঃখী মেয়ে। দেখে বুঝছ না? নিশ্চয়ই কিছু বলতে চায়। প্রশ্ন হলো, কাকে বলবে? ঠিক হ্যায়, অপেক্ষা করে দেখা যাক। দেখা যাক...'

'সুন্দরী মেয়ে দেখলেই তোমার মাথা খারাপ হয়ে যায়, মুরগা,' অভিযোগের সুরে বলল রুকা। 'অমনি প্রলাপ বকতে শুরু করে দাও।'

'অভিজাতদের এটা একটা ঐতিহ্য, মাই ডিয়ার। ইফফাত, মাই ডিয়ার, আরলেসে যেতে হবে—তীরবেগে। যে-কোন মুহূর্তে জ্ঞান হারাতে পারি আমি।'

'মুরগা!' মুহূর্তে উদ্বেগ ফুটে উঠল রুকার চোখেমুখে। 'তুমি অসুস্থ বোধ করছ? কড়া রোদ সহ্য হচ্ছে না? হুডটা তুলে দেব...?'

'এসবে আমার জ্ঞান হারানো ঠেকাতে পারবে না,' মৃদু কণ্ঠে, অত্যন্ত শান্তভাবে বলল প্রিন্স। 'যে-কোন মুহূর্তে জ্ঞান হারাতে পারি, তার কারণ, আমার খিদে পেয়েছে।' চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ করছে সে নিনাকে। এক পা এক পা করে এগোচ্ছে মেয়েটা। ধর্মযাজকের কালো তাঁবুটার দিকে।

ফ্রেড ইয়ামের কথা মনে পড়ে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পিছন দিকে তাকাল নিনা। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। মাকা বা নেজারও নেই কোথাও। হয়তো আড়াল থেকে লক্ষ করছে ওকে। সন্দেহটা জাগতেই সামনের দিকে তাকাল। কেউ যদি নজর রাখে, রাখুক, জানতে চায় না সে। একটা গাড়ি স্টার্ট নেবার মৃদু শব্দ হলো। না তাকিয়েও বুঝল নিনা, রোলস-রয়েসটা চলে যাচ্ছে। শব্দটা দ্রুত মিলিয়ে গেল দূরে। তাঁবুর কাছে চলে এসেছে সে। দ্রুত নিজের অজান্তেই, চারদিকটা দেখে নিল একবার। তারপর প্রায় ছুটে ঢুকে পড়ল তাঁবুর ভিতর।

ভিতরে ঢুকে বুথের সামনে থমকে দাঁড়াল নিনা। এরই মধ্যে হাঁপাতে শুরু করেছে। 'ফাদার! ফাদার!' চাপা গলায় ফিসফিস করে উঠল। 'আমি কিছু বলতে চাই আপনাকে। ফাদার!'

বুথের ভিতর থেকে পল সুয়েনির গভীর ভরাট কণ্ঠস্বর বেরিয়ে এল, 'শোনার জন্যেই এখানে আছি আমি, মা।'

'না না!' উত্তেজিত কিন্তু গলার স্বর এখনও চাপা। 'আপনি বুঝছেন না। আমি অন্য কথা বলতে চাই। স্বীকারোক্তি নয়, আমি...আমি একটা সাংঘাতিক ষড়যন্ত্রের কথা বলতে চাই...'

'তোমার কোন চিন্তা নেই, মা। যা বলবে সব আমার কাছে গোপন থাকবে।'

'কিন্তু আপনার কাছে গোপন থাকুক তা আমি চাই না, ফাদার!' অদ্ভুত একটা ব্যাকুলতা ফুটে উঠল নিনার বলার ভঙ্গিতে। 'আমি চাই আপনি আমাকে সাহায্য করুন। পুলিসকে ডেকে নিয়ে আসুন...'

পর্দা সরিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এল বুথ থেকে পল সুয়েনি। তার লম্বাটে মুখে বিস্ময় আর উদ্বেগের ছায়া। একটা হাত তুলল সে। নিনার কাঁধে রাখল হাতটা। 'কোন ভয় নেই। সমস্ত বিপদ দূর হয়ে যাবে। তোমার নাম কি, মা?'

'নিনা। কাউন্টেস নিনা।'

'সৃষ্টিকর্তার ওপর বিশ্বাস রাখো। কে তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে? সব কথা খুলে বলো আমাকে, নিনা।'

সবুজ আর সাদা ক্যারাভানে পক্ককেশী বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে মেয়ে দু'জন। বৃদ্ধা ফোঁপাচ্ছে, থেকে থেকে চোখ মুছছে রুমাল দিয়ে। 'কোথায় নিনা! এত দেরি করছে কেন সে?'

'চিন্তা করবেন না, মিসেস দিমেল,' ম্যাডাম জেটারলিং বৃদ্ধার একটা হাত ধরল। 'নিনা বুদ্ধিমতী মেয়ে, এমন কিছু সে করবে না...'

'বাপ-মায়ের ক্ষতি হবে জেনেও বোকার মত কিছু করার মেয়ে নিনা নয়,' বলল ম্যাডাম সারা।

'কিন্তু কোহেনও তো...'

বৃদ্ধার কথা শেষ হলো না, দড়াম করে একটা শব্দের সাথে খুলে গেল দরজা। দু'জন লোক কি যেন ছুঁড়ে দিল। ধপাস করে পড়ল সেটা মেঝেতে।

সিধে হয়ে দাঁড়াল লোক দু'জন। জার্দা এবং ফ্রেড ইয়াম।

ইয়ামের ঠোঁট ফাঁক হয়ে আছে, ভাঙা দাঁতের ফাঁক দিয়ে জিভ দেখা যাচ্ছে তার। প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছে, তাই ঘামে ভিজে রয়েছে মুখ। হাসছে।

জার্দাকে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। অতি কষ্টে রাগ চেপে রেখেছে সে।

মেঝের যেখানে পড়েছে সেখানেই অনড় হয়ে আছে নিনা। জ্ঞান নেই তার। পিঠ থেকে তার ছিঁড়ে খসিয়ে নেয়া হয়েছে কাপড়। ঘাড় আর নিতম্বের উপর যেটুকু কাপড় রয়েছে তা চেনার উপায় নেই। তাজা রক্তে ভিজে গেছে। পিঠের মাংসে ফোলা, লম্বা দাগ। অসংখ্য।

দুধে আলতায় মেশানো রাঙা, নরম পিঠে নির্দয়ভাবে চাবুক মারা হয়েছে।

'দেখো,' মৃদু নরম গলায় বলল জার্দা। 'দেখে শেখো!'

দরজা বন্ধ হয়ে গেল বাইরে থেকে। আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখে মেয়েরা তাকিয়ে আছে দোমড়ানো মোচড়ানো শরীরটার দিকে। তারপর তারা হাঁটু মুড়ে বসল নিনার শুশ্রূষা করার জন্যে।

নিনার রক্তাক্ত পিঠে টপ টপ করে দু'ফোঁটা পানি পড়ল মায়ের চোখ থেকে।

দশ

বৈরুতের সাথে ফোনের যোগাযোগ পেতে খুব বেশি দেরি হলো না। পনেরো মিনিটের মধ্যে হোটেলে ফিরে এল রানা। করিডরটা পুরু কার্পেটে মোড়া, পায়ের কোন আওয়াজ হচ্ছে না। দরজার হাতল ধরার জন্যে হাত বাড়িয়েছে, এমন সময় রুমের ভিতর থেকে গলার স্বর ভেসে আসছে শুনতে পেল। প্রথমে মনে হলো

একাধিক কণ্ঠস্বর, তারপর বুঝল, শুধু দিনার গলার আওয়াজ। আরও ভাল ভাবে শোনার জন্যে দরজার গায়ে কান ঠেকাতে যাবে, একগাদা ভাঁজ করা চাদর বুকে নিয়ে বাঁক নিতে দেখল একজন চেম্বারমেইডকে। অন্যমনস্কতার ভান করে এগোল রানা সামনের দিকে। শেষপ্রান্তে পৌঁছে কানের উপর মাথা চুলকাতে চুলকাতে ঘুরে দাঁড়াল। আরেক বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে মেয়েটা। হাঁটার গতি দ্রুত করে ফিরে এল নিজের কামরার সামনে রানা। কবাটে কান ঠেকাল। কোন আওয়াজ নেই। নক্ করে ভিতরে ঢুকল ও।

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে দিনা। দরজা বন্ধ করছে রানা, পিছন ফিরে ওর দিকে তাকিয়ে হাসল সে। কালো চুলের যত্ন নিয়েছে, চকচক করছে আলো লেগে।

'নতুন করে কলপ ব্যবহার করেছ দেখছি,' বলল রানা। 'হাতে-মুখে পানি লাগাওনি তো?'

'আমার আরেকটা জিজ্ঞাসা হলো,' এখনও হাসছে দিনা, কিন্তু সেটাকে এখন আর মধুর বলা যায় না, রীতিমত ব্যঙ্গাত্মক বলে মনে হলো রানার, 'হোটেলের খাতায় নাম রেজিস্টার করার সময় যে নামটা বললে—মি. পার্কার। মি. পার্কারের নামে একটা পাসপোর্টও দাখিল করেছ। পাসপোর্টে যে ছবিটা রয়েছে ঠিক সেই ছবির মত চেহারা তোমার, মি. মাসুদ রানা। এর মানে কি?'

'পাসপোর্টটা এক বন্ধু আমাকে ধার দিয়েছে। কালি-ঝুলি মেখে চেহারাটা একটু বদলে তার মত করে নিয়েছি। মানে এই।'

'তা বটে। এর মানে আর কি-ই বা হতে পারে! তা, তোমার বন্ধুটি কে? সে কি খুব গুরুত্বপূর্ণ কেউ? কেউকেটা?'

'এ প্রশ্ন উঠছে কেন?'

'তুমি কে, রানা?'

'একজন বখাটে…'

'চুপ! সত্যি কথা বলো। তোমার কাজ কি? পেশা কি? কি দায়িত্ব পালন করো?'

'তোমাকে তো বলেছি…'

'ও-হ্যাঁ। ভুলে গিয়েছিলাম। পেশাদার বখাটে।' আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে শ্রাগ করল দিনা। 'নাহ্, আবার হার মানছি। এবার কি? ব্রেকফাস্ট?'

'আমার দরকার ব্রেকফাস্টের আগে দাড়ি কামানো।'

'তামাটে রঙ মুছে যাবে না?'

'যাবে। আবার ঠিক করে নেব।' কেস থেকে শেভিং কিট বের করে বাথরূমে ঢুকল রানা। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বাথরূমের চারদিকে তাকাল। স্নান করতে মাত্র পনেরো মিনিট সময় নিয়েছে দিনা। সম্ভব? পোশাক খোলা, গহনা খোলা, চুল খোলা, তারপর গায়ে পানি ঢালা, আবার পোশাক পরা, গহনা পরা চুলে কলপ লাগানো, আঁচড়ানো, হাতে পায়ে আর ঘাড়ে গর্দানে রঙের এক-আধটু পোঁচ দেয়া—উঁহুঁ, পনেরো মিনিটে সম্ভব নয়। বাথরূমের মেঝেতে পানির ছিটে দেখা

যাচ্ছে, কিন্তু মেঝেটা পুরো ভেজেনি। মুখ তুলে শাওয়ারটা দেখল ও। শুকনো। তবে ট্যাপের মুখে এক ফোঁটা পানি ঝুলছে। হ্যাঙ্গার থেকে তোয়ালেটা নামাল। সিনাই মরুভূমির মত শুকনো। বুঝতে পারছে, দিনা শুধু মাথা ধুয়েছে, স্নান করেনি। বাকি সময়টা সে ব্যয় করেছে ফোন করতে।

দশ মিনিট পর দিনাকে নিয়ে হোটেলের বাগানে নেমে এল রানা। কোণের একটা টেবিল রিজার্ভ করা ছিল বলে জায়গা পেল ওরা। ইতিমধ্যে সব টেবিল বেদখল হয়ে গেছে। বেশির ভাগই ট্যুরিস্ট। তবে স্থানীয়দের ভিড়ও কম নয়। সবাই উৎসবের পোশাক পরেছে, অর্থাৎ চারদিকে জবরজঙ রঙের বাহার। কেউ কেউ দুঃসাহসের সীমা পেরোতেও কার্পণ্য করেনি, তাদের পরনে সংক্ষিপ্ততম পোশাক, থাকা না থাকা প্রায় সমান।

টেবিলে বসে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে ওরা। অচিরেই ওদের চোখে পড়ল সবুজ রঙের প্রকাণ্ড একটা রোলস-রয়েসের উপর, চওড়া পথটা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাশে সবুজ রঙের ইউনিফর্ম পরা মেয়ে ড্রাইভার। সপ্রশংস দৃষ্টিতে গাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে দিনা।

'কি সুন্দর, তাই না?'

'সুন্দর, বলছ? ঠিক আছে, বিয়েতে ঠিক এই রঙের একটা রোলস-রয়েস পাওনা হলে তুমি আমার কাছে। সাথে ঠিক ওর মত একটা সুন্দরী ড্রাইভারও কি চাও?'

গম্ভীর ভাবে দিনা বলল, 'আমি কারও চেয়ে খারাপ ড্রাইভ করি না।'

'তাহলে শুধু গাড়িই দেব,' বলল রানা। 'কিন্তু, আন্দাজ করো দেখি, গাড়িটা কার?'

রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে বেশ কিছুটা ডাইনের একটা টেবিলে বসা প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা আর রুকাকে দেখতে পেল দিনা।

দু'জন ওয়েটার ধরাধরি করে আনছে প্রকাণ্ড একটা ট্রে। 'চোখ বুজে বলে দেয়া যায় প্রিন্সের টেবিলে নিয়ে যাচ্ছে ওটা।'

দিনার কথাই ঠিক। ট্রে থেকে কাঁচের মস্ত একটা জাগ দু'হাত দিয়ে ধরে উপরে তুলল প্রিন্স। তরল পদার্থের রঙ দেখেই অনুমান করা যায় ওটা কমলালেবুর রস। ওয়েটার দু'জন টেবিলে ট্রে নামিয়ে তখনও শিরদাঁড়া খাড়া করে সিধে হয়ে দাঁড়াতে পারেনি, ইতিমধ্যে ভর্তি জাগটা প্রায় অর্ধেক খালি করে ফেলল প্রিন্স। জলপ্রপাতের মত অবিরাম একটা ধারা নেমে যাচ্ছে তার মুখের ভিতর। পাঁচ সেকেন্ড পর খালি জাগটা টেবিলে নামিয়ে রাখল সে।

'আমি ভেবেছিলাম ছোকরা বোধহয় আর মুখ দেখাবে না, পঁচিশ গজ দূর থেকেও শোনা যাচ্ছে প্রিন্সের ভরাট গলা।

'মুরগা,' নিরাশ ভঙ্গিতে এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে রুকা। 'তুমি না এইমাত্র ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়েছ?'

'খাওয়ার সময় বাধা দিতে নেই, তাতে বদহজম হয়,' প্রিন্স চোখ রাঙাল। 'যা পারি, যতটা পারি খেয়ে নিই, কবে না কবে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তখন কি হবে! দাও,

মাই ডিয়ার, রোলসের প্লেটটা এগিয়ে দাও একটু।'

'গুড গড!' রানার একটা হাত ধরল দিনা। 'প্রিন্স আর রুকা!'

'তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে?' প্রিন্সের দিকে চোখ রেখে বলল রানা। মস্ত একটা জার থেকে উদার হস্তে মার্মালেড নামাচ্ছে সে। তার জন্যে কফি তৈরি করছে রুকা। 'যেখানে জিপসীরা সেখানে তো ও থাকবেই। প্রখ্যাত জিপসী লোকগীতিকার যখন। আচ্ছা, তোমার বান্ধবী রাঁধে কেমন? ওদের সম্পর্কটা কদ্দিন স্থায়ী হবে অনুমান করার চেষ্টা করছি আমি।'

'রুকা? রান্নাবান্নায় ওর জুড়ি মেলা ভার।'

আঁতকে উঠল রানা। 'বলো কি! নির্ঘাত লোকটা ওকে কিডন্যাপ করবে।'

'আমি ভাবছি,' দিনা মৃদু কণ্ঠে বলল। 'রুকা এখনও ওর সাথে রয়েছে কি মনে করে?'

'সহজেই অনুমেয়। সেইন্টেস মেরিজের কথা বলে এসেছ ওকে তুমি। প্রিন্সের সাথে গাড়ি আছে, তাই পিছু ছাড়েনি। রোলস-রয়েসটা সম্ভবত প্রিন্সেরই।'

'শুধু গাড়ির সুবিধে পাবার জন্যে রুকা ওর সাথে আঠার মত লেগে আছে এ আমি বিশ্বাস করি না।'

'আর কি কারণ থাকতে পারে?'

'যাই বলো, দেখতেও প্রিন্স তেমন খারাপ নয়।'

'যাই বলো, শিম্পাঞ্জী বা ওরাং-ওটাঙও ওর চেয়ে দেখতে বেশি খারাপ নয়।'

'ওকে তুমি পছন্দ করো না, ঠিক কিনা?' কৌতুক বোধ করছে দিনা। 'স্রেফ তোমাকে ও বখাটে ছোকরা বলেছিল...'

'ওকে আমি বিশ্বাস করি না। ভুয়া, ভাঁওতাবাজ লোক। বাজী ধরে বলতে পারি, জিপসী লোকগীতিকার ও নয়। ওদেরকে নিয়ে সে এক লাইন লেখেওনি, কখনও লিখবেও না। এতই যদি বিখ্যাত হবে, আমরা দু'জনের কেউই এর আগে ওর নাম শুনিনি কেন? তাছাড়া, পর পর দু'বছর তীর্থ যাত্রায় আসার দরকার পড়ল কেন তার? জিপসীদের সম্পর্কে যাবতীয় সব কিছু জানার জন্যে একবার আসাই যথেষ্ট।'

'হয়তো জিপসীদের ভালবাসে।'

'হয়তো। হয়তো জিপসীদের সমস্ত খারাপ গুণের জন্যেই তাদেরকে সে এত ভালবাসে!'

রানার দিকে তাকাল দিনা। কি যেন বলতে গিয়েও বলল না প্রথমে। কি যেন ভাবল। তারপর নিচু গলায় বলেই ফেলল কথাটা। 'তুমি ওকে হার্বার্ট জেরোফ বলে সন্দেহ করো?'

'সে ধরনের কিছু আমি বলিনি। শোনো, ওই নামটা এখানে তুমি উচ্চারণ কোরো না আর। বেশিদিন বাঁচার ইচ্ছা আছে, নাকি নেই?'

'এত ভয়ের...'

'আশপাশে যাদেরকে ফ্যান্সি ড্রেস পরা ট্যুরিস্ট বলে মনে হচ্ছে তাদের মধ্যে খাঁটি একজন জিপসী নেই একথা তুমি হলপ করে বলতে পারো?'

'দুঃখিত, রানা। বোকামি হয়ে গেছে।'

দিনার উত্তরটা রানা শুনতে পেয়েছে কিনা সন্দেহ। প্রিন্সের টেবিলের দিকে মনোযোগ ওর। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে রুকা, কথা বলছে। প্রিন্স রাজকীয় ভঙ্গিতে একটা হাত নেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দিচ্ছে। ঘুরে দাঁড়াল রুকা। হোটেলের প্রবেশ পথের দিকে এগোচ্ছে।

চিন্তিত হয়ে উঠল রানা। রুকাকে অনুসরণ করছে এখনও ওর দৃষ্টি। বাগান থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি টপকে লনে পৌঁছুল রুকা, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল।

'রুকা সুন্দরী, তাই না?' বিড় বিড় করে বলল দিনা।

'তার মানে?' দিনার দিকে ফিরল রানা। 'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। দুঃখের বিষয়, তোমাদের দু'জনকেই আমি বিয়ে করতে পারি না—এর বিরুদ্ধে আইন আছে।' কপালে চিন্তার রেখা ফুটে রয়েছে রানার। প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগার দিকে আবার তাকাল। তারপর দিনার দিকে। 'যাও, দিনা। আমাদের লোকগীতিকার ভদ্রলোকের সাথে খানিকটা সময় কাটিয়ে এসো। পারবে?'

'কি!'

'না পারার কি আছে? মানুষের সাথে মানুষ যেচে পড়ে আলাপ করে না?'

'রানা তুমি…'

'আহা, এত নার্ভাস ফিল করার কি আছে? কিভাবে শুরু করবে, শিখিয়ে দিচ্ছি। কাছে গিয়ে বসো। হাত দেখতে চাও। ওর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করো।'

'অসম্ভব!'

'কেন?'

'আমার বুক কাঁপছে।'

'দূর বোকা! হয় এখন, নয় কখনও নয়। এমন সুযোগ আর পাবে না। দেখছ না, তোমার বান্ধবী নেই এখন। প্রিন্স তোমাকে চেনে না, সুতরাং ভয় কিসের? আগে হয়তো দেখেছে, কিন্তু সে চেহারা তোমার এখন নেই। তাছাড়া, খাওয়ার ব্যাপারে এমন মশগুল, তোমার দিকে হয়তো ভাল করে তাকাবেই না।'

'না।'

'প্লীজ, দিনা।'

'না!'

'গুহাগুলোর কথা স্মরণ করো। আমার হাতে কোন সূত্র নেই।'

'ওহ্ গড! কেন মনে করিয়ে দিচ্ছ…'

'তাহলে যাচ্ছ!'

'কিন্তু গিয়ে কি করব আমি? কি লাভ হবে?'

'আবোলতাবোল দিয়ে শুরু করবে। তারপর বলবে, তুমি দেখতে পাচ্ছ, অদূর ভবিষ্যতে তার একটা গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যান আছে, সেটা যদি সফল হয়—ব্যস, এর বেশি কিছু বলবে না। এরপর অনুরোধ এলেও ভবিষ্যদ্বাণী করতে অস্বীকার করবে তুমি, ফিরে আসবে। আভাসে জানাতে চেষ্টা করবে, ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই ওর, সব ঝরঝরে। শোনার পর কি প্রতিক্রিয়া হয় লক্ষ্য করবে।'

'তার মানে, সত্যি তুমি সন্দেহ করো যে...'
'কিছুই আমি সন্দেহ করি না।'
অনিচ্ছাসত্ত্বেও চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল দিনা। 'সারার কাছে আমার জন্যে প্রার্থনা করো।'
'সারা?'
'জিপসীদের রক্ষাকর্তা দেবতা তো সে-ই।'
এগোল দিনা। রানার চোখ দুটো অনুসরণ করছে তাকে। সবিনয় ভঙ্গিতে দ্রুত একপাশে দাঁড়াল সে, এক সেকেন্ড দেরি হয়ে গেলে নবাগত একজন কাস্টমারের সাথে ধাক্কা খেত।
পল সুয়েনি মিষ্টি হেসে ক্ষমা চাইল। শ্রদ্ধাভরে তার দিকে তাকিয়ে ঘাড় কাত করে কি যেন বলল দিনা। তারপর প্রিন্সের টেবিলের দিকে এগোতে শুরু করল আবার।
কফির কাপটা টেবিলে নামিয়ে রেখে দিনার দিকে তাকাল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। ঢোক গিলতে দেখল দিনাকে। 'কি চাও আমার কাছে?'
'গুড মর্নিং, স্যার।'
'বেশ, গুড মর্নিং। তারপর? তারপরও গুড মর্নিং? বেশ, তারপরও গুড মর্নিং। কিন্তু তারপর?' কফির কাপটা হাতে নিল সে। ঝুঁকে পড়ল দিনার দিকে। ভঙ্গিটা নিচু গলায় কথা বলার, কিন্তু যা বলছে তা বিশ গজ দূর থেকে অনায়াসে শুনতে পাবার কথা। 'জলদি বলো কি চাও! এই যে ক'সেকেন্ড তোমার ব্যাপারে মাথা ঘামালাম, তাতেই পেটে যা ছিল সব হজম হয়ে গেছে। বলো, বলো!'
'আপনার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করব, স্যার?'
'দেখতে পাচ্ছ না আমি এখন ব্যস্ত? যাও, ভাগো। যত্তোসব!'
'মাত্র দশ ফ্র্যাঙ্ক, স্যার।'
'তারচেয়ে দশ ফ্র্যাঙ্ক দিয়ে কিছু কিনে খাব, তোমাকে দিতে যাব কোন্ দুঃখে?' হঠাৎ হাসল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। 'আহা শুধু যদি চুলটা কালো না হত, প্রায় সুন্দরীই বলা যেত তোমাকে।'
সুযোগটা হাত ছাড়া করল না দিনা। হাসিমুখে প্রিন্সের বাঁ হাতটা তুলে নিল সে।
'লম্বা একটা জীবনরেখা রয়েছে আপনার।'
'যদ্দিন খেতে পাব তদ্দিন বাঁচব, জানি।'
'মহান ব্যক্তিদের রক্ত রয়েছে আপনার শিরায় শিরায়...'
'যে-কোন বোকাও তা দেখতে পায়।'
'আপনার হজম শক্তি ভাল।'
'বাজে কথা। হজম শক্তি ভাল হলে যা হাতের কাছে পাই তাই খাই না কেন? কখন রান্না হবে, তার জন্যে অপেক্ষা করি কেন? আদিম যুগে তা কেউ করত? হ্যাঁ, তাদের কথা বলতে পারো! সত্যি হজম শক্তি ছিল বটে!' দিনার মুঠো থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নিল সে। একটা রোল ধরল। সেটা রিভলভারের মত তাক করল দিনার

দিকে। রুকা আসছে তা আগেই লক্ষ করেছে প্রিন্স। ঝট্ করে তাকাল তার দিকে। 'রুকা, মাই ডিয়ার, এই নাছোড়বান্দা মিথ্যেবাদিনীকে কোথাও স্থানান্তর করো, প্লীজ! ও আতঙ্কিত করছে আমাকে।'

'দেখে কিন্তু তোমাকে আতঙ্কিত মনে হচ্ছে না, মুরগা।'

'পেটের ভিতর কলকজায় কি হচ্ছে না হচ্ছে তা তুমি দেখতে পাচ্ছ?'

খানিকটা বন্ধুত্বের, খানিকটা ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে দিনার দিকে ফিরে হাসল রুকা। কিন্তু দিনাকে চিনতে পেরেই এক পলকে উবে গেল তার হাসি। অবশ্য, দ্রুত আবার তা ফিরিয়ে আনল সে মুখে। বলল, 'ওর কথায় কিছু মনে করবেন না, প্লীজ!' বলার ভঙ্গিতে প্রিন্সের প্রতি একটা তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেল। কিন্তু প্রিন্স সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। 'আপনি যদি দয়া করে আমার হাতটা দেখে দেন, আমি ভীষণ খুশি হব।' দিনার সামনে নিজের হাত মেলে ধরল রুকা।

'তফাতে কোথাও,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল প্রিন্স। 'দূরে কোথাও।'

উঠে দাঁড়াল দিনা। রুকা তার হাত ধরে দূরে কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

মচ মচ করে পাঁপড় ভাজা চিবাচ্ছে প্রিন্স। এই অবস্থায় একজন মানুষকে যতটা চিন্তিত দেখানো সম্ভব ততটা চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে। মেয়ে দুটো গজ দশেক দূরে একধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদেরকে আড়চোখে দেখল প্রিন্স কয়েক মুহূর্ত। তারপর এর আগে দিনা যেখানে বসে ছিল সেদিকে তাকাল।

রানা সরাসরি তাকিয়ে আছে প্রিন্সের দিকে। কিন্তু প্রিন্স ওর দিকে তাকাতে প্রায় সাথে সাথে চোখ সরিয়ে নিল ও। সরিয়ে নিয়ে যেখানে দৃষ্টি ফেলল, সেখানেও তাকাল প্রিন্স।

পল সুয়েনির দিকে তাকিয়ে আছে রানা।

প্রিন্সও লক্ষ করছে তাকে। একটা টেবিল দখল করে একা বসে আছে লোকটা। একেই সে অ্যাবে ডি মন্টমেজর-এর পাশে দাঁড়িয়ে জিপসীদের উদ্দেশে হিতোপদেশ দিতে দেখেছিল।

কৌতুক বোধ করছে প্রিন্স। ধর্মযাজক তার দিকেই তাকিয়ে আছে। একদৃষ্টিতে।

দৃষ্টি ফিরিয়ে দিনা আর রুকার দিকে তাকাল রানা। কথা বলছে ওরা, কিন্তু শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না। দিনা রুকার একটা হাত ধরে আছে, তালুর দিকে চোখ রেখে গড় গড় করে কথা বলে যাচ্ছে সে, অনবরত নড়ছে তার ঠোঁট জোড়া। মৃদু মৃদু হাসছে রুকা। রানা দেখল রুকা দিনার হাতে কি যেন গুঁজে দিল একটা। হঠাৎ ওদের উপর থেকে সমস্ত আগ্রহ হারিয়ে ফেলল ও।

চোখের কোণে এমন একটা কিছু লক্ষ করেছে যা এই মুহূর্তে জরুরী ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণের দাবিদার বলে মনে হলো ওর। কিন্তু ব্যাপারটা যে কি, এখনও তা পরিষ্কার নয় ওর কাছে।

বাগানের পর উঠান, সেখানে এবং সেখান থেকে বুলেভার্ড দেস লিসেস পর্যন্ত মেলা বসেছে, আনন্দঘন কল-কাকলিতে চারদিক মুখরিত। এখনও দোকানিরা দোকান সাজাতে ব্যস্ত। তবে দর্শক আর ক্রেতার সংখ্যা তাদেরকে ছাড়িয়ে গেছে

কয়েক গুণ। রঙচঙে পোশাকের বাহার চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। আবার হয়তো একদল মেয়ের পরনে টু পীস বিকিনি ছাড়া কিছুই নেই। কস্টিউমের বৈচিত্র্য যেমন সীমাহীন, তেমনি মানুষের চেহারারও অসাদৃশ্য সীমাহীন। দুনিয়ার সব জাতের মানুষ ভিড় করেছে এই মেলায়। এক জিপসীরাই কত রকম চেহারা নিয়ে হাজির হয়েছে! কেউ বেঁটে বামুন, কেউ তাল গাছের মত লম্বা। তেমনি বিচিত্র তাদের পোশাক-আশাক। কারও মাথায় দু'হাত লম্বা কাগজের রঙিন টোপর, কেউ পরেছে মুকুট, কারও কপালে সিল্কের কাপড়ের পট্টি বাঁধা।

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে রানা। তীক্ষ্ণ দুটো চোখ কাকে যেন খুঁজে ফিরছে। একটু আগে, এইমাত্র দেখেছে কাউকে ও। আরার দেখতে চাইছে।

হঠাৎ চোখে পড়ল আবার। মাথায় কোঁকড়া চুল মেয়েটার। চোখের কোণে এই চুলই ধরা পড়েছিল। চিনতে পারল রানা। ম্যাডাম জেটারলিং।

দ্রুত কোথাও হেঁটে যাচ্ছে ম্যাডাম জেটারলিং। চোখ ফিরিয়ে নিতে হলো রানাকে। পাশে কেউ বসেছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল দিনাকে।

'দুঃখিত। আবার ওঠো। কাজ। রাস্তার বাঁ দিকে…'

'কিন্তু প্রিন্স কি বলল শুনবে না? তাছাড়া, এখনও আমি ব্রেকফাস্ট…'

'পরে হলেও চলবে, যা বলছি—জিপসী নয় মেয়েটা। মাথায় কোঁকড়া চুল, সবুজ আর কালো পোশাক পরে আছে। অনুসরণ করো। কোথায় যায় দেখো। খুব ব্যস্ত দেখাচ্ছে। যাও!'

'জো হুকুম, হুজুর!' সহাস্যে উঠে দাঁড়াল দিনা। কাঁধ ঝাঁকাল, ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটা ধরল।

দিনার দিকে খেয়াল নেই এখন আর রানার। বাগানের চারদিকে অন্যমনস্কভাবে তাকাচ্ছে। দিনা রওনা হতে না হতে একজন টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। পল সুয়েনি। কফির কাপে কিছু খুচরো পয়সা ফেলে রেখে যাচ্ছে সে।

উঠল রানা। পল সুয়েনির পিছু নিল। বাগান থেকে উঠানে, সেখান থেকে রাস্তায়। মস্ত কফির কাপটা মুখের সামনে তুলে রেখেছে প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। চুমুক দিচ্ছে, সেই ফাঁকে দেখে নিচ্ছে পল সুয়েনিকে। রানাকে। বাঁকা একটু হাসি ফুটল তার কালো ঠোঁটে।

ভিড়ের ভিতর কিলবিল করছে মানুষ। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে ধাঁধা লেগে যাচ্ছে চোখে, মনে হচ্ছে রঙের সমুদ্র অলসভাবে আলোড়িত হচ্ছে। পল সুয়েনির কালো আলখাল্লা অনুসরণ করতে মোটেও বেগ পেতে হচ্ছে না রানাকে। আচরণে সন্দেহের কোন অবকাশ রাখেনি সে, ভুলেও পিছন ফিরে তাকাচ্ছে না। একেবারে কাছ থেকে তাকে অনুসরণ করছে রানা।

মাত্র দশ ফিট দূরে পল সুয়েনি। তার কাছ থেকে দশ-বারো ফিট সামনে দিনা। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে তাকেও রানা। দিনা বাধ্য মেয়ের মত অনুসরণ করে যাচ্ছে মাদাম জেটারলিংকে। ভিড়ের ফাঁকে হঠাৎ মাঝে মধ্যে তার কোঁকড়া চুল দেখতে পাচ্ছে রানা।

পল সুয়েনির আরও কাছে চলে এল রানা। সুযোগের অপেক্ষায় আছে ও।

দিনাকে অনসুরণ করা ঠেকাতে হবে।

অপ্রত্যাশিতভাবে এসেও গেল সুযোগটা।

মাংসের দোকানগুলো ছাড়িয়ে এসেছে রানা। সামনে ঘোড়ার একটা দঙ্গল। কয়েকজন জিপসী হিমশিম খাচ্ছে জানোয়ারগুলোকে সামলাতে। একই সাথে চলছে খদ্দেরদের সাথে দর কষাকষি। জায়গাটাকে ঘুরে এগোবার ইচ্ছা হলেও, উপায় দেখল না রানা। পল সুয়েনি ঘোড়ার রাজ্যে ইতিমধ্যে ঢুকে পড়েছে। একটু অন্যমনস্ক ছিল রানা, লোকটাকে তাই ঘোড়াগুলোর আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখতে পায়নি। ধাক্কা লাগার পর দু'জনেই দাঁড়িয়ে বিড় বিড় করে ক্ষমা প্রার্থনা করল। সুদর্শন নিগ্রো যুবক, চিকন গোঁফ, বলিষ্ঠ গড়ন। আঁটো কালো স্যুট পরে আছে। সামনে থেকে একটু সরে গেল দু'জনেই, হাঁটা ধরল আবার। মাত্র দুই পা এগিয়ে লোকটা ঘাড় ফেরাল, খুঁজছে রানাকে। ইতিমধ্যে ঘোড়াগুলোর আড়ালে প্রায় হারিয়ে গেছে রানা।

প্রচণ্ড ভাবে মাথা ঝাঁকাল একটা ঘোড়া। চিঁহিঁ হিঁ করে ডাক ছেড়ে দু'পা সামনে এগিয়ে এসে পথ রোধ করে দাঁড়াল পল সুয়েনির। প্রথমে দাঁড়াল সে, তারপর এক পা পিছিয়ে এল। তার হাঁটুর পিছন দিকে প্রচণ্ড একটা লাথি বসিয়ে দিল রানা। যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠে পড়ে গেল পল সুয়েনি।

রানার দু'পাশে ঘোড়ার ভিড়। বাইরে থেকে কেউ ওকে দেখতে পাচ্ছে না। উঠে বসতে চেষ্টা করছে পল। ঝুঁকল রানা। কব্জির উল্টো পিঠ দিয়ে তার ঘাড় আর কাঁধের মাঝখানে প্রচণ্ড বাড়ি মারল একটা। ব্যাঙের মত মুখ থুবড়ে পড়ে থাকল লোকটা। জ্ঞান হারিয়েছে।

'কোথাকার পাজী ঘোড়া রে বাবা!' চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'কে আছ, এদেরকে সামলাবে নাকি?'

ছুটে এল দু'জন জিপসী। অবাধ্য ঘোড়াগুলোকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ধর্মযাজকের চারপাশে একটা ফাঁকা জায়গা তৈরি করল তারা। আরও দু'জন জিপসী দৌড়ে এল।

'কি ব্যাপার? কি হয়েছে?'

'বুঝে নাও কি হয়েছে, গরুর দল!' বলল রানা। 'এই ঘোড়া বেচতে চাইছ তোমরা? ও তো মানুষ খুন করবে। মেরে ফেলো তারচেয়ে। ইস্, তলপেটে এমন লাথি মেরেছে...ডাক্তার! জলদি।'

ডাক্তারের খোঁজে ছুটল একজন। বাকিরা পল সুয়েনিকে ঘিরে দাঁড়াল। এই ফাঁকে সটকে পড়ল রানা।

কিন্তু একজন লোকের চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি ও। যার সাথে ওর ধাক্কা লেগেছিল, সেই নিগ্রোটা দূরে দাঁড়িয়ে নিজের নখ পরীক্ষা করছে—আসলে আড়চোখে সবই লক্ষ করেছে সে।

ব্রেকফাস্ট মাত্র শেষ করেছে রানা, এমন সময় ফিরল দিনা।

'উফ! গরমে সেদ্ধ হয়ে গেছি,' দেখে তাই মনে হচ্ছে রানারও। 'আর কি যে

খিদে লেগেছে বলে বোঝাতে···প্রিন্সের সাথে খাওয়ার কমপিটিশনে, বলা যায় না; জিতে যেতে পারি এখন!'

পাশ দিয়ে একজন ওয়েটারকে যেতে দেখে একটা তর্জনী তুলল রানা তার উদ্দেশে। দিনার দিকে ফিরল। 'তারপর?'

'মাদাম জেটারলিং একটা কেমিস্টের দোকানে গেল। ব্যান্ডেজ কিনল কয়েক গজ। সেই সাথে কয়েক কৌটো অয়েন্টমেন্ট। ব্যস। কেনাকাটা শেষ করে সোজা ক্যারাভানে ফিরল। সেটা চৌরাস্তার কাছে দাঁড় করানো আছে, এখান থেকে···'

'সবুজ আর সাদা রঙের ক্যারাভান ওটা?'

'হ্যাঁ। ক্যারাভানের দরজায় দুই মহিলা অপেক্ষা করছিল মাদাম জেটারলিঙের জন্যে। ওরা তিনজন ভিতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমিও ফিরে এলাম।'

'দুই মহিলা অপেক্ষা করছিল?'

'হ্যাঁ। একজনের বয়স ত্রিশ পঁয়ত্রিশ আরেকজন বয়স্কা।'

'নিনার মা আর মাদাম সারা। বেচারী নিনা!'

'মানে?'

'ও কিছু না,' বলল রানা। বাগানের চারদিকে তাকাল। একটা টেবিলে স্থির হলো ওর দৃষ্টি। 'কপোত-কপোতীর কাণ্ড দেখেছ?'

রাখার দৃষ্টি অনুসরণ করে প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা আর রুকাকে দেখতে পেল দিনা। হাত-পা ঢিলে করে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে প্রিন্স। খেতে খেতে ক্লান্ত হয়ে গেছে, তাই একটু বিশ্রাম না নিয়ে পারছে না। তার দিকে ঝুঁকে পড়েছে রুকা। তার ঠোঁটের নড়াচড়া দেখে অনুমান করা যাচ্ছে, মনের সুখে বাকবাকুম করে চলেছে সে। প্রিন্সের একটা হাত ধরে রেখেছে সে দু'হাত দিয়ে। শুধু কথা বলছে না, মধুর ভঙ্গিতে সারাক্ষণ হাসছে ও।

'তোমার বান্ধবীর মত সরল মেয়ে বড় একটা দেখা যায় না।'

দিনা কটাক্ষ হানল। 'ঠিক কি বলতে চাও তুমি?'

'বোকা বলব সে সাহস নেই, কেননা তার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী সশরীরে এখানে উপস্থিত।' বলল রানা। 'যাকগে। কি কথা হলো তোমাদের মধ্যে?'

'অনুমান করে নাও।'

'এত পরিশ্রম সইবে না। কি বলেছ তা যদি শোনাতে চাও, কষ্ট করে শুনতে পারি। ব্যস।'

'বিশেষ কিছু বলিনি। প্রাণ বাঁচানোর জন্যে তোমাকে ভাগতে হয়েছে, শুধু এই কথাটা।'

'আমার সাথে এসেছ, অবাক হয়নি ও?'

'হয়েছে। বলেছি, ভাল লেগেছে, তাই এসেছি।'

'প্রিন্সকে সন্দেহ করি একথা বলোনি?'

'মানে···'

'কিছু এসে যায় না। ওর কিছু বলার ছিল না তোমাকে?'

'সামান্য। বলল, জিপসীদের একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান দেখার জন্যে এক জায়গায়

থেমেছিল ওরা।'

'ধর্মীয় অনুষ্ঠান?'

'হ্যাঁ। একজন ধর্মযাজক জিপসীদেরকে কিছু হিতোপদেশ দেন। কারও কারও স্বীকারোক্তিও গ্রহণ করেন।'

'ব্রেকফাস্ট শেষ করো,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'ফিরতে দেরি হবে না আমার।'

'কিন্তু…প্রিন্স কি বলল শুনবে না? তার প্রতিক্রিয়া জানতে চাও না? সেজন্যেই তো পাঠিয়েছিলে তুমি আমাকে!'

'তাই নাকি?' রানা অন্যমনস্ক। 'পরে।' পিছন দিকে না তাকিয়ে হাঁটতে শুরু করেছে ও। হোটেল বিল্ডিঙে ঢুকছে। বোকার মত ওর গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইল দিনা।

জিপসী-২

প্রথম প্রকাশ: জুন, ১৯৭৯

এক

টেবিলটাকে ঘিরে বসে আছে পাঁচজন জিপসী। গম্ভীর। থমথম করছে মুখের চেহারা। ক্যারাভানের ভিতর পিনপতন স্তব্ধতা। চারজন চেয়ে আছে নেতার দিকে। আধ হাত লম্বা একটা টিকটিকি দেয়াল বেয়ে এঁকেবেঁকে উঠে যাচ্ছে একটা পোকার দিকে। পোকাটার কাছাকাছি পৌঁছে হঠাৎ কি মনে করে থামল সে। সতর্ক ভঙ্গিতে ঘাড় বাঁকা করে তাকাল চারজন যার দিকে চেয়ে আছে, সেই নেতার দিকে।

ভরাট গলায় কথা বলল জার্দা। শিকারের কথা ভুলে বিদ্যুৎবেগে ছুটে পালিয়ে গেল টিকটিকিটা।

'লম্বা, তুমি বলছ, লায়রো? চওড়া কাঁধ? চোখের পলকে মুভ করতে পারে?' ব্যান্ডেজ বাধা মুখে হাত বুলাচ্ছে জার্দা, ব্যান্ডেজের উপর এখানে সেখানে চাপ দিয়ে ব্যথার তারতম্য অনুভব করার চেষ্টা করছে। 'হ্যাঁ, এই লোককেই আমরা খুঁজছি।'

চারজনের মধ্যে রানা যার সাথে ধাক্কা খেয়েছিল সেই নিগ্রোটা রয়েছে। লায়রো। গাটো বসেছে বাপের পাশে। মুখে মাথায় ব্যান্ডেজ এখনও। তার সামনাসামনি বসেছে দাঁত ভাঙা ফ্রেড ইয়াম। জার্দার অপর পাশে পল সুয়েনি।

পল তার ঘাড় আর উরুর পিছনটা দু'হাত দিয়ে অবিরাম ডলছে।

'কিন্তু আপনি যা বলছেন তার চেয়ে মুখের রঙ অনেক বেশি তামাটে,' নিগ্রো লায়রো বলল। 'আর গোঁফ নেই বলছেন...কিন্তু আছে।'

'মুখের রঙ আর গোঁফ দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু স্বভাব কিনতে পাওয়া যায় না। কেনার দরকারও পড়ে না। এই লোকের স্বভাবই গোলমাল পাকানো। সন্দেহ নেই, একেই আমরা চাইছি। এই-ই রানা।'

'ভাগ্য ভাল হলে সবার আগে আমিই তাকে হাতে পাব।' ভাঙা দাঁতের ফাঁকে জিভ দেখা গেল ফ্রেড ইয়ামের। 'আর, একবার যদি পাই...' চোখ বুজে রানাকে ধোলাই দেবার সুখটুকু কল্পনায় উপভোগ করতে শুরু করল সে।

'কোন কাজে তাড়াহুড়ো পছন্দ করি না আমি,' ঠাণ্ডা গলায় বলল জার্দা। 'তুমি তাকে দেখারই সুযোগ পাওনি, বলতে চাইছ, পল?'

'হ্যাঁ। কিছুই দেখিনি। শুধু মার দুটো অনুভব করেছি পিছনে—না, দ্বিতীয় আঘাতটা অনুভব করার দুর্ভাগ্য হয়নি আমার।'

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল জার্দা। 'গর্দভ! হোটেলের ওদিকে কিসের জন্যে

গিয়েছিলে তুমি?'

'কাছ থেকে দেখতে চেয়েছিলাম তোমার ওই প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগাকে। ভুলে যাচ্ছ, জার্দা, তুমিই আমাকে ওর সম্পর্কে কৌতূহলী করে তুলেছ। ওর গলার স্বর শুনতে চেয়েছিলাম আমি। কার সাথে কথা বলে, কোন কনট্যাক্ট আছে কিনা, কে...'

'স্বর্ণকেশী মেয়েটা সাথে আছে সারাক্ষণ। আমাদের জন্যে বিপজ্জনক নয়। অন্তত এখনও এমন কিছু করেনি...'

'চালাক চতুর লোকেরা এভাবেই তো ভাঁওতা দেয়,' বলল পল সুয়েনি।

'আমি ভাবছি, তোমার চতুরতা গেল কোথায়?' জার্দা অস্বাভাবিক গম্ভীর। 'ক্ষমার অযোগ্য ভুল করেছ তুমি। তুমি কে, রানা এখন তা জানে। মাদাম দিমেলের ক্যারাভানে সাংঘাতিকভাবে আহত হয়ে পড়ে আছে কেউ, একথাও এখন আর জানতে বাকি নেই তার। শুধু তাই নয়, অন্য দিকেও তুমি আমাদেরকে মস্ত বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছ।' রাগে কথা বন্ধ হয়ে গেল জার্দার।

পল সুয়েনি মাথা নিচু করে বসে আছে। দুশ্চিন্তায় কাহিল দেখাচ্ছে তাকে।

'প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগাকে তুমি যা সন্দেহ করছ সে যদি তাই হয়,' জার্দা কাঁপছে রাগে, কিন্তু কণ্ঠস্বর চড়েনি তার। 'তাহলে তোমার আচরণ দেখেই যা বোঝার বুঝে নিয়েছে সে। পরিষ্কার জানে এখন, তুমি তাকে হার্বার্ট জেরোফ বলে সন্দেহ করছ। এবং, সত্যি যদি সে তাই হয়, তিনটের একটা ব্যাপারও পছন্দ করবে না সে।'

জার্দার এই বক্তব্যের সাথে পল সুয়েনি দ্বিমত পোষণ করে না, তার মুখের চেহারা আরও কালো হয়ে উঠতে দেখে সবাই তা বুঝে নিল।

'রানা। সমাধানের একমাত্র পথ রানা। এই লোককে যেভাবেই হোক, চুপ করাতে হবে। যেভাবেই হোক, থামাতে হবে। আজ। কিন্তু সাবধানে। চুপি চুপি। দুর্ঘটনার শিকার হোক সে। এছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই। কে বা কারা যে ওর বন্ধু নয় তা কেউ জানে?'

'কিভাবে কি করতে হবে তা তো আপনাকে আমি বলেছি,' মৃদু, প্রায় অস্পষ্ট কণ্ঠে বলল লায়রো।

'উপায়টা সুন্দর। আজ বিকেলে আমরা মুভ করব। ফ্রেড ইয়াম, আমাদের মধ্যে একমাত্র তোমাকেই সে চেনে না। তার হোটেলে যাও। নজর রাখো। অনুসরণ করো। তাকে হারাবার ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না।'

'আমার জন্যে খুশির খবর।'

'নো ভায়োলেন্স,' সতর্ক করে দিল জার্দা।

'ঠিক আছে,' হঠাৎ ম্রিয়মাণ দেখাল ফ্রেড ইয়ামকে। উৎসাহে ভাটা পড়েছে যেন তার। 'কিন্তু সে দেখতে কেমন তাই আমি জানি না। তামাটে রঙ, বলিষ্ঠ গড়ন—এরকম হাজার হাজার লোক আছে।'

'হাজার হাজার লোকের মধ্যে মাসুদ রানা মাত্র একজন,' বলল জার্দা, 'তাকে দেখলেই তুমি চিনবে। সাথে একটা মেয়ে আছে। জিপসী নয়, কিন্তু জিপসীদের

পোশাক পার আছে। যুবতী। গায়ের রঙ গাঢ়। সুন্দরী। পোশাকের রঙ সবুজ আর সোনালী। চারটে সোনার বালা আছে তার ডান কব্জিতে।'

ব্রেকফাস্টের প্লেট থেকে চোখ তুলেই রানাকে দেখতে পেল দিনা। তার পাশের চেয়ারটা দখল করল ও।

'বেশ দেরি করলে!' অভিযোগের ক্ষীণ সুর দিনার গলায়।

'কেনাকাটা করতে বাইরে বেরিয়েছিলাম।'

'যেতে দেখলাম না কেন?'

'হোটেলে ব্যাক ডোর আছে।'

'এখন তাহলে?'

'জরুরী কাজ সারতে হবে।'

'এইভাবে? এখানে বসে?' দিনার সুরে মৃদু ব্যঙ্গ।

'জরুরী কাজটা সারার আগে এখানে বসে থাকাটা আরও জরুরী। তুমি জানো শহরে কিছু ইসরায়েলি ভদ্রলোক ভদ্রমহিলার আবির্ভাব ঘটেছে?'

'তোমার কথার মাথামুণ্ড কিছুই আমি বুঝছি না।'

'রোমিও জুলিয়েটের কাছাকাছি একটা জুটি বসে রয়েছে। তাকিয়ো না। লোকটার বয়স বছর চল্লিশ। সাধারণ ইসরায়েলিদের তুলনায় একটু বেশি লম্বা এবং মোটা। সাথের মেয়েটাও ইহুদি, তাই এত সুন্দরী। দু'জনের চোখেই সান-গ্লাস। বাইরে থেকে ওদের চোখ দেখার উপায় নেই।'

কফির কাপ তুলল দিনা। চুমুক দিল, তারপর অলস ভাবে বাগানের চারদিকে তাকাল, বলল, 'হ্যাঁ এখন ওদেরকে দেখতে পাচ্ছি!'

'রিফ্লেকটিং সান গ্লাস যারা ব্যবহার করে তাদেরকে কখনও বিশ্বাস কোরো না। লক্ষ্য করেছ? রোমিওর দিকে দারুণ আগ্রহ দেখা যাচ্ছে লোকটার?'

'প্রিন্সের দিকে?…হ্যাঁ। ওর দিকেই মুখ ঘুরিয়ে আছে। একই সাইজ বলে হয়তো। প্রফেশনাল ইন্টারেস্ট…'

'হয়তো,' চিন্তিতভাবে ইহুদি জুটির দিকে, তারপর প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা ও রুকার দিকে, এবং সবশেষে আবার ইহুদি জুটির দিকে তাকাল রানা। 'এবার আমরা উঠতে পারি।'

'কোথায় যাব বলবে কি?'

'অপেক্ষা করো। গাড়িটা সামনের দিকে নিয়ে আসি।'

রানার চলে যাওয়াটা লক্ষ্য করে প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা ঘোষণা করল, 'ধরো আর এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা আমাদের সাবজেক্টের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাব।'

'সাবজেক্ট?'

'জিপসী, ডিয়ার চাইল্ড। কিন্তু, তার আগে আমার বইয়ের একটা পরিচ্ছেদ আমাকে গুছিয়ে নিতেই হবে।'

'কলম আর কাগজ নিয়ে আসব তোমার জন্যে?'

'কোন দরকার নেই, মাই ডিয়ার।'

'তুমি বলতে চাইছ, গোটা একটা পরিচ্ছেদ তোমার মাথায় গুছিয়ে নেবে? তা কখনোই সম্ভব নয়, মুরগা।'

আশ্বাস দেবার ভঙ্গিতে রুকার কাঁধে মৃদু চাপড় মারল প্রিন্স, অভয় দিয়ে হাসল। 'সেবা যদি করতেই চাও, যাও, কয়েক গ্যালন কোল্ড ড্রিঙ্কের অর্ডার দিয়ে এসো। গরমে আমার নাড়িগুলো সব ঘামতে শুরু করেছে।'

উঠে পড়ল রুকা। এগোচ্ছে। হাতের কাছে আপাতত কিছু না পেয়েই সম্ভবত গোগ্রাসে হাভানা চুরুটের ধোঁয়া গিলছে প্রিন্স। দেখতে দেখতে তার সামনে বিশাল একটা মেঘের সৃষ্টি হলো। কিন্তু সেই ধোঁয়ার মেঘ ভেদ করে তার দৃষ্টি দেখে নিচ্ছে অনেক কিছুই।

জিপসীদের পোশাক পরা একটা মেয়ের সাথে কথা বলছে রুকা। এই মেয়েটিই তার হাত দেখতে এসেছিল, হলপ করে বলতে পারে প্রিন্স। অল্পক্ষণ কথা বলল ওরা, তারপর সরে গেল দু'জন দু'দিকে।

পাশের টেবিলে ইহুদি জুটিকেও দেখতে পাচ্ছে প্রিন্স।

দেখতে পাচ্ছে দিনাকে। রানার সাথে যোগ দিয়ে রাস্তার দিকে যাচ্ছে সে। রাস্তায় একটা গাড়ি।

দিনাকে নিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠল রানা। স্টার্ট দেয়াই ছিল। ছুটতে শুরু করল গাড়ি।

প্রিন্স দেখল, মাত্র কয়েক সেকেন্ড পর স্টার্ট নিল আরও একটা গাড়ি।

সাদা সিমকার ভিতরটা অবাক হয়ে দেখছে দিনা। 'এ কিভাবে সম্ভব হলো?'

'তুমি যখন ব্রেকফাস্ট করছিলে তখন ফোন করে দুটো গাড়ির ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম।'

'দুটো?'

'হ্যাঁ। গাড়ির অভাব কখন হয় কেউ বলতে পারে?'

'কিন্তু এত অল্প সময়ে···?'

পকেটের উপর মৃদু চাপ দিতেই জার্দার নোটের বান্ডিল থেকে কড়কড় আওয়াজ হলো। 'সঞ্চয় থাকলে কোন কাজে বাধা পেতে হয় না। রাস্তার ওপারে গ্যারেজ, একজন লোক পাঠিয়ে টাকা নিয়ে গেল, তিন মিনিট পর পৌঁছে দিয়ে গেল দুটো গাড়ি।'

'তোমার মুক্ত হস্তের তুলনা হয় না,' প্রশংসার সুরে বলল দিনা।

'ঠিক বুঝলাম না।'

'অন্যের টাকা দু'হাতে ওড়াতে তোমার জুড়ি নেই।'

'বেঁচে থাকার জন্যেই জীবন, খরচ করার জন্যেই টাকা।' হাসছে রানা।

'তুমি একদম হোপলেস!' বলল দিনা। 'আচ্ছা, এই গাড়ির দরকার পড়লই বা কেন?'

'যে কারণে জিপসীদের পোশাক পরার দরকার পড়েছিল তোমার।'

'কেন—ও, আই সি! পুজো ইতিমধ্যে চেনা গাড়ি হয়ে গেছে সবার।' ভুরু কুঁচকে তাকাল দিনা রানার দিকে। "Nimes" লেখা সাইনবোর্ড ঝুলছে একটা বাঁকে, সেদিকে মোড় নিচ্ছে সিমকা। 'কোথায় যাচ্ছি আমরা জানতে পারি কি এখন?'

'সঠিক জানি না। একটা জায়গা খুঁজছি। যেখানে কথা বলার সময় আমাদেরকে কেউ বিরক্ত করবে না।'

'আমার সাথে কথা বলার সময় এর আগেও কেউ তো তোমাকে বিরক্ত করেনি!'

'তোমার কথা বলিনি। সারা জীবন পড়ে রয়েছে সামনে, প্রচুর সময় পাওয়া যাবে তোমার সাথে কথা বলার,' বলল রানা। 'হোটেলের বাগানে থাকতে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করোনি তুমি। ঝক্কর মার্কা একটা রেনোয়াতে বসে দোমড়ানো-মোচড়ানো চেহারার একজন জিপসী ঝাড়া দশ মিনিট আমাদের ওপর নজর রাখছিল। গাড়িটা এখন আমাদের একশো গজ পিছনে রয়েছে। ওই জিপসীটার সাথে নিরিবিলিতে দু'একটা কথা বলতে চাই।'

'ও!'

'প্রশ্ন হলো, হার্বার্ট জেরোফের লোক এত তাড়াতাড়ি কিভাবে খোঁজ পেল আমাদের?' আড়চোখে দিনার দিকে তাকাল রানা। 'অভয় দিলে একটা কথা বলতে পারি।'

'কি কথা?'

'কেমন যেন অদ্ভুতভাবে আমাকে দেখছ তুমি!'

'আমি ভাবছি।'

'আচ্ছা!'

'যখন জানতেই পেরেছ ওরা তোমার খোঁজ পেয়ে গেছে, গাড়ি বদলালে কেন?'

বিরক্তি প্রকাশ করল না রানা। বলল, 'সিমকাটা যখন ভাড়া করি তখন জানতাম না।'

'তাহলে আবার তুমি আমাকে বিপদে জড়াচ্ছ? বিপদটা আসলে ঠিক কি?'

'বিপদে জড়াচ্ছি কিনা জানি না। যদি জড়াই, দুঃখিত। আমার পিছু যদি নিয়ে থাকে, তাহলে আমার পাশে যে বসে আছে তারও পিছু নিয়েছে ওরা। ভুলে যেয়ো না, পল সুয়েনি তোমাকে অনুসরণ করার সময় আঘাত খেয়েছিল। তোমাকে যদি রেখে আসতাম, একা তুমি ওদেরকে সামলাতে পারতে?'

'তোমার সব যুক্তিই দেখছি অকাট্য!'

'ধন্যবাদ,' মৃদু গলায় বলল রানা। ভিউমিররে চোখ রাখল। রেনোয়া এখন একশো গজের মধ্যে চলে এসেছে। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল দিনা।

'কথাই যদি বলতে চাও, গাড়ি থামাচ্ছ না কেন? এখানে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটাবার দুঃসাহস হবে ওর? এই এত লোকের ভিড়ে?'

'না। ওর সাথে যেখানে কথা বলব তার আধমাইলের মধ্যে কাউকে চাই না

আমি।'

বোকার মত তাকিয়ে থাকল দিনা রানার দিকে। শিউরে উঠল। কথা ফুটল না মুখে।

রন নদীর উপর দিয়ে ত্রিনকুইটাইলে পৌঁছুল সিমকা, বাঁ দিকে মোড় নিয়ে উঠল আলবারুন রোডে। তারপর আবার বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে নদীর তীর ঘেঁষে দক্ষিণ দিকে নেমে যাওয়া রাস্তায় পড়ল। এখানে স্পীড কমিয়ে আনল রানা, ধীরে ধীরে দাঁড় করাল গাড়ি। রেনোয়ার ড্রাইভারও, লক্ষ্য করল ও, খাকিটা পিছনে দাঁড় করাল গাড়ি।

এক মিনিট চুপচাপ বসে থাকল রানা। রেনোয়াও অচল। আবার সিমকা ছেড়ে দিল রানা। রেনোয়া পিছু নিচ্ছে।

আরও একমাইল এগিয়ে কামারগুয়ের সমতল তৃণহীন প্রান্তরে আবার থামল রানা। খানিক পিছনে রেনোয়াও থামল। নিচে নেমে গাড়ির পিছন দিকে চলে এল রানা। এক সেকেন্ডের জন্যে তাকাল প্রায় একশো গজ দূরে দাঁড়ানো রেনোয়ার দিকে। বুট খুলল। টুল-কিট থেকে একটা যন্ত্র বের করে চট্ করে জ্যাকেটের ভিতর ঢুকিয়ে নিল। বুট বন্ধ করে ফিরে এল নিজের সীটে। জ্যাকেটের ভিতর থেকে যন্ত্রটা বের করে মেঝেতে ওর পায়ের পাশে রাখল।

'কি ওটা?' নিচের দিকে তাকিয়ে জিনিসটাকে দেখতে পেয়েই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল দিনা।

'একটা হুইল ব্রেস।'

'হুইলে কিছু গোলমাল হয়েছে নাকি?'

'জিনিসটা আরও অনেক কাজে ব্যবহার হয়।'

গাড়ি ছেড়ে দিল রানা। কয়েক মিনিট পর ক্রমশ রাস্তাটা একটু একটু উঁচু হতে শুরু করেছে, তারপর হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে শুরু হয়েছে একটা বাঁ-হাতি বাঁক, এবং ঠিক ওই জায়গায় অকস্মাৎ ওদের ঠিক বিশ ফিট নিচে, জ্বলজ্বল করছে পারদের মত গ্র্যান্ড রনের পানি। জোরে ব্রেক কষল রানা। গাড়ি থেমে দাঁড়াবার আগেই হ্যান্ড ব্রেক টেনে দিয়ে এক লাফে নেমে পড়ল নিচে। দৌড় দিল পিছন দিকে, যেদিক থেকে এসেছে এইমাত্র।

বাঁক নিচ্ছে রেনোয়া। কোণটা অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ। রানাকে দৌড়ে আসতে দেখেই ব্রেক কষল ড্রাইভার। পাথরের রাস্তার সাথে ঘষা খেয়ে আর্তনাদ করে উঠল চাকাগুলো। রানার দশ হাত সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে গাড়ি।

একটা হাত পিছনে রেখে দ্রুত এগিয়ে গেল রানা। হাতল ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে খুলে ফেলল দরজাটা। ফ্রেড ইয়ামের দু'চোখে আগুন জ্বলছে। চওড়া মুখে হিংস্র আক্রোশ।

'আমার যদি ভুল হয়ে না থাকে, তুমি আমার পিছু নিয়েছ,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। 'কেন?'

ফ্রেড ইয়ামের মুখ থেকে কোন জবাব পেল না রানা। তার একটা হাত হুইলে, আরেকটা দরজার ফ্রেমে। হাত দুটোয় ভর দিয়ে আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সাথে

ঝাঁপিয়ে পড়ল সে রানার উপর। ঠিক যেন ক্ষুধার্ত শার্দুল।

এমন অপ্রত্যাশিত আক্রমণে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু রানা ঠিক এর জন্যেই তৈরি ছিল। চোখের পলকে একপাশে সরে গেল ও। ফ্রেড ইয়াম ওর পাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে, প্রচণ্ড বেগে হুইল ব্রেসটা নামিয়ে আনল ও তার বাঁ হাতের কনুইয়ের উপর।

হাড় ভাঙার শব্দে মুখ বিকৃত করল রানা। ফ্রেড ইয়ামের তীক্ষ্ণ যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদে কেঁপে যাবে যমের বুকও। কিন্তু বিন্দুমাত্র কেয়ার করল না রানা।

'কে পাঠিয়েছে তোমাকে?' প্রশ্ন করল সে।

ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের কনুইয়ের উপরটা চেপে ধরে রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে ফ্রেড ইয়াম। ওর মুখ দিয়ে চিৎকার আর তার সাথে যে সব রুমানি শব্দ বেরিয়ে আসছে তার একটা বর্ণও বুঝতে পারছে না রানা।

'অত চেঁচিয়ো না। শোনো।' দু'কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে কাছে রানা। 'তোমরা খুনে। খুনেদের্ দিয়ে কিভাবে কথা বলাতে হয় আমি জানি। মাত্র একটা হাড় ভেঙেছি। দরকার হলে এক এক করে সবগুলো ভাঙব। প্রশ্নের উত্তর তোমাকে দিতেই হবে। সাদা আর সবুজ ক্যারাভানে কারা ওরা? কিসের এত ভয় ওদের?'

সিমকা থেকে নেমে নিঃশব্দ পায়ে রানার ঠিক পিছনে চলে এসেছে দিনা। রক্ত নেমে গেছে মুখ থেকে, ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে তাকে। দু'চোখ ভরা আতঙ্ক নিয়ে তাকিয়ে আছে সে ফ্রেড ইয়ামের হাতের দিকে।

'রানা, তুমি...'

'শাট আপ!' ফ্রেড ইয়ামের দিকে আবার মনোযোগ দিল রানা। 'কাঁদাকাটি অনেক হয়েছে। এবার তাকাও। কথা বলো। ওই মহিলাদের সম্পর্কে কি জানো তুমি?'

উপুড় হয়ে পড়ে কাতরাচ্ছে ফ্রেড ইয়াম। রানার কথায় সাড়া দিয়েই যেন চিৎ হতে শুরু করল সে। মুখটা ফেরাল ওর দিকে। ডান কনুইয়ে শরীরের ভর রেখে বুকটা রাস্তা থেকে তুলল একটু। কব্জির কাছে বাঁকা হয়ে আছে হাতটা। গলা চিরে তীব্র একটা আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল দিনার। কব্জি সোজা করতেই ফ্রেড ইয়ামের হাতে রিভলভারটা দেখতে পেল রানা। ব্যথায় এখনও কুঁচকে আছে মুখ, চোখের পলকে সারতে পারল না ফ্রেড ইয়াম কাজটা। আবার সে আর্তনাদ করে উঠল। রিভলভারটা উড়ে গেল একদিকে, আরেক দিকে হুইল ব্রেসটা। মুখ আর চোখের মাঝখানটা ডান হাতে খামচে ধরেছে সে। আঙুলের ফাঁক দিয়ে ঘন লাল রক্ত গড়িয়ে নামছে।

'নাকটা গেল। এরপর হয়তো কয়েকটা পাঁজর যাবে।' শরীরের ভর ডান পা থেকে বাঁ পায়ে চাপাল রানা। 'অল্পবয়েসী মেয়েটা, কাউন্টেস নিনা, আহত হয়েছে সে, তাই না? এখন কেমন আছে? কেন তাকে আহত করা হলো? কে করল?'

রক্তাক্ত মুখ থেকে হাতটা নামাল এবার ফ্রেড ইয়াম। নাকটা আছে, তবে তা না থাকারই শামিল। চামড়ার আবরণহীন লাল মাংস দেখে গা ঘিন ঘিন করে উঠল রানার। থোক্ করে থুথু ফেলল সে। এক দলা রক্তের সাথে একটা সাদা দাঁত পড়ল

রাস্তার উপর। রুমানি ভাষায় কিছু বলল সে, কাটা ঠোঁট দিয়ে বাতাস বেরুবার শব্দ ঢুকল রানার কানে। বুনো পশুর মত রানার দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা।

'তুমিই হাত তুলেছ নিনার গায়ে,' হঠাৎ কিভাবে যেন বুঝতে পেরেছে রানা। 'জার্দার জল্লাদদের মধ্যে তুমি একজন, তাই না? চুনাপাথরের গুহায় কোহেনকে তুমিই খুন করেছ ছুরি মেরে।'

রানার চোখের দিকে বেপরোয়া ভঙ্গিতে তাকিয়ে থেকে উঠে বসছে ফ্রেড ইয়াম। টলছে সে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। আবার পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু পড়তে পড়তে সামলে নিল। যে-কোন মুহূর্তে জ্ঞান হারাতে পারে। মাতালের মত টলছে। চোখের মণি দুটো উপর দিকে উঠে গেছে। এগোল রানা।

অকস্মাৎ এক পা সামনে বাড়ল ফ্রেড ইয়াম। বিদ্যুৎ খেলে গেল তার শরীরে। মুঠি পাকানো হাতটা দেখতেই পেল না রানা। চোয়ালের উপর প্রচণ্ড একটা ব্যথা অনুভব করল ও। ধাক্কা খেয়ে এলোমেলো পদক্ষেপে পিছিয়ে এল তিন পা, তারপর ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেল রাস্তার ধারে, কিনারা থেকে মাত্র দুই ফিট দূরে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে রানা। কি ঘটেছে এখনও যেন পরিষ্কার হয়নি ওর কাছে।

সুযোগটা নিচ্ছে ফ্রেড ইয়াম। দৌড়াচ্ছে সে। রানার দিকে নয়, রিভলভারটার দিকে।

বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে দিনা। রিভলভারটা ওর পায়ের কাছ থেকে এক ফুট দূরে। প্রাণহীন একটা কাঠের খুঁটি মাটিতে পোঁতা যেন এক চুল নড়ার শক্তি নেই তার।

মাথা ঝাঁকাল রানা। এক হাতে ভর দিয়ে শরীরটা তুলল একটু। আশ্চর্য শ্লথ গতিতে ঘটছে ঘটনাগুলো, চোখের সামনে সব দেখতে পাচ্ছে ও। দাঁড়িয়ে আছে দিনা। তার পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে রিভলভার। ওটার দিকে ছুটছে ফ্রেড ইয়াম। দিনা এখনও অনড়। হয়তো রিভলভারটা চোখেই পড়েনি তার, মরিয়া হয়ে ভাবছে রানা। কানা নাকি! হঠাৎ নড়ল দিনা। উত্তেজনার একটা শিহরণ খেলে গেল রানার শরীরে। ঝুঁকে পড়েছে দিনা। রিভলভারটা তুলছে।

ঝাঁপিয়ে পড়ল ফ্রেড ইয়াম রিভলভারটার উপর। কিন্তু এক সেকেন্ড আগে রাস্তা থেকে সেটা তুলে নিয়েছে দিনা। রিভলভার ধরা হাতটা এখন তার মাথার উপর। পিছিয়ে গেল তিন পা। ছুঁড়ে দিল। উড়ে যাচ্ছে রিভলভারটা নদীর দিকে।

পাথরের উপর ডাইভ দিয়ে পড়েই দ্রুত উঠে দাঁড়াল ফ্রেড ইয়াম। দিনার দিকে চোখ। রক্তাক্ত, বীভৎস চেহারা নিয়ে এগোল সে দিনার দিকে। খামচি দেয়ার ভঙ্গিতে ডান হাতটা সামনে বাড়ানো।

চিৎকার করে উঠল দিনা। পালাবে তা নয়, বোকার মত সেখানেই বসে পড়ল।

নিজের ভুলটা বুঝতে পেরে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল ফ্রেড ইয়াম। ক্রোধান্ধ বাইসনের মত মাথা নিচু করে ছুটল সে রানার দিকে।

দিনা যে ক'সেকেন্ড সময় পাইয়ে দিয়েছে, রানার জন্যে তাই যথেষ্ট। ফ্রেড ইয়াম তিন হাতের মধ্যে চলে আসার আগেই উঠে দাঁড়াতে পারল ও। মাথা ঘুরছে

এখনও, কিন্তু পড়ে যাচ্ছে না।

ফ্রেড ইয়ামের প্রচণ্ড লাথিটা এড়িয়ে গেল রানা চট করে এক পাশে সরে গিয়ে। গা ঘেঁষে চলে যাচ্ছে, কিন্তু যেতে দিল না রানা, হাত বাড়িয়ে ফ্রেড ইয়ামের বাঁ হাতের কনুইটা চেপে ধরল। অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল ফ্রেড, কিন্তু হাতটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে এ ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও থামল না সে, গায়ের জোরে হ্যাঁচকা টানে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়েই ঘুরে দাঁড়াল সে।

মানুষ না অন্য কিছু। ভাবছে রানা। পরিষ্কার বুঝতে পারছে, ওর চেয়ে অন্তত তিনগুণ শক্তি রয়েছে লোকটার গায়ে হাত ভেঙে যাওয়ার পরও। আর কোন সুযোগ দিলে চলবে না। ডান হাতের ঘুষিটা চোখের নিচে লাগল ফ্রেড ইয়ামের। ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, দেয়ালে ধাক্কা খেয়েছে যেন ফ্রেড, স্থির হয়ে গেল শরীরটা। দ্বিতীয় ঘুষিটা ভাঙা নাকের নগ্ন মাংসে লেগে থ্যাচ করে শব্দ হলো একটা। এলোমেলো পা ফেলে কয়েক পা পিছিয়ে গেল ফ্রেড। কিনারায় গোড়ালির অর্ধেক। শিরদাঁড়া বাঁকা করে তাল সামলাবার চেষ্টা করছে। পারল না। তলপেটে লাথি খেয়ে পিছন দিকে ঢলে পড়ছে শরীরটা।

পড়ে গেল ফ্রেড। ঝপাৎ করে শব্দ হলো নদীতে।

কিনারায় দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে নিচটা দেখতে চেষ্টা করছে রানা। ফ্রেডের কোন চিহ্ন নেই কোথাও। পানিতে পড়ার সময় যদি জ্ঞান হারিয়ে ফেলে থাকে, নদীর তলায় পৌঁছে গেছে এতেক্ষণে।

রেনোয়া সার্চ করে কিছুই পেল না রানা। ড্রাইভিং সীটে উঠে এসে স্টার্ট দিল, ফার্স্ট গিয়ার দিয়ে ছেড়ে দিল সে গাড়ি। রাস্তার কিনারার দিকে নাক ঘুরিয়ে দিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়ল রাস্তায়। কিনারা টপকে নেমে গেল রেনোয়া। প্রচণ্ড শব্দ হলো সংঘর্ষের। লাফ দিয়ে ত্রিশ ফিট পর্যন্ত উপরে উঠল নদীর পানি।

প্রায় সবটুকু পানি ঝম ঝম বৃষ্টির মত পড়ল ফ্রেড ইয়ামের গায়ে মাথায়। পানিতে পা ডুবিয়ে আধ-শোয়া অবস্থায় বসে আছে সে তীরে। মাথার উপর একটা ঝুল-পাথরের আড়াল। কাপড়চোপড় সব ভিজে। বাঁ হাতের কব্জি ধরে আছে ডান হাত দিয়ে। চোখ দুটো বিস্ফারিত, বিস্ময় আর অবিশ্বাস ফুটে আছে দৃষ্টিতে। এভাবে পরাজিত হবে, কল্পনাও করতে পারেনি।

ফিরে এসে রানা দেখল একই জায়গায় একই ভঙ্গিতে এখনও বসে আছে দিনা। 'এত সুন্দর জিপসী কস্টিউমটা নষ্ট করছ তুমি,' বলল রানা।

মুখ তুলে তাকাল দিনা। মুখের ভাব সম্পূর্ণ শান্ত। রানার বাড়িয়ে দেয়া হাতটা ধরে উঠে দাঁড়াল। চারদিকে তাকাল। মৃদু গলায় জানতে চাইল, 'পালিয়েছে?'

'জানি না। খুঁজে পাইনি, এটুকু বলতে পারি।'

'একতরফা, অন্যায় ভাবে মার খেলো...'

'তা ঠিক। ও যদি দু'একটা গুলি করার সুযোগ পেত, তাহলে ন্যায্য হত ব্যাপারটা।'

'আচ্ছা...সাঁতার জানে লোকটা?'

'যাহ্! জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি!' হাত ধরে প্রায় টেনে সিমকার কাছে নিয়ে

গেল রানা তাকে।

দু'জনেই চুপচাপ। প্রায় মাইল খানেক এগোবার পর কৌতূহল হলো রানার। তাকাল।

হাত দুটো কাঁপছে দিনার। রক্তশূন্য ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ। কথা বলার সময় শব্দ যা বেরুচ্ছে তা শুনতে পাবার মত নয়। বলল, 'তুমি কে?'

'আর কোন ব্যাপারে মাথা ঘামাও।'

'আমি···একটু আগে তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছি আমি।'

'তা বটে। ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু তোমার উচিত ছিল লোকটাকে গুলি করা অথবা রিভলভারের মুখে দাঁড় করিয়ে রাখা।'

অনেকক্ষণ কথা বলল না কেউ। এক সময় নাক টানল দিনা। এবং প্রায় চিৎকার করে বলল, 'জীবনে কখনো গুলি ছুঁড়িনি আমি। কিভাবে ছুঁড়তে হয় জানি না!'

'জানি। আমি দুঃখিত, দিনা। আসলে সব দোষ আমারই···'

'তোমার দোষ নেই,' ধরা গলায় বলল দিনা। 'গত রাতে কোথাও লুকাতেই হত তোমাকে, আমার কামরায় আলো দেখে···' হঠাৎ চুপ করে গেল দিনা। রানার দিকে একটু ঝুঁকল। 'অন্য কি যেন ভাবছ তুমি।'

'ও কিছু না,' অন্যমনস্কভাবে বলল রানা। 'চলো, আরলেসে ফিরে যাওয়া যাক।'

ভুরু কুঁচকে উঠল দিনার। চিন্তার রেখা ফুটে উঠল তার কপালেও। আড়চোখে তাকাচ্ছে বারবার রানার দিকে।

দুই

হোটেলের প্রবেশ মুখে গাড়ি থামাল রানা। পনেরো গজ দূরে, বাগানে ঢোকার গেটের কাছাকাছি একটা টেবিলে একা বসে আছে রুকা। চেহারাটা যেন কেমন লাগছে। সঙ্গীর অভাবে কাতর কিনা তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, তবে খুশি বলে মনে হলো না রানার।

'বয়-ফ্রেন্ড ভেগেছে,' ঘোষণা করল রানা। 'দিনা, পনেরো মিনিট পর আমার সাথে হোটেলের পিছন দিকের গলিতে দেখা করবে তুমি। আড়ালে থাকবে, নীল একটা অস্টিন না দেখলে বেরুবে না। অস্টিনে থাকব আমি। বাগানে যেয়ো না। লাউঞ্জে থেকো, জায়গাটা নিরাপদ।'

চোখ ইশারায় রুকাকে দেখাল দিনা। 'ওর সাথে কথা বলতে পারব তো?'

'পারবে! ভিতরে গিয়ে।'

'আমাদেরকে কেউ এক সাথে দেখে আবার···'

'কিছু এসে যায় না। কি কথা ওর সাথে তোমার? নিশ্চয়ই আমার নির্দয়তা

সবিস্তারে ব্যাখ্যা করবে?'

'না,' অপ্রতিভ হাসি হাসল দিনা।

'আমাদের বিয়ে-সাদীর কথা…?'

'তাও নয়।'

'কি বলবে তাই ঠিক করোনি এখনও?'

রানার একটা হাত ধরে মৃদু চাপ দিল দিনা। 'বিশ্বাস করো, তোমাকে তবু কেন যেন আমার মহৎ বলে মনে হয়।'

'নদীতে পড়া ওই ছোকরা তোমার সাথে একমত হবে?'

দিনার মুখ থেকে দপ করে নিভে গেল উজ্জ্বল হাসিটা। নেমে গেল সে। গাড়ি ছেড়ে দিল রানা। মুখ ভার করে বাগানে ঢুকে রুকার দিকে এগোচ্ছে দিনা। চোখাচোখি হতে চোখ-ইশারায় লাউঞ্জের দিকে যেতে বলল তাকে। তৈরি হয়েই ছিল রুকা, দ্রুত উঠে পড়ল। একসাথে এগোচ্ছে ওরা লাউঞ্জের দিকে। কথা বলছে।

'ঠিক জানো?' দিনা প্রশ্ন করল। 'প্রিন্স মাসুদ রানার পরিচয় উদ্ধার করে ফেলেছে?'

নিঃশব্দে উপর নিচে মাথা দোলাল রুকা।

'কিভাবে? তাছাড়া, এসব জেনে তার লাভই বা কি?'

'তা জানি না। মুরগা যে কতটা কৌশলী, কি ভীষণ চতুর আর চাপা স্বভাবের তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না, দিনা!'

'তার মানে, তুমি বলতে চাইছ, আসলে সে লোকগীতিকার বা কোল্ড ড্রিঙ্ক ফ্যাক্টরির মালিক নয়?'

'দূর দূর! এসব কিছুই সত্যি নয়। সব ভুয়া, সব ভুয়া।'

'কে সে?'

'তা যদি জানতাম তাহলে তো কথাই ছিল না!' একটা দীর্ঘ শ্বাস ছাড়ল রুকা।

'রানা সম্পর্কে তার ধারণা কি? খারাপ?'

'খারাপ বললে কম বলা হয়।'

চিন্তার রেখা ফুটে উঠল দিনার কপালে। 'হুঁ। রানাও দু'চোখে দেখতে পারে না প্রিন্সকে। তবে, রানা কিন্তু প্রিন্সের চেয়ে অনেক বেশি দুর্দান্ত, বুঝলে? স্পষ্ট একটা উদ্দেশ্য আছে তার, একটা লক্ষ্য আছে, ঠিক সেদিকেই এগোচ্ছে ও। এটুকু অনুমান করতে পারি। জানো, আজও সে আরেকজন বদমাশ লোককে শায়েস্তা করেছে…'

'মানে?'

'ঘুষি মেরে ফেলে দিয়েছে নদীতে। নিজের চোখে দেখেছি। তার আগে এমন মার মারল…'

'ও, তাই তোমাকে অমন ভূতের মত দেখাচ্ছিল! খুব ভয় পেয়েছ, না?'

'পাব না ? আরও দু'জন লোককে নাকি খুন করেছে। এসব শুনলে কার না

ভয় লাগে, বলো? অভিনয় বা ভাঁওতাবাজি, তা কিন্তু নয়। অভিনয় করতে গিয়ে মরতে রাজি হয় না কেউ। যাই বলো, রানা যে আইনের পক্ষে, তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। উদ্দেশ্য যাই হোক, মনে হয় সেটা ভাল কিছু। তবে, ও যা করছে, কোন দেশের আইন তা সমর্থন করবে বলে মনে করি না।'

'গোটা ব্যাপারটাই কেমন যেন। মাথামুণ্ড কিছুই বুঝছি না।' অসহায় ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রুকা। 'কার যে কি ভূমিকা, গড নোজ! তাল সামলাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি, কি যে করব!'

'দু'জনের একই অবস্থা! করব? কি আবার? যা করার কথা বলা হয়েছে আমাদেরকে তাই করব!'

'হ্যাঁ, তাই করে যেতে হবে।' লাউঞ্জের বাইরে থামল ওরা। বিষণ্ণ দেখাচ্ছে রুকাকে।

একটু ঝুঁকে খুঁটিয়ে রুকার মুখটা দেখল দিনা। 'প্রিন্স কোথায়, রুকা?'

'চলে গেছে,' মুখের চেহারা আরও ম্লান হয়ে উঠল রুকার। 'ওর সেই মেয়ে কর্মচারীটার সাথে। কোথায় জানি না। এখানে অপেক্ষা করতে বলে গেছে আমাকে। জানি না…'

'রুকা!' বান্ধবীর দিকে বিস্মিতভাবে তাকিয়ে আছে দিনা। 'তুমি নিশ্চয়ই প্রিন্সের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়োনি?'

'তাতে দোষ কি? মুরগার মধ্যে এখনও খারাপ কিছু তো আমি লক্ষ্য করিনি…'

'না-না, তা নয়।' কি বলবে ভেবে না পেয়ে উঠে দাঁড়াল দিনা। বলল, 'পনেরো মিনিটে কি আর আলাপসালাপ হয়! রানা আবার অপেক্ষা করে থাকা পছন্দ করে না।'

'শয়তান মেয়েটার সাথে প্রিন্সকে…'

'আমার কিন্তু মেয়েটাকে খারাপ বলে মনে হয় না।'

'খারাপ তা আমিও মনে করিনি,' স্বীকার করল রুকা। 'কিন্তু তখন আমি বুঝতে পারিনি।'

রুকা যাকে শয়তান মেয়ে বলে সম্বোধন করছিল, প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা তার সাথে তো নয়ই, তার ধারেকাছেও নেই এই মুহূর্তে। প্রকাণ্ড সবুজ রোলস-রয়েস গাড়িটিও নেই প্রিন্সের আশপাশে। চৌরাস্তার উপর রুমানিয়ান আর হাঙ্গেরিয়ান ক্যারাভানগুলো লাইনবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, চল্লিশ গজ দূরে সারির শেষ প্রান্তে দাঁড়ানো ক্যারাভানটার ভিতর থেকেই প্রিন্সের বাজখাঁই কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। সবুজ আর সাদা রঙ করা ক্যারাভানটার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে সে। তার ভাবভঙ্গিতে অদ্ভুত একটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করার মত। সে কথা বলছে ধর্মযাজক পল সুয়েনির সাথে। প্রিন্স কারও গুণকীর্তন করছে, তা শোনার সৌভাগ্য এ পর্যন্ত কারও হয়নি। সেদিক থেকে এটা একটা দুর্লভ মুহূর্ত। জিপসীদের একটা উপদলের ধর্মীয় নেতা হিসেবে ইতিমধ্যেই প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগার সাথে তার পরিচয় হয়েছে। কাছাকাছিই রয়েছে জার্দা, কিন্তু আলোচনায় অংশ গ্রহণ করছে না—বোঝার চেষ্টা

করছে প্রিন্সকে।

পল সুয়েনির লম্বাটে মুখে নানান ভাব এবং ভঙ্গির উত্থান-পতন চলেছে। কখনও তাকে কাষ্ঠ হাসি হাসতে দেখা যাচ্ছে, কখনও মুখ চুন করে ফেলছে, কখনও ঢোক গিলে ভয়-ভাবনা তাড়াবার চেষ্টা করছে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, আলোচনাটা শেষ হলে ধড়ে প্রাণ ফিরে আসে তার।

'সাংঘাতিক, মঁশিয়ে লে কুরি, আমি আপনার প্রতি সাংঘাতিক কৃতজ্ঞ!' প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছে পল সুয়েনির। 'আজ সকালে আপনি সবাইকে যে হিতোপদেশ দিলেন, এর তুলনা খুঁজে পাওয়া ভার! বুকের ভিতর আশ্চর্য একটা আলোড়ন অনুভব করেছি তখন। মনে জেগে উঠেছে আত্মত্যাগের প্রচণ্ড একটা ব্যাকুলতা। বাই জোভ, প্রতি সেকেন্ডে আমার জ্ঞান ভাণ্ডারে কিছু না কিছু যোগ হচ্ছিল।' পল সুয়েনিকে আরও খুঁটিয়ে দেখার জন্যে মাথাটা একদিকে একটু কাত করে বাঁকা চোখে তাকাল প্রিন্স। 'ও-হো-হো-হো, একটা কথা জিজ্ঞেস করব করব করেও করা হয়নি। মাই ডিয়ার ফেলো, পায়ে চোটমোট খেয়েছেন নাকি?'

'তেমন কিছু না, একটু মচকে গেছে,' বেসুরো গলায় বলল পল সুয়েনি। মুখটা কালো হয়ে গেছে।

'কিন্তু সাবধান! ওই এক আধটু মচকানোর ব্যাপারগুলো অবহেলা করলে মারাত্মক জটিলতার সৃষ্টি হয়।' আরও ভাল করে পল সুয়েনিকে দেখার জন্যে প্রিন্স তার মনোকল নামাল। 'আচ্ছা, বলুন তো, আর একবার কোথাও আপনাকে আমি দেখেছি কিনা? হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, আজ সকালেই, হোটেলের বাইরে। আশ্চর্য! তখন তো আপনাকে খোঁড়াতে দেখেছি বলে মনে করতে পারছি না। তবে, আমার চোখের দৃষ্টি আজকাল—,' মনোকলটা চোখে তুলল সে। 'অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু, পা-টার যত্ন নিতে ভুল করবেন না। ব্যায়াম করলে ভাল ফল পাবেন, মঁশিয়ে লে কুরি। আপনার নিজের স্বার্থে।'

কোটের ভিতরের পকেটে ঢুকিয়ে রাখল প্রিন্স হাতের নোটবুকটা। তারপর বিস্তর জায়গা নিয়ে রাজকীয় ভঙ্গিতে খপ্ খপ্ পা ফেলে এগোতে শুরু করল।

পল সুয়েনির দিকে তাকাল জার্দা। মুখের প্রায় সবটা ব্যান্ডেজে ঢাকা, কিন্তু যতটুকু দেখা যাচ্ছে, সেখানে কোন ভাবান্তর নেই। জিভের ডগা দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল পল সুয়েনি। মুখে কথা নেই। ঘুরে দাঁড়িয়ে হেঁটে চলে গেল সে।

হোটেলের পিছনে প্যাসেজটা তেমন চওড়া নয়। প্যাসেজের মুখে, বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে নীল অস্টিন। ড্রাইভিং সীটে বসে আছে যে লোকটা তাকে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও রানা বলে চিনতে পারবে না।

চওড়া কার্নিসওয়ালা মেক্সিকান টুপি পরেছে রানা মাথায়। চোখে গাঢ় রঙের চশমা। নীল আর সাদা পোলকাডটের শার্ট। এমব্রয়ডারির কাজ করা বোতামখোলা ওয়েস্ট কোট। মোলস্কিনের ট্রাউজার। পায়ে উঁচু হিলের বুট। গায়ের রঙ এখন আগের চেয়ে অনেক হালকা। গোঁফটা আরও বড়। পাশে একটা লেদার ব্যাগ পড়ে

আছে। সামনের একটা দরজা খুলে গেল, উঁকি দিল দিনা। মুখে ইতস্তত ভাব, চোখ পিট পিট করছে।

অভয় দিল রানা, 'কামড়াই না।'

'হায় হায়!' লাফিয়ে পাশের সীটে উঠল দিনা। 'কে বলবে তুমি মাসুদ রানা! কিন্তু...'

'কাউবয় সাজার শখ হলো, অনেকের দেখাদেখি। বলেছিলাম না, কেনাকাটা করতে বেরিয়েছিলাম? এখন তোমার পালা।'

'মানে...সত্যি দরকার আছে?'

'আছে,' গাড়ি ছেড়ে দিল রানা। সকালে যে ক্লোদিং এমপোরিয়ামে কেনাকাটা করেছিল ওরা তার সামনে গাড়ি দাঁড় করাল ও। হস্তিনী ম্যানেজার রানার নির্দেশ মত সময় নিয়ে সাজাল দিনাকে। স্থানীয় আরলেসীয় মেয়েদের প্রিয় উৎসবের পোশাক পরেছে সে। মাটিতে লুটানো গাঢ় রঙের এমব্রয়ডারির কাজ করা পোশাক, সাদা বডিস, মুখ আড়াল করা হ্যাট। লালচে নকল চুলের স্তূপে হ্যাটটা বসানো হয়েছে।

'ফ্যানটাসটিক লাগছে ম্যাডামকে!' মস্ত ম্যানেজার ছোট্ট এক লাফ দিয়ে শিশুর মত হাত তালি দিল।

জার্দার বান্ডিল থেকে কড়কড়ে নোট বের করে দাম মিটিয়ে দিল রানা। দিনাকে নিয়ে অস্টিনে ফিরল।

'তোমার ভাবী স্ত্রীকে খুশি করার জন্যে দু'হাতে টাকা ওড়াচ্ছ,' বলল দিনা, 'নাকি এর মধ্যে অন্য উদ্দেশ্য আছে?'

'খানিক আগে পর্যন্ত যে মেয়েটা আমার সাথে ছিল তাকে জার্দারা খুঁজছে। ইউরোপে এমন একটা বীমা কোম্পানীও পাওয়া যাবে না যে মেয়েটার নিরাপত্তার ভার নিতে রাজি হবে।'

মুখ কালো হয়ে গেল দিনার। 'ভয় দেখাতে ওস্তাদ!'

উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করল না রানা। গাড়ি ছেড়ে দিল ওরা। চৌরাস্তায় পৌছে হাঙ্গেরিয়ান আর রুমানিয়ান ক্যারাভানগুলোর পাশ ঘেঁষে খানিকটা এগিয়ে অস্টিনকে দাঁড় করাল ও। নিচে নামল। ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে ব্যাগটা নিল। আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঘুরতে যাবে, চর্বির পাহাড়ের সাথে দুম ধরে ধাক্কা খেয়ে প্রায় পড়ে যাবার উপক্রম হলো ওর।

কারও সাথে ধাক্কা খাওয়ার অভ্যাস নেই প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগার।

'মাফ করবেন মঁশিয়ে,' সবিনয়ে বলল রানা।

রেগে গেছে প্রিন্স। মস্ত শরীরটা রানার দিকে ঝুঁকে আছে। মেরে বসবে নাকি, ভাবল রানা। কটমট করে তাকাল প্রিন্স। 'ঠিক আছে, করলাম।'

মাথা কাত করে কৃতজ্ঞতার হাসি হাসল রানা, একটা হাত ধরল দিনার, তারপর সামনে এগোল।

গলায় অভিযোগের সুর এনে দিনা বলল, 'আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারোনি তুমি, মাসুদ রানা। ধাক্কাটা তুমি ইচ্ছে করেই দিয়েছ।'

'দিয়েছি। অন্যায় করলাম কোথায়? ধাক্কা খেয়ে আমাদেরকে চিনতে সুবিধে হবে ওর।' আরও দু'পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। 'এই, ব্যাপার কি বলো তো?'

ঝড়ের বেগে বাঁক নিয়ে ব্রেক কষে চৌরাস্তায় থামল একটা কালো ভ্যান। নিচে নামল ড্রাইভার। কাছে দাঁড়ানো একজন জিপসীকে কি যেন জিজ্ঞেস করল সে। জিপসীটা আঙুল খুলে রাস্তার ওপারে জার্দার ক্যারাভানটা দেখিয়ে দিল তাকে।

ক্যারাভানের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে জার্দা, কথা বলছে গাটোর সাথে। দু'জনের কারুরই ব্যান্ডেজমুক্ত হবার সৌভাগ্য হয়নি এখনও।

একজন সহকারীকে নিয়ে ড্রাইভার কালো ভ্যানের পিছন দিকে চলে এল। দরজা খুলে টেনে বের করল একটা স্ট্রেচার। একজন লোক শুয়ে আছে। একটা চোখ বাদ দিয়ে গোটা মুখে ব্যান্ডেজ। বাঁ হাতের কনুই থেকে কাঁধ পর্যন্ত প্লাস্টার মোড়া, গলায় ঝুলানো ফিতের সাথে হাতটা বাঁধা। খোলা চোখটা লাল, আগুনের মত জ্বলছে। ফ্রেড ইয়াম।

আঁতকে উঠল দিনা। তার দিকে তাকাল রানা। হাসিটাকে চেপে রাখল বহু কষ্টে।

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেছে জার্দার। নিচু গলায় কিছু বলল সে। ছুটল গাটো স্ট্রেচার লক্ষ্য করে।

জার্দার ক্যারাভানের কাছে ভিড় জমে উঠল। তিনজন ধরাধরি করে নিয়ে এসেছে স্ট্রেচারটা। ভিড়ের মধ্যে চারজনের জায়গা একাই দখল করে রেখেছে প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। সামান্য একটু ঝুঁকে ফ্রেড ইয়ামকে দেখল সে।

'চু-চু-চু,' দুঃখের সাথে এদিক ওদিক মাথা দোলাল প্রিন্স। 'রাস্তায় বেরুনো আজকাল মোটেও নিরাপদ নয়!' জার্দার দিকে ফিরল সে। 'এই বেচারা আমার বন্ধু মি. এনকো নয় কি?'

'না,' প্রিন্সের চোখে চোখ রেখে গম্ভীর গলায় বলল জার্দা।

'যাক! শুনে খুশি হলাম। এ বেচারার জন্যেও দুঃখ বোধ করছি অবশ্য। ভাল কথা, মি. এনকোর দেখা পেলে তাকে যদি বলেন তার সাথে আরও কিছু কথা আছে আমার, ভারি খুশি হব। যখন তার সুবিধে হবে।'

'যদি খোঁজ পাই তার,' স্ট্রেচারের পিছু নিল জার্দা। ক্যারাভানের ভিতর ঢুকে গেল।

ঘুরে দাঁড়াল প্রিন্স। এগোতে গিয়ে কোনমতে সামলে নিল নিজেকে, তা নাহলে ইহুদী জুটির সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে যেত। হ্যাটটা একটু তুলে ইহুদী মেয়েটির উদ্দেশে ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে মাথা নিচু করল সে।

কিছুই দৃষ্টি এড়াল না রানার। জার্দার গম্ভীর, উদ্বিগ্ন চেহারা, প্রিন্সের কৌতুক প্রবণতা, ইহুদী জুটির ভাবলেশহীনতা খুঁটিয়ে লক্ষ করল ও।

'খুশি?' দিনার দিকে ফিরে জানতে চাইল রানা।

'মানে?'

'লোকটা মরেনি দেখে আনন্দ বোধ করছ না বলতে চাও?'

'করছিই তো!'

'তাহলে কি ধরে নেব তোমার হবু স্বামী খুন হলেই তুমি খুশি হবে?'

'তুমি বলতে চাও লোকটা আবার তোমার পিছনে লাগবে? অসম্ভব! এমন মার খেয়েছে, এর চেয়ে মরে যাওয়া ভাল ছিল তার। তোমাকে কেন, তোমার ছায়া দেখতে পেলেও লেজ তুলে ভাগবে সে।'

'লোক চেনোনি!' একটা চুরুট বের করল রানা। 'ওদিকে ঘন ঘন ওভাবে তাকিয়ো না।'

'চুরুট কেন আবার?'

'লন্ডনের এক ডিভোর্স মামলায় এক লোককে বউ এবং চুরুটের মধ্যে যে-কোন একটিকে বেছে নিতে বলা হয়। লোকটা চুরুটই বেছে নেয়। আমি অবশ্য তোমাকেই বেছে নেব। কেমন লাগে গন্ধটা?'

'সারাক্ষণ এমন হালকা রসিকতা তোমার আসে কোত্থেকে!' দিনার গলায় নিখাদ বিস্ময়। 'এমন বিপদের মধ্যে··· তোমার কি ভয়-ডর বলতে কিছু নেই?'

'নেই,' হাত ধরে কয়েক পা এগিয়ে নিয়ে গেল দিনাকে রানা। 'এখন কি করতে চাই জানো—কোন বিপদের ঝুঁকি নেই, কথা দিচ্ছি।'

রানা দেখছে, অলসভাবে ঘুরে বেড়াবার ভঙ্গিতে এটা সেটা দেখতে দেখতে জার্দার ক্যারাভানের পাশ ঘেঁষে হেঁটে যাচ্ছে দিনা। সবুজ আর সাদা রঙের ক্যারাভানটার কাছাকাছি পৌঁছে থামল সে। নিচের দিকে ঝুঁকে জুতোর ফিতে বাঁধছে। পাশের জানালার পর্দা ঝুলছে, তবে জানালার কবাট দুটো সামান্য খোলা।

সন্তুষ্ট চিত্তে দিনার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল রানা। দাঁত দিয়ে চুরুটটা কামড়ে ধরে চৌরাস্তার উপর দিয়ে এগোচ্ছে গাছের সাথে বাঁধা ঘোড়ার দঙ্গলটার দিকে। গাছগুলোর ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছে লাইনবন্দী অনেকগুলো ক্যারাভান। লক্ষ্যহীন ভাবে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে রানা। একটু অন্যমনস্ক, একটু নিস্তেজ। কেউ ওকে বিশেষ ভাবে লক্ষ করছে না। দেখল জার্দার ক্যারাভানের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। ঘোড়াগুলোর মাঝখানে ঢুকে পড়ল রানা। প্রতিটি গাছের সাথে একটা করে ঘোড়া বাঁধা। কাছাকাছি অনেক গাছ। প্রতিটি গাছে ঘোড়ার বয়স এবং দাম লেখা কাগজ সাঁটা রয়েছে। ব্যাগটা খুলে ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিল রানা। কাগজের লেখা পড়তে পড়তে আরও ভিতর দিকে এগোচ্ছে। ব্যাগ থেকে কয়েকটা পটকা বের করল ও।

জার্দার ক্যারাভান। জার্দা, গাটো, পল সুয়েনি এবং লায়রো ক্ষতবিক্ষত ফ্রেড ইয়ামকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রেড ইয়ামের একটা মাত্র চোখ খোলা, টকটকে লাল সেটা। দৃষ্টি থেকে বিস্ময় আর অবিশ্বাসের ছায়া এখনও দূর হয়নি।

'বানচোত! শালা গাণ্ডু!' চাপা হুঙ্কার ছাড়ছে জার্দা। 'তোকে আমি বলিনি, নো ভায়োলেন্স! বলিনি?'

'কথাটা রানাকে বলা উচিত ছিল,' মন্তব্য করল লায়রো। 'ইয়ামকে দুষে লাভ

কি? রানা জানত, ওকে অনুসরণ করা হবে। আমরা কি করব না করব, তা এমন কি আমাদের চেয়ে আগেই জেনে ফেলে সে। গড নোজ, সে কেমন প্রতিভা! তার একার সাথে আমরা এতগুলো লোক দাঁড়াতে পারছি না। হার্বার্ট জেরোফকে এসব কথা জানানো দরকার। অন্য ব্যবস্থা চাই। কিন্তু তাঁর কানে কে তুলবে এসব কথা?'

'কে আবার, তাঁর প্রতিনিধিত্ব করছে যে সেই তাকে বলবে!' জার্দার কণ্ঠে ব্যঙ্গ। তেরছা দৃষ্টিতে তাকাল সে পল সুয়েনির দিকে।

চোখের সম্মোহনী দৃষ্টি এই মুহূর্তে কেমন যেন নিস্তেজ, ম্লান হয়ে গেছে পল সুয়েনির। 'তার কোন দরকার নেই। আমরা যাকে সন্দেহ করছি তিনিই যদি হার্বার্ট জেরোফ হন, তাহলে ইতিমধ্যে সবই তিনি জেনেছেন।'

'জেনেছেন?' পল সুয়েনির মুখের দিকে ঝুঁকে পড়ল জার্দা। মুখের অনাবৃত অংশ থেকে ঘামের ধারা গড়িয়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে সাদা ধবধবে ব্যান্ডেজ। 'কি জেনেছেন তিনি? ফ্রেড ইয়াম আমাদের অর্থাৎ তাঁরই লোক, এ তিনি জানেন না। সে রোড অ্যাক্সিডেন্টের শিকার হয়নি, এও তিনি জানেন না। তিনি জানেন না, এর জন্যে রানা দায়ী। রানাকে আবার আমরা হারিয়ে বসেছি, কিন্তু আমাদের ওপর সারাক্ষণ নজর রাখছে সে—এও তিনি জানেন না। তুমি একটা গাধার চেয়েও বোকা, পল সুয়েনি।' গাটোর দিকে তাকাল সে। 'ক্যারাভানগুলোতে ঢুঁ মেরে এসো এক্ষুণি। আধ ঘণ্টার মধ্যে রওনা হব আমরা। সবাইকে বলে দাও আজ রাতে আমরা ভ্যাকারাসে আস্তানা গাড়ব। ও কি?'

পিস্তল ছোঁড়ার শব্দ। একনাগাড়ে কিছুক্ষণ। কয়েক সেকেন্ডের বিরতি। তারপর আবার কয়েকটা। লোকজন চেঁচাচ্ছে। আচমকা ভয় পেয়ে চিঁ-হিঁ-হিঁ রব তুলছে ঘোড়াগুলো। পরস্পরের দিকে নিঃশব্দে তাকাল ওরা। সবাই পাথরের মত স্থির।

প্রথম নড়ল জার্দা। ঝড়ের বেগে এগিয়ে গিয়ে একটানে খুলে ফেলল দরজাটা।

ইতিমধ্যে অবাধ্য ঘোড়াগুলোকে শান্ত করার জন্যে পঁচিশ ত্রিশজন কাউবয় ছুটে এসেছে। তাদের মধ্যে একজন রানা। একটা ঘোড়ার লাগাম ধরে চঞ্চল প্রজাপতির মত ঘুরে বেড়াচ্ছে সে এদিক থেকে ওদিকে, ওদিক থেকে এদিকে। এই পটকা ফাটানো কোন দুষ্ট ছেলে-ছোকরার শয়তানী, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে কাউবয়রা। চৌরাস্তার সব লোকের মনোযোগ এখন এদিকে। শুধু একজনের দুটো চোখ অন্য কিছু দেখতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে একটু একটু করে এগিয়ে সবুজ আর সাদা রঙের ক্যারাভানটার ডান পাশে চলে এসেছে দিনা। পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে যথাসম্ভব উঁচু হয়ে এই মাত্র পর্দার ফাঁকে চোখ রেখে ভিতরটা দেখছে সে।

ক্যারাভানের ভিতরে আবছা অন্ধকার, প্রথমে কিছুই পরিষ্কার দেখতে পেল না দিনা। ধীরে ধীরে অল্প-আলো সয়ে এল চোখে। দু'হাত দূরে কেউ থাকলে হঠাৎ তার আঁতকে ওঠার শব্দটা শুনতে পেত। চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেছে তার। আতঙ্ক বোধ করছে। একটা বাঙ্কে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে মেয়েটা। এই ভাবেই

আরও কয়েক হপ্তা শুয়ে থাকতে হবে তাকে। বিছানায় পিঠ ঠেকাবে তার কোন উপায় নেই। ব্যান্ডেজ কেন বাঁধা হয়নি, সহজেই বুঝতে পারল দিনা। গোটা পিঠের চামড়া তুলে নেয়া হয়েছে; কোথায় বাঁধবে ব্যান্ডেজ? মলম দিয়ে লেপে দেয়া হয়েছে পিঠটা। লালচে দগদগে ঘা দেখে বমি পাচ্ছে দিনার। মেয়েটা কাতরাচ্ছে, বালিশে কপাল ঘষছে। ঘুম নেই চোখে। অনেক দিন থাকবেও না।

আঙুলের উপর থেকে শরীরে ভর নামিয়ে সহজভাবে দাঁড়াল দিনা। শরীরে একটা অসাড়তা অনুভব করছে সে। প্রায় পনেরো সেকেন্ড নড়তে পারল না। হাঁটতে গিয়ে অসম্ভব দুর্বল বোধ করছে।

ক্যারাভানটার সামনে দিয়ে হেঁটে আসার সময় বুকটা দুরু দুরু করতে লাগল দিনার। সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে আছে নিনার মা, মাদাম সারা আর জেটারলিং। তাদের পাশ ঘেঁষে এগিয়ে যাচ্ছে দিনা। মুখ তুলে ওদের দিকে তাকাবে, সে সাহস হলো না তার। পা দুটো এখনও একটু একটু কাঁপছে। চৌরাস্তা পেরিয়ে রানার পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে।

ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিয়ে দিনার একটা হাত ধরল রানা। তাকে টেনে নিয়ে চলল গাড়ির দিকে। আড়চোখে স্রেফ একবার তাকিয়েই দিনার মনের অবস্থা আঁচ করে নিল ও।

'কি দেখেছ জানি,' বলল রানা। 'এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমার নির্দয়তা...'

'কিভাবে গুলি চালাতে হয় শিখিয়ে দাও আমাকে, প্রতিশোধ নিতে চাই।'

'এত খারাপ লাগছে দেখে?'

'হ্যাঁ। একেবারে বাচ্চা মেয়ে, বড়জোর ষোলো কি সতেরো বছরের। পিঠের ছাল পুরো তুলে নিয়েছে। আমি...আমি...'

'নিজেকে সামলাও!' ধমক মারল রানা চাপা গলায়। পরক্ষণে হালকা সুরে বলল, 'লোকটাকে নদীতে ফেলায় আমার ওপর তাহলে এখন তোমার রাগ নেই?'

'ইচ্ছে করছে গুলি করে...'

'দুঃখিত। আমার কাছে গুলি ছোঁড়ার কোন অস্ত্র নেই। সাথে রাখি না। তবে তোমার অনুভূতিটা বুঝতে পারছি।'

'খবরটা খুব সহজভাবে নিচ্ছ তুমি।'

'ওদের ওপর আমার রাগ তোমার চেয়ে কম নয়, দিনা। অনেক আগে থেকে ওদের ওপর খেপে আছি আমি। কিন্তু সারাক্ষণ রাগ প্রকাশ করার মানে হয় না।' একটু বিরতি নিল রানা, তারপর আবার বলল, 'কোহেন নিখোঁজ হবার পর তার মা-বোন অস্থির হবেই, এ আমি জানতাম এবং তারা অস্থির হলে এ ধরনের সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটবে তাও আমি অনুমান করতে পেরেছিলাম। মেয়েটাকে সময় থাকতে রক্ষা করতে পারিনি, সেটা আমার ব্যর্থতা। সেজন্যে আমি দুঃখিত।'

'কিন্তু কেন ওরা...'

'জার্দা সাংঘাতিক একটা চাল চেলেছে, এটা বুঝতে পেরে তা প্রকাশ করে দিতে চেয়েছিল কোহেন। হয়তো কোন তথ্য জানতে পেরেছিল সে। হয়তো

বিশ্বাস করা যায় এমন কাউকে তথ্য জানিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল। তাই তাকে মরতে হয়েছে। নিনার ব্যাপারটাও হয়তো তাই। সে-ও কাউকে বিশ্বাস করে কিছু বলেছে বা বলতে চেয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে, যাকে বিশ্বাস করেছে সে জার্দারই লোক। ফলে তার এই দুর্ভোগ। জার্দা ওকে শাস্তি দিয়ে আর সবাইকে বুঝিয়ে দিল: বেচাল চললে সকলের পরিণতি এই রকমই হবে।'

'তথ্য! কি তথ্য?'

'তা যদি জানতাম, দশ মিনিটের মধ্যে ওদের সবাইকে ক্যারাভান থেকে বের করে নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিতে পারতাম আমি।'

'বলতে আপত্তি থাকলে বোলো না।'

'শোনো, দিনা...'

'এত কথার দরকার নেই। তুমি বললেই কি, আর না বললেই কি?' একটু বিরতি নিল দিনা। 'জানো, আজ সকালে আমি কেটে পড়ার কথা ভেবেছিলাম? ওই লোকটাকে তুমি নদীতে ফেলে দেবার পর। তোমাকে বলিনি, তুমি জানোনি...'

'জানিনি। কিন্তু জেনে অবাকও হচ্ছি না।'

'কিন্তু এখন আমি পালাতে চাই না। আর কখনও চাইব না। আমার সাথে নিজেকে জড়িয়ে যাই বলো না কেন, জানি, সবই তোমার নির্দোষ ঠাট্টা। তোমাকে যত দেখছি...যত দেখছি...'

'থামলে কেন? বলো!'

'আমার জীবনে তুমি এক আশ্চর্য মানুষ, রানা। তোমাকে পেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু জানি, অন্তরের অন্তস্তল থেকে জানি, তোমাকে পাব না-কোনও দিন, সে ভাগ্য নিয়ে জন্মাইনি। এ আমার দুর্ভাগ্য, ঠিক তাও নয়। তোমার মত পুরুষ দুনিয়ায় দু'একজন জন্মায়, তাদেরকে অনেক মেয়েরই পেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু কেউ তাকে পায় না—আবার, যে পায় সে তাকে নেয় না।' হঠাৎ লজ্জায়, সঙ্কোচে লাল হয়ে উঠল দিনার মুখের চেহারা। 'অনধিকার চর্চা হয়ে গেল, কিছু মনে কোরো না।'

'কথাগুলো মনে থাকবে আমার,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। হঠাৎ উদাস দেখাচ্ছে ওকে। মুখে বিষাদের ম্লান ছায়া।

নিঃশব্দে গাড়ির কাছে পৌঁছুল ওরা। ঘুরে দাঁড়িয়ে চৌরাস্তার দিকে তাকাল রানা। দেখাদেখি দিনাও। জিপসীদের বিরাট একটা অংশ হঠাৎ অস্বাভাবিক চঞ্চল হয়ে উঠেছে। গাটোকে একটা ক্যারাভান থেকে বেরুতে দেখা গেল। পাশের ক্যারাভানের সিঁড়ির কাছে থামল সে, কারও সাথে কথা বলছে। ত্রিশ সেকেন্ড পর আবার সে এগোল। এদিকে তার পিছনের ক্যারাভানগুলোর লোকজন গাড়ির পিছনে ট্রেইলার জুড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

'রওনা হচ্ছে ওরা?' রানার দিকে অবাক হয়ে তাকাল দিনা। 'কেন? কয়েকটা পটকা ফাটার আওয়াজে ভয় পেয়ে গেল নাকি?'

'না।'

'তবে?'

'আমার জন্যে হঠাৎ ওদের এই ব্যস্ততা।'

'মানে?'

'নদী থেকে গোসল করে লোকটা ফেরার পর এখন ওরা বুঝতে পারছে সত্যিই আমি ওদের পিছনে লেগে আছি।'

'তার সাথে ওদের এই হঠাৎ তাড়াহুড়ো করে রওনা হবার কি সম্পর্ক?'

'আছে। কি এবং কতটা আমি জানি তা ওরা জানে না। জানে না এখন আমি দেখতে কেমন। শুধু জানে দেখতে এখন আমি আর আগের মত নই।'

'তোমার কথার মাথামুণ্ড কিছু আমি...'

'এই আরলেসে আমাকে ওরা চিনতে পারবে না,' বলল রানা। 'আমি কোথায় আছি বা কোথায় থাকব, কিছুই ওরা জানে না। ওরা চাইছে ওদেরকে আমি অনুসরণ করি, তাহলে আমাকে চেনার একটা সম্ভাবনা দেখা দেবে, তাই না? সেজন্যেই ওরা রওনা হচ্ছে। আমাকে নিজেদের পছন্দ মত এক কোণে অথবা নির্জন কোন খোলা জায়গায় পেতে চাইছে ওরা।'

'মাই গড!'

'আজ রাতে কামারগুয়ের গভীরে কোথাও আস্তানা গাড়বে ওরা,' বলল রানা, চিন্তিত দেখাচ্ছে ওকে। 'আশা করছে সেখানে আমাকে আটকাতে পারবে। জানে, ওদের ক্যারাভান যেখানে থাকবে আমিও তার কাছাকাছিই থাকব।'

'তাহলে? নিশ্চয়ই ওদেরকে আমরা অনুসরণ করতে যাচ্ছি না?'

'না।'

ঠোঁট একটু বাঁকা হলো দিনার, হাসছে। 'ভয় তাহলে এক-আধটু তুমিও পাও?'

'মানুষ যখন, তাছাড়া তোমারই বক্তব্য অনুযায়ী, বোকাও নই, এক-আধটু ভয় তো পাওয়া উচিতই,' বলল রানা। 'তবে, অনুসরণ না করলেও ওদেরকে আমি চোখের আড়াল করছি না।'

'ওই আবার শুরু হলো হেঁয়ালি!'

'দিনা, পনেরো মিনিট সময় দিলাম, তৈরি হয়ে নাও। হোটেল থেকে যা কিছু নেবার নিয়ে ফিরে আসতে হবে তোমাকে।'

'কেন?'

'ওদের আগে রওনা হব আমরা।'

'আগে রওনা হবে মানে?'

'এত প্রশ্নের উত্তর দেয়া কঠিন।' বিরক্তির সাথে বলল রানা। 'অনুসরণ করব না, তার কারণ খানিক দূর পর পর রাস্তায় নজর রাখার জন্যে লোক রাখবে ওরা। দক্ষিণ দিকে আজ রাতে খুব বেশি গাড়ি যাবে না, কারণ আজ রাতের উৎসবটাই আরলেসের সবচেয়ে বড় উৎসব। আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টার আগে এখানকার উৎসব ছেড়ে কেউ সেইন্টেস-মেরিজের দিকে যাবে না।'

'কিন্তু নজর রাখলেই বা কি! ওরা আমাদেরকে চিনবে কিভাবে? নিশ্চয়ই এরই মধ্যে...'

'না। এখনও ওরা আমাদেরকে চিনতে পারেনি। এ ব্যাপারে আমি পজিটিভ।

কিন্তু আমাদেরকে চেনার ওদের দরকারও হবে না। ওরা একটা গাড়ি খুঁজবে, যে গাড়িতে একটা জুটি আছে। আরলেসের নাম্বারপ্লেট থাকবে গাড়িটায়, কেননা সেটা অবশ্যই একটা ভাড়াটে গাড়ি হবে। তারা ছদ্মবেশী একটা জুটি খুঁজবে, কারণ ছদ্মবেশ না নিয়ে উপায় নেই আমাদের, ওরা জানে। আর নিরাপদ ছদ্মবেশ বলতেই এখন বোঝায় কাউবয় বা জিপসীদের পোশাক। জুটির মেয়েটি হবে একহারা গড়নের, চোখ দুটো সবুজ, আর লোকটি হবে চওড়া কাঁধের, লম্বা। আজ বিকেলে ভ্যাকারাসের দিকে যে ক'টা জুটি যাবে তাদের ক'টার সাথে এই বর্ণনা মিলবে?'

'মাত্র একটার সাথে,' শিউরে উঠল দিনা। 'কি একখানা ব্রেন! কিছুই তোমার বুদ্ধিকে ফাঁকি দিতে পারে না।'

'ওদের বুদ্ধিকেও ফাঁকি দেয়া সহজ নয়,' বলল রানা। 'তাই আমরা ওদের পিছু পিছু নয়, আগে আগে যাব। দরকার হলেই পিছিয়ে এসে দেখতে পারব, কোথায় ওরা থেমেছে। দক্ষিণ দিক থেকে কোন গাড়িকে আসতে দেখলে ওরা সন্দেহ করবে না। কিন্তু সান-গ্লাসটা চোখ থেকে ভুলেও নামিয়ো না তুমি। তোমার ওই সবুজ চোখ দুটো যে-কোন মুহূর্তে সব বানচাল করে দিতে পারে।'

গাড়ি চালিয়ে হোটেলে ফিরে এল রানা। বাগানের কাছ থেকে গজ পঞ্চাশেক দূরে ছোট্ট পার্কিং লটে থামল।

'যা একান্ত দরকার তাই নেবে। পাঁচ মিনিট অযথা কথা বলে নষ্ট করেছ। আর মাত্র দশ মিনিট হাতে আছে। হোটেলের ভিতর দেখা করব তোমার সাথে।'

'এর মধ্যে নিশ্চয়ই জরুরী কোন কাজ সারতে হবে তোমাকে, তাই না?'

'হবে।'

'আমাকে বলা চলে?'

'না।'

'আশ্চর্য! ভেবেছিলাম এখন তুমি আমাকে বিশ্বাস করো।'

'করি বৈকি। যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি...'

'ফের?'

'ফের।'

ঘুষি উঠিয়ে মারতে গিয়ে খিলখিল করে হেসে ফেলল দিনা। দু'চোখে পানি বেরিয়ে পড়ল। হাসতে হাসতেই গাড়ি থেকে নেমে বাগানের ফটক পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল দিনা।

গাড়ি রেখে পায়ে হেঁটে পোস্ট অফিসে পৌঁছুল রানা। দেখল, ওর জন্যে একটা টেলিগ্রাম অপেক্ষা করছে। সেটা নিয়ে গাড়িতে ফিরে এল ও। খুলল। মেসেজটা ইংরেজিতে টাইপ করা:

> 'মিনিং আনক্লিয়ার স্টপ কোট ইট ইজ এসেনশিয়াল দ্যাট কনটেন্টস্ বি ডেলিভারড আইগুয়েজ মরটেস অর গ্রাউ দু রোয়ি বাই মানডে মে টোয়েনটি ফোর ইন্ট্যাক্ট অ্যান্ড রিপিট অ্যান্ড ইনকগনিটো স্টপ ইফ ওনলি ওয়ান পসিবল ডু নট ডেলিভার কনটেন্টস্ স্টপ ইফ পসিবল রিলেটিভ এক্সপেনডিচার ইম্ম্যাটেরিয়াল স্টপ নো সিগনেচার।'

দু'বার মেসেজটা পড়ে আপন মনে মাথা নাড়ল রানা। অর্থ কোথাও অপরিষ্কার নয়, সব পরিষ্কার বুঝেছে ও। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে ছিঁড়ে টুকরো করা টেলিগ্রামটা পুড়িয়ে ফেলল অ্যাশট্রেতে। চারদিক কয়েকবার দেখে নিল ভাল করে কেউ ওকে বা গাড়িটাকে লক্ষ্য করছে কিনা। কেউ তাকিয়ে নেই এদিকে। ভিউমিররে দেখা গেল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগার সবুজ রঙের রোলস-রয়েসকে, প্রায় তিনশো গজ দূরে ট্রাফিক লাইটের নির্দেশে থামছে। উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে সামনে তাকাল রানা। পশ্চিম দিক থেকে আসছে ইহুদী জুটি। বাতাস খেতে বেরিয়েছে, অলস পায়চারির ভঙ্গিতে এগোচ্ছে বাগানের দিকে। মেয়েটির শুধু রূপ আছে তাই নয়, রূপ ফোটাতে এবং ছড়াতেও জানে। হাঁটাটা বড় সুন্দর লাগছে রানার চোখে। ছন্দময়। পাশ থেকেও মেয়েটির নিতম্বে অদ্ভুত একটা তোলপাড় লক্ষ্য করল ও।

জানালা দিয়ে মাথাটা বাইরে বের করল রানা। টেলিগ্রামের এনভেলাপটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করল, তারপর লোহার জাল দিয়ে বন্ধ করা নালাতে ফেলে দিল টুকরোগুলো।

গাড়ি থেকে নেমে বাগানের দিকে এগোল রানা। ইহুদি জুটির পাশ ঘেঁষে যেতে হলো ওকে। মেয়েটি তাকিয়ে আছে দেখে হাসল ও। এক সেকেন্ড ইতস্তত করার পর উত্তরে মেয়েটিও মৃদু একটু হাসল। দশাসই লোকটা তখন উপর দিকে তাকিয়ে আকাশে মেঘের বাহার দেখছে, নাকি দিনের আকাশে তারা খোঁজার চেষ্টা করছে, চোখে গাঢ় রঙের চশমা থাকায় ঠিক বুঝতে পারল না রানা।

লাল সিগন্যালের বাধা পেয়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু সেদিকে খেয়ালই নেই যেন প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগার। গভীর তন্ময়তার সাথে একটা নোট বুকে খসখস করে কি যেন লিখতে মশগুল সে। আশ্চর্য ব্যাপার হলো, জিপসী লোকগীতি টুকে রাখার জন্যে যে নোটবুকটা ব্যবহার করে সে, এটি সেটি নয়। সন্তুষ্ট চিত্তে একটা হাঁফ ছাড়ল, সস্নেহ দৃষ্টিতে চোখ বুলাল এইমাত্র শেষ করা লেখাটার উপর, মাথাটা আপন মনে নেড়ে যেন প্রশংসা করল নিজের লেখাটারই, তারপর রেখে দিল নোটবুকটা। একটা হাভানা চুরুট ধরাল সে। বোতামে চাপ দিল। নিঃশব্দে নেমে গেল গাড়ির মাঝখান থেকে কাঁচের পর্দাটা। ভিউমিররে চোখ রেখে প্রিন্সের দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাল ইফফাত।

'মাই ডিয়ার, জিজ্ঞেস করার দরকার নেই,' প্রিন্স বলল, 'তবু মনটা কেন যেন খুঁত খুঁত করছে। আমার নির্দেশ মত সব কাজ করেছ তো?'

'অক্ষরে অক্ষরে, মঁশিয়ে দ্য মুরগা।'

'উত্তরটা?'

'নব্বই মিনিট, ভাগ্য যদি ভাল হয়। তা না হলে আড়াই ঘণ্টা।'

'কোথায়?'

'উত্তরে চারটে জায়গার নাম পেয়েছি, মঁশিয়ে দ্য মুরগা। পোস্ট রেস্ট্যান্ট, আরলেস, সেইন্টেস-মেরিজ, আইগুয়েজ-মরটেস এবং গ্রাউ দু রোয়ি। সন্তোষজনক, আশা করি?'

'সাংঘাতিক!' তৃপ্তির উজ্জ্বলতায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল প্রিন্সের মুখটা। 'এক এক সময় ভাবি, মাই ডিয়ার, তোমাকে ছাড়া কিভাবে বেঁচে থাকব আমি!' নিঃশব্দে উঠে গেল কাঁচের পর্দাটা। সবুজ সিগন্যাল বাতি জ্বলে উঠতেই নিঃশব্দে ছুটতে শুরু করল রোলস-রয়েস। হাতের সিগারটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে সীটে হেলান দিল প্রিন্স। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। কৌতুক ফুটে উঠল তার চেহারায়। যা দেখছে, তাই ভাল লাগছে, হাসি পাচ্ছে। অকস্মাৎ মুখের ভাব বদলে গেল তার। উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে সামনে তাকিয়ে আছে সে। প্রায় দু'ইঞ্চি ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে। এটা তার একটা অসাধারণ কৌতূহলী হয়ে পড়ার লক্ষণ। বোতামে চাপ দিয়ে কাঁচের পর্দা নামাল সে।

'নীল অস্টিনটা দেখতে পাচ্ছ? ওটার পিছনে একটা পার্কিং স্পেস, তাই না? ওখানে থামো।'

নিঃশব্দে থামল রোলস। কোন শব্দ না করে দরজা খুলল প্রিন্স। শরীরের বোঝা নিয়ে চোখের পলকে নেমে গেল সে। নিঃশব্দ পায়ে লোহার জাল দিয়ে ঢাকা নালার দিকে এগোচ্ছে। থামল। লোহার জালের উপর হলুদ এনভেলাপের ছেঁড়া টুকরো পড়ে রয়েছে কয়েকটা। সেগুলো দেখল খুঁটিয়ে। তারপর তাকাল ইহুদি লোকটার দিকে। সবে মাত্র সিধে হয়ে দাঁড়াচ্ছে লোকটা, হাতে কয়েকটা ছেঁড়া কাগজের টুকরো।

'কিছু বুঝি হারিয়ে ফেলেছেন?' সবিনয় ভদ্রতার সাথে জানতে চাইল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। 'খুঁজতে সাহায্য করব আপনাকে?'

'বড় বেশি দয়া আপনার।' নিখুঁত, ঝরঝরে ইংরেজিতে বলল লোকটা। 'তেমন কিছু না। আমার স্ত্রী এই মাত্র তার একটা ইয়ার-রিঙ হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু এখানে কোথাও নেই সেটা।'

'শুনে খুব দুঃখ পেলাম,' কথাটা বলে এগোল প্রিন্স। ফটক পেরিয়ে বাগানে ঢুকল। ইহুদির স্ত্রীর পাশ ঘেঁষে যাবার সময় মাথা নত করে সম্মান দেখিয়ে মৃদু হাসল সে। এর মধ্যে লক্ষ্য করতে ভুলল না, মেয়েটির হাসির মধ্যে অপরূপ একটা সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। মনে মনে স্বীকার করল, এমন সুন্দরী মেয়ে সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। আরও লক্ষ্য করল, মেয়েটির দু'কানে দুটো ইয়ার-রিঙ রয়েছে।

দীর্ঘ পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে রুকার সামনে দাঁড়াল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা।

গম্ভীর হয়ে উঠল তার চেহারা। বলল, 'রুকা, মাই ডিয়ার, তোমাকে অসুখী দেখাচ্ছে!'

'না তো...'

'হ্যাঁ। মানুষের মুখ দেখেই আমি তার মনের ভাব বুঝতে পারি। সত্যি কথা বলো। খিদে পেয়েছে?'

'আরে না!' প্রায় আঁতকে উঠল রুকা।

ধীরে ধীরে তার পাশে বসল প্রিন্স। 'বুঝেছি! আমাকে সন্দেহ হচ্ছে তোমার!' রুকার একটা হাত তুলে নিল নিজের হাতে। 'আমাকে তুমি ভুয়া ভাবছ। এক্ষুণি ফোন করো, যাও। তোমার বাবাকে জিজ্ঞেস করো, আমি কে! তার কথা বিশ্বাস

করতে বাধা নেই তো? যাও। আমি প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা বলছি, যাও, ফোন করে জেনে নাও…'

'প্লীজ, মুরগা! প্লীজ!' রুকা চাপা কণ্ঠে বলল। 'এত জোরে চেঁচাচ্ছ যে…'

হঠাৎ খাদে নেমে গেল প্রিন্সের গলা। 'বেশ। ধরে নিচ্ছি, আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারছ আবার। এক্ষুণি রওনা হবার জন্যে তৈরি হও, রুকা, মাই ডিয়ার। জরুরী ব্যাপার। হঠাৎ জিপসীরা রওনা হতে যাচ্ছে, অন্তত আমরা যাদের প্রতি আগ্রহী, তারা। ওরা যাবে যেখানে, আমরাও যাব সেখানে।' চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছে রুকা, প্রিন্স তার কাঁধ ধরে চাপ দিয়ে বসিয়ে রাখল তাকে। 'রওনা হওয়াটা জরুরী হলেও, তার চেয়ে জরুরী কাজ এখনও বাকি রয়েছে।'

'কি, মুরগা?'

'কথাটা তোমাকে এর আগেও কতবার বলেছি, আবারও বলছি, ভবিষ্যতেও বলব: দুনিয়া রসাতলে যাক, কোন দিকে তাকাবার আগে পেটটাকে ভরে নেবে। ওটার দাবি সবচেয়ে আগে।'

চমকে উঠল রুকা। 'এর মধ্যে তোমার আবার খিদে পেয়েছে?'

'ওটা সারাক্ষণ পেয়েই আছে। ডাক্তারের নিষেধ, তা না হলে ডাইনিং রুম ছেড়ে কোথাও এক পা নড়ার লোক আমি নই।'

নিরাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রুকা। 'দুনিয়ার সব লোক যদি তোমার মত হত…' শিউরে উঠল সে। 'ভাবতে ভয় পাই!'

'ভয় পাবার কিছুই নেই। দুনিয়ার সব লোকের খিদে আমার মত হলে তাতে লাভ বৈ লোকসান ছিল না। সবাই আমার মত সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হত। বুদ্ধিও বেশি…'

'এত খাবার আসত কোত্থেকে?'

'আমরা পরস্পরকে ধরে ধরে খেতাম। যাদের গায়ে জোর বেশি, বুদ্ধি বেশি তারা বাঁচত, বাকিরা তাদের খাদ্যে পরিণত হত। দুনিয়াটা হত স্বল্প সংখ্যক লোকের আবাস, জন্মনিয়ন্ত্রণের ঝামেলা পোহাতে হত না।'

'তুমি…তুমি…'

'তুমি খামোকা আতঙ্ক বোধ করছ, রুকা, মাই ডিয়ার,' প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা গম্ভীর। 'খাওয়া-খাওয়িটা পুরুষে পুরুষে হত, মেয়েদেরকে এসবের উর্ধ্বে রাখার ব্যবস্থা অবশ্যই থাকত। তাদের ঘাড়ে চাপত একটাই দায়িত্ব: পরাজিত অর্থাৎ নিহত পুরুষকে মশলা সহযোগে রান্না করে বিজয়ী পুরুষকে পরিবেশন করা।'

বোবা হয়ে গেছে রুকা। তবে জ্ঞান হারাবার কোন লক্ষণ এখনও তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। তার কারণ সম্ভবত এই যে আশপাশের টেবিলের লোকজন অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে প্রিন্সের দিকে, তা রুকার দৃষ্টি এড়ায়নি। সকলের মনের ভাব বুঝতে পেরে চঞ্চল হয়ে উঠল রুকা। তাড়াতাড়ি জোর করে একটু হাসল সে। 'ওহ্ মুরগা! তুমি এমন রসিকতা করতে পারো!'

'তুমি জানো, খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে,' প্রতিটি শব্দ এক একটা হুঙ্কার হয়ে বেরুচ্ছে প্রিন্সের গলা থেকে, 'আমি রসিকতা পছন্দ করি না।'

রুকা বুঝতে পারল, চুপ করে থাকাই এখন সবচেয়ে ভাল।

তিন

কামারগুয়ে।

নবাগতের চোখে কামারগুয়েকে বৈরী, পরিত্যক্ত ভূখণ্ড বলে মনে হবে। বিশাল আকাশের নিচে গোটা এলাকাটা অনুর্বর, জনশূন্য। দীর্ঘ দিগন্তরেখার যেন শেষ নেই কোথাও, মাঝখানে নিঃস্ব প্রান্তর। বহুকাল আগে জীবন পরিত্যাগ করেছে এলাকাটাকে। মসৃণ ইস্পাত-নীল গম্বুজের উপর ঝুলছে একচোখো শয়তানের মত নির্দয় সূর্য, নিচে অনাদিকাল থেকে পুড়ে বিবর্ণ হচ্ছে কামারগুয়ে। কিন্তু নবাগত এখানে কিছুদিন থাকলে বুঝতে পারবে একনজরে দেখে যা সে ভেবেছিল তা সঠিক নয়। কামারগুয়ে কর্কশ এবং বিবর্ণ হতে পারে, কিন্তু মৃত বা বৈরী নয়। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় মরুভূমির মত বা সাইবেরিয়ান তুন্দ্রার মত অনুর্বর বা প্রতিশোধপরায়ণ নয় সে। এখানে পানি আছে। এবং পানি থাকা মানে জীবন থাকা। ছোট বড় লেকের কোন সংখ্যা-সীমা নেই। কোনটা তেমন গভীর নয়, ঘোড়ার হাঁটু পর্যন্ত ডোবে না। কোনটা এত গভীর যে, দু'তলা বাড়ি অনায়াসে ডুবে যাবে। রঙের বাহার, তাই আছে কামারগুয়েতে। বাতাসতাড়িত লেকের পানি কখনও সবুজ কখনও নীল হয়ে ওঠে। গাঢ় সবুজ রঙের শ্যাওলা ফিতের মত বেড় দিয়ে আছে লেকের চারধারে। মুকুট পরা সাইপ্রেস গাছগুলো প্রায় কালচে রঙের। বাতাসকে হুমকি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গাঢ় সবুজ রঙের পাইন গাছের সারি। শুকনো খটখটে বিস্তীর্ণ এলাকায় ধূসর, সবুজাভ ঝোপ রঙ এবং প্রাণের অস্তিত্ব প্রমাণ করছে। এবং সচল প্রাণের চিহ্নও ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। পাখিদের এটা যেন একটা নিজস্ব ভুবন। তাদের সংখ্যা গুনে শেষ করতে যাওয়া আকাশের তারা গুনতে চেষ্টা করার মতই পণ্ডশ্রম। আর আছে, গৃহপালিত জীবের কদাচ আনাগোনা। সাদা ঘোড়ার সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়। ছোট ছোট খামারগুলো রাস্তা থেকে দেখতে পাওয়া যায় না। সেগুলো অনেক ভিতর দিকে এবং গাছপালার আড়ালে নিখুঁতভাবে লুকানো। তবে কোন সন্দেহ নেই, কামারগুয়ের বেশিরভাগ এলাকা অনুর্বর, সমতল, তৃণহীন এবং জনশূন্য।

নীল অস্টিন এখন দক্ষিণ দিকে ছুটছে। আরলেস আর সেইন্টেস-মেরিজের মাঝখানে রয়েছে ওরা। নবাগতা দিনার চোখে কামারগুয়েজে নিঃস্ব, বৈরী বলেই মনে হচ্ছে। তার উৎসাহে ক্রমশ ভাটা পড়ছে। সেই সাথে ম্লান এবং গম্ভীর হয়ে উঠছে মুখের চেহারা। বার কয়েক রানার দিকে তাকাল সে। কিন্তু তার মনের কথা বুঝতে পেরেও কোন কথা বলছে না রানা। বেশ খুশিই দেখাচ্ছে ওকে। বিপদের মধ্যে রয়েছে, চেহারা দেখে তো বোঝার কোন উপায়ই নেই। কেমন মানুষ! ভাবছে দিনা। কেমন আশ্চর্য মানুষ! এরই মধ্যে সব ভুলে গেছে নাকি? আরও গম্ভীর হয়ে উঠল তার চেহারা। জানালা দিয়ে কর্কশ, বিবর্ণ এলাকাটা

আরেকবার দেখে নিয়ে রানার দিকে ফিরল সে।

'এখানে মানুষ বাস করে?'

'বাস করে বাচ্চা দেয়, মারা যায়।'

'থামো! আচ্ছা, এত যে কাউবয়দের গল্প শুনেছি, এই ভয়াল জায়গাতেই তো তাদের থাকার কথা, কিন্তু দেখছি না কেন?'

'শুঁড়িখানায় ভিড় জমিয়েছে সবাই, সম্ভবত। সময়টা উৎসবের, ভুলে যাচ্ছ কেন? ছুটির দিন।' দিনার দিকে ফিরে হাসল রানা। 'আমাদের জন্যে দিনটা ছুটির হলে ভাল হত, কি বলো?'

'কিন্তু তোমার জীবনটাই তো লম্বা একটা ছুটি! তোমার মুখ থেকেই শুনেছি।'

'আমি বলেছিলাম, আমাদের জীবনটা।'

'ভাবতে বড় রোমাঞ্চ লাগে,' রানার দিকে সকৌতুকে ঝুঁকে পড়ল দিনা। 'শেষ কবে ছুটি ভোগ করেছ মনে পড়ে কি?'

'সত্যি বলতে কি, মনে পড়ে না।'

'তোমাকে ভাবতে ভাল লাগে, পেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু জানি, তোমাকে পেয়ে সুখ নেই।'

সামনের দিকে তাকাল দিনা। আধ মাইল দূরে, রাস্তার বাঁ দিকে, বেশ বড় একটা এলাকা জুড়ে অনেকগুলো দালান দেখা যাচ্ছে।

'মানুষ তাহলে সত্যি বসবাস করে এখানে!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল দিনা। 'আমি ভেবেছিলাম না জানি কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাকে! কি ওগুলো…মানে…'

'খামার বলতে পারো, ছোট গ্রাম বলতে পারো, সরাইখানা বলতে পারো। রাত কাটাবার ব্যবস্থা আছে। রেস্তোরাঁ আছে। ঘোড়ায় চড়তে শেখার স্কুল আছে। মাস দ্য লাভিগনোলি জায়গাটার নাম।'

'এর আগে তাহলে এসেছ এখানে?'

'ছুটি কাটাতে,' মৃদু হেসে বলল রানা।

'নিশ্চয়, নিশ্চয়!' সামনের দৃশ্যে আবার মন দিল দিনা, তারপর হঠাৎ ঝুঁকে পড়ল জানালার দিকে। ফার্মটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে। পিছনে বাতাসের দাপট ঠেকাবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি পাইন গাছ। গাছগুলোর ঠিক পিছনে, ফাঁক দিয়ে যে দৃশ্যের আভাস পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে বুঝতে পারছে সে কামারগুয়েতে শুধু জীবন নয়, আনন্দঘন জাঁকজমকপূর্ণ জীবনের অস্তিত্ব আছে। অনেকগুলো ক্যারাভান এবং একশোর উপর প্রাইভেট কার এলোমেলো ভাবে দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার ডান দিকের শক্ত মাটিতে। বাঁ দিকের মাঠে ঘাসের চেয়ে ধুলো বেশি, সেদিকে উজ্জ্বল রঙের তাঁবু ফেলা হয়েছে। অধিকাংশ তাঁবুর সামনের দিকটা খোলা, ভিতরে টেবিল চেয়ার পাতা। টেবিলে তিল ধারণের জায়গা নেই। পানীয় এবং হালকা নাস্তায় ভর্তি। প্রায় প্রতিটি টেবিলে নারী-পুরুষের ভিড় লেগে আছে। তাঁবুগুলোর পাশেই ক্যানভাস ছাওয়া দোকান পাট। রীতিমত মেলা বসে গেছে বিরাট জায়গা জুড়ে। স্যুভেনির, কাপড়, ক্যান্ডি, টুপি, পুতুল, পটকা—দুনিয়ার জিনিস বেচাকেনা চলছে। শূটিং গ্যালারি, রুলেত টেবিল ছাড়াও ভাগ্য পরীক্ষার

নানান আয়োজন করা হয়েছে। হাজার কয়েক লোক ঘোরাফেরা করছে মেলায়। সবাই হাসিখুশি। লোকজনকে রাস্তা পেরোবার সুযোগ করে দিয়ে গাড়ির স্পীড কমাল রানা।

'এখানে এসব কেন?' জানতে চাইল দিনা।

'এখানে এসব নয়ই বা কেন?' বলল রানা। 'উৎসবটা নির্দিষ্ট কোন এক এলাকার একচেটিয়া নয়। কামারগুয়েতে আরলেসই একমাত্র জায়গা নয়। অনেকেই আরলেসকে কামারগুয়ের অংশ বলে মেনে নিতে রাজি নয়। এমন অনেক সম্প্রদায় আছে উৎসবের সময় যারা নিজেদের এলাকায় আনন্দ-ফুর্তির আয়োজন করে।'

'সবই দেখছি জানো তুমি!' বিরাট এবং উঁচু একটা মাটির তৈরি স্টেডিয়ামের দিকে তাকাল দিনা। সেদিকে রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানতে চাইল, 'শ্রীমান সবজান্তা, বলিতে পারেন উহা কি? খোঁয়াড় নাকি?'

'ওটা একটা পুরানো ধাঁচের বুল-রিঙ। ওটাই হবে আজ বিকেলের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। প্রচণ্ড ভিড়ে কিছু লোক জ্ঞান হারাবে, দু'একজন মারাও যেতে পারে।'

'বলো কি! স্পীড বাড়িয়ে দাও গাড়ির।'

স্পীড বাড়িয়ে দিল রানা। পনেরো মিনিট চুপচাপ কাটল। সরল রেখার মত টানা রাস্তার শেষ প্রান্তে পৌঁছে স্পীড কমাল ও। রাস্তা থেকে কিনারে উঠে এল গাড়ি। সন্ধানী চোখে তাকাল রানার দিকে দিনা। ব্রেক কষে গাড়ি থামিয়ে নিচে নামল রানা।

'মানে?'

'ফেলে আসা রাস্তাটা সোজা, লম্বায় দু'মাইল,' বলল রানা। 'জিপসীদের ক্যারাভান ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল এগোয়। তার মানে ওদেরকে দেখার পর কেটে পড়ার জন্যে হাতে চার মিনিট সময় পাব আমরা।'

'বুঝলাম। কিন্তু এখানে থামলাম কেন? এখন কি করা?'

'তুমি রাজি থাকলে প্রেম করা যায়।'

'আমি রাজি,' হাসল দিনা। 'বিয়েটা ভালয় ভালয় চুকে যাক, তারপর—কেমন?'

লক্ষ্মী ছেলের মত মাথা কাত্ করে মেনে নিল রানা, বলল, 'আচ্ছা। এখন তাহলে আরেকটা কাজ করা যেতে পারে। লাঞ্চটা খেয়ে নিই, কি বলো?'

'চলো।'

দশ মাইল উত্তরে, ওই একই রোডে ধুলোর বিশাল পাহাড় তুলে জিপসী ক্যারাভানের একটা কনভয় এগোচ্ছে দক্ষিণ দিকে। শুধু একটি ছাড়া সবগুলো ক্যারাভান ধুলোয় ধূসরিত, ধুধু প্রান্তরের বিবর্ণতার সাথে আশ্চর্যভাবে মিলে গেছে সেগুলোর চেহারা।

কনভয়ের সবচেয়ে আগে জার্দার ক্যারাভান। হলুদ ব্রেক ডাউন ট্রাক টেনে

নিয়ে চলেছে উজ্জ্বল রঙ মাখানো মস্ত ট্রেইলারটাকে। বারো ঘণ্টা আগে নতুন করে রঙ চড়ানো হয়েছে ট্রাক এবং ট্রেইলারের গায়ে, ইতিমধ্যে তা শুকিয়েও ফেলা হয়েছে। জার্দা নিজে বসেছে ড্রাইভিং সীটে। তার একপাশে পল সুয়েনি, অপর পাশে লায়রো।

কিছুটা ব্যান্ডেজ খোলা হয়েছে জার্দার মুখ থেকে, তাতে আরও বীভৎস দেখাচ্ছে চামড়া ওঠা ক্ষতগুলো। দু'হাতে স্টিয়ারিং হুইল ধরে বসে আছে জার্দা, কিন্তু চেয়ে আছে লায়রোর দিকে। তার চোখে খুশি মাখা দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে উপচে পড়ছে প্রশংসা।

'তোমার কাজে আমি খুশি হয়েছি, লায়রো,' বলল জার্দা। 'তোমার মত আর একজন লোক সাথে থাকলে পঞ্চাশ জন ধর্মযাজকের সাহায্যও দরকার হবে না আমার।'

'আমার কাছ থেকে তুমি অ্যাকশন আশা করতে পারো না,' প্রতিবাদের সুরে বলল পল সুয়েনি। 'দৌড়াদৌড়ি করে কিছু একটা ঘটানো আমার কাজ নয়।'

'তোমার কাজ বুদ্ধি যোগান দেয়া,' এক পলকে হাসি উবে গেছে জার্দার মুখ থেকে। তীব্র ব্যঙ্গের সুরে বলল সে, 'জার্দার বেলায় এত টান পড়ছে কেন?'

'পলের ওপর কঠিন হওয়া উচিত নয় আমাদের,' লায়রো সহানুভূতির সুরে বলল। 'আমরা জানি, ওর ওপর সাংঘাতিক চাপ রয়েছে। দৌড়-ঝাঁপের কাজ করা ওর ধাতে সয় না, একথা ঠিক। তাছাড়া, আরলেসকে ও চেনেও না। আমার কথা আলাদা। আমি জন্মেছি ওখানে, নিজের হাতের রেখাগুলোর মতই সব চিনি।'

'তোমার কৃতিত্ব আমিও স্বীকার করছি,' বলল পল সুয়েনি। 'কিন্তু তাই বলে…'

তাকে থামিয়ে দিল জার্দা। 'কিন্তু তাই বলে তোমাকে কোলে তুলে চুমো না খাবার কি কারণ আছে! এই বলতে চাইছ, না?'

পল সুয়েনি অন্য দিকে ফিরিয়ে নিল মুখ।

পরিবেশটা হালকা করার জন্যে মৃদু কণ্ঠে লায়রো বলল, 'যা বলছিলাম। আরলেসের যে দোকানগুলো জিপসী আর উৎসবের পোশাক বিক্রি করে সবগুলোই চিনি আমি। মনে হয় অনেক দোকান, আসলে কিন্তু তা নয়। যাদের সাহায্য নিয়েছি তারাও সবাই স্থানীয় লোক। কিন্তু ভাগ্যবান যদি বলতে হয়, সে আমি। প্রথমবারই যে দোকানে ঢুকলাম, সেখানেই সমস্যার সমাধান পেয়ে গেলাম।'

'ভাল কথা, আশা করি তেমন জোর জার খাটাওনি…?'

'ছি, ছি! গায়ের জোর খাটানো আমার পদ্ধতি নয়। তাছাড়া, আরলেসে আমাকে চেনে না এমন কেউ নেই। কার ওপর জোর খাটাব? তার দরকারই পড়েনি। মাদাম বভেয়ারকে আমি চিনি, সবাই চেনে। দশটা ফ্র্যাঙ্ক পেলে সে তার মাকেও ধাক্কা দিয়ে নদীতে ফেলে দেবে। তাকে আমি পঞ্চাশ ফ্র্যাঙ্ক দিয়েছি।' দাঁত বের করে হাসছে লায়রো। 'গড় গড় করে সব ফাঁস করে দিল।'

'নীল আর সাদা পোলকাডটেড শার্ট, সাদা সমব্রেরো মেক্সিকান টুপি, কালো এমব্রয়ডারি করা ওয়েস্টকোট,' প্রশংসার দৃষ্টিতে আবার লায়রোর দিকে তাকিয়ে

হাসল জার্দা। 'জানাজায় একজন সার্কাসের ভাঁড়কে খুজে বের করার চেয়েও সহজ কাজ।'

'তা ঠিক। কিন্তু সে যদি ধারে কাছে থাকে তবেই।'

'থাকবে বৈকি,' আত্মবিশ্বাসে ভরপুর জার্দার কণ্ঠস্বর। 'এই ক্যারাভান কনভয় যেখানে থাকবে, সে-ও সেখানে থাকবে। এইটুকু অন্তত এরই মধ্যে জানা হয়েছে আমাদের। লায়রো, তুমি শুধু তোমার পরবর্তী দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ থাকো।'

'এদিকে দুশ্চিন্তার কোন কারণই নেই,' দৃঢ় গলায় বলল লায়রো। 'লোকটা যে উদ্ভট টাইপের, তাতে আমার অন্তত বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। দর্শকরা ব্যাপারটাকে মেনে নেবে, কেননা ঠিক এই ধরনের পাগলের পাগলামির সাথে এর আগেও বহুবার তাদের পরিচয় হয়েছে। বীরত্ব আর কৃতিত্ব দেখাবার জন্যে এইসব হীরোরা অসম্ভব সব কাজ করে বসে। তাছাড়া, অসংখ্য লোক দেখতে পাবে, রানাকে আমরা সম্ভাব্য সব রকম বাধা দেয়ার পরও সে গায়ের জোরে আমাদের হাত থেকে ছুটে গিয়ে রিঙের ভিতর ঢুকে পড়ল।'

'ষাঁড়টার খবর কি, এবার তাই বলো।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। সবদিক সামলাবার দায়িত্ব নিয়েছি আমি।'

কিন্তু তবু উদ্বেগ আর সংশয় কাটে না জার্দার। জানতে চায়, 'বিশেষভাবে চোখা করা হয়েছে তো শিংগুলো? যেমন কথা ছিল?'

'নিজে দাঁড়িয়ে কাজটা করতে দেখেছি আমি,' রিস্টওয়াচ দেখল লায়রো। 'আরও তাড়াতাড়ি পৌঁছুবার ব্যবস্থা করলে হত না? জানেনই তো আর বিশ মিনিট পর আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

'ভয় নেই,' বলল জার্দা। 'দশ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাব আমরা মাস দ্য লাভিগনোলিতে।'

কনভয়ের পিছনে ধূলোর পাহাড়, সেখান থেকে পাঁচ সাতশো গজ পিছনে থেকে রাজকীয় ভঙ্গিতে ছুটছে প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগার রোলস-রয়েস। হুড তুলে দেয়া হয়েছে গাড়ির। তবে রুকা একটা রঙচঙে ছাতা মেলে ধরে আছে প্রিন্সের মাথার উপর।

'ঘুমটা ভাল হয়েছে তো, মুরগা?' সুমিষ্ট গলায় খোঁজ নিল রুকা।

'ঘুম? দুপুরে আমি কক্ষনো ঘুমাই না। এমনিতেই খাবার সময় পাই না, আবার ঘুম? তবে চোখ আধ বোজা করে কিছুক্ষণ শুয়ে ছিলাম। বুদ্ধির চর্চা করার সময় সাধারণত এই ভঙ্গিটা গ্রহণ করে থাকি।'

'তাই বলো! এতক্ষণে পরিষ্কার হলো ব্যাপারটা,' প্রিন্সের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে হলে কূটনীতির আশ্রয় নিতে হবে, এটা জেনে নিয়েছে এর মধ্যে রুকা। দ্রুত প্রসঙ্গ বদলাল সে। 'আচ্ছা,...'

'প্রশ্ন করতে যাচ্ছ?'

'কিভাবে যে মনের কথা টের পেয়ে যাও!'

'প্রশ্নটা কি?' নড়েচড়ে বসল প্রিন্স। 'ওয়েট এ মিনিট। তার আগে ঘড়ি দেখে

বলো ক'টা বাজে।'

'তিনটে…'

'তিনটে বেজে গেছে?' প্রায় আর্তনাদ করে উঠল প্রিন্স। 'কি হবে এখন! দুটো পঞ্চাশ মিনিটে দেড় সের কোল্ড ড্রিঙ্ক খাওয়ার কথা ছিল, তিনটে দশে আরও দেড় সের। তার মানে এখনই একবারে তিন সের খেতে হবে। দাও, দাও, খেতেই যখন হবে…দেরি হলে ঘাড়ে আবার সাড়ে চার সের চেপে বসবে।'

'নাহয় ভুলেই গেছ, ঠাণ্ডা জিনিস অতটা একসাথে আর নাই খেলে…'

'নিজেকে আমি কক্ষনো বঞ্চিত করি না। কোন মানুষের নীতি তা হওয়া উচিত নয়।'

প্রিন্সের গাম্ভীর্য দেখে কোল্ড ড্রিঙ্কের একটা কাঁচের জার সীটের নিচে থেকে দু'হাত দিয়ে ধরে তুলল রুকা। বরফের টুকরো ভাসছে জারের গলার কাছে। রুকার হাত থেকে সেটা নিল প্রিন্স। লোভে চকচক করছে চোখ দুটো। তৃষ্ণার্ত চাতকের মত চেয়ে আছে জারের দিকে। পর পর দু'বার ঢোক গিলে জারটা মাথার উপর তুলে কাত করল নিচের দিকে।

ঠাণ্ডা পানীয়ের মোটা একটা ধারা অবিরাম পড়তে শুরু করল। কাপড় ভিজে যাবার ভয়ে একটু সরে বসল রুকা। কিন্তু তার কোন দরকার ছিল না। এক বিন্দু পানীয় এদিক ওদিক কোথাও ছিটকে পড়ল না। প্রিন্সের খোলা মুখে অবলীলায় প্রবেশ করছে হলদেটে পানীয়ের মোটা ধারাটা।

'উফ!' জারটা নামিয়ে রুকার দিকে বাড়িয়ে দিল প্রিন্স। 'আরেকটা!'

আরেকটা জার বের করল রুকা নিচের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ফ্লোর-কেবিনেট থেকে। প্রিন্স সেটাকেও এক নিঃশ্বাসে নিঃশেষ করল। 'এবার বলো, কি যেন একটা প্রশ্ন ছিল তোমার?'

'আরলেসে প্রায় সব ক্যারাভান রয়ে গেল, মাত্র এই ক'টাকে কেন আমরা অনুসরণ করছি?'

'আগেই বলেছি তোমাকে, এগুলোর প্রতিই আগ্রহ রয়েছে আমার।'

'কিন্তু কেন…'

'হাঙ্গেরিয়ান আর রুমানিয়ান জিপসীরা হলো আমার বিশেষ সাবজেক্ট,' কথাটা এমন ধমকের সুরে বলল প্রিন্স যে এ প্রসঙ্গে আর কোন প্রশ্ন করতে সাহস পেল না রুকা।

'আরেকটা কথা।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, বলো কি কথা?'

'দিনা…ওর ব্যাপারে আমি উদ্বিগ্ন না হয়ে পারছি না, মুরগা। তুমি তো জানো, ও আমার…'

'তোমার বান্ধবী দিনা কাজানী ইতিমধ্যেই রওনা হয়ে গেছে। এই রাস্তাতেই, সামনের দিকে কোথাও আছে সে। আরও শোনো, তার পরনে এখন অত্যন্ত দামী আরলেসীয় পোশাক…'

'জিপসী পোশাক, মুরগা?'

'না। আরলেসীয় পোশাক।' দৃঢ় কণ্ঠে বলল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। 'আমার চোখ খুব কম জিনিসই দেখতে বাকি রাখে রুকা, মাই ডিয়ার। তুমি যখন তাকে দেখেছ, সে জিপসী পোশাকই পরে ছিল বটে, কিন্তু সে যখন রওনা হয় তখন তার পরনে ছিল আরলেসীয় উৎসবের পোশাক।'

'কিন্তু হঠাৎ কেন আবার পোশাক...'

'আমি কিভাবে জানব?'

'যেতে দেখেছ তুমি?'

'না।'

'তাহলে কিভাবে...'

'আমার প্রিয় ইফফাতও খুব কম জিনিস দেখতে বাকি রাখে। দিনা, তোমার বান্ধবী, তার আগের সেই বখাটে ছোকরাকে বাতিল করে দিয়ে নতুন এক কাউবয় বাগিয়ে নিয়েছে। সেই বখাটে ছোকরা—কি যেন নাম ছোঁড়ার? রানা! তার কি যে গতি হয়েছে, গড নোজ। দিনার নতুন এই প্রেমিকটা—হ্যাঁ, সুপুরুষ বটে! ছুঁড়ীর চয়েস আছে বলতে হবে। বিছানায় বলো, রাস্তায় বলো, দিনাকে আনন্দ দিতে পারবে, সন্দেহ নেই! মাই গড, মেয়েরা কেমন হয়, ভাব একবার! কত তাড়াতাড়ি তারা সঙ্গী বদল করে! এই জাতটা সম্পর্কে নতুন করে চিন্তাভাবনা...'

'মুরগা!' চেহারায় রাগের ছাপ রুকার, কণ্ঠস্বরে অভিমান। 'তোমার স্পর্ধা...'

'ও গড! দুঃখিত, মাই ডিয়ার। ক্ষমা করো! তোমাকে বাদ দিয়ে গালাগালটা দেয়া উচিত ছিল।' সামনে বাঁ দিকে একটা হাত তুলে ইঙ্গিত করল প্রিন্স। বিকেলের রোদে অপ্রশস্ত পানির একটা রেখা নীলচে পারদের মত জ্বলজ্বল করছে। 'রুকা, মাই ডিয়ার, ওটা কি বলো তো?'

চোখ তুলে এক সেকেন্ডের জন্যে তাকাল রুকা। 'জানি না!' অভিমানে প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠস্বর।

'প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা জীবনে কখনও দ্বিতীয়বার কারও কাছে ক্ষমা চায়নি।'

'সাগর?'

'যাত্রা শেষ, মাই ডিয়ার। ইউরোপের শত শত হাজার হাজার মাইল দূর থেকে যত জিপসী এসেছে, তাদের সবার যাত্রা এখানেই খতম। সাগর নয়, ওটা ইটাং ডে ভ্যাকারাস।

'ইটাং?'

'লেক। লেক ভ্যাকারাস। ওয়েস্টার্ন ইউরোপের সবচেয়ে বিখ্যাত পবিত্র স্থান।'

'অনেক কিছু জানো তুমি, মুরগা।'

'হ্যাঁ, জানি। জানতে হয়,' জোর দিয়ে বলল প্রিন্স।

দু'প্যাকেট লাঞ্চ আর শ্যাম্পেনের একটা বোতল রেখে গাড়ির বুট বন্ধ করে দিল রানা। 'কোথায় সময় কাটাতে হয় কে জানে, সাথে কিছু রাখা ভাল, কি বলো?'

'তা ভাল।' কিন্তু তোমার কথার মধ্যে আমাকে কোন রকম ভয় দেখাবার ব্যাপার নেই তো?' জানতে চাইল দিনা।

'এর আগে মিছে ভয় টয় দেখিয়েছি নাকি?'

'তা দেখাওনি। ভাল কথা, প্রয়োজনীয় আর কিছু কেনাকাটা করতে চাও নাকি?'

'আর কিছুর প্রয়োজন নেই,' বলল রানা। 'খামোকা অপব্যয় করলে জার্দাকে হিসেব দিতে হিমশিম খেতে হবে।' উত্তর দিকে তাকাল রানা। দু'মাইল দীর্ঘ সরল রাস্তা। যানবাহনের কোন চিহ্ন নেই। 'এখন তাহলে, ফিরে যেতে হয় মাস দ্য লাভিগনোলিতে। কনভয়টা নিশ্চয়ই মেলাতে থেমেছে। ষাঁড়ের লড়াই, জিন্দাবাদ!'

'কিন্তু বুল-ফাইট আমি ঘৃণা করি।'

'এখানকার লড়াই দেখে ঘৃণা করবে না তুমি, তোমার হাসি পাবে।'

গাড়ি নিয়ে ফিরে এল ওরা মাস দ্য লাভিগনোলিতে। মেলায় লোকজনের সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক কম, যদিও প্রাইভেট কারের সংখ্যা প্রায় তিন গুণ বেড়ে গেছে। অস্টিন থামতে কাছাকাছি বুল-রিঙ থেকে হাসি আর চিৎকার ভেসে এল, তাতেই কারণটা বোঝা গেল।

মৃদু একটা ঝাঁকুনি দিয়ে স্থির হলো অস্টিন। বুল-রিঙের কথা এই মুহূর্তে ভাবছে না রানা। সীটে বসে সতর্ক চোখে ভাল করে দেখে নিচ্ছে চারদিক।

যা খুঁজছিল তা পেতে বিশেষ বেগ পেতে হলো না রানাকে। 'আমার অনুমানই সত্যি। এখানেই থেমেছে কনভয়টা। জিপসীদের সাথে জার্দাও নিশ্চয় এসেছে।' স্টিয়ারিং হুইলে আঙুল বাজাচ্ছে রানা। 'কিন্তু এমন তো হবার কথা নয়।'

'কি এমন হবার কথা নয়?' ভুরু কুঁচকে উঠল দিনার।

'আশ্চর্য!' আপন মনে বিড় বিড় করছে রানা, দিনার প্রশ্ন কানেই ঢোকেনি। 'এর কারণ কি?'

রানার কাঁধ ধরে নাড়া দিল দিনা। 'কি হলো তোমার? জেগে দুঃস্বপ্ন দেখছ নাকি?'

'এর কারণ কি?' দিনার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল রানা।

'কিসের কি কারণ?'

'ওরা এখানে কেন থেমেছে?'

'কি বলতে চাইছ? ওরা এখানে থামবে, এ আশা তো তুমিই করছিলে। সেজন্যেই তো ফিরে এসেছ, তাই না?'

'ওদের দেরি হচ্ছে দেখে ফিরে এসেছি আমি। এখানে থামবে, এ আমি আশা করিনি। জানতাম, কোথাও থামবে। ভেবেছিলাম এখানেও থামতে পারে। কিন্তু এখানে থামার ওদের কথা নয়।'

'কেন নয়?'

'আমাকে একা পাওয়ার জন্যে, লোকজনের কাছ থেকে দূরে কোথাও পাওয়ার জন্যে, ওদের আরও ভিতরে কোথাও থামার কথা। নির্জন একটা লেকের ধারে থামতে পারত ওরা, সেটাই ওদের জন্যে উচিত হত। ওরা জানে ওরা

যেখানে যাবে, আমিও সেখানে যাব। ওদের সুবিধে মত জায়গায় ওরা থামেনি—কেন? এই জায়গায় ওরা খুব একটা সুবিধে করতে পারবে না, তবু এখানে থেমেছে কেন?'

চুপচাপ বসে থাকল ওরা। খানিকপর দিনা বলল, 'কেন?'

'আরলেসে কি বলেছিলাম মনে আছে? হঠাৎ জিপসীদেরকে রওনা হবার তোড়জোড় করতে দেখে?'

'কিছু কিছু। পরিষ্কার বুঝিনি।'

'যুক্তি দিয়ে যা বুঝেছিলাম তার মধ্যে গলদ আছে কোথাও। নিশ্চয়ই তাই। কিন্তু কোথায়?'

'দুঃখিত। তোমাকে আমি সাহায্য করতে পারছি না। বুঝলে তবে তো!'

'নিজেকে বড় করে দেখছি না আমি,' মৃদু কণ্ঠে বলছে রানা। 'কিন্তু এতে কোন ভুল নেই যে জার্দা এবং তার সাঙ্গপাঙ্গদের ওপর আমাকে পথ থেকে সরাবার জন্যে প্রচণ্ড চাপ দেয়া হচ্ছে। সম্ভাব্য যে-কোন উপায়ে, যে-কোন মূল্যে ওরা চাইছে আমাকে শেষ করতে। তার মানে, এটা ওদের জন্যে সাংঘাতিক একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ঠিক?'

'এটুকু বুঝতে পারছি। ঠিক।'

'এ-ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ যাদের ঘাড়ে চেপেছে তারা কি ষাঁড়ের লড়াই দেখার জন্যে সময় অপচয় করবে?'

'করার কথা নয়। না, করবে না।'

'কি করার কথা তাহলে?'

'রানাকে খুঁজে বের করার কথা। এমন এক জায়গায় গিয়ে থামার কথা যেখানে রানাকে সহজেই কোণঠাসা করা সম্ভব। বাহ্, নিজে নিজেই পরিষ্কার বুঝতে পারছি এখন সব।'

'তাহলে, এখানে ওরা থেমেছে কেন?'

গালে হাত দিয়ে চিন্তা করছে দিনা। কয়েক মুহূর্ত পর নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সে। 'বুঝতে পারছি না।'

'নিশ্চয়ই কোন বুদ্ধি বের করেছে ওরা,' বলল রানা। 'এমন একটা উপায়ের কথা ভেবেছে, যে-উপায়ে এখানকার হাজার হাজার লোকজনের চোখের সামনে আমাকে খুন করতে কোনই অসুবিধে হবে না ওদের। এবার বুঝেছ?'

'বুঝেছি,' ঢোক গিলল দিনা। ধীরে ধীরে ভয় ফুটছে চেহারায়। ফিসফিস করে বলল আবার, 'বুঝেছি! ওরা এখানেই তোমার ওপর হামলা চালাবে।' দ্রুত চারদিক একবার দেখে নিল সে। 'এখন উপায়? রানা?'

'কোন পরামর্শ আছে?'

'আছে,' সাথে সাথেই বলল দিনা। 'চলো, পালাই। এক্ষুণি। এখান থেকে...'

হাসল রানা। 'এত ভয় পাওয়ার কি আছে?'

'প্লীজ, রানা! লক্ষ্মী, আমার কথা শোনো...'

'কিন্তু পালিয়ে গেলে সব ভেস্তে যাবে যে!'

'তা হোক। এতে লজ্জার কিছু নেই। ওরা সংখ্যায় অনেক। তুমি একা। ধরে নাও এই পিছিয়ে যাওয়াটা যুদ্ধের একটা কৌশল...'

'না! একটা মাত্র পথই খোলা আছে আমার জন্যে।' গাড়ির হাতল ধরার জন্যে হাত বাড়াল রানা। 'দেখতে হবে, আমাকে শেষ করার জন্যে কি ব্যবস্থা নিয়েছে ওরা।'

চার

'রানা!' খপ্ করে ওর ডান কব্জি চেপে ধরল দিনা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। সবুজ চোখ জোড়ায় আকুল আবেদন ফুটে উঠেছে। 'যেয়ো না। প্লীজ, প্লীজ, যেয়ো না। ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে যাচ্ছে এখানে। মনটা ভয়ে কুঁকড়ে গেছে আমার। আমি জানি, কিছু একটা সর্বনাশ ঘটতে চলেছে আজ! চলো পালিয়ে যাই। এক্ষুণি। প্লীজ!'

দিনার সবুজ চোখের উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিতে হলো রানাকে। হাসি-ঠাট্টার মধ্যে দিয়ে কখন যেন জড়িয়ে গেছে মেয়েটা ওর সাথে। নিজেকে অপরাধী মনে হলো। এতটা মাখামাখি উচিত হয়নি। সম্পর্কের মধ্যে একটু দূরত্ব অনায়াসেই রাখতে পারত ও। মেয়েদের মন নরম, একথা মনে রেখে আগেই সাবধান হওয়া উচিত ছিল। 'দুঃখিত,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটু কঠিন সুরে বলল রানা। 'এখানে বা অন্য কোথাও, ওদের মুখোমুখি আমাকে হতেই হবে। এর কোন বিকল্প নেই। এখনও আমি মনে করি, দক্ষিণের কোন নির্জন লেকের চাইতে এই জায়গা আমার জন্যে সুবিধের হবে। নিনার কথা এরই মধ্যে ভুলে গেছ? আমি ভুলিনি।'

'আমিও ভুলিনি,' ফিসফিস করে বলল দিনা।

'এই অত্যাচার নিনার ওপর না হয়ে তোমার ওপরও হতে পারত। এখনও হতে পারে। হবে। যদি না ওদেরকে...'

'কিন্তু আমার জন্যে বা আর কারও জন্যে কেন তুমি এত বড় ঝুঁকি নিতে যাবে?'

'ঝুঁকি নেয়াই আমার নেশা,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'তাছাড়া, যাকে বিয়ে করব তাকে যদি রক্ষার ব্যবস্থা করতে না পারি...'

'হোপলেস! তুমি একদম হোপলেস!'

দরজা খুলল রানা। 'দেরি করব না আমি...'

'দেরি করব না আমরা,' কথাটা সংশোধন করে দিয়ে নিজের দিকের দরজা খুলে ফেলল দিনা।

'তুমি?'

'আমি। কেননা, তুমিই বলেছ, আমাদেরকে ওরা চিনবে না। তাছাড়া, এই ভিড়ের মধ্যে কিইবা করতে পারে ওরা? এবং, তোমার ওপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস

আছে, নিজের ভাবী-স্ত্রীকে কোনমতেই বিপদে পড়তে দেবে না তুমি।'

'কিন্তু আমি নিজেকে নিয়ে এত ব্যস্ত থাকব যে...'

'কেন? ওদেরকে না খোঁচালে ওরা তোমাকে চিনতেই পারবে না। এমন কিছু করবে কেন যাতে তোমাকে ওরা চিনতে পারে? এখন, ধরো, তুমি যদি ওদের ক্যারাভানে অনধিকার প্রবেশ করতে যাও...'

'এই দিনের বেলা? আমাকে পাগল ভেবেছ?'

'জানি না।' রানার একটা হাত চেপে ধরল দিনা। 'শুধু একটা কথাই জানি। তোমার সাথে নিজেকে আমি জড়িয়ে ফেলেছি, দোস্ত!'

'ভুল শুনলাম নাকি?'

'না। যতটুকু বুঝেছি, তোমার বন্ধু হওয়া সম্ভব, তার বেশি কিছু নয়। এবং তোমাকে বন্ধু হিসেবে পাওয়াও শত জন্মের পুণ্যের ফল। বন্ধুর সাথে থাকছি আমি।'

'সারা জীবনের জন্যে?'

'সে দেখা যাবে, পরে।'

চোখ পিট পিট করে বিস্ময় প্রকাশ করল রানা, দিনার দিকে ঝুঁকে পড়ে ভাল করে দেখল তাকে। 'অদ্ভুত ব্যাপার। ছোট বেলায় মায়ের কাছে কোন কিছুর জন্যে আবদার ধরলে মা কি বলত জানো?'

'কি বলতেন?'

'বলত, সে দেখা যাবে, পরে। একথা বললেই আমি জেনে যেতাম, জিনিসটা পাব। পেতামও। মেয়েদের সবার মন একই ভাবে কাজ করে, তাই না?'

নির্মল হাসিতে ভরে উঠল দিনার মুখ। 'মাসুদ রানা, পুনরাবৃত্তি হয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু কথাটা না বলেও পারছি না। দেখে যতটা মনে হয় তুমি তার চেয়ে অনেক বেশি চালাক।'

'একথা মাও বলত।'

প্রবেশ মূল্য দিয়ে ভিতরে ঢুকল ওরা। সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল অ্যারেনার মাথায়। সমতল ছাদটা প্রকাণ্ড, তাই অস্বাভাবিক ভিড় হলেও তা দম আটকাবার অবস্থায় পৌঁছায়নি। লোকজন রঙ চঙে পোশাক পরে উৎসবে মেতে আছে। কাউবয় আর জিপসীর সংখ্যা সমান সমান। বেশ কিছু আরলেসীয় নারী-পুরুষও এসেছে। দামী এবং বিচিত্র ধরনের উৎসবের পোশাক পরে থাকায় স্থানীয় লোকেদের এবং ট্যুরিস্টদের মুগ্ধ দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে তারা।

দর্শক আর বালি ছড়ানো রিঙের মাঝখানে চার ফিট চওড়া একটা জায়গা গোটা রিঙটাকে বেড় দিয়ে রেখেছে, চার ফিট উঁচু কাঠের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। চার ধারের এই জায়গাটাকে ক্যালাজোন বলে, জানে রানা, বিপদ দেখলে লাফ দিয়ে এখানে আশ্রয় নেবে বুল-ফাইটার।

রিঙের মাঝখানে ছোট, গাঁট্টাগোঁট্টা কিন্তু স্বাভাবিক হিংস্র চেহারার কালো একটা বাঁকা শিঙের কামারগুয়ে ষাঁড় ঘাড় বাঁকিয়ে সর্বনাশা বেগে তাড়া করছে সাদা পোশাক পরা একটা লোককে। এই লোকটাই বুল-ফাইটার। তার

চেহারাটা ভাল দেখা যাচ্ছে না, কেননা সারাক্ষণ ছুটোছুটি করতে হচ্ছে তাকে, স্থির হবার কোন সুযোগই পাচ্ছে না। হঠাৎ থেমে পায়ের আঙুলের উপর ভর রেখে চরকির মত ঘুরছে সে, ঘুরতে ঘুরতে নেচে বেড়াচ্ছে, পরমুহূর্তে লাফ দিয়ে সরে যাচ্ছে একপাশে, মোচড় খেয়ে দিক বদলাচ্ছে। সারাক্ষণ ষাঁড়টার কাছাকাছি থাকছে লোকটা, এবং প্রতিবারই ভয়াল আক্রমণ থেকে অল্পের জন্যে বেঁচে যাচ্ছে। খেপে উঠেছে ষাঁড়টা, মাথায় রক্ত চড়ে যাচ্ছে তার। তার প্রতিটি হামলা আগেরটার চেয়ে প্রচণ্ডতর রূপ ধারণ করছে। সেই সাথে বুল-ফাইটারও দ্রুততার সাথে নাচছে, সরে যাচ্ছে, দিক বদলাচ্ছে, ঘুরছে। দর্শকরা রুদ্ধশ্বাসে উপভোগ করছে খেলাটা। হাততালি আর চিৎকারে সরগরম হয়ে উঠেছে পরিবেশ।

'বাহ্!' মুগ্ধ বিস্ময়ে চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠেছে দিনার। ভয় ভাবনা সব উধাও হয়ে গেছে চেহারা থেকে। 'বুল-ফাইট বলতে যে নিষ্ঠুরতা বোঝায়, তা এখানে নেই। মজাই তো লাগছে দেখতে।'

'তা ঠিক! মজা তো লাগবেই, ঝুঁকি নেই যে। সাধারণত ষাঁড়টাকে তলোয়ার দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে, অসহ্য কষ্ট দিয়ে মেরে ফেলা হয়। কিন্তু এখানে ব্যাপারটা তা নয়।'

'লোকটার হাতে তলোয়ার দেখছি না।'

'তলোয়ার থাকে স্প্যানিশ Corridas-এ। ষাঁড়টাকে মেরে ফেলা হয়। এটা প্রোভেন্সেয় Cours Libre. ষাঁড় বা লড়িয়ে কেউই খুন হবে না। তবে, ফাইটারকে মাঝে মাঝে শিঙ দিয়ে গেঁথে ফেলে ষাঁড়, সেটা তার অযোগ্যতা বা দুর্ভাগ্য। দুটো শিঙের মাঝখানে বাঁধা লাল বোতামটা দেখছ? ফাইটারকে ওটা ছিঁড়ে নিতে হবে প্রথমে। তারপর দু'টুকরো সুতোকে। তারপর ওই যে, শিঙ দুটোর মাথায় দুটো রেশমের ঝালর, ওই দুটো।'

'বিপজ্জনক নয়?'

'খেলা বা পেশা হিসেবে আমি অন্তত এটাকে বেছে নেব না,' স্বীকার করল রানা। হাতে ধরা প্রোগ্রাম ছাপা কাগজটা থেকে চোখ তুলে রিঙের দিকে তাকাল ও। কপালে একটা চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে।

'কি ব্যাপার, রানা?' জানতে চাইল দিনা।

সাথে সাথে উত্তর দিল না রানা। রিঙের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে। সাদা পোশাক পরা ফাইটার একটা বৃত্ত রচনা করছে তীরবেগে পিছু হটতে হটতে। ব্যালে নৃত্য-শিল্পীর তাল রক্ষা করার কৌশলগত নৈপুণ্য সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে তার দ্রুত গতিতে পিছু হটার মধ্যে। অকস্মাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে ঘাড় ফেরাল ও। ষাঁড়টা মাত্র হাত দুয়েক দূরে। ঝড়ের বেগে তেড়ে আসছে। জায়গা ছেড়ে নড়ল না ফাইটার। ষাঁড়টাকে এড়িয়ে যাবার জন্যে সাংঘাতিক একটা বিপজ্জনক কৌশল গ্রহণ করছে সে। শরীরটাকে কাত করে ফেলছে। শূন্যে হেলান দিয়ে কিভাবে দাঁড়িয়ে আছে, ভাবতে গিয়ে তাজ্জব বনে যাচ্ছে রুদ্ধশ্বাস দর্শকরা। ছোঁ মেরে ষাঁড়ের দুটো শিঙের মাঝখান থেকে লাল বোতামটা ছিঁড়ে নিল সে। একটা শিং ঘষা খেল ফাইটারের বুকে।

'আচ্ছা, আচ্ছা!' বিড় বিড় করছে রানা। 'এল লায়রো তাহলে একজন বুল-ফাইটার!'

'এল কে?'

'লায়রো। ষাঁড়টার সাথে ওই যে খেলছে।'

'চেনো ওকে?'

'কেউ পরিচয় করিয়ে দেয়নি। দারুণ খেলে, তাই না?'

শুধু দারুণ নয়, লায়রোর খেলা দেখে অভিজ্ঞ খেলোয়াড়রা একবাক্যে স্বীকার করবে, এ বিষয়ে সে একটা উজ্জ্বল প্রতিভা। নিখুঁত সময় জ্ঞান তার সবচেয়ে বড় গুণ। আর সব খেলোয়াড়রা বিপদ এড়াবার জন্যে যে সময়টাকে বেছে নেয় সেটা সাধারণত সর্বশেষ মুহূর্তই হয়ে থাকে, কিন্তু লায়রো এই সর্বশেষ মুহূর্তটিকেও বয়ে যেতে দেয়। সে সরে যায় আরও পরে। ষাঁড়টা যখন তার শরীর থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে, তখন সে লাফ দেয়। দর্শকদের জন্যে এর চেয়ে রুদ্ধশ্বাস রোমাঞ্চকর ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না। দূর থেকে প্রতিবার মনে হচ্ছে লায়রোকে পেয়ে গেছে ষাঁড়টা। কিন্তু আসলে পায়নি। হিম শীতল সূক্ষ্ম বিবেচনা তার আরেকটা দুর্লভ গুণ। প্রতিবার চুল পরিমাণ ফাঁকি দিয়ে ষাঁড়ের আক্রমণ থেকে ফস্কে বেরিয়ে যাচ্ছে সে। এবং, সবচেয়ে বড় কথা, তার কৌশলগুলোকে কোনমতেই কষ্টসাধ্য বলে মনে করা যাচ্ছে না। হাসতে হাসতে নাচতে নাচতে অনায়াসে অবলীলায় বারবার উন্মত্ত ষাঁড়টাকে বোকা বানাচ্ছে সে। ষাঁড়ের পরবর্তী আক্রমণের ফলাফল: লাল বোতামটা যে সুতোর মাঝখানে বাঁধা ছিল সেই সুতোর টুকরো দুটো এবং শিঙের ডগায় বাঁধা রেশমি ঝালর দুটো ছিনিয়ে নিল লায়রো। ঝালরের শেষ টুকরোটা খুলে নেবার পর রিঙের একধারে দাঁড়িয়ে পড়ল লায়রো। ষাঁড়টার অস্তিত্বের কথা বেমালুম ভুলে বসে আছে। গম্ভীর এবং সশ্রদ্ধভাবে দর্শকদের উদ্দেশে মাথা নত করে সম্মান দেখাচ্ছে। তারপর সিধে হয়ে দাঁড়াল। হালকা ভাবে ছুটে লাফ দিয়ে চার ফিট উঁচু দেয়ালটা পেরিয়ে চলে এল নিরাপদ আশ্রয়ে, ঠিক এক সেকেন্ড পর প্রচণ্ড বেগে দেয়ালে গুঁতো মারল ষাঁড়টা, দেয়ালের উপরের তক্তাটা ভেঙে কয়েক টুকরো হয়ে গেল। প্রশংসায় গর্জে উঠল দর্শকরা।

কিন্তু সবাই নয়। চারজন লোক ষাঁড়ের এই লড়াই উপভোগ করা তো দূরের কথা, রিঙের দিকে ভুলেও তাকাচ্ছে না। রিঙের দিকে খুব বেশিক্ষণ রানাও তাকিয়ে ছিল না, লোক চারজনকে তাই সহজেই দেখতে পেয়েছে ও। এদেরকেই খুঁজছিল ওর চোখের সন্ধানী দৃষ্টি।

দর্শকদের দিকে তাকিয়ে রানাকেই খুঁজছে জার্দা। তার সাথে গাটো, পল সুয়েনি এবং নেজার রয়েছে। দিনার দিকে ফিরল রানা।

'নিরাশ হলে নাকি?'

'কি?'

'ষাঁড়টার গতি বড় মন্থর।'

'ঠাট্টা কোরো না!' রিঙের দিকে তাকাল দিনা। 'এ আবার কি!'

ফুলে থাকা ঢিলেঢালা উজ্জ্বল রঙের পোশাক পরা তিনজন ক্লাউনকে দেখা

যাচ্ছে রিঙ আর দর্শকদের মধ্যবর্তী নিরাপদ আশ্রয়ে। রঙ মাখানো মুখ তাদের। বিরাট নকল নাক। মাথায় দেড় হাত লম্বা লাল-নীল জরি বসানো টোপর। একজনের হাতে একটা অ্যাকর্ডিয়ান, সেটা সে বাজাতে শুরু করেছে। তার দুই সঙ্গী পাশাপাশি হাঁটছে, এবং প্রতি পদক্ষেপে চেষ্টা করছে পরস্পরকে ল্যাং মারতে। চার ফিট উঁচু দেয়ালের পাশ ঘেঁষে হাঁটছে তারা। ল্যাং খেয়ে একজন তো মুখ থুবড়ে পড়েই গেল, অপরজন অন্ধের মত সোজা গিয়ে ধাক্কা খেল দেয়ালের সাথে। হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল দর্শকরা। দু'জনই এরপর দাঁড়াল। মানিকজোড় বন্ধুর মত পরস্পরের কাঁধ ধরে এবার তারা পিছু হটে এল কয়েক পা। তারপর একসাথে ছুটে গিয়ে লাফ দিয়ে টপকাল দেয়ালটা। রিঙে ঢুকে একজন আরেকজনের কোমর ধরে তালে তালে পা ফেলে নাচছে। এই সময় খাঁচার দরজা এক ঝটকায় খুলে দিল কেউ, নতুন একটা ষাঁড় ঢুকল রিঙের ভিতর।

আগেরটার মতই এটাও একটা ছোটখাট, গাঁট্টাগোঁট্টা কালো কামারগুয়ে ষাঁড়, তবে আগেরটার চেয়ে অনেক বেশি বদমেজাজী। নৃত্যরত ভাঁড় দু'জনকে দেখতে যা দেরি, অমনি মাথা নিচু করে তেড়ে এল সে।

কিন্তু হলে হবে কি, ভাঁড় দু'জন আপন মনে নাচতে নাচতে এমন নিপুণ কায়দায় এবং অবিশ্বাস্য দ্রুততার সাথে সরে যেতে লাগল যে পরপর সাত আটবার অবিরাম আক্রমণ চালিয়েও ষাঁড়টা ওদের কারও কোন ক্ষতি করতে পারল না। প্রশংসায় চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছে দর্শকরা। তার কারণ, আত্মরক্ষার জন্যে ভাঁড় দুজন জায়গা বদল করছে বটে, কিন্তু তা করছে নাচের তাল এবং ছন্দের সাথে মিল রেখে। আরও বিস্ময়কর, তারা কেউ ষাঁড়টার দিকে সরাসরি একবারও তাকাচ্ছে না, যেন ষাঁড়টার উপস্থিতি সম্পর্কে কিছুই জানে না, স্রেফ নাচের তাল বজায় রাখার জন্যেই জায়গা বদল করছে। দু'জনই অত্যন্ত অভিজ্ঞ ফাইটার, মনে মনে স্বীকার করল রানা।

খানিকক্ষণের জন্যে যন্ত্রসঙ্গীতের বিরতি। সেই সাথে ভাঁড় দুজনের নাচও সাময়িক ভাবে থামল। কিন্তু ষাঁড়টা তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের দম ফেলার সুযোগ দিতে রাজি নয়। তাকে ঝড়ের বেগে ছুটে আসতে দেখে ভাঁড় দু'জন দু'দিকে ছুটতে শুরু করল। সামান্য দিক বদলে কাছের লোকটাকে অনুসরণ করছে ষাঁড়টা। বেচারা প্রাণ ভয়ে দৌড়াচ্ছে আর সাহায্যের জন্যে চিৎকার করে গলা ফাটাচ্ছে। হৈ হৈ করে উঠল দর্শকরা। তাদের সম্মিলিত চিৎকার শুনে চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল ভাঁড়। রাগে মুষ্টিবদ্ধ হাত ছুঁড়ছে সে দর্শকদের উদ্দেশে। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল, আর্তনাদ করে উঠল আবার, দৌড়াতে শুরু করল। হিসেবে ভুল হওয়াতে লাফ দিয়ে দেয়াল টপকাতে গিয়ে ব্যর্থ হলো সে। লাফ দিয়ে শূন্যে উঠল ঠিকই, কিন্তু নামল দেয়ালের ওপারে নয়, এপারে। বাড়ি খেল শরীরটা দেয়ালের সাথে। ষাঁড়টা মাত্র এক ফুট দূরে।

শিউরে উঠল দর্শক। কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে হায় হায় করে উঠল সবাই। ষাঁড়টা হয় শিং দিয়ে গেঁথে নেবে তাকে, নয়তো ধাক্কা মেরে চিঁড়ে চ্যাপ্টা করে ফেলবে। কিন্তু কিছুই ঘটল না। তবে, একেবারে অক্ষত অবস্থায় ছাড়ল না

তাকে ষাঁড়টা। এত দ্রুত, চোখের পলকে ঘটে গেল ব্যাপারটা যে দর্শকরা ঠিকভাবে কিছু বুঝতে পারার আগেই দেখা গেল ষাঁড়টাকে ফাঁকি দিয়ে সরে গেছে লোকটা, কিন্তু তার ঢিলেঢালা ট্রাউজারটা গেঁথে আছে ষাঁড়ের একটা শিঙে।

ভাঁড়ের পরনে এখন দেখা যাচ্ছে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা সাদা হ্যাফ প্যান্ট। প্রাণ হাতে নিয়ে এখনও সে দৌড়াচ্ছে। চিৎকার করছে সাহায্যের জন্যে। ষাঁড়টাও তার পিছু ছাড়েনি। শিঙে আটকে যাওয়া ট্রাউজারটা পতাকার মত উড়ছে তার শরীরের উপর লম্বালম্বি ভাবে। ঝড়ের বেগে তেড়ে আসছে সে। আনন্দে উন্মাদ দর্শকরা খুন হয়ে যাচ্ছে হাসতে হাসতে।

শুধু হাসি নেই চারজন জিপসীর মুখে। আগের মতই বুল-রিঙের দিকে কোন উৎসাহ নেই তাদের। তবে এখন তারা স্থির হয়ে দাঁড়িয়েও নেই কোথাও। ভিড়ের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে ওরা। চারজন যেন চিরুনির চারটে দাঁড়া, ভিড়টাকে আঁচড়াচ্ছে। যাদের পাশ ঘেঁষে যাচ্ছে খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছে তাদের মুখ। চারজনকেই লক্ষ করছে রানা।

নিরাপদ আশ্রয় ক্যালাজোনে অ্যাকর্ডিয়ানিস্ট 'টেলস ফ্রম দ্য ভিয়েনা উডস্' বাজাতে শুরু করেছে। ক্লাউন দু'জন রিঙের মাঝখানে পরস্পরের কোমর ধরে ঘুরে ঘুরে নাচছে। ওদিকে ওদেরকে লক্ষ্য করে আবার ছুটে আসছে ষাঁড়টা। একেবারে যখন কাছে চলে এসেছে, ভাঁড় দু'জন পরস্পরের কাছ থেকে ছিটকে সরে গিয়ে চরকির মত পাক খেল একটা, তারপরই আবার তারা পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে নাচতে শুরু করল। বিচ্ছিন্ন হয়ে আবার একত্রিত হতে দুই কি তিন সেকেন্ড লেগেছে ওদের, এরই মধ্যে ষাঁড়টা ঝড় তুলে বেরিয়ে গেছে দু'জনের মাঝখান দিয়ে।

দর্শকরা আনন্দে লাফাতে শুরু করেছে। হাসির চোটে দু'চোখে পানি বেরিয়ে পড়েছে দিনার। রুমাল দিয়ে চোখ মুছছে সে। রানার দিকে কোন খেয়ালই নেই তার।

হাসবে, সে অবস্থা এখন নয় রানার। জার্দা এই মুহূর্তে ওর কাছ থেকে আর মাত্র বিশ ফিট দূরে।

'সাংঘাতিক মজার খেলা, তাই না?' বলল দিনা।

'সাংঘাতিক। এখানে দাঁড়াও।'

মুহূর্তে টনক নড়ল দিনার। উদ্বেগের ছায়া ফুটে উঠল চেহারায়। 'কেন, তুমি কোথায়...'

'আমার ওপর বিশ্বাস আছে?'

'তোমার ওপর বিশ্বাস আছে।'

'এক ডজন পুত্রসন্তান উপহার দেব, কথা দিলাম। বেশি দেরি করব না আমি।'

ধীরস্থির ভঙ্গিতে এগোল রানা। জার্দাকে পাশ কাটিয়ে যেতে হবে ওকে। এখনও সে এগোচ্ছে, খুঁটিয়ে দেখছে প্রত্যেকের মুখ। কেউ কেউ ভুরু কুঁচকে তাকাচ্ছে, বিরক্তি প্রকাশ করছে তার এই আচরণ লক্ষ করে। কয়েক ফিট এগিয়ে ইহুদি জুটির সাক্ষাৎ পেল রানা বেরিয়ে যাবার পথটার কাছাকাছি, মৃদু হাততালি

দিচ্ছে দু'জনেই। চোখে গাঢ় রঙের চশমা, তাই বুঝতে পারল না রানা কোন্ দিকে বা কার দিকে তাকিয়ে আছে ওরা।

অ্যারেনাটাকে ঘুরে পিছন দিকে চলে এল রানা। রোড ধরে দুশো গজ দক্ষিণে পৌঁছে থামল, একটা সিগারেট ধরিয়ে রাস্তা পেরোল, তারপর ফিরতি পথে উত্তর দিকে, হাঁটতে শুরু করল আবার। রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা দূরে দুই সারি ক্যারাভান, পিছন দিক থেকে সেগুলোর কাছে চলে এল ও। লোকজনের সাড়াশব্দ নেই কোথাও। সবাই হয়তো বুল-ফাইট দেখতে যায়নি, কিন্তু যারা আছে তারা বাইরে ঘুর ঘুর করছে না। জার্দার বা সবুজ আর সাদা রঙ করা ক্যারাভানে কোন পাহারা আছে বলে মনে হচ্ছে না, তবে এই মুহূর্তে এ-দুটো ক্যারাভানের ব্যাপারে ওর কোন আগ্রহও নেই।

যে ক্যারাভানে ঢুকতে চাইছে, সেটাকে পাহারা দিচ্ছে একজন লোক। দূর থেকে তাকে দেখতে পেয়েও গা ঢাকা দেবার কোন চেষ্টা করল না রানা। লোকটাকে দেখেই চিনল ও। সিঁড়ির মাথায় একটা টুলের উপর পা ঝুলিয়ে বসে আছে। হাতে বিয়ারের বোতল। মাকা।

অলস ভঙ্গিতে এগোচ্ছে রানা। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। কিছু খুঁজছে, তাও নয়। যাকে বলে উদ্দেশ্যহীন বেড়ানো, ভাব দেখে তাই মনে হবে। ওকে দেখতে পেয়েই পায়ের কাছে নামিয়ে রাখল মাকা বিয়ারের বোতলটা। সিধে হলো। শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেছে। হুম···, গলার ভিতর থেকে ভোঁতা একটা আওয়াজ বের করল সে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

চিনতে পারেনি, চেনার কথাও নয়, ভাবল রানা। আরও মন্থর গতিতে এগোল ও। কাছাকাছি পৌঁছে থামল। মাকার দিকে নয়, পালা করে এদিক ওদিক দু'পাশে তাকাচ্ছে। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকেও একবার তাকাল। তারপর ফিরল মাকার দিকে। অধৈর্য হয়ে উঠছে মাকা। বিরক্তিতে লাল হয়ে উঠছে মুখ। ঠিক বুঝতে পারছে না রানার মতলব।

তিন সেকেন্ডের বেশি তাকাল না রানা মাকার দিকে। চোখ সরিয়ে ক্যারাভানটাকে দেখছে। আরও দু'পা এগোল। উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে খোলা দরজার ওপারে প্যাসেজটা। খামোকা প্রচুর সময় নিচ্ছে। তারপর আবার তাকাল মাকার দিকে। ঝট্ করে তর্জনী তুলে রানার পিছন দিকটা দেখাল মাকা। 'ভাগো!'

'জিপসী শালা,' কথাটা বলে সকৌতুকে তাকিয়ে থাকল রানা।

শুনতে ভুল হয়েছে কিনা সন্দেহ করছে মাকা। অবিশ্বাস ভরা চোখে দেখছে রানাকে।

এবার আরও একটু জোরে বলল রানা। 'তোমার বোনকে জিজ্ঞেস করলেই তো পারো!'

ঝট্ করে নিচু হয়েই বিয়ারের বোতলটা তুলে নিল মাকা। সটান উঠে দাঁড়াল। ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল টুলটা। লাফ দিল সে।

কিন্তু মাটিতে তার পা পড়ার আগেই বিদ্যুৎ বেগে একপা এগিয়ে প্রচণ্ড একটা

ঘুষি মারল রানা ওর তলপেটে। বাধা পেয়ে তীব্র একটা ঝাঁকুনি খেল মাকা। মাটিতে নেমে পিছিয়ে গেল এক পা। টলছে। হলুদ ফুল জ্বলছে-নিভছে চোখের সামনে। আগের মতই প্রচণ্ড শক্তিতে আরেকটা ঘুষি মারল রানা মাকার নাক বরাবর। মেরেই দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে অচেতন শরীরটা ধরে ফেলল। টেনে ক্যারাভানের একপাশে নিয়ে গেল, শুইয়ে দিল মাটিতে। তারপর পা দিয়ে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল ট্রেইলারের নিচে।

দ্রুত নিজের চারদিকটা দেখে নিল রানা। ওর এই ছোট্ট তৎপরতাটা কেউ যদি দেখে থাকে, প্রচার করার রাস্তা বন্ধ করতে চায় ও। পরপর দু'বার ক্যারাভানটাকে কেন্দ্র করে ঘুরে এল, কিন্তু কাছে বা দূরের ছায়ায় কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল না। বিপদের কোন চিহ্ন নেই কোথাও। সিঁড়ির ধাপ বেয়ে উঠল, ঢুকে পড়ল ক্যারাভানের ভিতর। ক্যারাভানের পিছনের ছোট অংশটা খালি। সামনের কম্পার্টমেন্টে যাবার দরজায় দুটো ভারী বোল্ট ঝুলছে। সে-দুটো ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ভিতরে ঢুকল ও।

পর্দা ঝুলছে কামরাটার জানালায়। প্রায় অন্ধকার হয়ে আছে ভিতরটা। প্রথমে কিছু দেখতে পেল না রানা। অন্ধের মত হাতড়াতে হাতড়াতে এগোল ও। জানালাগুলোর পর্দা সরিয়ে দিল।

তিনটে বাঙ্ক। তিনটে বিছানা। তিনজন লোক। শুয়ে আছে। তাদের মধ্যে একজন সম্ভবত ঘুমাচ্ছে, অথবা জ্ঞানও হারিয়ে থাকতে পারে। মুখের চেহারায় ক্লান্তি আর অসুস্থতার ছাপ। প্রায় মুমূর্ষু অবস্থায় পৌঁছে গেছে লোকটা। নিনার চেহারার সাথে কোথায় যেন মিল আছে, লক্ষ করল রানা। সম্ভবত ইনিই নিনার বাবা, কাউন্ট দিমেল।

এর আগে এদেরকে রাতে দেখেছিল রানা, শুয়ে থাকতে দেখে তাই অবাক হয়নি। কিন্তু এখন এই দিনের বেলা তিনজনই শুয়ে কেন?

বাকি দু'জন জেগে আছে। কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে মাথা তুলে কামারগুয়ের আলোয় চোখ পিট পিট করছে। নিঃশব্দে এগোল রানা। নিচের বাঙ্কের লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তার ডান হাতটা ধরে একটু উপরে তুলল ও। কব্জিতে লোহার রিঙ, রিঙের সাথে একটা লোহার শিকল, অপর প্রান্তটা কামরার সামনের দেয়ালের গায়ে একটা কড়ার সাথে বাঁধা। হাতটা ছেড়ে দিয়ে মাঝখানের বাঙ্কে ঘুমিয়ে থাকা লোকটার কব্জি পরীক্ষা করল রানা। কড়া লাগানো রয়েছে এর হাতেও। উপরের বাঙ্কের লোকটার অবস্থাও তাই। পিছিয়ে এসে নিচের এবং উপরের লোক দু'জনের দিকে পালাক্রমে তাকাল ও।

'যিনি ঘুমাচ্ছেন, উনি কি কাউন্ট দিমেল? কোহেনের বাবা?' জানতে চাইল রানা। প্রশ্নটা দু'জনকেই করেছে।

কিন্তু উত্তর দিল না কেউ। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে তারা রানার দিকে। ভীষণ বোকা দেখাচ্ছে তাদের। মুখ ভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখে পিচুটি। শুকনো ঠোঁট। উষ্কখুষ্ক চুল। যত না বয়স, তার চেয়ে দশ বছর বেশি দেখাচ্ছে। চাদর ঢাকা শরীর দুটো হাড্ডিসার, পরিষ্কার অনুমান করতে পারছে রানা।

নিচের বাঙ্কে শোয়া লোকটার চোখে চোখ রাখল ও। 'আপনি মাদাম সারার স্বামী, মি. তানজেভেক,' উপরের লোকটার দিকে তাকাল ও। 'কিন্তু আপনি, স্যার?'

'জেটারলিং।'

মাঝখানের বাঙ্কের শোয়া লোকটার দিকে ইঙ্গিত করল রানা। 'উনি তাহলে কাউন্ট দিমেল। কোহেন আর নিনার বাবা!'

'হ্যাঁ,' মি. জেটারলিং কর্কশ, কফে প্রায় অবরুদ্ধ গলায় বলল, 'কিন্তু তুমি কে? কি চাও?'

'রানা। মাসুদ রানা। চিনবেন না আমাকে। শুভাকাঙ্ক্ষী। আপনাদেরকে নিতে এসেছি আমি।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল মি. জেটারলিং, হঠাৎ খক খক করে কাশতে শুরু করল। গলা আর বুকের ভিতর থেকে ঘড় ঘড়ে শব্দ বেরিয়ে আসছে। ওয়াক থু করে এক গাদা থুথু মেশানো কফ ছুঁড়ল দেয়ালের গায়ে। হাঁপিয়ে গেছে। রানার দিকে তাকাল। কিন্তু কথা বলতে পারছে না।

'তোমাকে চিনি না, চেনার ইচ্ছাও নেই,' উপরের বাঙ্ক থেকে উঁকি মারছে মি. তানজেভেক। তার গা থেকে ভুর ভুর করে চিমসে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। 'দয়া করে চলে যাও। ফর গডস সেক, আমাদের বিপদের বোঝা আর বাড়িয়ো না।'

'আপনি কোহেনের কথা শুনেছেন? ওর বাবা মি. দিমেল জানেন তার ছেলে এখন কোথায়?'

'কি খবর? কি হয়েছে কোহেনের?'

'শোনেননি তাহলে?' প্রশ্ন করল রানা। 'মি. দিমেলের কি হয়েছে? অসুস্থ কেন?'

'ঠাণ্ডা লেগেছে। আমাদের সকলের ঠাণ্ডা লেগেছে। মি. দিমেল নিউমোনিয়ায় ভুগছেন।'

'কোহেন বেঁচে নেই।' বলল রানা। 'জার্দা তাকে খুন করেছে।'

'কি বলে! লোকটা পাগল নাকি?' উপর থেকে উঁকি দিয়ে তাকাচ্ছে মি. তানজেভেক মি. জেটারলিংয়ের দিকে। 'কোহেন? মারা গেছে? কিভাবে! দূর! জার্দা আমাদেরকে কথা দিয়েছে...'

'তাকে বিশ্বাস করেন?'

'কেন করব না!' মি. জেটারলিং বলল, 'কথা না রাখলে সব হারাতে হবে তাকে...'

'এখনও তার ওপর বিশ্বাস রাখছেন আপনারা?' তারা মাথা কাত্ করে জানাল, রাখছে। 'একজন খুনীকে বিশ্বাস করতে নেই, এই সহজ কথাটা আপনারা জানেন না?'

'জার্দা খুনী?'

'কোহেনকে খুন করেছে। তার লাশ পেয়েছি আমি। বিশ্বাস না হয় জার্দাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন কোহেনকে সে আপনাদের সামনে আনতে পারে কিনা।

কোহেনকে, অথবা নিনাকে।'

'নিনা? তুমি বলতে চাইছ…?'

'না। এখনও খুন করেনি তাকে। শুধু পিঠের ছাল পুরোটা তুলে নিয়েছে। মি. জেটারলিং, এরপর হয়তো আপনার স্ত্রীর পালা। এবং তারপর, মি. তানজেভেক, আপনার স্ত্রীর। নিনা ভাগ্যবতী, তাই বেঁচে আছে এখনও। মাদাম সারা এবং মাদাম জেটারলিং ওর মত ভাগ্যবতী নাও হতে পারেন।'

'কিন্তু তোমার কথা কেন বিশ্বাস করতে যাব আমরা? আমরা তোমাকে চিনি না। আমরা জার্দাকে চিনি। জার্দা আমাদেরকে বের করে এনেছে…তুমি নও, সেই আমাদের বিশ্বাস অর্জন করেছে…' অদম্য কাশি শুরু হয়ে গেল, কথা শেষ করতে পারল না মি. জেটারলিং।

'এবং আমাদেরকে নিরাপদে পৌঁছে দিতে রাজি হয়েছে সে…'

'কোথায়?' দ্রুত জানতে চাইল রানা। 'জিপসীদের যাত্রা কোথায় শেষ হচ্ছে, জানি। আপনাদের যাত্রা কোথায় শেষ হচ্ছে, তাও জানি। কিন্তু আপনারা জানেন না। আপনারা নির্বোধ!' হাসছে রানা। 'জার্দাকে বিশ্বাস করে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনছেন। সে আপনাদেরকে তার পছন্দ মত জায়গায় পৌঁছে দেবার ষড়যন্ত্র করেছে। অথচ, তাকে আপনারা বিশ্বাস করছেন। কোথায় যাচ্ছেন আপনারা? বলুন আমাকে। আমি সাহায্য করব। বলুন!' আবেদন ফুটে উঠল রানার কণ্ঠস্বরে।

'এত কথা শুনতে চাই না। তুমি দূর হও! বেরিয়ে যাও এখান থেকে।'

মুখ বিকৃত হয়ে উঠেছে মি. তানজেভেকের। 'আমাদের সর্বনাশ চাও তুমি! জার্দা যদি কোন ভাবে টের পায় তুমি এখানে এসেছ…'

'কিসের এত ভয় তাকে আপনাদের? তারাই বা আপনাদেরকে নিয়ে এত উদ্বিগ্ন কেন? না, আমাকে চলে যেতে বলবেন না। আমার প্রশ্নের উত্তর না নিয়ে এখান থেকে নড়ব না আমি।'

'উত্তর তুমি আর কোনদিন পাবে না,' বলল জার্দা।

পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে সে। হাতে রিভলভার।

পাঁচ

ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। এখন আর তাড়াহুড়ো করেও ভুলটা সংশোধন করা সম্ভব নয়। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল রানা। বিস্মিত হয়েছে, মুখ দেখে তা বোঝার কোন উপায় নেই। শীতল একটা কাঠিন্য ফুটে উঠেছে ওর মুখের চেহারায়।

দাঁড়িয়ে আছে জার্দা। মুখে সাদা ব্যান্ডেজ। হাতে সাইলেন্সার লাগানো রিভলভার। নাকের এক পাশের মাংস ফুলে উঠেছে, ঠোঁট মুড়ে হাসছে সে। নাকের আরেক পাশ ব্যান্ডেজে ঢাকা। জার্দার পাশে নেজার। মাথা বাঁকানো

ছোরাটা বাগিয়ে ধরে আছে। প্রয়োজন নেই, কৌতুকবশতই ঝাঁপিয়ে পড়ার ভঙ্গিতে স্থির হয়ে আছে সে। রানার চোখে চোখ রেখে মাথা ঝাঁকাল জার্দা। অর্থটা বুঝতে পেরে সতর্ক বিড়ালের মত এগোল নেজার। রানার কাছ থেকে যথাসম্ভব দূরে থেকে ঘুরে ওর পিছন দিকে চলে গেল। বাঙ্ক তিনটের সামনে দাঁড়াল সে। তিনজনের কব্জি ধরে কড়াগুলো পরীক্ষা করল খুঁটিয়ে। 'ছোঁয়নি।'

'ছোঁয়ার সময় পায়নি। নিজের বুদ্ধিমত্তা ব্যাখ্যা করতেই এতটা সময় পার করে দিয়েছে।' রানার চোখ থেকে চোখ সরাচ্ছে না জার্দা। 'তোমাকে ফাঁদে ফেলতে এতটুকু বেগ পেতে হয়নি আমাদের, রানা। তুমি একটা নিরেট গর্দভ। আরলেসের একজন দোকান কর্মচারীকে কেউ যদি এক হাজার সুইস ফ্র্যাঙ্ক বকশিশ দেয়, সারা জীবনেও তার চেহারাটা মন থেকে মুছবে না তার।'

রানা কথা বলছে না দেখে শ্রাগ করল জার্দা। বলল, 'অ্যারেনায় তোমাকে খুঁজছিলাম না, খোঁজার ভান করছিলাম। ভান করার দরকার ছিল আমাদের, তোমাকে চিনতে পারিনি একথা বোঝাবার জন্যে, নয় কি? তা নাহলে এই খোলা, নির্জন জায়গায় আসার ঝুঁকি তুমি নিতে না। তুমি বোকা, তাই বুঝতে পারোনি। তুমি অ্যারেনায় ঢোকার আগেই তোমাকে আমরা চিনেছি।'

'এখানে আমি আসব জানতে? কথাটা মাকাকে বলে যাওনি কেন?'

'মাকা তো আর আমাদের মত পুরানো পাপী নয়! অভিনয় শিখতে আরও সময় লাগবে ওর। বলে গেলে দূর থেকে তোমাকে দেখেই এমন বোকার মত আচরণ করত, টের পেয়ে যেতে তুমি সরে পড়তে। আর, পাহারায় যদি কাউকে বসিয়ে রেখে না যেতাম, আরও বেশি সন্দেহ হত তোমার।' বাঁ হাতটা রানার সামনে পাতল জার্দা। 'আশি হাজার ফ্র্যাঙ্ক, রানা।'

'এত টাকা আমি সাথে রাখি না।'

'আমার আশি হাজার ফ্র্যাঙ্ক!' চাপা কণ্ঠে হুঙ্কার ছাড়ল জার্দা।

এক দিকের ঠোঁট একটু বাঁকা হলো রানার। হাসছে ও। 'তোমার মত একজন লোক আশি হাজার ফ্র্যাঙ্ক কোত্থেকে পায়, জার্দা?'

হুবহু অনুকরণ করল রানাকে জার্দা, ঠোঁট বাঁকা করে হাসল, তারপর এক পা সামনে বেড়ে সাইলেন্সারের ব্যারেল দিয়ে ঘ্যাচ্ করে মারল রানার সোলার প্লেক্সাসে। কুঁজো হয়ে গেল রানা, তীব্র যন্ত্রণায় দম আটকে আসছে।

'মুখে মারলাম না কেন বলো তো?' ব্যান্ডেজ বাঁধা চেহারায় হাসিটাকে এখন বীভৎস দেখাচ্ছে। ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে হাসিটা, ধিকি ধিকি জ্বলছে চোখ দুটো। 'আপাতত চাইছি তুমি অক্ষত থাকো। টাকা, রানা। এখন আমি টাকার কথা ছাড়া আর কিছু শুনতে চাই না তোমার মুখ থেকে।'

বহু কষ্টে, একটু একটু করে সিধে হলো রানা। অসহ্য ব্যথাটাকে হজম করতে চাইছে নিঃশব্দে। গলায় আটকে যাওয়া কর্কশ কণ্ঠস্বর বেরিয়ে এল। 'হারিয়ে ফেলেছি।'

'টাকা হারিয়ে ফেলেছ?'

'আমার পকেটে একটা ফুটো ছিল,' জার্দার চোখে চোখ রেখে বলল রানা।

নিজের সাথে তুমুল যুদ্ধ করছে জার্দা। রাগে অন্ধ হয়ে গেছে সে। রিভলভারটা তুলছে। রানার কপালের দিকে চোখ। হঠাৎ কি মনে করে স্থির হয়ে গেল হাতটা মাঝ পথে। হাসল জার্দা। 'হারিয়ে ফেলেছ? কোন চিন্তা নেই। এক মিনিটের মধ্যে আবার তা খুঁজে পাবে তুমি, রানা। কথা দিচ্ছি।'

মাস দ্য লাভিগনোলিতে পৌঁছে রোলস-রয়েসের গতি মন্থর হয়ে এল। প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগার সামনে কোল্ড ড্রিঙ্কের একটা ক্যাবিনেট খোলা রয়েছে। তার মাথায় এখনও ধরে আছে রুকা রঙচঙে ছাতাটা। আরবের বিলাসী একজন আমীরের মত গাড়ির সীটে হেলান দিয়ে বসে আছে সে। একটা হাত রুকার উরুর উপর পড়ে আছে। ড্রাম বাজাবার ভঙ্গিতে আঙুলগুলো টোকা মেরে চলেছে উরুর উপর। সুড়সুড়ি লাগছে রুকার, কিন্তু ধমক খাবার ভয়ে কিছু বলতে সাহস পাচ্ছে না সে। মুখটা এমনিতেই হাঁড়ি করে রেখেছে প্রিন্স। কি যেন চিন্তা করছে।

'জার্দার ক্যারাভান,' রাস্তার দিকে চোখ রেখে বলল প্রিন্স। 'আশ্চর্য ব্যাপার! মাস দ্য লাভিগনোলিতে আমার বন্ধু জার্দার কি স্বার্থ থাকতে পারে? নিশ্চয়ই খুব বড় ধরনের কোন বুদ্ধি ঠাউরেছে, তা নাহলে এত থাকতে এই জায়গায় তো তার থামার কথা নয়। নিজের লাইনে বন্ধু একটা প্রতিভা, থেমেছে যখন, নিশ্চয়ই চমকপ্রদ কিছু ঘটতে যাচ্ছে। তবে, উচিত ছিল তার পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে আমাকে আভাস দেয়া···কি হলো, রুকা, মাই ডিয়ার?'

'দেখো! সামনে তাকাও?' রুদ্ধশ্বাসে বলল রুকা। 'ওই যে ওদিকে!' হাত তুলে দিক নির্দেশ করছে সে।

তাকাল প্রিন্স। দিনাকে দেখতে পেল। 'তোমার হারিয়ে যাওয়া বান্ধবীর খোঁজ তাহলে শেষ পর্যন্ত পেলে।' একটু ব্যঙ্গের সুরে বলল প্রিন্স। 'মনে থাকে যেন, তোমার এই খুশির মুহূর্তে তোমার কাছে আমি একুশ সের ওজনের একটা গরুর সেদ্ধ রান পাওনা হলাম।'

'মুরগা! তুমি দেখতে পাচ্ছ না···'

'পাচ্ছি,' জলদ গম্ভীর কণ্ঠস্বর প্রিন্সের। 'চুপ করো। আরও ভাল করে দেখতে দাও আমাকে।'

দিনা একা নয়। তার পিছু পিছু বুল-ফাইটারের বিচিত্র পোশাক পরে এগোচ্ছে লায়রো। তার সামনে পল সুয়েনি, পরনে কালো আলখাল্লা। একটা ক্যারাভানের সিঁড়ি বেয়ে উঠছে ওরা। ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বোতামে চাপ দিয়ে কাঁচের দেয়ালটা সরিয়ে দিল প্রিন্স। 'রোখো!' রুকার দিকে ফিরল সে। 'দিনা, তোমার বান্ধবী, কোন ভুল নেই তো?'

'পোশাক আর গায়ের রঙ দেখে চেনার উপায় নেই।' বলল রুকা। 'কিন্তু ও যে দিনা, এ আমি কসম খেয়ে বলতে পারি।'

'একজন বুল-ফাইটার আর একজন ধর্মযাজক,' সকৌতুকে বলল প্রিন্স। 'যাই বলো, তোমার বান্ধবী একটা প্রতিভা। সাপ-ব্যাঙ দু'জনের গালেই চুমো খেতে পারে। সাথে নোটবুক আছে?'

'কি?'

'অবশ্যই আমরা নাক গলাব ব্যাপারটা কি জানার জন্যে।'

'তুমি? কেন…'

'প্লীজ। গ্রীক কোরাস শোনার ধৈর্য নেই আমার। যে কোন মুহূর্তে খিদে পেয়ে যেতে পারে। তার আগেই খোঁজ নেয়া দরকার। খাঁটি একজন লোকগীতিকার সমস্ত ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়ে থাকে।'

'কিন্তু অনুমতি ছাড়া তুমি কারও ক্যারাভানে অনুপ্রবেশ করতে পারো না।'

'ননসেন্স! মনে রেখো, আমি প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। আমি কক্ষনো অনুপ্রবেশ করি না। আমি সব সময় স্রেফ প্রবেশ করি।'

দিনাকে দেখে নিরাশায় ছেয়ে গেল রানার মন। জার্দার কথার অর্থ পরিষ্কার হয়ে গেল। ক্যারাভানের চারদিকে তাকাল ও। বাঙ্কে ঘুমাচ্ছে এখনও দিমেল। জেটারলিং আর তানজেভেকের বয়স হঠাৎ যেন আরও দশ বছর করে বেড়ে গেছে। রানা যা বলতে চেয়েছিল তা পরিষ্কার বুঝতে পেরে বিস্ময়ে পাথর, নৈরাশ্যে নির্জীব হয়ে গেছে দু'জনই। জার্দার হাতে বন্দী ওরা, বুঝতে পেরে মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। চেয়ে আছে বোকার মত। এতদিন যে মুখোশ এঁটে রেখেছিল চেহারায় তা খুলে ফেলেছে জার্দা। তাদের মুখের উপর হাসছে সে। বোঝাতে চাইছে, কি বোকা তোমরা! চিন্তিত দেখাচ্ছে লায়রোকে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সব কিছুর উপর লক্ষ্য রাখছে সে। পল সুয়েনি কি এক প্রত্যাশায় অপেক্ষা করছে যেন। লোভে চকচক করছে চোখ দুটো। দিনার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না। ঢোক গিলছে। একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে দিনা। মুখে রাগ রাগ ভাব।

'এখন তুমি বুঝতে পারছ,' বলল জার্দা, 'কেন বলেছিলাম এক মিনিটের মধ্যেই টাকাটা তুমি খুঁজে পাবে?'

'পারছি। টাকাটা তুমি পাবে…'

'কিসের টাকা?' সাপের মত ফোঁস করে উঠল দিনা। 'কি চায়? কি বলতে চায় শয়তানটা?'

'ওর আশি হাজার ফ্র্যাঙ্ক ফেরত চাইছে। ওটা ফেরত পেলে জানতে চাইবে আমি কে, কেন ওকে একের পর এক অপরাধ করে যেতে বাধা দিচ্ছি…'

'কিচ্ছু বোলো না তুমি!'

'কিন্তু, ওদেরকে তুমি চিনতে পারোনি এখনও, দিনা।' রানা বোঝাবার ভঙ্গিতে কথা বলছে। 'এখন থেকে দশ সেকেন্ড পর ওরা তোমার একটা হাত মুচড়ে পিছন দিকে নিয়ে যাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত হাতটা তোমার কান না ছোঁয়। কিরকম ব্যথা পাবে…বাদ দাও, কল্পনা করতে যেয়ো না। কাঁধটা যদি ভেঙে ফেলে, এবং তারপর যদি…' সময় নষ্ট করছে রানা।

'কিন্তু তার আগে আমি জ্ঞান হারাব। ব্যথা টেরই পাব না!' মরিয়া হয়ে বলল দিনা।

'প্লীজ! আফটার অল, তুমি আমার হবু স্ত্রী। আমি এখুনি পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চাই, কাঁধ ভাঙা কোন মেয়েকে আমি বিয়ে করতে পারব না।'

'যথেষ্ট হয়েছে!' রানার দু'চোখের মাঝখানে রিভলভার তাক করে রেখেছে জার্দা। 'প্রেমালাপের জায়গা নয় এটা। টাকার কথা বলো, রানা।'

'আরলেসে আছে। স্টেশনের সেফ-ডিপোজিটে।'

'চাবি?'

'একটা রিঙে পাবে। গাড়িতে। লুকানো আছে। চলো, দেখিয়ে দিই।'

'চমৎকার,' উৎফুল্ল হয়ে উঠল জার্দা। 'অবশ্য, বন্ধু পলের জন্যে এটা একটা দুঃসংবাদ। তবে, হাজার হোক মায়ের জাত, ওদেরকে আমি ব্যথা দিতে ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করি না। সদ্য যুবতী হলে অবশ্য আলাদা কথা। যন্ত্রণায় ওদেরকে ছটফট করতে দেখার মধ্যে অদ্ভুত একটা মজা পাই। অবশ্য মজা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করব, তা ভেব না। দেখতেই পাবে।'

'বুঝলাম না।'

'সময় হলে বুঝবে। আমার জন্যে তুমি একটা ডেঞ্জার। সাংঘাতিক বিপদ। তাই তোমাকে বিদায় নিতে হবে। পানির মত সহজ ব্যাপার। আজ এই বিকেলেই তোমার মৃত্যুক্ষণ ঠিক করেছি আমরা। এক ঘণ্টার মধ্যে। তোমার মৃত্যুর জন্যে যাতে আমাদেরকে কোনভাবে দায়ী করা না হয় তার নিখুঁত ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

অদ্ভুত সাবলীল এবং শান্ত ভঙ্গিতে কথাগুলো বলল জার্দা। ভয় পাবার সেটাই কারণ রানার। মনে মনে শিউরে উঠল ও।

'তোমার মুখে কেন মারিনি, তাও বুঝতে পারবে। বুঝতে পারবে কেন তোমাকে অক্ষত অবস্থায় বুল-রিঙে পাঠাতে চাই।'

'বুল-রিঙ?'

'বুল-রিঙ, রানা,' সস্নেহে, সহানুভূতির সুরে বলল জার্দা।

'তুমি পাগল! আমি না গেলে তুমি আমাকে একটা বুল-রিঙে যেতে বাধ্য করতে পারো না।'

উত্তরে কিছুই বলল না জার্দা। চোখ ইশারায় কাউকে কিছু নির্দেশ দিল না, হাত তুলে হুকুমও করল না। পল সুয়েনি আর লায়রো নিজেদের উদ্যোগেই দু'পাশ থেকে হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে ধরে ফেলল দিনাকে। নাটকীয়তাটুকু চুটিয়ে উপভোগ করছে ওরা তিনজন। হাসছে জার্দা। হাসছে লায়রো। পল সুয়েনি জিভ বের করে দ্রুত ঠোঁট চেটে নিচ্ছে।

একটা বাঙ্কের সাথে চেপে ধরে রেখেছে দিনার মুখ লায়রো। তার ঘাড়ের কাছে আরলেসীয় পোশাক খামচে ধরে আছে পল সুয়েনি। নিচের দিকে হেঁচকা টান মেরে ফড় ফড় করে কোমর পর্যন্ত নামিয়ে ফেলল ছিঁড়ে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে রানার দিকে। ঠোঁটে বাঁকা হাসি। একটা হাত আলখাল্লার ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে গুটানো একটা চামড়ার চাবুক বের করল সে। হাতল ধরে শূন্যে ঝাড়া মেরে খুলল চাবুকটা। সাপের মত চকচক করছে গা। চাবুকটার তিন জায়গায় তিনটে গিঁট, প্রত্যেকটি গিঁটের সাথে লেগে আছে ইস্পাত দিয়ে তৈরি পেরেকের মত ছয়টা করে

কাঁটা।

জার্দার দিকে তাকাল রানা। কি ঘটছে সেদিকে এতটুকু মনোযোগ নেই জার্দার। রানার দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে সে। হাতের রিভলভারটা চুল পরিমাণ নড়ছে না।

'বুল-রিঙে তুমি যাবে,' দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল জার্দা।

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'আমি যাব।'

চাবুকটা গুটিয়ে আলখাল্লার ভিতর চালান করে দিল পল সুয়েনি। মুখটা বেজার। যেন এই মাত্র হাত থেকে ছোঁ মেরে মিষ্টির ঠোঙাটা নিয়ে গেছে চিলে। দিনাকে ছেড়ে দিল লায়রো। টলে পড়ে যাবার উপক্রম করল দিনা। ঘুরে দাঁড়িয়ে ধপ্ করে বসে পড়ল মেঝেতে। রানার দিকে চেয়ে আছে। রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে মুখ, কিন্তু চোখ দুটো উন্মাদ, আগুন বেরুচ্ছে। তাকে কিছু বলে সান্ত্বনা অথবা ভরসা দেয়া দরকার, অনুভব করল রানা। কিন্তু সময় পেল না ও। দরজা খুলে গেল। পিছনে উদ্বিগ্ন রুকাকে নিয়ে বিশালদেহী প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা ভিতরে ঢুকল। মনোকলটা আরও শক্ত ভাবে চোখে বসাচ্ছে প্রিন্স।

'এই যে, জার্দা, মাই ডিয়ার ফেলো। কি করছ এখানে?' জিপসীর হাতে রিভলভারটা দেখল সে, তীব্র গলায় বলল, 'গর্দভ! ওটা আমার দিকে তাক কোরো না!' রানার দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'ওই বখাটের দিকে ধরো! এখনও তুমি বুঝতে পারোনি ওই লোকটাই যত নষ্টের গোড়া? তোমার ওপর ভরসা করে দেখছি ভুলই করেছি। শত্রুকে চিনতে মানুষ এত দেরি করে, ইউ ফুল!'

অনিশ্চিত ভাবে রিভলভারটা রানার দিকে আবার তাক্ করল জার্দা, অনিশ্চিতভাবে তাকিয়ে আছে প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগার দিকে।

'কি চান আপনি?' কণ্ঠস্বরে কঠোর কর্তৃত্বের সুর ফোটাতে গিয়ে ব্যর্থ হলো জার্দা। প্রিন্সের চোখে চোখ রেখে কথা বলা সম্ভব নয়, গলার স্বর কেঁপে গেল তার। 'আপনি এখানে কি মনে করে...'

'চোপ্!' জার্দার মুখের সামনে হাত ঝাপটা মারল প্রিন্স। 'এখানে কে আছে? আমি! এখানে কে কথা বলবে? আমি। আমি যখন কথা বলব তখন আমাকে কে বাধা দেবে? কেউ না। তোমরা একদল নবজাত শিশুর মত অযোগ্য, উলঙ্গ এবং নির্বোধ। শুধু চেঁচাতে পারো। শুধু কাপড় ভেজাতে পারো। আর শুধু ক্ষতি করতে পারো। আমার অস্তিত্ব রক্ষার মৌলিক নীতি ধ্বংস করতে তোমরা আমাকে বাধ্য করেছ। আজ আমাকে আত্মপ্রকাশ করতে হয়েছে, শখে নয়, তোমাদের অযোগ্যতার দরুন যে ক্ষতি হচ্ছে তা বন্ধ করার জরুরী প্রয়োজনে। ইতিমধ্যেই তোমরা আমার প্রচুর সময় নষ্ট করেছ এবং উপহার দিয়েছ একরাশ দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগ। তোমাদের সার্ভিস প্রত্যাখ্যান করার কথা সিরিয়াসলি ভাবছি আমি—স্থায়ী ভাবে। তোমাদের মধ্যে তুমিও একজন, জার্দা, দ্য গ্রেট ইডিয়ট! কি করছ তোমরা এখানে?'

'কি করছি আমরা?' প্রিন্সের দিকে তাকিয়ে আছে জার্দা। 'কিন্তু...কিন্তু এই পল সুয়েনি বলল আপনি...'

'পলকে আমি পরে টাইট করব,' কঠোর প্রতিজ্ঞার সুরে বলল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। শিউরে উঠল পল সুয়েনি। জার্দাকে নার্ভাস দেখাচ্ছে, যা কখনও ভাবা যায় না। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে লায়রো। আর স্রেফ বুদ্ধু সেজে দাঁড়িয়ে আছে নেজার। রুকা হতবাক। 'মাস দ্য লাভিগনোলিতে কি করছ তা আমি জানতে চাইনি, গর্দভ! এই মুহূর্তে, এখানে, এই ক্যারাভানে কি করছ তোমরা?'

'আপনি আমাকে যে টাকাটা দিয়েছিলেন সেটা রানা চুরি করেছে,' ঢোক গিলছে জার্দা। 'আমরা…'

'টাকাটা কি করেছে?'

'চুরি করেছে। এই রানা,' গলায় জোর পাচ্ছে না জার্দা। 'পুরো টাকাটা।'

'পুরো টাকাটা!'

'আশি হাজার ফ্র্যাঙ্ক। এখানে আমরা চেষ্টা করছি সেই টাকাটা ওর কাছ থেকে আদায় করতে। স্বীকার করেছে নিয়েছে ও। কোথায় আছে তাও বলেছে। চাবি দিতে যাচ্ছিল…'

'নিজের স্বার্থেই ওর কাছ থেকে টাকাটা আদায় করবে তুমি,' পায়ের আওয়াজ শুনে দরজার দিকে তাকাল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। টলতে টলতে ক্যারাভানে ঢুকছে মাকা। এখনও তলপেট চেপে ধরে আছে সে। ব্যথায় বিকৃত হয়ে আছে মুখ।

'লোকটা কি মাতাল?' কঠিন কণ্ঠে জানতে চাইল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। 'আপনি কি মাতাল, স্যার? আমার সাথে কথা বলার সময় সোজা হয়ে দাঁড়াও!'

'ওই লোক আমাকে মেরেছে!' রানার দিকে আঙুল তুলে প্রায় ফুঁপিয়ে উঠল মাকা। জার্দার দিকে তাকিয়ে কথা বলছে সে। প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগাকে লক্ষই করেনি। 'ক্যারাভানের কাছে এসে আমাকে গাল দিয়ে বলল, জিপসী শালা!'

'খামোশ!' রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মত হুঙ্কার ছাড়ল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। 'মাই গড, জার্দা, তুমি দেখছি একদল অযোগ্য অক্ষম ইঁদুর ছানা পুষছ? তুমি আমার লোক, এরা আমার লোক—এ আমি স্বীকার করতে সত্যিই লজ্জা পাচ্ছি।' ক্যারাভানের চারদিকে তাকাল সে। শিকল দিয়ে বাঁধা বন্দী তিনজনের দিকে তাচ্ছিল্যের সাথে তাকাল একবার, তারপর দু'পা এগিয়ে খুঁটিয়ে দেখল দিনা কাজানীকে। বাঙ্কে বসে আছে সে। 'ও, হো! চিনতে পারছি। ছুঁড়ি ছোঁড়া শিকারী। বখাটে ছোকরার সঙ্গিনী। এখানে কি করছে ও?'

কাঁধ ঝাঁকাল জার্দা। 'রানা সহযোগিতা করতে রাজি হবে না ভেবে…'

'একটা জিম্মি? ভেরি গুড। এই নাও, আরেকটা রয়েছে এখানে!' রুকার একটা কাঁধ ধরে সামনের দিকে নির্দয়ভাবে ঠেলে দিল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। হোঁচট খেয়ে কয়েক পা এগিয়ে দিনার পায়ের কাছে মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল রুকা। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল সে। ঘুরল।

আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে গেছে রুকার চোখ জোড়া।

'মুরগা!'

'শাটাপ্!'

'মুরগা! আমার বাবা···তুমি বলেছিলে

'তোমার মাথায় গোবর আছে,' প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা গম্ভীর। 'আসল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা, সৌভাগ্যক্রমে যার চেহারার সাথে আমার চেহারার অনেকটা মিল আছে, এই মুহূর্তে সে এখন আপার আমাজনে, দুষ্প্রাপ্য মাকড়সা ধরছে। হয়তো মাকড়সার কামড় খেয়ে মরে গিয়েও থাকতে পারে, সেজন্যে আমি দায়ী নই। আমি বেঁচে আছি। এবং আমি প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা নই।'

'তা আমরা জানি, মি. জেরোফ,' গলা বাড়িয়ে সবিনয়ে বলল পল সুয়েনি।

বিশাল শরীরটা বিদ্যুৎবেগে ছুটে গেল। পল সুয়েনি কিছুই বুঝতে পারল না। 'চটাস!' প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা প্রচণ্ড একটা চড় মারল তার গালে। পাক খেয়ে পড়ে গেল পল সুয়েনি মেঝেতে। ব্যথায় কাতরাচ্ছে। দেয়াল ধরে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াচ্ছে সে। পানি বেরিয়ে পড়েছে চোখে।

কেউ নড়ছে না। কোন শব্দ নেই।

'আমার কোন নাম নেই,' মৃদু গলায় নরম সুরে বলল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। 'তুমি যে নামটা উচ্চারণ করলে ওই নামে কোন লোক নেই।'

ঘুরে দাঁড়িয়েছে পল সুয়েনি। গালে হাত বুলিয়ে পাঁচ-আঙুলের দাগ অনুভব করছে। মাথাটা তুলতে পারল না ভয়ে। বলল, 'আমি দুঃখিত, স্যার। আমি···'

'চোপ্!' প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা জার্দার দিকে ফিরল। 'ওই বখাটে ছোকরার তোমাকে কিছু দেখাবার আছে? তোমাকে কিছু দেবার আছে?'

'ইয়েস, স্যার। তাছাড়া, আরেকটা ছোট খাটো কাজ সারতে হবে এখন আমাকে···'

'ঠিক, ঠিক, ঠিক। তাড়াতাড়ি সারো কাজটা।'

'ইয়েস, স্যার।'

'এখানে আছি আমি। তুমি ফিরে এসো, তারপর কথা হবে। আমাদের মধ্যে কথা হওয়া দরকার, কি বলো?'

ম্লান মুখে ঘাড় কাত করল জার্দা। নেজারকে নির্দেশ দিল মেয়েগুলোর ওপর নজর রাখার জন্যে। জ্যাকেট দিয়ে রিভলভারটা ঢেকে নিয়ে পল সুয়েনি আর লায়রোর দিকে তাকাল। ইঙ্গিত পেয়ে রানাকে মাঝখানে নিয়ে বেরিয়ে গেল তারা। পিছু নিল জার্দা।

নেজার একটা বাঙ্কে আরাম করে বসল। হাতের ছোরাটা পাশে নামিয়ে রাখল সে। তলপেট চেপে ধরে বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকল মাকা আরও কিছুক্ষণ তারপর বিড় বিড় করে কি যেন বলে ঘুরে দাঁড়াল, বেরিয়ে গেল ধীরে ধীরে।

অভিমানে বিকৃত হয়ে আছে রুকার মুখের চেহারা। প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগার দিকে তাকিয়ে আছে সে। 'ওহ্, মুরগা! কিভাবে তুমি আমার সাথে এমন···'

'মূর্খ!'

'কেন, মুরগা···'

'মূর্খ!'

ভাঙা হৃদয় নিয়ে রুকা তাকিয়ে থাকল প্রিন্সের দিকে। দুই চোখ বেয়ে

অঝোরে নামছে পানি। তাকে টেনে তুলে নিজের পাশে বসাল দিনা। দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে রেখেছে। তীব্র ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে প্রিন্সের দিকে। প্রিন্সও চেয়ে আছে ওদের দিকে। চেহারায় ফুটে উঠেছে নির্দয় কাঠিন্য।

'থামো এখানে,' বলল জার্দা। রানার শিরদাঁড়ায় সাইলেন্সারের নল ঠেকিয়ে রেখেছে সে। রানার এক পাশে পল সুয়েনি, আরেক পাশে লায়রো। ওরা থামল। দশ ফিট দূরে রানার অস্টিন।

'কোথায় রেখেছ চাবি?' পিছন থেকে জানতে চাইল জার্দা।

'নিয়ে আসছি আমি।'

'না। গাড়িতে স্টার্ট দেবে বা লুকানো রিভলভার বের করবে, সে সুযোগ তোমাকে দিচ্ছি না। কোথায়?'

'একটা চাবির রিঙে। ড্রাইভিং সীটের নিচে টেপ দিয়ে আটকানো আছে। পিছন দিকে, বাঁয়ে।'

'পল?' ঘাড় কাত করল পল, এগোল গাড়ির দিকে। তিক্ত গলায় বলল জার্দা, 'মানুষকে তুমি একদম বিশ্বাস করো না, তাই না?'

'করা উচিত?'

'ডিপোজিট বক্সের নাম্বার বলো।'

'সিক্সটি-ফাইভ।'

ফিরে এল পল সুয়েনি। 'এগুলো তো ইগনিশন কী!'

'তামারটা নয়,' বলল রানা।

পল সুয়েনির হাত থেকে চাবির রিঙটা নিল জার্দা। 'তামারটা নয়,' রিঙ থেকে সেটা খুলে নিল সে। 'সিক্সটি-ফাইভ। তোমার ভালর জন্যেই বলছি, এর মধ্যে যেন কোন ফাঁকি না থাকে। কি দিয়ে জড়ানো আছে টাকাটা?'

'অয়েলস্কিন। ব্রাউন পেপার। সীলিং-ওয়্যাক্স। ওপরে আমার নাম লেখা।'

'গুড,' এদিক ওদিক তাকাতে শুরু করতেই একটা ক্যারাভানের সিঁড়িতে মাকাকে বসে থাকতে দেখল জার্দা। ইঙ্গিতে তাকে কাছে ডাকল সে। একছুটে চলে এল মাকা। রানার দিকে তাকিয়ে দাঁত ঘষল। কিন্তু কিছু বলল না।

'জোসির একটা স্কুটার আছে, তাই না?'

'মেসেজ পাঠাতে চান? এক্ষুণি ডেকে আনছি। অ্যারেনায় আছে ও।'

'দরকার নেই,' চাবিটা মাকার দিকে ছুঁড়ে দিল জার্দা। 'আরলেস স্টেশনের সেফ ডিপোজিট সিক্সটি-ফাইভের চাবি এটা। সেফটা খুলে ব্রাউন রঙের পার্সেলটা নিয়ে আসতে বলবে তাকে। তার জীবনের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই কাজ, বলে দেবে। ফিরে এসে এখানে যদি আমাকে না পায়, কাউকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবে কোথায় আছি আমি। বুঝিয়ে বলতে পারবে সব?'

মাথা নেড়ে ঘুরে দাঁড়াল মাকা। ছুটল।

'এখন আমরা বুল-রিঙে যাব,' মৃদু কণ্ঠে বলল জার্দা, কিন্তু কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গের ছোঁয়াটুকু টের পেল রানা।

রাস্তা পেরোল ওরা, কিন্তু সরাসরি অ্যারেনায় ঢুকল না। অ্যারেনার বাইরে, লাগোয়া কয়েকটা পাশাপ্যাশি কামরা, তারই একটার ভিতর রানাকে নিয়ে ঢুকল ওরা তিনজন। ভিতরে পা দিয়ে বুঝল রানা, এটা একটা ড্রেসিং রুম। হ্যাঙ্গারে ম্যাটাডোরদের ইউনিফর্ম, ক্লাউনদের হরেকরকম ঢোলা পোশাক ঝুলছে। শেষ হ্যাঙ্গারটা দেখিয়ে জার্দা বলল। 'ওটা পরো।'

'ওটা পরব?' রঙচঙে ক্লাউন অর্থাৎ ভাঁড়দের জবরজঙ পোশাকটার দিকে একবার তাকাল রানা। 'কেন?'

'কারণ আমার হাতের বন্ধুটি পরতে বলছে তোমাকে,' রিভলভারটা নাড়ল জার্দা। 'বন্ধুর কথা অগ্রাহ্য করলে বন্ধু আবার রাগ করবে। বোঝো না?' হাসছে। 'হবু স্ত্রীর কথাও একটু ভাব।'

পরল রানা। পরা শেষ হতে দেখল লায়রো তার সাদা পোশাক বদলে গাঢ় রঙের স্যুটটা পরেছে, পল সুয়েনি পরেছে একটা স্মক। তিনজনকে কাগজের মুখোশ আর কমিক হ্যাট, অর্থাৎ রঙচঙে জরি বসানো টোপর পরতে দেখেও অবাক হলো না রানা। একটা লাল পতাকা দিয়ে হাতের রিভলভারটা ঢেকে নিল জার্দা। নিজেদের খুনে চেহারাগুলো পোশাকী কৌতুক দিয়ে ঢাকতে পুরোপুরি সফল হয়েছে, ভাবল রানা।

'চলো এবার, বধ্যভূমি আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে,' মৃদু কণ্ঠে বলল জার্দা।

ড্রেসিংরুম থেকে রানাকে নিয়ে বেরুল ওরা। জার্দা পিছনে, পিঠ ঘেঁষে এগোচ্ছে। দু'পাশে লায়রো আর পল সুয়েনি। গতি একটু মন্থর করতেই শিরদাঁড়ায় সাইলেন্সারের নল ঠেকল। মুখের চেহারা নির্বিকার রানার। যেন কিছুই ঘটছে না। অথচ মনের ভিতর বইছে প্রচণ্ড ঝড়।

বাতাসে দুলছে পল সুয়েনি আর লায়রোর নকল নাক। লম্বা টোপর নেড়ে দর্শকদের মধ্যে হাস্য রোল সৃষ্টির চেষ্টা করছে তারা।

ক্যালাজোনের প্রবেশ পথে পৌঁছে আগের সেই খেলাটা এখনও চলছে দেখে একটু অবাক হলো রানা। অ্যারেনা ছেড়ে চলে যাবার পর কত কিছু ঘটে গেছে অথচ এর মধ্যে মাত্র কয়েকটা মিনিট অতিবাহিত হয়েছে বুঝতে পেরে বিস্মিত হলো ও। একজন ভাঁড়, অবিশ্বাস্যভাবে, ষাঁড়ের পিঠের ওপর পিছনের অংশে দু'হাতে ভর দিয়ে, পা দুটো শূন্যে তুলে রেখেছে। ষাঁড়টা ক্রোধে উন্মাদ এবং দিশেহারা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিজের জায়গায়, মাথাটা এদিক ওদিক দোলাচ্ছে। হাততালির ধুম পড়ে গেল। পরিস্থিতি যদি অন্য রকম হত, ভাবল রানা, দর্শকদের এই আনন্দের ভাগীদার হত সে-ও।

ছোট্ট শেষ খেলাটায় ক্লাউন দু'জন অ্যারেনার পাশে তাদের অপর সঙ্গী অ্যাকর্ডিয়ানিস্টের যন্ত্র-সঙ্গীতের তালে তালে পরস্পরের কোমর ধরে নাচতে আরম্ভ করল। হঠাৎ নাচ থামাল তারা, দর্শকদের দিকে মুখ করে পাশাপাশি দাঁড়াল। মাথা নিচু করে কুর্নিশ করছে দর্শকদের। একবার, দু'বার, বারবার। যেন ভুলেই গেছে পিছনে রয়েছে উন্মত্ত ষাঁড়টা, তীর বেগে ছুটে আসছে সেটা ওদের

দিকে। আঁতকে উঠল দর্শকরা। তীব্র আর্ত চিৎকার উঠল অ্যারেনার চারদিক থেকে। এখনও নত হয়ে রয়েছে ক্লাউন দু'জন। ধীরে ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়াল তারা। তারপর ঘুরপাক খেতে শুরু করে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করল। এক সেকেন্ড আগে ঠিক যে জায়গাটায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে ছিল তারা সেই জায়গা দিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল ষাঁড়টা। সোজা গিয়ে কাঠের দেয়ালে ধাক্কা খেল, পাথরের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। মাথা ঘুরে গেছে তার। ষাঁড়টার দু'পাশ থেকে লাফ দিয়ে নিরাপদ আশ্রয় ক্যালাজোনে চলে এল ক্লাউনরা। হাততালি আর সিটি দিয়ে তাদেরকে বাহবা দিয়ে শুরু করেছে দর্শক। দর্শকদের এই উচ্ছ্বাস ভরা আনন্দ আর ক'মিনিট পর বজায় থাকবে কিনা, ভাবছে রানা। কোন আশা নেই।

রিঙ এখন ফাঁকা। রানাকে নিয়ে ক্যালাজোনে ঢুকল ওরা। হেসে উঠল দর্শকরা রানাকে দেখেই। ভারি মজার ব্যাপার। পরস্পরের গা টেপাটিপি করছে অনেকেই।

উদ্ভট পোশাক পরেছে রানা। তার ডান পাটা লাল কাপড় আর বাঁ পাটা সাদা কাপড়ে মোড়া। কোমরের কাছে ট্রাউজারটায় সাদা-কালো চৌকোনা ঘর আঁকা। সবুজ ক্যানভাসের ফ্লেক্সিবল জুতো জোড়া অস্বাভাবিক লম্বা। মাথায় লাল পম-পম, অর্থাৎ বন্দুক আঁকা টোপরের মত হ্যাট। আত্মরক্ষার জন্যে ওর হাতে তিন ফুট লম্বা একটা ছড়ি; মাথায় ছোট একটা তেকোনা পতাকা।

'রিভলভারটা আমার হাতে। মেয়েটা আমার হাতে,' চাপা কণ্ঠে বলল জার্দা। 'তোমার মনে থাকবে?'

'চেষ্টা করব।'

'যদি পালাতে চেষ্টা করো মেয়েটা বাঁচবে না। কথাটা বিশ্বাস করো?'

বিশ্বাস করে রানা। বলল, 'এবং আমি যদি মারা যাই তাহলেও মেয়েটা বাঁচবে না।'

'ভুল। গুরুত্ব তোমার। মেয়েটার কোন গুরুত্ব নেই। তুমি আছ, তাই মেয়েটার গুরুত্ব আছে। তুমি কে তা এখন আমি জানি, বা জানি বলে বিশ্বাস করি। কিছু এসে যায় না। জেনেছি, মাত্র দু'একদিন হলো তোমার সাথে পরিচয় হয়েছে ওর। তোমার মত হাড় বজ্জাত একজন লোক এই অল্প সময়ের মধ্যে সদ্য পরিচিতা একটা মেয়েকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলতে পারে না। প্রফেশন্যালরা কথা খুব কম বলে, তাই না, রানা? মেয়েটা আমাদের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। আমরা য়া করতে চাই তা করা হয়ে গেলে ধরো দু'দিনের মধ্যেই কাজটা শেষ হবে, যেখানে ইচ্ছা চলে যেতে পারবে ও। আমরা ওকে চলে যেতে দেব।'

'দিনা জানে।'

'কিছুই জানে না সে।'

'জানে। কোহেনকে কোথায় কবর দেয়া হয়েছে।'

'ও, তাই নাকি? কোহেন? কে সে?'

'তাই তো!' অবাক হবার ভান করল রানা। 'সত্যিই তো! কোহেন আবার

কে? দুঃখিত, কি বলতে কি বলে ফেলেছি। এবার তাহলে যেতে পারি আমি?'

ব্যঙ্গটা সহাস্যে হজম করল জার্দা। উত্তরটাও দিল রসিকতার সাথে। 'হ্যাঁ, পারো। তোমাকে চলে যেতে দেব বলেই তো এত কাঠ-খড় পুড়িয়ে এই ব্যবস্থা করেছি। এখন তুমি বুল-রিঙে যাবে। ওখান থেকে শুরু হবে তোমার যাত্রা। কোথায় তার শেষ?' জার্দা ঢুলু ঢুলু চোখে তাকিয়ে এদিক ওদিক মাথা দোলাচ্ছে। 'কেউ না! কেউ তা জানে না!' হঠাৎ মাথাটা স্থির করল জার্দা। 'কিন্তু একটা শর্ত।'

'সেটা কি?'

'ধস্তাধস্তিটা যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়।'

মৃত্যুদণ্ডের রায় শুনেছে রানা। ঘাড় কাত করে এতক্ষণে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে সম্মতি জানিয়ে দিল। চোখের পলকে শুরু হয়ে গেল প্রহসনটা। তিনজন ঝাঁপিয়ে পড়ল আচমকা রানার উপর। মারধর করছে না, চেপে ধরে রাখার, আটকে রাখার চেষ্টা করছে। চারজনে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল।

রানাকে মারবে, সে উপায় নেই ওদের। এই সুযোগটা পুরোপুরি নিল রানা।

অ্যারেনার ছাদে আর গ্যালারিতে ঢেউ খেলানো রঙের সমুদ্র মৃদু মন্থর ভাবে আলোড়িত হচ্ছে। একটা খেলার মাঝখানে কয়েক মুহূর্তের বিরতি, আরেক খেলার সূচনাতেই হাস্য-কৌতুকের আয়োজন দেখতে পাচ্ছে তারা। নড়েচড়ে বসছে সবাই। আগ্রহ ফুটে বেরুচ্ছে চোখ মুখ থেকে। সবাই হাসি খুশি। উৎসাহী। উন্মুখ। উপভোগ করছে নকল যুদ্ধটাকে। ধস্তাধস্তি করছে চারজন, একজনকে ধরে রাখতে চেষ্টা করছে তিনজন। কেউ ঘুষি চালাচ্ছে না, তলপেটে লক্ষ্য করে লাথি ছুঁড়ছে না। গোটা ব্যাপারটাই কৌতুকের একটা অংশ। কিন্তু হঠাৎ রানাকে খেপে উঠতে দেখে দর্শকরা ভুরু কুঁচকাল। নিজেকে মুক্ত করে বুল-রিঙে ঢুকতে চেষ্টা করছে রানা। ঘুষি চালাচ্ছে সে, লাথি ছুঁড়ছে। এবং প্রত্যেকটি লাগছে ঠিক যেখানটায় লাগাতে চাইছে সেখানটায়।

কারও হাত ভাঙল না রানা, কারও মাথা ফাটাল না, কিন্তু তিনজনকেই হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দিল বিশ্বাসযোগ্য ধস্তাধস্তি কাকে বলে। জার্দার ব্যান্ডেজ বাঁধা মুখের উপর ঘুষিটার ওজন আধ মণ তো হবেই, অনুমান করে তৃপ্তিবোধ করল রানা। পল সুয়েনিকে কমসে কম তিনদিন খুঁড়িয়ে হাঁটতে হবে, তার হাঁটুর হাড় নড়িয়ে দিয়েছে ও। লায়রো পিছলে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কারাতের একটা কোপ চালিয়ে ঘাড়ে পনেরো দিন স্থায়ী হবার মত একটা ব্যথা তাকে উপহার দিতে পেরে নিজেকে সুখী বলে মনে করছে রানা। দর্শকরা শিস দিচ্ছে, গলা ফাটাচ্ছে। তারা ভাবছে, মার পিটের অভিনয় বটে, কিন্তু কেমন জ্যান্ত। ওদের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মুক্ত হলো রানা, ক্যালাজোনের দেয়াল বরাবর খানিক দূর সোজা দৌড়ুল, তারপর লাফ দিয়ে দেয়ালটা টপকে প্রবেশ করল বধ্যভূমি বুল-রিঙে।

রানার পিছু পিছু ছুটছিল জার্দা, এমন ভঙ্গি করল যেন লাফ দিয়ে সেও দেয়াল টপকাবে, কিন্তু তার আগেই পল সুয়েনি তার একটা হাত ধরে ফেলল। লায়রো

ভিড়ল ওদের পাশে। পল সুয়েনি উত্তেজিতভাবে কি যেন দেখাচ্ছে হাত তুলে। জার্দা এবং লায়রো তাকাল সেদিকে।

শুধু ওরা নয়, হঠাৎ বোবা বনে যাওয়া হাজার হাজার দর্শকও তাকিয়ে আছে সেদিকে। শিস নেই, হাসি নেই, নেই নিঃশ্বাস পতনের এতটুকু শব্দ। নেই এক ইঞ্চি নড়াচড়া। শুধু বোবা নয়, হতভম্ব হয়ে গেছে সবাই। উদ্বেগ আর আশঙ্কা ফুটে উঠেছে সবার চোখে মুখে।

দর্শকদের দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল সেদিকে রানাও। আচমকা দর্শকদের এই নিথর হয়ে যাওয়ার কারণটা সাথে সাথে বুঝল ও। উদ্বেগ আর আশঙ্কা সংক্রমিত হলো ওরও মধ্যে। শিউরে উঠল।

ছয়

বুল-রিঙের উত্তর প্রান্তের গেটটা খুলে দেয়া হয়েছে। গেটের মুখে দাঁড়িয়ে আছে একটা ষাঁড়। কিন্তু এটা ছোটখাট হালকা কামারগুয়ের কালো ষাঁড় নয়। প্রোভেন্সের রক্তপাতহীন বুল-ফাইটে এই জাতের ষাঁড় ব্যবহার করা হয় না। এটা প্রকাণ্ড স্প্যানিশ ষাঁড়, দুষ্প্রাপ্য তো বটেই, রীতিমত বিপজ্জনক। স্পেনীয় Corridas লড়াইয়ে এর ব্যবহার নিয়ম সিদ্ধ। আন্দালুসিয়ান দৈত্য নামে এক ডাকে চেনে সবাই। লড়তে নেমে প্রাণে বেঁচে যাওয়া এই দৈত্যের নীতি নয়। শেষ পর্যন্ত মরতেই হবে তাকে, তবে তার আগে হয়তো সে এক বা একাধিক বুল-ফাইটারের জান কবচ করে নিতে কসুর করবে না। এই দৈত্যকে ভয় পায় স্পেনের বাঘা বাঘা ফাইটাররাও। এর সাথে লড়ার জন্যে মাঠে নামার আগে বিদায় এবং সকল অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়ে নেয় ফাইটাররা তাদের প্রিয়জনের কাছ থেকে। একটা লড়াই সাফল্যের সাথে শেষ করতে পারলে এক লাফে ফাইটারের দাম আগুন হয়ে ওঠে, সেই সাথে সম্মান, বীরত্ব এবং কৃতিত্বের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি পায় সে। কিন্তু অতটা সম্মান, বীরত্ব, ও কৃতিত্ব অর্জন করার লোভ খুব কম ফাইটারই করে। তার কারণ প্রাণের মায়া সকলেরই আছে।

বিশাল কাঁধ তার। প্রকাণ্ড মাথা। শিং দুটোর বিস্তার ভয়াবহ। মাথাটা নিচু করে আছে। বিনয়ের অবতার যেন। কিন্তু সামনের পা দুটো ঠিক তার উল্টো ভাব প্রকাশ করছে। একবার ডান পা আরেকবার বাঁ পা মাটি আঁচড়াচ্ছে। অবিরাম। কালচে বালিতে গভীর গর্ত তৈরি করছে সে।

দর্শকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে একটা অস্বস্তি। পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে তারা। ভীত বিস্ময়ে হতভম্ব সবাই। আজ এই উৎসবের দিনে খেলায় ভয়ের চেয়ে কৌতুক থাকবে বেশি, জানা ছিল সকলের। কিন্তু চোখের সামনে যে দৈত্যকে দেখতে পাচ্ছে তারা, এর সাথে কৌতুক করবে এমন বুল-ফাইটার স্পেনেও জন্মগ্রহণ করেনি। চোখের পলকে আনন্দ-ভূমি রূপান্তরিত হয়েছে

বধ্যভূমিতে। এই ষাঁড়ের সাথে কাউকে লড়তে পাঠানো মানে তাকে অবধারিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া। বড়দের বোকা ভাব দেখে মুছে গেছে শিশু-কিশোরদের মুখের হাসিও।

ধীর ভঙ্গিতে প্রকাণ্ড দানবটা ঢুকছে রিঙের ভিতর। একই সাথে পিছন দিকে সামনের দুটো পা ছুঁড়ে গভীর গর্ত তৈরি করছে বালিতে। আগের চেয়ে নিচু করে রেখেছে মাথাটা।

দাঁড়িয়ে আছে রানা। শক্তভাবে সেঁটে আছে ঠোঁট দুটো। কুঁচকে আছে চোখের চার পাশ। স্থির, সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ভয়ের একটা হিমশীতল অনুভূতি টের পাচ্ছে শিরদাঁড়ায়। প্রাণ নিয়ে সংকট দেখা দিয়েছে, বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। এই সংকট থেকে পরিত্রাণের উপায় কি, তাও জানে ও। বিশ্বের সবচেয়ে সেরা বুল-ফাইটারের সমস্ত কৌশল নিপুণ কায়দায় প্রয়োগ করে প্রাণটাকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে হবে ওকে। অথচ, কৌশল বলতে কিছুই জানা নেই ওর।

ক্যালাজোনের নিরাপদ আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল জার্দা। রিঙের ভিতর দাঁড়ানো লোকটার প্রতি নিজের অজ্ঞাতেই সহানুভূতি বোধ করছে সে। অপরদিকে, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে যা ঘটতে যাচ্ছে তার পূর্ণ কৃতিত্ব নিজের ভেবে গর্ব অনুভব করছে। অকস্মাৎ টানটান হয়ে উঠল তার শরীর। তার সাথে শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে উঠল হাজার হাজার দর্শকের। মস্ত ষাঁড়টা তেড়ে আসছে হামলা চালাতে।

দৌড় শুরু করার প্রথম বেগটা আকারের তুলনায় অবিশ্বাস্য। রানার দিকে ষাঁড়টা এগিয়ে আসছে একটা ফুল স্পীড এক্সপ্রেস ট্রেনের মত। চোখে পলক নেই রানার। কিন্তু মনের ভিতর বইছে ঝড়, ষাঁড়টার গতি এবং মধ্যবর্তী দূরত্বের ক্রমশ সঙ্কোচনের পারস্পরিক সম্পর্ক মেলাতে চেষ্টা করছে ও। রাস্তা পেরোতে গিয়ে সামনে প্রকাণ্ড ট্রাককে ছুটে আসতে দেখে মানুষ যেমন ভয়ে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে আছে রানা। আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে দর্শকরা। দৃশ্যটা বিশ্বাস করতে পারছে না, দুঃস্বপ্নের ঘোরের মধ্যে রয়েছে যেন তারা। অন্তরের অন্তস্তলে অনুভব করছে সবাই, এই উন্মাদ যোদ্ধার ধ্বংস আর মাত্র দুই সেকেন্ড দূরে।

দুই সেকেন্ডের একটিকে নির্বাধায় বয়ে যেতে দিয়ে আনাড়ীর মত নিজের ডান দিকে লাফ দিল রানা। কিন্তু এ ধরনের কৌশল সম্পর্কে সবই জানা আছে খুনে পশুটার। তখনও লাফ দেয়নি রানা, কিন্তু ওর ভঙ্গি দেখেই ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে সে। ঝড়ের গতি এতটুকু না কমিয়ে দিক বদলে বাধা দিতে চাইল রানাকে। কিন্তু লাফ দেবার কোন ইচ্ছা ছিল না রানার, ও শুধু ভঙ্গি করেছিল। লাফিয়ে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে নিজেকে সাংঘাতিক কষ্টে সামলে নিয়ে বাঁ দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ও। কিন্তু ততক্ষণে কাছে চলে এসেছে দৈত্যটা। লাফ দিয়েছে রানা, তখনও নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে পারেনি। প্রলয়ঙ্করী সাইক্লোনের মত পাশ ঘেঁষে চলে গেল সেটা। বিশাল ডান দিকের শিংটা এক ফুটের জন্যে নাগাল পেল না রানার। কি ঘটে গেছে বুঝতে পেরেও কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল বিশ্বাস করতে, তারপর

দর্শকরা লম্বা করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। এ ওর দিকে, সে তার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ছে। বীভৎস, নির্দয় একটা ঘটনা চাক্ষুষ করা থেকে রেহাই পেয়েছে তারা। তবে ফাইটার অলৌকিকভাবে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছে বটে, কিন্তু কৃতিত্বটুকু তারা ওকে দিতে রাজি নয়। কোন কৌশল খাটিয়ে এভাবে বেঁচে যাওয়া স্রেফ সম্ভবই নয়। বেঁচে গেছে ভাগ্যের জোরে। উদ্বেগ তাই এখনও অটুট। পরিবেশ শ্বাসরুদ্ধকর।

আন্দালুসিয়ান ষাঁড়টা যত দ্রুত ছুট শুরু করতে পারে, ঠিক ততই দ্রুত থামতেও পারে অকস্মাৎ। মণ দুয়েক বালি ছড়িয়ে থামল সে, আধপাক ঘুরল। এবং এক সেকেন্ড না থেমে তেড়ে এল রানার দিকে আবার। আবার দর্শকরা দেখতে পাচ্ছে, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ক্লাউন। ষাঁড়ের পা চারটের দিকে তাকাতেই চোখ ধাঁধিয়ে গেল রানার। এত দ্রুত উঠছে আর পড়ছে যে দৃষ্টি দিয়ে ধরা অসম্ভব। অপেক্ষা করছে রানা। এক সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগকে কাজে লাগাতে হবে।

সেই বিপজ্জনক সেকেন্ডটা এসে পড়ল। আবার আগের কৌশল প্রয়োগ করল রানা। এবার ভঙ্গি করল বাঁ দিকে, কিন্তু লাফ দিল অন্যদিকে। এবারও ষাঁড়টা নাগাল পেল না ওর। তবে মাত্র কয়েক ইঞ্চির জন্যে। অ্যারেনার চারদিক থেকে মৃদু প্রশংসাসূচক গুঞ্জন উঠল, তার সাথে রানার কপালে জুটল সামান্য কিছু হাততালি। পরিবেশ যে কে উদ্বেগের চাপ কমতে শুরু করেছে।

আবার ঘুরল ষাঁড়টা। কিন্তু এবার সেটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ত্রিশ ফিটেরও কম দূরে। চুপচাপ দেখছে রানাকে, কি যেন বুঝতে চেষ্টা করছে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ওটাকে লক্ষ করছে রানাও। বিশাল শিং দুটোর ছুঁচাল আগা চোখে পড়ে গেল ওর। অনুমান নয়, পরিষ্কার বুঝল রানা, ফাইল দিয়ে ঘষে তীক্ষ্ণ করা হয়েছে। তীক্ততার সাথে মনে মনে স্বীকার করল ও, ওকে মেরে ফেলার আয়োজনে যত্ন এবং নৈপুণ্যের কোন অভাব রাখেনি জার্দা। মৃত্যু যাতে তুলনামূলকভাবে অল্প সময়ের মধ্যে ঘটে, সেদিকেও খেয়াল রেখেছে সে। শিং দুটোর আগা ফাইল দিয়ে ঘষে আধ ইঞ্চি ডায়ামিটারে পরিণত না করে যদি ভোঁতাই রেখে দিত, ফলাফলে কোন তারতম্য ঘটত না। মস্ত কাঁধ আর ঘাড়ের পেশীগুলোর সমস্ত শক্তি দিয়ে মারা শিঙের হুক কোন বাধাকেই মানবার নয়, আগা যতই ভোঁতা হোক, ওর শরীরকে গেঁথে ফুঁড়ে বেরিয়ে যাবে অপরদিকে। পার্থক্য সম্ভবত এইটুকুই যে মৃত্যু একটু তাড়াতাড়ি আসবে, ফলে যন্ত্রণাও অনুভূত হবে অপেক্ষাকৃত কম। তবে, এ থেকে জার্দার বিশেষত্ব টের পাওয়া যায়। সব কাজেই সে তার নিজস্ব রুচি এবং দক্ষতার ছাপ রাখতে পছন্দ করে।

ষাঁড়ের লাল চোখ দুটোয় একবারও পলক পড়েনি। ও কি চিন্তা করতে পারে, ভাবছে রানা, চিন্তা করছে? কে জানে, ওর মনের কথা বুঝতে পেরে জানোয়ারটা হয়তো মনে মনে হাসছে—ভাষা জানে না, তা নাহলে সবিনয়ে জানিয়ে দিত, যতভাবেই যা কায়দা করো, শেষ পর্যন্ত হার তোমাকে মানতেই হবে বাপু।

কি ভাবছে ষাঁড়টা অনুমান করার চেষ্টা করছে রানা। আগের কৌশলে লাফ

দিয়ে সরে যাবে ও, তাই আশা করছে? তাহলে যেদিকে লাফ দেবার ভঙ্গি করবে রানা দিক বদলে সেদিকে এগোতে চেষ্টা করবে না সে, সোজা ছুটে এসে রানা লাফ দিয়ে সরে যাবার আগেই আঘাত করবে ওকে। নাকি ভাবছে, ওর এরপরের কৌশলটায় ধোঁকা দেবার কোন চেষ্টা থাকবে না, যেদিকে লাফ দেবার ভঙ্গি করবে সেদিকেই লাফ দেবে ও? পশুটার সিদ্ধান্ত যদি এই হয়, এবারও তাহলে দিক বদলে ধাক্কা দিতে চেষ্টা করবে ওকে? ধোঁকা, ধোঁকার ভিতর ধোঁকা, ভাবছে রানা, এসব নিয়ে মাথা ঘামানো স্রেফ বোকামি হচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করছে অন্ধ ভাগ্য। ভাগ্যের অর্ধেকটা ওর দিকে, বাকি অর্ধেকটা ষাঁড়ের দিকে। প্রতিটি আক্রমণে বিশ ভাগ সম্ভাবনা ও অক্ষত থাকবে, বাকি আশি ভাগ সম্ভাবনা একটা শিং ওর ভিতরে ঢুকে গিয়ে টেনে বের করে নেবে প্রাণ।

বিশ ভাগ সম্ভাবনার চিন্তাটা মাথায় ঢুকতেই একটা ঝুঁকি নিতে উৎসাহ বোধ করল রানা। ঝট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল পিছন দিকে। কাঠের পাঁচিলটা মাত্র দশ ফিট দূরে। চরকির মত আধ পাক ঘুরল রানা। বিদ্যুৎবেগে ছুটল। ছুট শুরু করার ঠিক আগের মুহূর্তে টের পেয়ে গেল, পিছনে তাড়া করেছে ষাঁড়টা। সামনে দেখতে পেল জার্দাকে। ক্যালাজোনের নিরাপদ আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। হাতের রিভলভারটা লাল পতাকা দিয়ে ঢাকা। ঢাকা হলেও সেটা যে ওরই দিকে মুখ করে আছে, বুঝতে পারল রানা। জার্দা গুলি করবে না। তার দরকার হবে না। সে জানে। জানে, রানা বুল-রিঙের পাঁচিল টপকে ক্যালাজোনে ঢুকবে না। তার মনের এই কথা রানা জানে, জার্দা সে খবরও রাখে।

কয়েক পা এগিয়েই পাঁচিলের কাছাকাছি আধ পাক ঘুরে ষাঁড়টার মুখোমুখি হলো রানা। ঠিক দুই সেকেন্ড পর সর্বনেশে টর্নেডোর মত কাছে এসে পড়ল উন্মত্ত হিংস্র ষাঁড়টা। ডান শিংটা দিয়ে ভয়ঙ্করভাবে হুক করল রানাকে। অকস্মাৎ খান খান হয়ে গেল অখণ্ড নিস্তব্ধতা। হাহাকার করে উঠল দর্শকরা। বাঁশীর মত শোনা যাচ্ছে মেয়েদের তীক্ষ্ণ চিৎকার। শিঙের ছুঁচাল মাথা ঘষা খেল রানার আস্তিনে, কিন্তু কাপড়টা ছিঁড়ল না তাতে। প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা খেল ষাঁড়টা পাঁচিলের সাথে, উপরের দুটো তক্তা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল ক্যালাজোনের ভিতর দিকে। ধাক্কা খেয়েই ষাঁড়টা পিছনের পায়ে ভর দিয়ে উঁচু করল শরীরটা, প্রাণপণে, সাংঘাতিক ব্যস্ততার সাথে পাঁচিল টপকাবার চেষ্টা করছে। বেশ কয়েক সেকেন্ড পেরিয়ে যাবার পর জানোয়ারটা বুঝতে পারল, রানা পাঁচিল টপকে পালায়নি, রিঙের ভিতরেই আছে সে, ইতিমধ্যে খানিকটা দূরে সরে গেছে তার কাছ থেকে।

আনন্দে আত্মহারা দর্শক। চেঁচাচ্ছে । হাততালি দিচ্ছে। তাদের মুখে ধীরে ধীরে ফিরে আসছে হাসিখুশি ভাব। প্রথম দর্শনে বীভৎস, এবং একতরফা হননের প্রতিযোগিতা বলে মনে হয়েছিল লড়াইটাকে, অনেকেই এখন ব্যাপারটাকে অন্য কিছু ভেবে উপভোগ করতে শুরু করেছে। বিপদ আছে পুরোমাত্রায়, নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে তারা, কিন্তু মুখোমুখি হয়ে সে বিপদকে এড়িয়ে যাবার অকল্পনীয়, অলৌকিক ক্ষমতাও রয়েছে এই অপরিচিত বুল-ফাইটারের।

দীর্ঘ ত্রিশ সেকেন্ড একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল ষাঁড়টা। ধীরে ধীরে এদিক

ওদিক নাড়ছে মাথাটা, পাঁচিলের সাথে ধাক্কা খেয়ে একটু যেন ঘুরে গেছে সেটা। কিন্তু তারপর যখন নড়ল, বোঝা গেল, সে তার কৌশল বদল করেছে।

উদ্দাম বেগে রানার দিকে তেড়ে এল না সে। ডানে দৌড়ে, বাঁয়ে দৌড়ে ক্রমশ এগিয়ে আসছে রানার দিকে। ক্রমশ পিছিয়ে নিয়ে যাচ্ছে রানাকে। কোণঠাসা করে ফেলছে। কমে যাচ্ছে মাঝখানের দূরত্ব। পিছু হটছে রানা। সামনে বাড়ছে হিংস্র জন্তুটা। দূরত্ব ধীরে ধীরে কমিয়ে আনছে সে। অদ্ভুত একটা আত্মবিশ্বাস লক্ষ করল রানা ষাঁড়টার মধ্যে। তাকে ঠাণ্ডা মাথায় এমন সুচিন্তিত এবং নিপুণ আক্রমণ ধারা রচনা করতে দেখে শিউরে উঠল ও। অকস্মাৎ নিচু করল মাথা। বিদ্যুৎবেগে ছুটে এল রানার দিকে। নড়বে, লাফ দিয়ে সরে যাবে, তার কোন উপায় নেই রানার। এর আগেই ষাঁড়টা কৌশলে রানার নড়াচড়া করার জায়গাটুকু নিজের দখলের মধ্যে নিয়ে রেখেছে।

হায় হায় রব উঠল দর্শকদের মধ্যে। চোখ বুজে চিৎকার করছে অনেকে।

শিং দিয়ে মাটি থেকে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলতে চাইল ষাঁড়টা রানাকে। ঠিক আগের মুহূর্তে একমাত্র খোলা রাস্তাটা ধরেছে রানা। ষাঁড়টার মাথার উপর দিয়ে লাফিয়ে শূন্যে উঠে গেল ও। নিচে নামতে শুরু করল পরমুহূর্তেই। পড়ল। কিন্তু মাটিতে নয়। উল্টো ভাবে ষাঁড়ের পিঠে। কুণ্ডলী পাকিয়ে গেল শরীরটা। ঘামে চট চটে পিঠ থেকে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। পড়ার মধ্যেই পা দুটো লম্বা করে দিতে পারল। সিধে হয়ে নামল মাটিতে, দু'পায়ের উপর ভর করে দাঁড়াল।

তীক্ষ্ণ শিস ভেসে এল অ্যারেনার চারদিক থেকে। হৈ-হৈ করে উঠল দর্শকরা। গ্যালারি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে হাজার হাজার লোক। ধেই ধেই নাচছে। ড্রামের মত পেটাচ্ছে একজন আরেকজনের পিঠ। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বুল-ফাইটারের লড়াই দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছে, এ ব্যাপারে কারও মনে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এই যোদ্ধা কয়েক সেকেন্ডের বেশি টিকতে পারবে না, এই ভুল ধারণার জন্যে অনেকেই এখন লজ্জা অনুভব করছে মনে মনে।

প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগাকে অনুসরণ করছে পাঁচ জোড়া উদ্বিগ্ন চোখ। রুক্ষ দৃষ্টিতে শিকল পরা লোক দু'জনের দিকে বার কয়েক তাকিয়ে প্রিন্স তাদের থরহরি কাঁপিয়ে দিয়েছে। কাউন্ট দিমেল অবশ্য কিছুই টের পাচ্ছে না, অচৈতন্যের মত নিঃসাড় পড়ে আছে বাঙ্কের ওপর। ক্যারাভানের ভিতর অস্থিরভাবে পায়চারি করছে প্রিন্স। খানিক পরপরই রিস্টওয়াচ দেখছে। ক্রমশ বাড়ছে তার অস্থিরতা। মেয়ে দুটোর চোখের পানি ইতিমধ্যে শুকিয়ে গেছে। কপালে কি না কি আছে ভেবে দু'জনেই শঙ্কিত। নেজার শান্ত থাকার চেষ্টা করছে বটে, কিন্তু প্রিন্সের অস্থিরতা বাড়তে দেখে কেন যেন উত্তেজিত হয়ে উঠছে সেও। সেটা চেপে রাখার জন্যে মুখটাকে গম্ভীর করে রেখেছে।

পায়চারি থামিয়ে মেঝেতে পা ঠুকল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। দুলে উঠল ক্যারাভান। তাকিয়ে আছে দরজা দিয়ে বাইরের দিকে। 'শয়তানের খপ্পরে পড়েছে নাকি জার্দা? কিসের জন্যে এত দেরি করছে সে?' ঝট্ করে ঘুরে নেজারের দিকে

ফিরল। 'এই যে, গুড ফর নাথিং! বখাটে ছোকরাটাকে কোথায় নিয়ে গেছে ওরা? জানো কিছু?'

'কেন, আপনি জানেন না?'

'জবাব দে, ব্যাটা, কেঁচোর বাচ্চা!'

'টাকার জন্যে নিয়ে গেছে। আপনার সামনেই তো কথা হলো। ওখান থেকে বুল-রিঙে নিয়ে যাবে।'

'বুল-রিঙে নিয়ে যাবে? বুল-রিঙে নিয়ে যাবে?' প্রিন্স যেন কথাটার অর্থ বুঝতে বা বিশ্বাস করতে পারছে না। 'কেন?'

'কেন?' ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে নেজার। 'আপনি তো নিজেই তাই চেয়েছেন, তাই না?'

'চেয়েছি? কি চেয়েছি আমি?' বজ্রকণ্ঠে জানতে চাইল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা।

'রানার কথা বলছি। ওকে আপনি পথ থেকে সরাতে চাননি?'

হঠাৎ যেন চোখ খুলে গেল প্রিন্সের। এক সেকেন্ড ইতস্তত করল সে। উজ্জ্বল হয়ে উঠল পর মুহূর্তে মুখের চেহারা। 'তা তো চাইবই! শত্রু যখন, তাকে তো পথ থেকে সরাতেই হবে।' অকস্মাৎ রাগে অন্ধ হয়ে উঠল সে। এগিয়ে গিয়ে নেজারো দু'দিকের কাঁধ খামচে ধরল। ঝাঁকুনি দিচ্ছে প্রচণ্ডভাবে।

ব্যথায় নীল হয়ে উঠল নেজারের মুখ। ঝাঁকুনির চোটে কথা বলতে পারছে না।

'কিন্তু বুল-রিঙে কেন? সেখানে কি?' হুঙ্কার ছেড়ে প্রশ্ন করল প্রিন্স।

'ষাঁড়ের সাথে লড়াই করতে, স্যার।' প্রিন্স ঝাঁকুনি দেয়া বন্ধ করেছে, নেজার যাতে কথা বলতে পারে। 'মস্ত একটা কালো স্প্যানিশ খুনে। খালি হাতে লড়তে হবে ওটার সাথে। যদি না লড়ে,' দিনাকে চোখ-ইশারায় দেখাল নেজার। 'ওকে আমরা খুন করব। এভাবে, জার্দার ধারণা, আমাদের ওপর কোনরকম সন্দেহ চাপবে না। ইতিমধ্যে রানা সম্ভবত খতম হয়ে গেছে।' প্রশংসায় বিগলিত দেখাচ্ছে নেজারকে, এদিক ওদিক মাথা দোলাচ্ছে, 'যাই বলুন, জার্দার বুদ্ধি আছে।'

'বানচোত্! শালা গাণ্ডু! শালা গরুর লেজ! শালা পায়খানায় গা ঘষতে গেছে!' খেপে উঠেছে প্রিন্স। মুখে যা আসছে তাই বলছে। 'রানাকে খুন? এখনই? তার পেট থেকে কথা বের না করেই? তার যোগাযোগ সম্পর্কে আমি কিছু না জানার আগেই? কিভাবে সে আমাদের সিকিউরিটিকে ধোঁকা দিয়ে ভিতরের খবর পেয়েছে তা না জেনেই? আশি হাজার ফ্র্যাঙ্ক আদায় করার কথা না হয় বাদই দিলাম। এক্ষুণি, ইউ গুড ফর নাথিং! জীবনে অন্তত একটা কাজ করে নিজের উপযুক্ততা প্রমাণ করো। নাউ! এই মুহূর্তে! ছুটে যাও। থামাও জার্দাকে। থামাও স্প্যানিশ কিলারকে। কুইক! ফিরিয়ে আনো রানাকে! যাও।'

একগুঁয়ে ভাব ফুটে উঠল নেজারের চেহারায়। মাথা নেড়ে বলল, 'আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে এখানে বসে মেয়ে দুটোকে পাহারা দিতে হবে।'

'তোমার এই অবাধ্যতার শাস্তি কি হতে পারে তা আমি পরে ভেবে দেখব,' চাপা কণ্ঠে বলল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। 'আমি নিজেই যেতে পারি, কিন্তু

জার্দার সাথে লোকে আমাকে আবার দেখুক এ আমি চাই না। মিস দিনা, এক্ষুণি দৌড়ে যাও...'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল দিনা। আরলেসীয় পোশাক পিঠের কাছে ছিঁড়ে বরবাদ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু নেজারের লোভাতুর দৃষ্টি থেকে নগ্ন কোমল পিঠটাকে রক্ষা করার জন্যে রুকা এখানে সেখানে গিঁঠ দিয়ে ইতিমধ্যেই সেটাকে মেরামত করে ফেলেছে। দ্বিতীয়বার বলতে হলো না, প্রিন্স সিদ্ধান্ত বদলাতে পারে ভেবে দ্রুত দরজার দিকে এগোল দিনা। কিন্তু বাঙ্ক ছেড়ে উঠে দাঁড়াল নেজার। পথ রোধ করে দাঁড়াল দিনার।

ইতিমধ্যে পায়চারি শুরু করেছে আবার প্রিন্স। দিনা বা নেজারের দিকে তার খেয়াল নেই। পাঁচ সেকেন্ড পর হঠাৎ সে মুখ তুলল।

'কি! এখনও তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ?' দিনার দিকে কটমট করে তাকাল প্রিন্স।

উত্তর দিল নেজার। 'ওকে আমি যেতে দিতে পারি না। হুকুম আছে...'

'গ্রেট গড ইন হেভেন!' বজ্র কণ্ঠে বলল প্রিন্স। 'আমাকে তুমি অমান্য করছ? আশ্চর্য! কেমন দুঃসাহস!'

হেলে দুলে এগোচ্ছে প্রিন্স নেজারের দিকে। সতর্ক হয়ে উঠল নেজার। কিন্তু ঠিক কি করা উচিত, ভেবে পেল না সে। এক পা পিছিয়ে গেল, পিঠ ঠেকল দেয়ালে। ঠিক কি ঘটতে যাচ্ছে, সে সম্পর্কে কোন ধারণা করতে পারছে না।

সামনে এসে দাঁড়াল প্রিন্স। হাঁটু ভাঁজ করে একটা পা তুলল। দু'হাত দিয়ে তলপেট ঢাকতে চেষ্টা করল নেজার। ক্ষীণ একটা হাসি ফুটে উঠল প্রিন্সের ঠোঁটে। উপরে তোলা পাটা বিদ্যুৎবেগে নিচে নামাল সে। অসহ্য ব্যথায় চিৎকার করে উঠল নেজার। তার ডান পায়ের পাঁচটা আঙুল ভেঙে গেছে। হাঁটু ভাঁজ করে পাটা উপরে তুলে দু'হাত দিয়ে চেপে ধরেছে নেজার। এক পায়ে দাঁড়িয়ে লাফাচ্ছে। দুই হাত এক করল প্রিন্স। জোড়া হাত নামিয়ে আনল নেজারের ঘাড়ের গোড়ায়। হুড়মুড় করে মেঝেতে পড়ে গেল নেজার। মাথাটা মেঝেতে ধাক্কা খাওয়ার আগেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

'কুইক, মিস দিনা, কুইক!' প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা দ্রুত বলল। 'তোমার হবু-স্বামী এতক্ষণে বোধহয় প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলেছে।'

ঘামে ভিজে গেছে রানার সব কাপড়। দু'পায়ে ভর দিয়ে এখনও ও দাঁড়িয়ে আছে, তা শুধু ইচ্ছাশক্তি আর বাঁচার সহজাত প্রবৃত্তির জোরে। এই শক্তি আর প্রবৃত্তিও দ্রুত নিস্তেজ হয়ে আসছে। চোখে অন্ধকার দেখছে রানা। বুঝতে পারছে দম ফুরিয়ে গেছে ওর। ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে অনেক আগেই। বালি আর রক্তে মাখামাখি, যন্ত্রণায় কুঁচকে আছে, ক্লান্তিতে লম্বা হয়ে গেছে মুখের চেহারা। খানিক পরপরই বাঁ দিকের পাঁজরগুলো হাত দিয়ে চেপে ধরে ব্যথা হজম করার চেষ্টা করছে ও। রঙচঙে ক্লাউনের পোশাকটাকে এখন আর চেনার উপায় নেই। ঘাম বালি আর রক্ত লেগে, অসংখ্য জায়গায় ছিঁড়ে গিয়ে আগের চেহারা

হারিয়েছে সেটা। ডান দিকে চামড়া তোলা বুকের কিছুটা দেখা যাচ্ছে ছেঁড়া পোশাকের ভিতর। রক্তাক্ত, দগদগে ঘায়ের মত। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, ষাঁড়ের বাঁ শিংটা অল্পের জন্যে পাঁজর ভেদ করে বুকের ভিতর ঢুকতে গিয়েও পারেনি।

নতুন উপসর্গ যোগ হয়েছে ফাইটে। ষাঁড়টাকে আরও খেপিয়ে তোলার জন্যে প্রতি দু'মিনিট অন্তর অন্তর ক্যালাজোনের ওপাশ থেকে ছুটে আসছে একটা করে বর্শা—ঘ্যাঁচ করে বিঁধছে ওটার কাঁধে। রাগে একেবারে অন্ধ হয়ে গেছে জানোয়ারটা।

বালি বিছানো মেঝেতে কতবার আছাড় খেয়ে পড়েছে, মনে নেই রানার। শুধু তিনটে ঘটনার কথা মনে আছে ওর, চিরকাল মনে থাকবে। দু'বার ষাঁড়টা কাঁধ দিয়ে ঠেলে নিয়ে গিয়ে নিজের পছন্দমত জায়গায় শুইয়ে দিয়েছে ওকে, তারপর শিং দিয়ে মাটির সাথে গাঁথার চেষ্টা করেছে। একবার বাম শিংয়ের পিছু-ধাক্কা খেয়েছে বাম হাতের উপর দিকে, চোখের পলকে শূন্যে উঠে গেছে শরীরটা, ধপাস করে পড়েছে চার হাত দূরে বালির উপর। এবং এখন আবার ওর দিকে তেড়ে আসছে দৈত্যটা।

এক পাশে সরে যেতে চেষ্টা করল রানা। সরে যাবার গতিটা হয়ে গেল মন্থর, ভয়ঙ্কর শ্লথ। হিসেবে ভুল করল ষাঁড়টা। রানার গতি সম্পর্কে এর আগে যে ধারণা হয়েছে তার সে হিসেবে আরও এক ফুট সরে যাওয়ার কথা রানার। ষাঁড়টা বুঝতে পারেনি। তার হিসেব অনুযায়ী রানার যেখানে থাকার কথা সেখানে শিং দিয়ে গুঁতো মারল কিন্তু শিংটা নাগাল পেল না রানার। তবে দৈত্যটার কাঁধের সাথে ঘষা খেল রানা। প্রায় এক টন ওজন ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে ছুটছে, তার সাথে ঘষা খাওয়া মানে ডিগবাজি খেয়ে মাটিতে শুয়ে পড়া। এবং এখানেই এর শেষ নয়। মাথা নিচু করে আবার তেড়ে এল ষাঁড়টা।

রানা বুঝল। বুঝল ষাঁড়টা। নিঃসন্দেহে বুঝতে পারছে দর্শকরা, ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে তারা। এটাই শেষ হামলা। এ থেকে পরিত্রাণ নেই রানার।

শিং নিচু করে গাঁথার চেষ্টা করছে রানাকে ষাঁড়টা। এ কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য। দর্শকরা কাঁপছে উত্তেজনায়। ধড়াস ধড়াস বুকের ভিতর লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। মুখের চেহারা বিকৃত হয়ে আছে আতঙ্কে। এই ঘটল বুঝি! চরম সর্বনাশটা ঘটে গেল। গেল! গেল!

গড়াচ্ছে রানা। গড়িয়ে দূরে সরে যেতে চেষ্টা করছে, ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ছাড়ছে ষাঁড়টা। দমকা লু হাওয়ার মত সেই নিঃশ্বাস শরীরে অনুভব করছে রানা। দ্রুত গড়িয়ে চলেছে। একবার গড়ান দিয়ে চোখ মেলেই দেখতে পেল ষাঁড়টাকে। বিশাল শিং দুটো তিন ইঞ্চি দূরে। প্রতি সেকেন্ডে একবার গুঁতো মেরে গাঁথার চেষ্টা করছে ওকে। প্রতিবার গড়িয়ে সরে গিয়ে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে রানা। প্রাণপণে সরে থাকার চেষ্টা করছে শিং দুটোর নাগালের বাইরে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। এভাবে কতক্ষণ!

হঠাৎ দর্শকরা সবাই বোবা হয়ে গেছে। তারা ভাবছে লোকটা বিশ্বের সেরা বুল-ফাইটার তাতে কোন সন্দেহ নেই, সন্দেহ নেই অদ্ভুত রণ কৌশল রপ্ত করেছে সে এবং অভিনয়ে তার জুড়ি মেলা ভার, কিন্তু তাই বলে নিজের শিল্পগুণ দেখাবার

জন্যে আত্মহননের ঝুঁকি কেন সে নিতে যাবে? বালির উপর এখন সে প্রতি সেকেন্ডে একবার করে গড়াচ্ছে, এবং প্রতিবার মৃত্যুকে ফাঁকি দিচ্ছে এক ইঞ্চির জন্যে, কখনও বা তারও কম দূরত্বের ব্যবধানে। ইতিমধ্যে দু'বার ষাঁড়ের শিং ওর পোশাকের পিছন দিকটা ফুটো করে ফেলেছে।

দু'বারই পিঠে শিঙের কঠিন স্পর্শ অনুভব করেছে রানা। সময় ফুরিয়ে এসেছে, বুঝতে পেরে প্রাণরক্ষার শেষ চেষ্টা করতে যাচ্ছে এখন। ক্লান্ত, ক্ষতবিক্ষত, দুর্বল শরীর। যত দ্রুত ওর পক্ষে গড়ানো সম্ভব, ছয়বার গড়িয়ে মরিয়া হয়ে বালি থেকে তুলে দাঁড় করাতে চেষ্টা করল শরীরটাকে। এর মধ্যে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে। কিন্তু প্রাণের ঝুঁকি প্রতি সেকেন্ডেই নিতে হচ্ছে ওকে। নতুন নয়। চোখের পলকে দাঁড়াল ও। কিন্তু ওই পর্যন্তই। পা তুলবে, নড়বে, সরে যাবে—কোথায় সেই শক্তি? টলছে রানা।

বাতাসে যেন দোল খাচ্ছে শরীরটা। পড়ে যাচ্ছে। রোধ করার জন্যে পা সরাল একটু। ছয় ইঞ্চি নড়ল শরীরটা। আবার পড়ে যাবার উপক্রম করল। নিজের অজান্তেই আবার পা তুলল ও। ছয় ইঞ্চি নড়ল শরীরটা। আবার ফিরে এসেছে আগের জায়গায়।

স্তব্ধ হয়ে গেছে দর্শকরা আবার। ষাঁড়টা এসে গেছে রানার কাছে। হিংস্র উন্মাদনায় মাথা নাড়ছে সে। বার বার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান, রানার দুর্বলতা টের পেয়ে গিয়ে জানোয়ারটা বোধহয় ভাবছে, এইবার ঘুঘু তোমার বধিব পরাণ।

দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া করার কিছু নেইও রানার। ষাঁড়টা এত কাছে চলে এসেছে, সরে যাবার চেষ্টা করলেও লাভ-লোকসান কি হবে বলা কঠিন। লাইনের উপর দাঁড়িয়ে টলছে রানা, সোজা ছুটে আসছে এক্সপ্রেস ট্রেনের মত ষাঁড়টা। বাঁচার সহজাত প্রবৃত্তিও যেন ঘুমিয়ে পড়েছে রানার মধ্যে। ইচ্ছাশক্তি শোচনীয়ভাবে পরাজিত। পড়ে যাচ্ছে ও। পতনটা রোধ করার জন্যে একটা পা সরাল। ছয় ইঞ্চি সরে গেল শরীরটা। এতেই এ যাত্রা বেঁচে গেল রানা। শিং দিয়ে আটকে নিয়ে শূন্যে তুলে ফেলতে চেষ্টা করল ষাঁড়টা রানাকে, ঠিক সেই সময় পড়ে যাওয়া রোধ করছে রানা। এক ইঞ্চি তফাৎ দিয়ে বেরিয়ে গেল শিং। ষাঁড়টা রাগে এমন অন্ধ হয়ে আছে যে আরও বিশ গজ ছুটে এগিয়ে যাবার পর সে বুঝতে পারল তার শিঙের মাথায় রানা নেই।

বুঝতে পেরেই থামল।

উন্মাদ, স্রেফ উন্মাদ হয়ে উঠেছে দর্শকরা। লাফ দিয়ে পড়ছে একজন আরেক জনের গায়ে। পরস্পরকে দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে চেঁচাচ্ছে। রুদ্ধ আবেগে কাঁপছে থরথর করে। গোটা অ্যারেনা জুড়ে মহা শোরগোল শুরু হয়ে গেছে। হাততালির চোটে তালু ফেটে যাবার অবস্থা হয়েছে অনেকের। বাঁধনহীন হাসি হাসতে হাসতে চোখে পানি এনে ফেলছে সবাই। শেষ মুহূর্তে রানার ছয় ইঞ্চি সরে যাওয়াটাকে অত্যাশ্চর্য কৌশল, অবিশ্বাস্য নৈপুণ্য বলে ধরে নিয়েছে তারা। তরুণী মেয়েরা রানার উদ্দেশে সশব্দে শূন্যে ছুঁড়ে দিচ্ছে অসংখ্য চুমো। মেয়েলি কণ্ঠের কোরাসে মুখর হয়ে উঠেছে পরিবেশ: আই লাভ ইউ, আই লাভ ইউ···

জ্ঞান হারাবার ভয়ে কাঠের পাঁচিলে হেলান দিয়ে আছে রানা। জানে, মাটিতে একবার পড়ে গেলে উঠে দাঁড়াতে পারবে না ও আর। পড়লেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। বুকটা দ্রুত উঠছে আর নামছে। ওর কাছ থেকে মাত্র দেড় ফিট দূরে দাঁড়িয়ে হাসছে জার্দা। শেষ হয়ে গেছে রানা, তা ওর মুখের পর্যুদস্ত চেহারাতেই প্রমাণ হচ্ছে। শুধু যে শারীরিক শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে তা নয়, সেইসাথে মানসিক সহ্য সীমার শেষ প্রান্তে পৌছে গেছে ও। শক্তি বা সাহস কিছুই নেই অবশিষ্ট। একটা সদ্যজাত শিশুর মত অসহায়। অক্ষম। ছোটার জন্যে এখন আর তৈরি নয়। কিন্তু মাথা নিচু করে তৈরি হলো ওদিকে ষাঁড়টা। আবার চুপ হয়ে গেল দর্শকরা। অ্যারেনায় এখন পিন-পতন স্তব্ধতা। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে সবাই। চোখে পলক নেই। সবাই দেখতে চায়, এবার যাদুকর লোকটা নতুন কি যাদু দেখায়।

'চলে এসো!'

কিন্তু যাদুকর আজকের দিনের মত শেষ করেছে তার প্রদর্শনী। তখনও স্তব্ধ হয়নি দর্শকরা, কানে কি যেন একটা বাজল ওর। ঠিক ধরতে পারল না।

'চলে এসো!'

শুনেও শুনছে না রানা। অন্য দিকে মন। ভাবছে। তবে তা নিজের কথা। মৃত্যুর কথা।

'চলে এসো! রানা!'

শরীরে একটা শিহরণ অনুভব করল রানা। দর্শকরা নিশ্চুপ। ষাঁড়টা প্রস্তুতি শেষ করেছে। ঝট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে দর্শকদের দিকে তাকাল রানা। ঠাসা ভিড়ের পিছনে, উঁচু কিসের উপর যেন দাঁড়িয়ে আছে দিনা, মরিয়া হয়ে ওর উদ্দেশে হাত নাড়ছে।

'রানা!' চিৎকার করছে দিনা। 'মাসুদ রানা! ফিরে এসো!'

ফিরে এল রানা বাস্তব জগতে। ষাঁড়টা তেড়ে আসতে শুরু করেছে, কিন্তু দিনাকে দেখতে পেয়ে এবং মুক্তি হাতের কাছে বুঝতে পেরে চোখের পলকে সাহস এবং শক্তি ফিরে পেল ও। পাঁচিলটা এত কাছে, সেটার গায়েই হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে, এ যেন হঠাৎ বুঝল। লাফ দিয়ে পাঁচিল টপকে ক্যালাজোনের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে এল ও, ষাঁড়টা প্রচণ্ড বেগে পাঁচিলে গোঁত্তা খাবার ঠিক দু'সেকেন্ড আগে। মাথার হ্যাটটা ঝুলছে পিঠে। টান দিয়ে ইলাস্টিক ব্যান্ডটা ছিঁড়ে ফেলে দিল সে। হতভম্ব জার্দাকে ধাক্কা দিয়ে ছুটছে রানা। গ্যালারির ধাপ টপকে উঠে যাচ্ছে উপরের সমতল ছাদে। দু'হাত দিয়ে ভিড়টাকে দু'ফাঁক হয়ে যাবার ইঙ্গিত করছে ও, দ্রুত দু'পাশে সরে গিয়ে পথ করে দিচ্ছে ওকে দর্শকরা। ঘটনার আকস্মিকতায় তারা একটু বা হতচকিত, কিন্তু তাদের দৃঢ় বিশ্বাস আজকের এই অতি নাটকীয় বুল-ফাইটিঙেরই একটা অংশ এটা, পূর্ব পরিকল্পিত। ভিড়টা ফাঁক হয়ে গিয়ে পথ করে দিচ্ছে ফাইটারকে, পরমুহূর্তে রানার পিছনে জোড়া লেগে যাচ্ছে ফাঁকটা। পিছন দিকে একবার ফিরে তাকিয়ে ব্যাপারটা দেখল রানা। মৃদু স্বস্তি অনুভব করল ও। কোন সন্দেহ নেই জার্দার লোকেরা অনুসরণ করছে ওকে। ভিড় ঠেলে এগোতে হচ্ছে তাদের। কয়েক সেকেন্ড অতিরিক্ত সময় পাবে ও। মুক্তি এবং

ত্রাণের জন্যে সেই কয়েক সেকেন্ডই মাত্র দরকার হয়তো ওর।

ছাদে উঠে দিনার একটা হাত চেপে ধরল রানা। থামল না। যেভাবে দৌড়াচ্ছিল সেভাবেই দৌড়াতে থাকল দিনাকে নিয়ে। 'তোমার সময় জ্ঞানের তুলনা হয় না!' হাপাতে হাঁপাতে বলল রানা। বেসুরো, কর্কশ শোনাল গলাটা। 'কথা দিচ্ছি না, তবে বিয়ে করব কিনা সিরিয়াসলি বিবেচনা করব।' ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল ও।

ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছে জার্দা। তার পাশে আরেকজন লোক। জার্দার কাছ থেকে ত্রিশ গজ দূরে লায়রো। আসছে সে-ও। পল সুয়েনিকে কোথাও দেখতে পাচ্ছে না ও। চওড়া ধাপ টপকে দ্রুত নেমে এল ওরা, বেরিয়ে এল অ্যারেনার বাইরে। ষাঁড়ের খাঁচা, আস্তাবল এবং ড্রয়িংরুমগুলোকে পাশ কাটিয়ে একটা বাঁক নিয়ে পিছন দিকে এসে থামল। পোশাকের ভিতর হাত গলিয়ে দিয়ে হাতড়ে কি যেন খুঁজছে। কয়েক সেকেন্ড পর গাড়ির চাবিটা বের করল ও। শক্তভাবে চেপে ধরল আবার দিনার একটা হাত। তাকে টেনে নিয়ে গেল সামনের বাঁকটার কাছে, সন্তর্পণে উঁকি দিয়ে তাকাল। বাড়ানো গলাটা এক সেকেন্ড পর টেনে নিয়ে দিনার দিকে তাকাল ও। তিক্ততায় ছেয়ে গেছে মুখটা।

'আজ আমাদের দুর্দিন, দিনা। গাড়ির বনেটে কে বসে আছে জানো? মাকা। আরও খারাপ খবর শুনবে? মাকা তার হাতের নখ পরিষ্কার করছে একটা ছোরা দিয়ে। সেই মাথা-বাঁকা জাতের একটা ছোরা।' পিছিয়ে এসে একটা ড্রেসিংরুমের ভিতর প্রায় ধাক্কা দিয়ে ঢুকিয়ে দিল দিনাকে। তারপর নিজে ঢুকল। এই কামরাতেই পোশাক বদলেছিল ও। দিনার হাতে গাড়ির চাবিটা গুঁজে দিল ও। 'লোকজন বেরুতে শুরু না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে এখানে। তারপর ভিড়ের মধ্যে মিশে যাবে তুমি। প্রথম সুযোগেই গাড়িটা নিয়ে চলে যাবে দক্ষিণ প্রান্তে, সেইন্টেজ মেরিজের চার্চের দিকে। ফর গডস সেক, গাড়িটাকে কাছাকাছি কোথাও দাঁড় করিয়ো না। শহরের পুবদিকে ক্যারাভানগুলো পার্ক করা আছে, সেখানে রেখে আসবে ওটাকে।'

'আচ্ছা,' এতটুকু অস্থির বা উত্তেজিত নয় দিনা। 'এবং তুমি বুঝি জরুরী কোন কাজে যাবে এখন?'

'বোঝোই তো!' দরজার ফাটলে চোখ রাখল রানা। এই মুহূর্তে কাউকে দেখতে পাচ্ছে না ও। 'যদি বিয়ে করি, কথা দিলাম, তোমাকে সুখী করার চেষ্টা করব।'

বেরিয়ে গেল রানা। পিছনে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

ফোঁত্ ফোঁত্ করে নাক টানছে রুকা। চোখের পানিতে সর্দি লেগে গেছে তার। ক্যারাভানের সিঁড়িতে ছুটন্ত পদশব্দ। পায়চারি থামাল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। ঘোঁৎ করে চাপা একটা আওয়াজ ছাড়ল সে। ঝড়ের বেগে ভিতরে ঢুকল পল সুয়েনি। হাঁপাচ্ছে।

'আমার বিশ্বাস, নিশ্চয়ই তুমি ব্যর্থতার কোন খবর নিয়ে আসোনি!' প্রশ্নটা

তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গাত্মক, কিন্তু ভঙ্গিটা সকৌতুক।

'মেয়েটাকে দেখলাম,' অক্সিজেনের অভাবে হাঁসফাঁস করছে পল সুয়েনি। 'কিভাবে সে…'

'বাই গড, পল, তুমি এবং তোমার অপদার্থ বন্ধু জার্দা এর জন্যে শাস্তি ভোগ করবে। সেই বখাটে ছোকরাকে আমি চাই। শুনতে পাচ্ছ? তাকে আমি আমার হাতে পেতে চাই! যদি মরে গিয়ে থাকে, যাও, তাকে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করো। তা নাহলে তোমাদেরকেও ওর পিছু পিছু একই জায়গায় পাঠিয়ে দেব আমি। কোথায়…' হঠাৎ থেমে পল সুয়েনির কাঁধের উপর দিয়ে দূরে তাকাল সে। তারপর জঞ্জাল সরাবার ভঙ্গিতে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিল তাকে। 'হু ইন হেভেনস্ নেম ইজ দ্যাট? কে ও?'

ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগার বাড়ানো হাত অনুসরণ করে ক্যারাভানের খোলা দরজা পথে দৃষ্টি ফেলল পল সুয়েনি। লাল এবং সাদা ক্লাউনের পোশাক পরা একটা মূর্তি লম্বা লাফ দিতে দিতে ছুটছে পার্কিং এরিয়ার দিকে। লাফাচ্ছে বটে, কিন্তু গতি বড় মন্থর। বোঝা যাচ্ছে ক্লান্তির চরমে পৌঁছে গেছে সে।

'ওই তো সে!' চেঁচিয়ে উঠল পল সুয়েনি। 'ওই তো সে!' এরই মধ্যে কয়েকটা ঘরের পিছন থেকে ছুটে বেরিয়ে এল তিনজন জিপসী। তাদের মধ্যে একজন জার্দা। রানার চেয়ে দ্রুত ছুটছে সে।

ঘাড় ফিরিয়ে কাঁধের উপর দিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। জিপসী তিনজন কোথায়, কতটা দূরে দেখে নিচ্ছে। কয়েকটা ক্যারাভানের আড়ালে আবডালে লুকাবার জায়গা পাওয়া যায় কিনা পরখ করল ছুটতে ছুটতেই। হঠাৎ সামনে লায়রো আর অপর দুই জিপসীকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পরমুহূর্তে দিক বদল করল। ডান দিকে মোড় নিয়ে ঘোড়ার একটা দঙ্গলের দিকে ছুটছে ও।

কামারগুয়ের সাদা ঘোড়া ওগুলো। পাহাড় সমান উঁচু এক একটা। পিঠে সিংহাসনের মত জিন বসানো। ছুটে গিয়ে সবচেয়ে কাছেরটার পিঠে লাফ দিয়ে উঠে বসল রানা। দড়ি দিয়ে বাঁধা লাগামটা ধরে হেঁচকা টান মারতেই গাছ থেকে ছিঁড়ে গেল দড়িটা। হাঁটু দিয়ে মস্ত এক খোঁচা মারল ঘোড়াটার পিঠে, চেপে ধরল লাগাম। চোখের পলকে ছুটতে শুরু করল ঘোড়া।

'জলদি!' হুকুম করল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। 'জলদি জার্দাকে গিয়ে ধরো! তাকে বলো, রানা যদি পালায়, তোমাদের সবার খুলির ভিতর হাত ঢুকিয়ে মগজ বের করে আনব আমি। কিন্তু ওকে আমি জীবিত চাই। রানা যদি মরে, তোমরাও মরবে। একঘণ্টার মধ্যে, সেইন্টেজ মেরিজে, মিরামার হোটেলে ওকে আমি ডেলিভারি চাই। এখানে আর এক মুহূর্তও থাকার উপায় নেই আমার। সাবধান, রানার সঙ্গিনী ছুঁড়িটাকেও পাকড়াও করতে ভুল কোরো না যেন আবার। ওর পেট থেকেও কথা বের করতে হবে। জলদি, হাঁদারাম, জলদি!'

শিয়ালের মত লেজ তুলে দৌড়াল পল সুয়েনি। ভাঁড়ের পোশাকটা ইতিমধ্যে শরীর থেকে খসিয়ে ফেলেছে সে, থেকে গেছে শুধু এই লেজটা। রাস্তা পেরোতে গিয়ে হঠাৎ থেমে দ্রুত একপাশে সরে যেতে হলো তাকে, একটুর জন্যে রানার

ঘোড়ার সাথে ধাক্কা খেত।

প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা পকেট থেকে আপেল বের করছে, কিন্তু চোখ দুটো রানার দিকে। আপেলে মস্ত এক কামড় দিয়ে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকল সে। 'শালা বখাটের বারোটা বেজে গেছে, না মরলেই হয় এখন,' আনমনে বিড় বিড় করছে সে। ঘোড়ার পিঠে চড়ার পর প্রায় নেতিয়ে পড়েছে রানা। পিছনে হেলান দিয়ে আছে, যাতে ঢলে পড়ে না যায়। অদ্ভুত একটা হাসি ফুটে উঠল প্রিন্সের মুখে। জার্দার হাত থেকে শালা বখাটের নিস্তার নেই, ধরা তাকে পড়তেই হবে, ভাবল সে। হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। পাশে এসে দাঁড়িয়েছে রুকা। সে-ও লক্ষ্য করছে রানাকে।

'সবই শুনেছি,' শান্তভাবে কিন্তু থমথমে গলায় বলল রুকা। চোখে পানি নেই, এখন। চেহারায় শুধু বিষাদ আর অবিশ্বাস। 'এবং এখন নিজের চোখে দেখছি। পিছু তাড়া করে লোকটাকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র এটা।'

রুকার একটা হাত ধরল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। 'আমি তোমাকে অভয় দিয়ে বলছি, মাই ডিয়ার গার্ল…'

ঝাঁকি দিয়ে প্রিন্সের হাতটা সরিয়ে দিল রুকা। মুখে কিছু বলল না। প্রয়োজনও নেই। তার মুখ দেখেই যা বোঝার বুঝে নিল প্রিন্স। রুকা ঘৃণা করতে শুরু করেছে তাকে। অসহায় ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল প্রিন্স। ঘাড় ফিরিয়ে আবার তাকাল ক্যারাভানের বাইরে। দক্ষিণ দিকে রাস্তার শেষ প্রান্তে একটা বাঁক। বাঁকের কাছে ঘোড়াটাকে দেখা যাচ্ছে। তার পিঠে ছোট্ট পুতুলের মত রানা। বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

রানার অদৃশ্য হয়ে যাওয়াটা আরও একজন গভীর মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করছে। ড্রেসিংরুমের ছোট একটা চারকোনা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে সাদা ঘোড়া আর তার পিঠে বসা ক্লান্ত রানা যতক্ষণ না দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে গেল, ততক্ষণ চোখে পলক পড়ল না দিনার। এর পর ঠিক কি ঘটবে বোঝার জন্যে জায়গা ছেড়ে নড়ল না সে। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, ত্রিশ সেকেন্ড পর আরও পাঁচজন ঘোড়সওয়ারকে দেখতে পেল। জার্দা। গাটো। লায়রো। পল সুয়েনি। আর একজন। তাকে চেনে না দিনা। দ্রুত বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল তারা।

বুকটা কেঁপে উঠল দিনার। প্রায় কেঁদে ফেলার মত অবস্থা। জানালার সামনে থেকে সরে এসে কিছু ভাবছে। ঠোঁট দুটো শুকনো। সাহায্য করতে চাইছে রানাকে। কোন বুদ্ধি করা যায় কিনা ভাবছে। নিজেকে বড় অসহায় আর দুর্বল মনে হলো তার। এই মুহূর্তে রানাকে সাহায্য করার সাধ্য নেই বুঝতে পেরে নিঃশব্দে কেঁদে ফেলল সে। হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল। লোকটা সম্পর্কে ভাবছে। কে এই রানা? কি এমন আছে ওর মধ্যে? আটচল্লিশ ঘণ্টাও পেরোয়নি পরিচয় হবার পর, এরই মধ্যে তার পুরোটা হৃদয় কিভাবে জুড়ে বসতে পারল?

যুক্তি দিয়ে কারণ খুঁজতে গিয়ে হার মানল দিনা। নীরবে অশ্রুপাত ঘটছে, রানাকে একটিবার কাছ থেকে দেখতে পাবার জন্যে নিদারুণ ছটফট করছে মনটা। চোখের পানি মুছতে মুছতে মনস্থির করে ফেলল। রানা যা করতে বলে গেছে তাই

করবে সে। তা করলেই হয়তো ওর উপকার হবে। কিন্তু, ক্লান্ত রানা খুনে পাঁচজনকে ফাঁকি দিয়ে ফিরে আসতে পারবে তো আবার? শিউরে উঠল সে।

অশুভ চিন্তাটা মন থেকে সরিয়ে দিয়ে রানার নিরাপত্তার জন্যে প্রার্থনা করল দিনা। চোখের পানিতে গাল দুটো ভিজছে।

খুঁজে পেতে লাল আর হলুদ ডোরা কাটা একটা ফুটবল জার্সি বের করল সে। বেশ একটু ঢিলে ঢালা হলো গায়ে, কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। উৎসবের বিচিত্র পোশাক হিসেবে একেবারে অচল নয়। ক্লাউনদের একটা লাল ট্রাউজারও বেছে নিল সে। খুব চওড়া। কোমরের কাছে ভাঁজ করে নিয়ে দৈর্ঘ্য কমিয়ে নিল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রানা দেখে কি বলবে কল্পনা করতে গিয়ে হেসে ফেলল সে। ফিরে এল জানালার সামনে। বিকেলের প্রদর্শনী শেষ হয়ে গেছে। দলে দলে ধাপ বেয়ে নিচে নেমে আসছে লোক, রাস্তা পেরিয়ে যার যার গাড়ির দিকে যাচ্ছে। রানার নির্দেশ পালন করা যেতে পারে এখন, ভাবল দিনা। দরজার দিকে এগোল সে। বাইরে বেরিয়ে মিশে গেল ভিড়ের সাথে।

রাস্তা পেরোবার সময় এদিক ওদিক এবং পিছনে তাকাল দিনা। কেউ ওকে অনুসরণ করছে কিনা বুঝতে পারছে না। বোধহয় করছে না। গাড়িটা দেখা যাচ্ছে। বনেটের উপর নেই কেউ, আশপাশেও কাউকে দেখতে পাচ্ছে না সে।

দরজা খুলে পিছন দিকে আরেকবার তাকাল। কেউ তাকিয়ে নেই ওর দিকে, কেউ এদিকে আসছেও না। মাথা নিচু করে গাড়ির ভিতর ঢুকে বসল ড্রাইভিং সীটে। চাবি বের করে ইগনিশনে ঢোকাতে যাবে, ব্যথায় নয়, আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল সে। লোমশ একটা হাত ওর গলা পেঁচিয়ে ধরেছে।

হাতের চাপটা গলায় একটু আলগা হলো। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল দিনা। ব্যাক সীটে বসে মাথাটাকে নিচু করে রেখেছে মাকা। ডান হাতে মাথা বাঁকানো একটা ছোরা। ঠোঁট বাঁকা করে হাসছে সে।

সাত

শহরের প্রধান সড়কটা সাগরের গা ঘেঁষে পুব থেকে পশ্চিম দিকে চলে গেছে। কিন্তু সাগর দেখতে পাবার কোন উপায় নেই। চীনের প্রাচীরের মতই উঁচু একটা পাথরের পাঁচিল সড়ক আর সাগরের মাঝখানে খাড়া হয়ে আছে। পাঁচিলের গায়ে পাথর কেটে মূর্তি গড়া হয়েছে, খোদাই করা হয়েছে বিচিত্র লিপিমালা। খণ্ডযুদ্ধের দৃশ্য দেখার জন্যে ট্যুরিস্টদের এখানে না থেমে উপায় নেই। সেইন্টেজ-মেরিজের গর্ব এই প্রাচীর। তবে আজ এই প্রাচীরের বিস্ময়কর শিল্পকর্ম দেখার সুযোগ ততটা নেই। সড়ক জুড়ে ট্যুরিস্ট, জিপসী, আরলেসীয় ক্রেতা এবং কাউবয়দের প্রচণ্ড ভিড়। প্রোভেন্সের সবচেয়ে বড় মেলা বসছে এই সেইন্টেজ-মেরিজের প্রধান সড়কে। শূটিং গ্যালারী, ভাগ্য বলিয়েদের বুথ, স্যুভেনিরের দোকান, জুয়ার ঘর,

ম্যাজিক দেখাবার স্টেজ, সাপ নৃত্যের আসর, পুতুল নাচের মঞ্চ, রেস্তোরাঁ, শুঁড়িখানা—এইরকম হাজার কয়েক ব্যাপার-স্যাপার রাতারাতি দখল করে নিয়েছে রাস্তাটাকে।

প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগার অসন্তুষ্ট চেহারা দেখে মনে হতে পারে তার অভিজাত রুচিবোধ এই ভিড় আর বিশৃঙ্খলাকে মোটেই গ্রহণ করতে পারছে না। মিরামার হোটেলের বাইরের দিকে মুখ করা কাফেতে বসে গোটা দৃশ্যটা নজরে রেখেছে সে। অধঃস্তনদের সাথে ওঠাবসা করার ব্যাপারে তার একটা অসমাজতান্ত্রিক নীতিবোধ আছে, কিন্তু এই মুহূর্তে সেটাকে সে জলাঞ্জলি দিয়েছে। যা কখনও দেখা যায়নি এর আগে: তার পাশে বসে আছে সুন্দরী ইফফাত, তার বেতনভুক কর্মচারী, রোলস-রয়েসের ড্রাইভার। সের তিনেক পানি ধরে এমন একটা কাঁচের জার দু'হাত দিয়ে ধরে আছে প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। ছোট ছোট চুমুক দিচ্ছে সেটায়, এক এক চুমুকে পোয়াটাক কোল্ড ড্রিঙ্ক অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। টেবিলের উপর একটা কাগজের টুকরো, সেটার দিকে মাঝে মধ্যে তাকাচ্ছে সে। আর তাকালেই কি এক কারণে উজ্জ্বল, সন্তুষ্ট হয়ে উঠছে মুখের চেহারা।

'কী আনন্দ, মাই ডিয়ার ইফফাত, কী আনন্দ! ঠিক আমরা যা জানতে চেয়েছিলাম! বাই জোভ, দ্রুত কাজ দেখিয়েছে ওরা। আরেকটা অলৌকিক ব্যাপার লক্ষ্য করেছ?' কাঁচের জারটা নামিয়ে রেখে টেবিল থেকে কাগজটা তুলে নিয়ে ভাঁজ খুলল। লেখাটা পড়ল আবার। 'আমার অনুমানের সাথে ওদের দেয়া তথ্যগুলো শতকরা একশো ভাগ মিলে গেছে। অলৌকিক যদি নাও বলো, প্রায় অলৌকিক তো বটেই, কি বলো?'

'প্রায়? প্রায় নয়, মঁশিয়ে দ্য মুরগা। আপনি অলৌকিক ক্ষমতা রাখেন...'

'কি? হ্যাঁ-হ্যাঁ, তা বটে।' হঠাৎ টেলিগ্রাম এবং ইফফাতের উপর থেকে সমস্ত মনোযোগ হারিয়ে ফেলল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। চিন্তিতভাবে তাকিয়ে আছে এই মাত্র কয়েক ফিট দূরে এসে দাঁড়ানো কালো রঙের একটা মার্সিডিজের দিকে। সেই ইহুদি জুটি নামছে গাড়িটা থেকে।

প্রিন্সের টেবিল ঘেঁষে এগোচ্ছে ওরা। লোকটা মৃদু মাথা ঝাঁকাল, ক্ষীণ একটু হাসল মেয়েটা। প্রিন্স গম্ভীর ভাবে বো করল। চোখ সরাল না, যতক্ষণ দেখা যায়। হোটেলে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল ওরা। ইফফাতের দিকে ফিরল প্রিন্স।

'সেই বখাটে ছোকরাকে নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে এসে পড়ার কথা জার্দার। মিলিত হবার এ-জায়গাটাকে কোনমতেই আদর্শ বলে মনে করতে পারছি না আমি। প্রাইভেসী দরকার, যা এখানে নেই। শহরের এক মাইল দক্ষিণে রাস্তায় খানিকটা নির্জনতা পাওয়া যাবে। ওখানে থামাও জার্দাকে, আমার জন্যে অপেক্ষা করতে বলো। ফিরে এসে আমাকে নিয়ে যাবে তুমি।'

মৃদু হেসে মাথা নাড়ল ইফফাত, চেয়ার ছেড়ে উঠতে গেল, কিন্তু প্রিন্স হাত তুলে থামিয়ে দিল তাকে। 'যাবার আগে আরও দুটো কাজ।'

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল ইফফাত।

'এক, খুব জরুরী একটা ফোন করতে হবে আমাকে। সেজন্যে কমপ্লিট

প্রাইভেসী দরকার। ম্যানেজারকে বলবে, তার সাথে আমি দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছি। এক্ষুণি।'

কাঁচের জারটা তুলে নিয়ে ছোট্ট একটা চুমুক দিল প্রিন্স। সেটা নামিয়ে রেখে কোথাও একটা বোতাম চাপ দিয়ে চোখের পলকে মুখের চেহারায় থমথমে একটা গাম্ভীর্য আমদানী করে ফেলল সে। ইফফাতের দিকে চোখ রেখে চুপচাপ তাকিয়ে আছে। উদ্বেগ ফুটে উঠল মেয়েটার চেহারায়। 'কি হলো, মঁশিয়ে দ্য মুরগা?'

'দুই,...অনেকক্ষণ থেকে মস্ত একটা ভুল করে যাচ্ছ তুমি! ভেবেছিলাম নিজে থেকেই শুধরে নেবে। কিন্তু কই!'

'কি ভুল করছি, মঁশিয়ে দ্য মুরগা?'

আরও গম্ভীর হয়ে উঠল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগার চেহারা। নিজের মুখের দু'দিকে, দু'গালে, তর্জনী দিয়ে টোকা মারল সে। 'কি দোষ করেছে এরা?'

আঁতকে উঠল ইফফাত। দ্রুত তাকাল চারদিকে। কেউ বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করছে না ওদেরকে। ঝুঁকে পড়ে দ্রুত, দায় সারার ভঙ্গিতে প্রিন্সের দু'গালে মৃদু চুমো খেয়ে ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল সে। আতঙ্ক ফুটে উঠেছে চেহারায়। হন হন করে হাঁটতে শুরু করল, যেন প্রিন্সের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে পারলে বাঁচে।

এখনও জ্ঞান ফেরেনি কাউন্ট দিমেলের। তানজেভেক এবং জেটারলিং এখনও শিকল বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে বাঙ্কে। সর্বাধিকারী মহামান্য প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগাকে ডেলিভারি দিতে হবে, তাই, গোসল করিয়ে নতুন একটা স্যুট পরিয়ে দিয়েছে ওরা রানাকে। অবশ্য পিছমোড়া করে হাত বেঁধে মেঝেতে যেভাবে ফেলে রেখেছে ওকে, তাতে জামাই আদরের কোন লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে না। গাটো আর নেজার কড়া নজর রেখেছে রুকা আর দিনার উপর। একটা বেঞ্চে বসে আছে দু'জন। একটা টেবিলকে ঘিরে চেয়ারে বসে আছে জার্দা, পল সুয়েনি এবং লায়রো। সবাই বড় ক্লান্ত। ধরা পড়ার আগে মুক্ত প্রান্তরে বিশ মাইল দৌড় খাটিয়েছে ওদেরকে রানা। ক্যারাভানে কোন শব্দ নেই। ওদের সবাইকে নিরানন্দ দেখাচ্ছে। উদ্বেগ এবং দুশ্চিন্তার ছায়া আরও গভীর হলো চেহারায়। থপ্ থপ্ পায়ের আওয়াজ এগিয়ে আসছে।

ক্যারাভানে ঢুকে ওদের তিনজনকে ঠাণ্ডা চোখে দেখল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা।

'তাড়াতাড়ি সরে পড়তে হবে আমাদের,' ভরাট কর্তৃত্বের সুরে বলল প্রিন্স। 'টেলিগ্রামে যে তথ্য পেয়েছি তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, পুলিস আমাদের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে উঠেছে, এবং ইতিমধ্যে হয়তো তারা আমাদের সম্পর্কে সব কথাই জেনে ফেলেছে। এর জন্যে তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, জার্দা, অপদার্থ কোথাকার। এবং তোমাকেও, পল সুয়েনি, নর্দমার কীট! পাগল নাকি তুমি, জার্দা?'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, স্যার।'

'খাঁটি সত্য কথা বলেছ। সেজন্যে আরও কিছু ধন্যবাদ তোমার প্রাপ্য। কিছুই তুমি বোঝো না। শূন্যতা ছাড়া কিছুই নেই তোমার খুলির ভিতর। যদি গোবর থাকত, তবু ভাল জাতের কিছু সার পেতাম আমরা। রানাকে তুমি খুন করতে

যাচ্ছিলে, কিভাবে সে আমাদের দলের পরিচয় ভেদ করল তা ওর কাছ থেকে না জেনেই। আমার আশি হাজার ফ্র্যাঙ্ক, তারই বা কি হলো? সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার, ওকে তুমি লোকজনের সামনে, খোলা মাঠে খুন করতে যাচ্ছিলে। তুমি কি বোঝো না কি সাংঘাতিক ভাবে প্রচার হবে ঘটনাটা? রানা আমাদের শত্রুর প্রতিনিধি! ওর ওপরওয়ালারা যখন মৃত্যু সংবাদ পাবে, তারা বিশ্বাস করবে একটা ষাঁড় ওকে খুন করেছে? বিশ্বাস করবে এর মধ্যে কোন ষড়যন্ত্র নেই? গোপনীয়তা এবং নিরঙ্কুশ গোপনীয়তা, এটা আমার ওয়াচ ওয়ার্ড ছিল না কি?'

'আশি হাজার ফ্র্যাঙ্ক কোথায় আছে তা আমরা জানি, স্যার।' সবটুকু সুনাম ধ্বংস হয়ে গেছে, সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে খানিকটা উদ্ধার করে মুখ রক্ষা করতে চাইল জার্দা।

'তাই নাকি? তাই নাকি? কিন্তু আমার বিশ্বাস, এ ব্যাপারেও তুমি বোকা বনতে যাচ্ছ, জার্দা। সে যাক, ওটা নিয়ে পরে ভাবলে চলবে। জানো, ফ্রেঞ্চ পুলিস ধরলে কি অবস্থা হবে তোমাদের সবার?' সবাই নিশ্চুপ। 'জানো, কিডন্যাপারদেরকে ফ্রেঞ্চ কোর্ট কি শাস্তি দিয়ে থাকে?' এবারও কথা নেই কারও মুখে। 'তোমাদের প্রত্যেককে পুরো দশ বছর করে জেল খাটতে হবে। এবং তারা যদি জানতে পারে, কোহেনকেও খুন করেছ...'

প্রথমে লায়রো, তারপর একে একে চারজন জিপসীর দিকে তাকাল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। মুখের চেহারা কালো হয়ে গেছে সবার। খুনের ব্যাপারটা ধরা পড়লে কি হবে, সবাই পরিষ্কার বুঝতে পারছে।

'বেশ। ভুল, বোকামি এবং অপরাধ তোমরা একের পর এক করেছ। কিন্তু সেজন্যে মন খারাপ করার বা ভয় পাবার কিছু নেই। তোমরা আমার লোক, এবং যত মারাত্মক অপরাধই তোমরা করে থাক না কেন, তোমাদেরকে রক্ষা করার ক্ষমতা আমার আছে। যা হবার হয়ে গেছে, এখন থেকে তোমাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। ঠিক যা বলব তাই করবে তোমরা, নির্দেশ ছাড়া এক চুল কেউ নড়বে না।'

পাঁচজনই সায় দিয়ে মাথা কাত করল নিঃশব্দে। কেউ কোন কথা বলল না।

'গুড! ওদের শিকল খোল। হাতের বাঁধন খুলে দাও রানার। এই অবস্থায় পুলিস যদি ওদেরকে দেখে—ব্যস, তাসের ঘরের মত ধসে পড়বে সব। এখন থেকে রিভলভার আর ছোরা হাতে ওদেরকে পাহারা দেব আমরা। মেয়েলোকগুলোকে এখানে নিয়ে এসো—সব ডিম আমি এক ঝুড়িতে দেখতে চাই। প্রোগ্রাম অনুযায়ী এরপর আমরা কি কি করব সব তোমার মনে আছে, পল?'

নামের শেষে নর্দমার কীট যোগ করেনি প্রিন্স, সেজন্যে কৃতজ্ঞ বোধ করল পল সুয়েনি। দ্রুত মাথা নেড়ে বলল, 'মনে আছে, স্যার।'

'গুড! কিন্তু সবার সব কথা মনে থাকে এ আমি বিশ্বাস করি না। মুখস্থ বলে যাও তো শুনি, পল। সবাই একবার ঝালিয়েও নিক, সেই সাথে তোমার পরীক্ষাটাও হয়ে যাক। সংক্ষেপে এবং পরিষ্কার ভাবে বলে যাও, আমরা ঠিক কি করতে যাচ্ছি তা যেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে হাঁদারামও পানির মত বুঝতে পারে। অ্যাই, কে

আছ। আমার জন্যে সের তিনেক কোল্ড ড্রিঙ্ক নিয়ে এসো।'

গর্ব অনুভব করল পল সুয়েনি। প্রিন্স জার্দার চেয়ে তাকেই একটু বেশি মর্যাদা দিচ্ছে ভেবে খুশি হয়ে উঠল। খুক্ খুক্ করে কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিল সে।

'গত রাত থেকে সোমবার রাত, এর মাঝখানে যে কোন সময়ে দ্বিতীয় পক্ষের সাথে আমাদের দেখা করার কথা। দ্রুতগামী একটা মটোর-বোট অপেক্ষা করছে…

নৈরাশ্য ফুটে উঠল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগার চেহারায়। একটা হাত তুলে থামিয়ে দিল সে পল সুয়েনিকে।

'সংক্ষেপে এবং পরিষ্কার ভাবে, পল। পরিষ্কার ভাবে। দেখা হবে,কোথায়, ইউ ফুল? কার সাথে?

'সরি, স্যার,' ঢোক গিলে সাহস সঞ্চয় করার চেষ্টা করছে পল সুয়েনি। থেমে থেমে ভেবেচিন্তে শব্দ উচ্চারণ করছে, 'আইগুয়েজ মরটেস উপসাগরে, পালাভাস ছাড়িয়েই। মালবাহী জাহাজ ফ্যান্টম, আমাদের দ্বিতীয় পক্ষ।'

'গন্তব্য স্থান?'

'তেল আবিব।'

'ঠিক।'

'রিকগনিশন সিগন্যাল…'

'বাদ দাও। মটোর বোট?'

'আইগুয়েজ-মরটেসে, ক্যানেল দু রনে। আগামীকাল ওখান থেকে ওটাকে গ্রাউ দু রোইতে নিয়ে আসার কথা আমার, কিন্তু এখন ঠিক…'

'বাদ দাও। মেয়েলোকগুলোকে এখনও এখানে নিয়ে আসা হচ্ছে না কেন? শিকলগুলো খুলতে আর কত সময় নেবে, জার্দা?' এই প্রথম একটু হাসল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। 'আমাদের বখাটে বন্ধু এখনও বুঝি জানে না শিকল পরা এই লোকগুলোর আসল পরিচয় কি, পল?'

'জানাব নাকি, স্যার?' সাগ্রহে অনুমতি চাইল পল সুয়েনি।

লায়রোর হাত থেকে কাঁচের জারটা নিল প্রিন্স। 'ও জানলেই বা এখন আর ক্ষতি কি? তথ্যটা পাচার করবে সে সুযোগ ওকে দিচ্ছে কে?' গলায় কোল্ড ড্রিঙ্ক ঢালতে শুরু করল সে।

'তাহলে শোনো হে বখাটে,' সকলের দিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে নিয়ে শুরু করল পল সুয়েনি। 'কাউন্ট দিমেল, হেনরি তানজেভেক, আরনল্ড জেটারলিং, রাশিয়ার তিনজন টপমোস্ট বিজ্ঞানীর সাথে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই। কাউন্ট দিমেল, ক্ষেপণাস্ত্র বিশেষজ্ঞ। হেনরি তানজেভেক, রকেট ফুয়েল এক্সপার্ট। আরনল্ড জেটারলিং, নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট। এরা তিনজন রাশিয়ার অমূল্য সম্পদ, কিন্তু এদের জন্ম রাশিয়ায় নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এরা বার্লিনে ছিল, পরে এদেরকে মস্কোয় নিয়ে যাওয়া হয়। অনেকদিন থেকেই এরা চাইছিল লৌহ যবনিকার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে, মুক্ত বিশ্বে অর্থাৎ আমেরিকায় চলে আসতে। কিন্তু চাইলেও কোন উপায় করতে পারছিল না। এদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে

যান আমাদের মহামান্য কর্তা,' প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগার দিকে তাকিয়ে মাথা নত করল পল সুয়েনি। 'তিনিই সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করেন এবং জার্দাকে দায়িত্ব দেন বিজ্ঞানী তিনজনকে রাশিয়া থেকে বের করে আনার।'

'বিজ্ঞানীরা আমেরিকায় যাচ্ছে?' রানার কণ্ঠে ব্যঙ্গ। 'কই, আমেরিকানদের তাহলে দেখছি না কেন?'

'বিজ্ঞানীরা আমেরিকায় যেতে চায়। আমেরিকাতে নিয়ে যাওয়া হবে তাদেরকে, এই কথা বলেই তাদেরকে রাশিয়া থেকে বের করে নিয়ে আসা হয়েছে। এ কথা বলা না হলে তারা জিপসীদের সাথে রওনা হতে রাজি হত না। কিন্তু, আসলে, আমেরিকাতে তারা যাচ্ছে না, যাবে না। আমেরিকানরা এ ব্যাপারে কিছুই জানে না। জানলে পঙ্গপালের মত গিজ গিজ করত এখানে সি. আই. এ. এজেন্ট। শুধু আমেরিকায় নয়, পরিচয় জানতে পারলে ওয়েস্টার্ন ইউরোপের যে কোন রাষ্ট্র এই তিনজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানীকে আশ্রয় দেবার জন্যে পাগল হয়ে যাবে, যে কোন ঝুঁকি নিতে রাজি হবে বিনা দ্বিধায়।'

মুচকি মুচকি হাসছে প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। পল সুয়েনির এই নাটকীয় বিরতিটুকু উপভোগ করছে সে।

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছ তোমরা ওদেরকে?' জানতে চাইল রানা।

এমনভাবে শুরু করল পল সুয়েনি, যেন শুনতেই পায়নি সে রানার প্রশ্ন। 'কি নেই ইসরায়েলের? তাদের হাতে আণবিক বোমা আছে, ফুয়েল আছে, বোমাবাহী ক্ষেপণাস্ত্র আছে। তবে, প্রতিটি ক্ষেত্রে এক আধটু অসম্পূর্ণতা আছে তাদের। এই অসম্পূর্ণতা দূর করতে পারলেই মধ্যপ্রাচ্যের বিগ ব্রাদার বনে যাবে সে। কিন্তু তা দূর করতে হলে তিন বিষয়ে তিনজন সেরা বিশেষজ্ঞ দরকার তাদের। বিশেষজ্ঞ দিয়ে কে তাদেরকে সাহায্য করবে? কেউ না। এমনকি তাদের সবচেয়ে বড় বন্ধু আমেরিকার কাছে চাইলেও এ ব্যাপারে সাহায্য পাবে না তারা। শেষ পর্যন্ত অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তারা খোঁজ পায় আমাদের মহামান্য কর্তার। সাহায্যের জন্যে ইসরায়েলীরা তাঁর কাছে ধর্ণা দিতে শুরু করে। আমাদের মহামান্য কর্তার দয়া হয়, তিনি ইসরায়েলকে সাহায্য করতে রাজি হন।'

পল সুয়েনি একটু বিরতি নিয়ে তাকায় প্রিন্সের দিকে। প্রিন্সকে সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে। কাঁচের জারটা নিঃশেষ করে লায়রোর হাতে তুলে দিচ্ছে সেটা।

'বিজ্ঞানীদের রাশিয়া থেকে বের করার দায়িত্ব জার্দার হাতে তুলে দিয়ে আমাদের মহামান্য কর্তা তাঁর সাংগঠনিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, একথা বলাই বাহুল্য। জিপসীদের সর্বত্র অবাধ গতি, কোথাও যেতে বাধা নেই তাদের, কেউ তাদেরকে সন্দেহ করে না বা বাধা দেয় না। তবু, সাবধানের মার নেই ভেবে বিজ্ঞানীদেরকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল, যাতে কেউ যদি দেখেও ফেলে, ওদেরকে পাগল জিপসী বলে চালিয়ে দেয়া যায়। বিজ্ঞানীদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে তারা যদি অতি বুদ্ধির পরিচয় দিতে চেষ্টা করে তাহলে তাদের স্ত্রীরা খুন হয়ে যাবে। তেমনি তাদের স্ত্রীদেরও জানিয়ে দেয়া হয়েছে তারা যদি কোন রকম চালাকী করার চেষ্টা করে, অমনি খুন হয়ে যাবে তাদের স্বামীরা।'

'ভয় দেখাবার জন্যে বলা হয়েছে কথাটা,' গম্ভীরভাবে বলল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। 'আসলে বিজ্ঞানী তিনজনের কোন ক্ষতি আমরা করতেই পারি না। ওদেরকে অক্ষত অবস্থায় ডেলিভারি দিতে হবে। কিন্তু, মেয়ে জাতটাই ওরকম, যা বলা হয় তাই তারা বিশ্বাস করে। সে যাই হোক, 'এখন কাজের কথা, জার্দা। আইগুয়েজ-মরটেস...যত তাড়াতাড়ি ওখানে পৌঁছানো যায়। তোমার আর সব ক্যারাভানকে জানিয়ে দাও, সকালে তাদের সাথে তুমি মিলিত হবে সেইন্টেস-মেরিজে। এসো, রুকা, মাই ডিয়ার।'

'তোমার সাথে?' তীব্র ঘৃণার সাথে তাকাল প্রিন্সের দিকে রুকা। 'পাগল হয়েছ নাকি! তোমার সাথে যাব? আবার?'

'ক্যামোফ্লেজই হচ্ছে আসল কথা। পাশে তোমার মত একটা সুন্দরী মেয়ে থাকলে কে আমাকে সন্দেহ করবে, বলো? তাছাড়া, মাথায় ছাতা ধরার জন্যে একজনকে আমার এমনিতেও দরকার।'

এক ঘণ্টা পর। আইগুয়েজ-মরটেস। ইউরোপের সবচেয়ে নিখুঁত ভাবে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা শহরের বাইরে থামল রোলস-রয়েস। রাগে আর দুঃখে মুখটা এখনও কালো হয়ে আছে রুকার। প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগার মাথায় ছাতা ধরে আছে সে। প্রিন্সের একটা হাত রুকার উরুতে। মৃদু একটু চাপ দিয়ে হাতটা তুলে নিল প্রিন্স। গাড়ি থামল। ছাতাটা সরিয়ে নিয়ে বন্ধ করল রুকা। গাড়ি থেকে নেমে এক পাশে দাঁড়াল সে। জার্দার জন্যে অপেক্ষা করছে।

এক মিনিটের মধ্যে ব্রেক ডাউন ট্রাক, পিছনে ক্যারাভান নিয়ে পৌঁছে গেল জিপসী নেতা।

'অপেক্ষা করো,' প্রিন্স হুকুমের সুরে বলল। 'ফিরতে দেরি হবে না আমার।' রোলস-রয়েসের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'মিস রুকার দিকে কড়া নজর রাখবে। তুমি ছাড়া বাইরে আর কেউ যেন চেহারা না দেখায়।'

ঘাড় ফিরিয়ে সেইন্টেস-মেরিজের দিকে উঠে যাওয়া রাস্তাটার দিকে তাকাল প্রিন্স। এই মুহূর্তে ফাঁকা সেটা। দ্রুত এগোল সে সামনের দিকে। উত্তরের গেট দিয়ে শহরে ঢুকল। বাঁ দিকে মোড় নিয়ে পার্কিং লটের দিকে এগোল। ঝরঝরমার্কা একটা ট্রাক্টরের পাশে দাঁড়িয়ে হাই তুলতেই ইয়া মোটা ড্রাইভারের তন্দ্রা ছুটে গেল, ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল সে। পকেট থেকে দশ ফ্র্যাঙ্কের একটা নোট বের করে তার হাতে গুঁজে দিল প্রিন্স। মুহূর্তে বোবা এবং ভালমানুষ সেজে গেল লোকটা। একটা হাতল ধরে টানা-হেঁচড়া শুরু করল সে। অবশেষে স্টার্ট নিল ট্রাক্টর। কান ফাটানো আওয়াজ। বাধ্য হয়ে দু'কানে দুটো আঙুল ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। জায়গা ছেড়ে একচুল নড়ল না।

ঠিক দুই মিনিট পর খিলানের ভিতর দিয়ে ঢুকল একটা কালো মার্সিডিজ। বাঁ দিকে মোড় নিয়ে থামল সেটা। ইহুদি জুটি নামল নিচে। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে না। আইগুয়েজ-মরটেসের একমাত্র রাস্তাটা ধরে এগোচ্ছে। চৌরাস্তার দিকে যাচ্ছে ওরা। রাস্তার দু'পাশে কফি হাউজ, দোকান পাট। আরও মন্থর গতিতে ওদেরকে অনুসরণ করছে প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা।

চৌরাস্তায় পৌঁছুল ইহুদি জুটি। বাঁকে, একটা স্যুভেনির শপের সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছে, কাছেই সেন্ট লুইসের স্ট্যাচু। চারজন সাদা পোশাক পরা লোক বেরিয়ে এল দোকানটা দেখে, দুটো দরজা দিয়ে দু'জন করে। চারজন কাছে চলে এল ইহুদি জুটির। তাদের একজন সবিনয়ে মাথা নেড়ে কি যেন বলছে ইহুদি লোকটাকে। হাতের মুঠো খুলে তালুতে রেখে দেয়া কিছু একটা জিনিস দেখাল, সাথে সাথে তীব্র প্রতিবাদের ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে শুরু করল ইহুদি। কিন্তু চারজন একচুল নড়ল না, চারটে দেয়ালের মত ঘিরে রেখেছে চারদিক থেকে ওদেরকে। পাঁচ সেকেন্ড পর ওদেরকে সাথে নিয়ে অদূরে দাঁড়ানো কালো রঙের একটা পন্টিয়াকের দিকে এগোল চারজন।

গম্ভীর হয়ে উঠেছে প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। বিড় বিড় করছে আপন মনে। ঘুরে দাঁড়াল সে। খিলান পেরিয়ে ফিরে এল রোলস আর ক্যারাভানের কাছে। মুখের ভাব দেখেই মেজাজের অবস্থা টের পেল জার্দা। প্রশ্ন করার সাহস পেল না।

ষাট সেকেন্ড গাড়ি চালিয়ে ক্যানাল দু রনের ছোট্ট একটা জেটির সামনে পৌঁছে গেল ওরা। আইগুয়েজ-মরটেসের পশ্চিম দেয়াল বরাবর এগিয়ে গেছে খালটা, এবং লে গ্রাউ দু রোইর কাছে রন নদীর সাথে মেডিটারেনিয়ানের যোগাযোগ ঘটিয়েছে। জেটির শেষ মাথায় একটা পঁয়ত্রিশ ফুট লম্বা পাওয়ার বোট ভাসছে। বোটে কাঁচ ঘেরা একটা বড় কেবিন, এবং পিছন দিকে অপেক্ষাকৃত ছোট ককপিট। চওড়া বো দেখে অনুমান করা যায় ক্ষিপ্র বেগে ছুটতে পারে এই বোট।

রাস্তা থেকে উঠে এসে থামল রোলস আর ক্যারাভানটা। জেটির কাছ থেকে ক্যারাভানের পিছনটা মাত্র ছয় ফিট দূরে এখন। একশো গজ দূরে দু'জন মৎস্য শিকারী হুইল ছিপ দিয়ে মাছ ধরছে খালে। তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছে ফাত্নার দিকে। ক্যারাভান থেকে সাপ নামছে না ব্যাঙ নামছে দেখার সময় নেই তাদের। গাটো এবং পল সুয়েনি ছোট গ্যাঙওয়ের কাছে জেটিতে দাঁড়াল। দু'জনের হাতেই রিভলভার, কিন্তু বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে না। প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা এবং জার্দা দাঁড়িয়ে আছে বোটের সম্মুখ ডেকে। এরাও সশস্ত্র, এদের রিভলভারও বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে না। দু'জন বিজ্ঞানী ক্যারাভান থেকে বেরোল। কাঠের একটা লম্বা বাক্স ধরাধরি করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তারা। বাক্সের ভিতর অচেতন কাউন্ট দিমেল। বিজ্ঞানীদের পিছু নিল তাদের স্ত্রীরা। তারপর রানা। ওর পিছনে দিনা, রুকা। রিভলভারের মুখে কেবিনের ভিতর দিকের দেয়াল ঘেঁষে একটা লম্বা বেঞ্চিতে বসানো হলো সবাইকে। দরজার কাছে বসল রানা।

কেবিনে ঢুকল গাটো আর পল সুয়েনি। পল সুয়েনি হেলমসম্যানের পজিশনের দিকে এগোচ্ছে। কিছুক্ষণের জন্যে ককপিটে রয়ে গেছে প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা এবং নেজার, কেউ ওদেরকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করছে কিনা পরখ করছে। খানিকপর কেবিনে ঢুকল প্রিন্স। রিভলভারটা পকেটে ভরল। সন্তুষ্টচিত্তে দু হাতের তালু ঘষছে।

'চমৎকার, চমৎকার, চমৎকার,' ভারি খুশি দেখাচ্ছে প্রিন্সকে। 'যেমনটি আমি পছন্দ করি, সব কিছুই সুন্দর আয়ত্তের মধ্যে রয়েছে। ইঞ্জিন চালু করো হে, পল।'

ঘুরে দাঁড়াল সে। কয়েক পা এগিয়ে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। গলাটা বাইরে বের করে দিয়ে তাকাল ককপিটের দিকে। 'কাস্ট অফ, নেজার!'

রানার একটা হাত ধীরে ধীরে উঠছে।

দুটো বোতামে চাপ দিল পল সুয়েনি। মুহূর্তে গর্জে উঠল জোড়া ইঞ্জিন। কিন্তু সেই গর্জনের শব্দকে ছাড়িয়ে গেল আরেকটা আওয়াজ। ব্যথায় কাতর প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগার মুখ থেকে বেরুচ্ছে শব্দটা।

'তোমার কিডনিতে ঠেকে আছে, তোমার নিজেরই রিভলভারের নল,' বলল রানা। সবাই শুনতে পাচ্ছে ওর কথা। 'কেউ নড়লে তুমি মরবে।' একে একে গাটো, জার্দা, পল সুয়েনি এবং লায়রোর দিকে তাকাল রানা। ও জানে, অন্তত তিনজনের কাছে একটা করে রিভলভার আছে। 'স্টার্ট বন্ধ করতে বলো পলকে।'

প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগার মুখ ব্যথায় কুঁচকে আছে। তার কাছ থেকে নির্দেশ পাবার জন্যে অপেক্ষা করল না পল সুয়েনি। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল সে।

আট

'এখানে আসতে বলো নেজারকে,' বলল রানা। 'ওকে জানিয়ে দাও তোমার কিডনিতে রিভলভার ধরেছি আমি।' দ্রুত কেবিনটা আরেকবার দেখে নিল ও। কেউ নড়ছে না। 'এক্ষুণি আসতে বলো। তা নাহলে আমি গুলি করছি।'

'কি?' প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা যেন রানার কথা বিশ্বাসই করতে পারছে না।

'ঘাবড়াবার কিছু নেই তোমার,' কৌতুক মেশানো ব্যঙ্গের সাথে বলল রানা। 'একটা কিডনি নিয়েও লোকে বাঁচে।'

রিভলভারের চাপ একটু বাড়াল রানা। ব্যথায় আবার বিকৃত হয়ে উঠল প্রিন্সের মুখ। কর্কশ স্বর বেরোল গলা থেকে। 'নেজার! একছুটে চলে এসো এখানে। রিভলভারটা রেখে এসো। বখাটে ছোঁড়াটা আমার কিডনির জন্যে মস্ত একটা হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

কয়েকটা সেকেন্ড কেটে গেল। কোন শব্দ নেই। ভূতের মত নিঃশব্দে দরজার কাছে এল নেজার। হাত দুটো খালি। জার্দা, গাটো, পল সুয়েনি এবং লায়রোর মত দুর্ধর্ষ মানুষকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বুদ্ধি খাটাবার উৎসাহটা পুরোপুরি দমে গেল তার। ধীর পায়ে কেবিনে ঢুকে একপাশে দাঁড়াল সে।

'কেবিনের পরিস্থিতিটা সংক্ষেপে একটু ব্যাখ্যা করতে চাই আমি,' বলল রানা। 'তাতে দু'পক্ষেরই সুবিধে অসুবিধে পরিষ্কার হয়ে যাবে। তোমাদের চারজনের কাছে রিভলভার আছে, কিন্তু সেগুলো পকেটের ভিতর। তোমরা ওগুলো বের করতে যাচ্ছ দেখলেই আমি গুলি করব। কিন্তু গুলি করলেও তোমাদের চারজনকে একই সাথে খুন করতে পারব না আমি। তার আগেই তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ একজন একটা বুলেট ঢুকিয়ে দেবে আমার মাথায়। অবশ্য ইতিমধ্যে

নিঃসন্দেহে তোমাদের দু'জনকে শেষ করব আমি। তার মানে, আমাকে এখন, এখানে খুন করতে হলে নিজেদের মধ্যে থেকে তোমাদের অন্তত দু'জনকে হারাতে হবে। সে দু'জন কারা, তাও বলে দিচ্ছি। প্রথমে আমি গুলি করব প্রিন্স ওরফে হার্বার্ট জেরোফকে। তারপর গুলি করব জার্দা আর গাটোকে। হাতে যদি আরও এক সেকেন্ড সময় পাই, মৃত্যুর আগেই শেষ করে দিয়ে যাব পল সুয়েনিকে।'

'প্যাঁচাল বন্ধ করে আসল কথায় এসো। কি বলতে চাও তুমি, বখাটে ছোকরা?' প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা ভয়ে নয়, রাগে ঠক ঠক করে কাঁপছে। 'যদি ভেবে থাক আমরা আত্মসমর্পণ করব বা পরাজয় স্বীকার করব, বোকার স্বর্গে বাস করছ তুমি।'

'জানি। সবগুলো রিভলভার আমার হাতে তুলে দেবার চাইতে তোমরা বরং এই কেবিনে গোলাগুলি শুরু করার ঝুঁকিটাই নেবে,' বলল রানা। 'কিন্তু, একটা আপসের রাস্তা খোলা আছে, সেটা কি তোমরা দেখতে পাচ্ছ না কেউ?'

'আপস?' প্রিন্সের কণ্ঠে অবিশ্বাসের সুর।

'যদি বলি বিজ্ঞানীদেরকে আমি নিয়ে যাব, তোমরা তাতে রাজি হবে না। কেননা, তোমাদের অপরাধের প্রমাণ একমাত্র ওরাই দিতে পারে। ওদেরকে আমার হাতে তুলে দেয়া মানে নিজেদের মৃত্যুদণ্ডের আয়োজন সম্পন্ন করা। কিন্তু যদি বলি, রোমাঞ্চপ্রিয় সুন্দরী যুবতী দু'জনকে নিয়ে আমাকে চলে যেতে দাও, তাতে তোমাদের আপত্তি করার কিছু আছে কি? হ্যাঁ, এখান থেকে বেরিয়ে সোজা আমি ফ্রেঞ্চ পুলিসের কাছে যেতে পারি। কিন্তু তাদেরকে কনভিন্স করাবার মত কোন তথ্য প্রমাণ আমার হাতে আছে কি? নেই। তবে, প্যারিসে ফোন করে আমি এখানকার পুলিসের বিশ্বাস অর্জন করার চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু তাতে প্রচুর সময় লেগে যাবে। ইতিমধ্যে তোমাদের অপরাধের প্রমাণগুলো অর্থাৎ বিজ্ঞানী এবং তাদের স্ত্রীরা, ধরা ছোঁয়ার বাইরে, ইসরায়েলে পৌঁছে যাবে। তাদের সাথে তোমরাও হয়তো আশ্রয় নেবে ইসরায়েলে। আমি বলতে চাইছি, গোলাগুলি যদি না চাও, নিরীহ এবং বোকা মেয়ে দুটোকে নিয়ে চলে যেতে দাও আমাকে। জিম্মী হিসেবে একজনকে সাথে রাখব আমি, কিছুক্ষণের জন্যে। পালের গোদা হার্বার্ট জেরোফ, তোমাকেই আমার পছন্দ।'

'তোমার যুক্তিগুলো খাঁটি,' প্রিন্স গম্ভীর। 'রিভলভার বা বিজ্ঞানীদেরকে কেউ যদি কেড়ে নিয়ে যায়, জান নিয়ে এখান থেকে বেরুতে হবে না তাকে। তুমি আর বোকা মেয়ে দুটোর কথা অবশ্য আলাদা। পুলিসের মনে সন্দেহ জাগাতে পারো বড় জোর, তার বেশি কিছু করার ক্ষমতা তুমি রাখো না। আমার লোকদের আমি মরতে দিতে চাই না, তাই গোলাগুলির পক্ষে মত দিচ্ছি না।'

'গোলাগুলি হলে সবার আগে তুমি মরবে। তারপর জার্দা।'

'স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই,' জার্দার দিকে তাকাল প্রিন্স।

'মন সায় দিচ্ছে না আমার,' পরিষ্কার, দৃঢ় গলায় বলল জার্দা। 'যদি এমন হয়...'

'তুমি এবং আমি মরি, এই চাও তুমি?' ধমকের সুরে প্রশ্ন করল প্রিন্স। 'সিদ্ধান্ত

নেবার দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দাও, জার্দা।'

রানার হাতের রিভলভারটার দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকল জার্দা। রানার কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে বেঞ্চি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল দিনা এবং রুকা। কেবিন থেকে বেরিয়ে গ্যাঙওয়েতে উঠল।

পিছু হটতে শুরু করল রানা। 'ধীরে ধীরে এগোও আমার দিকে,' কঠিন সুরে বলল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগাকে। 'তাড়াহুড়ো করতে যেয়ো না, ভয় পেয়ে গুলি করে বসতে পারি।'

কট্ কট্ করে আওয়াজ হলো। দাঁতে দাঁত ঘষছে প্রিন্স। গ্যাঙওয়ের মাথায় উঠে এসে মেয়ে দুটোকে বলল রানা। 'গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াও।'

পুরো এক মিনিট অপেক্ষা করল রানা। তারপর প্রিন্সকে বলল, 'ঘুরে দাঁড়াও, বাছাধন!'

অদ্ভুত একটা শিশুসুলভ অভিমান এবং আবেদনের ভাব ফুটে উঠল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগার মুখে। তবে, সময় নষ্ট না করে ধীরে ধীরে রানার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল সে। 'মনে থাকে যেন...'

কথাটা শেষ করতে পারল না প্রিন্স। পিছন থেকে রানার মস্ত এক ধাক্কা খেয়ে নামতে শুরু করল গ্যাঙওয়ে ধরে। পড়েই যেত, কিন্তু কোন রকমে সামলে রাখল নিজেকে। ধাক্কা দিয়েই পিছন দিকে ঘুরে ডাইভ দিয়ে শুয়ে পড়েছে রানা। সামনে প্রিন্সকে না দেখে কেউ গুলি করতে পারে ভেবে ওর এই সতর্কতা। কিন্তু গুলির কোন শব্দ হলো না। গ্যাঙওয়েতে পায়েরও কোন আওয়াজ নেই। সন্তর্পণে, একটু একটু করে মাথা তুলে তাকাল রানা। আবার স্টার্ট নিয়েছে বোটের ইঞ্জিন।

বিশ গজ দূরে সরে গেছে পাওয়ার বোট। দ্রুত উঠল রানা। দৌড়ে চলে এল রোলস-রয়েসের কাছে। রুকা এবং দিনা অপেক্ষা করছে কাছেই। ইফফাত বোকার মত তাকাল রানার দিকে।

'বেরোও!' কর্কশ গলায় হুকুম করল রানা।

প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল ইফফাত, কিন্তু তার সদ্য খোলা মুখ থেকে কোন শব্দ বেরোবার আগেই দরজার হাতল ধরে টান মারল রানা। দরজা খুলে গেল। দু'হাত বাড়িয়ে ছোটখাট নরম শরীরটা ধরল, শূন্যে তুলে বের করে এনে নামিয়ে রাখল রাস্তার পাশে। পরমুহূর্তে গাড়িতে উঠে বসল ও। স্টার্ট নিল রোলস-রয়েস।

'দাঁড়াও,' তীক্ষ্ণ গলায় বলল দিনা। 'আমরাও তোমার সাথে...'

'এইবার অন্তত নয়,' বাইরের দিকে ঝুঁকে দিনার হাত থেকে ছোঁ মেরে কেড়ে নিল রানা হাতব্যাগটা। বিস্ময় ফুটে উঠল দিনার চেহারায়। কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু সে সুযোগ তাকে দিল না রানা।

'শহরে চলে যাও। এখুনি। সেইন্টেস-মেরিজের পুলিসকে ফোন করো। তাদেরকে জানাও শহর থেকে দেড় মাইল উত্তরে সবুজ এবং সাদা রঙের একটা ক্যারাভানে অল্পবয়েসী একটা মেয়ে, মৃত্যুর সাথে যুঝছে, এই মুহূর্তে তাকে হাসপাতালে পাঠানো দরকার। তুমি কে, তা বলবে না। যা বলতে বলেছি তার বেশি একটা কথাও বলবে না।' রুকা আর ইফফাতের দিকে ইঙ্গিত করল রানা।

'ওদেরকে দিয়েও কাজ হবে।'

'কি কাজ হবে?' রানার মন্তব্যটা বুঝতে পারেনি দিনা।

'বিয়েতে সাক্ষী লাগবে না?'

আইওয়েজ-মরটেস আর লে গ্রাউ দু রোইর মাঝখানে রাস্তাটা মাত্র কয়েক-মাইল লম্বা, এবং প্রায় সবটা রাস্তা বরাবর খালটাও এগিয়ে গেছে, পাশাপাশি। রাস্তা আর খালের মাঝখানে উঁচু ঘাসের পাঁচিল ছাড়া আর কিছু নেই। রোলস-রয়েস স্টার্ট দিয়ে ছেড়ে দেবার এক মিনিট পর এই ঘাসের পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে রানা দেখতে পেল পাওয়ার বোটটাকে। বড় জোর একশো গজ সামনে। এখনও তীরবেগে ছুটছে সেটা। সামনের নাক প্রায় ডুবে গেছে পানিতে। দু'দিকে তীব্র বেগে পানি ছড়িয়ে ছুটে চলেছে। খালের দুই পাড়েই জোরে ধাক্কা খাচ্ছে ঢেউগুলো।

হুইলের দায়িত্বে রয়েছে পল সুয়েনি। নেজার, লায়রো এবং গাটো বসে আছে, কিন্তু কড়া নজর রেখেছে আরোহীদের উপর। কেবিনের পিছনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলছে প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা এবং জার্দা। গম্ভীর দেখাচ্ছে প্রিন্সকে। জার্দা, আগের মতই অখুশি।

বলল, 'কিন্তু ও আমাদের কোন ক্ষতি করবে না এ আপনি ধরে নিচ্ছেন কিভাবে?'

'ক্ষতি করবে না, তা বলিনি। চেষ্টা তো করতেই পারে। কিন্তু চেষ্টা করেও কিছু করতে পারবে না।'

'পুলিসের কাছে নিশ্চয়ই যাবে সে। এবং...'

'নাহয় গেলই। ও নিজেই তো বলে গেল, পুলিসকে বিশ্বাস করাবার মত তথ্য প্রমাণ ওর হাতে নেই। আমার তো ধারণা, পুলিস ওকে পাগল-ছাগল ছাড়া আর কিছু ভাববে না।'

'তবু, ব্যাপারটা আমার মোটেই ভাল ঠেকছে না,' একগুঁয়ে ভঙ্গিতে বলল জার্দা। 'আমার ধারণা...'

'চিন্তা-ভাবনার দায়িত্বটা আমার ওপর ছেড়ে দাও,' ধমকের সুরে বলল প্রিন্স। 'গুড গড! কি মুশকিলেই না পড়েছি!'

অকস্মাৎ কাঁচ ভাঙার আওয়াজ। একই সাথে শব্দ হলো গুলির। এবং যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠল পল সুয়েনি। বাঁ কাঁধ চেপে ধরে টলতে টলতে হুইলের কাছ থেকে সরে আসছে সে। চোখের পলকে বেসামাল হয়ে উঠল বোট। নাক ঘুরে গেছে তার। তীরবেগে ছুটছে খালের উঁচু ডান পাড়ের দিকে। সংঘর্ষ অনিবার্য। এক সেকেন্ড নড়ল না কেউ। তারপরই বিদ্যুৎ খেলে গেল জার্দার শরীরে। ঝাঁপিয়ে পড়ল সে হুইলের উপর। পাগলের মত ঘোরাচ্ছে সেটা।

শেষ রক্ষা হলো বটে, কিন্তু খালের উঁচু পাড়ের সাথে প্রচণ্ড ঘষা খেল বোটের গা। ছিটকে পড়ে গেল সবাই মেঝেতে। একমাত্র জার্দা তার জায়গায় অটল। প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা সবচেয়ে আগে পড়েছে মেঝেতে, দু'পায়ে ভর দিয়ে মস্ত

শরীরটাকে দাঁড়ও করাল সে সবার আগে। চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল রানাকে জার্দা। রোলস-রয়েসের ড্রাইভিং সীটে বসে রয়েছে ও। খালের পাশাপাশি রাস্তার উপর, মাত্র কয়েক গজ দূরে। প্রিন্সের রিভলভারটা জানালা দিয়ে বের করে লক্ষ্য স্থির করছে আবার।

'নিচু হও!' চেঁচিয়ে বলল প্রিন্স। সবার আগে নিচু হলো নিজেই। 'মেঝেতে শুয়ে পড়ো!'

আবার কাঁচ ভাঙার আওয়াজের সাথে শোনা গেল গুলির আওয়াজ। কিন্তু এবার কেউ আহত হলো না। হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে উঁচু হলো জার্দা। নেজারকে কাছে ডেকে তার হাতে তুলে দিল হুইলের দায়িত্ব। ক্রল করে চলে এল প্রিন্স আর গাটোর কাছে। ওরা দু'জন ইতিমধ্যে বোটের পিছন দিকের সবচেয়ে উঁচু ডেকে উঠে এসেছে। তিনজন অত্যন্ত সাবধানে গানেলের উপর দিয়ে উঁকি দিয়ে তাকাল। তারপর দাঁড়াল সিধে হয়ে। তিনজনের হাতেই রিভলভার, পিছন দিকে লুকানো। চোখে-মুখে উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার ছাপ।

রোলস-রয়েস পিছিয়ে পড়েছে ত্রিশ গজ। গাড়িটার সামনে প্রকাণ্ড একটা ট্রাক্টর, পিছনে চার চাকাওয়ালা বিশাল একটা ট্রেইলর। দক্ষিণ দিক থেকে কয়েকটা গাড়ি আসছে, সেজন্যেই ট্রাক্টরকে পাশ কাটিয়ে এগোতে পারছে না রানা।

'স্পীড বাড়াও!' নেজারকে বলল জার্দা। 'খুব বেশি নয়—ট্রাক্টরের আগে থাকো। হয়েছে। হয়েছে।' উত্তর মুখো গাড়িগুলোর সারিটা দেখাচ্ছে সে। শেষ গাড়িটা রাস্তার অপর দিক দিয়ে ট্রাক্টরের পাশ ঘেঁষে, চলে যাচ্ছে। 'এইবার—ওই আসছে সে!'

ট্রাক্টরের পিছনে রোলস-রয়েসের লম্বা সবুজ নাকটা দেখা গেল। ওভারটেক করছে রানা। ডেকে দাঁড়ানো লোক তিনজন রিভলভার তাক করছে ওর দিকে। দেখে ফেলল ট্রাক্টর ড্রাইভার। সাথে সাথে ব্রেক কষল সে। পাথরের সাথে টায়ার ঘর্ষণের বিকট আওয়াজ হলো, সেই সাথে দিকভ্রান্ত ট্রাক্টরের সামনের দিকটা রাস্তা থেকে লাফ দিয়ে সরে এসে ঝুলে পড়ল খালের উপর। ট্রাক্টর রাস্তা থেকে সরে যাওয়ায় রোলস-রয়েসের পুরোটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এখন। রিভলভার হাতে তৈরি হয়ে ছিল রানা। কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে রিভলভার ছেড়ে দিয়ে নিচু করে ফেলল মাথাটা। সাথে সাথে শুরু হলো তুমুল গুলিবর্ষণ। বুলেটের পর বুলেট ছুটে আসছে। গাড়ির শরীরে লেগে ঠিকরে চলে যাচ্ছে দিগ্বিদিক। উইন্ডস্ক্রীনে কয়েক হাজার চিড় ধরল। ঝাপসা হয়ে গেছে কাঁচ, কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। মুঠো পাকানো হাত দিয়ে উইন্ডস্ক্রীনের নিচের অংশে একটা ঘুষি মারল রানা। পা দিয়ে অ্যাকসিলারেটর চেপে ধরে বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়ে দিল গাড়িটাকে। গাড়ির অবস্থা দেখে প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগার মানসিক অবস্থা কেমন হয়েছে ভাবতে গিয়ে হাসি পেল ওর।

ঝড় তুলে বাঁ দিকের অ্যারেনাকে পাশ কাটিয়ে শহর গ্রাউ দু রোইতে ঢুকল রানা। রাস্তার সাথে চাকার ঘষা খাইয়ে দাঁড় করাল গাড়ি ব্রিজের গোড়ায়। এই ব্রিজটাই খালের দুই পাড়ের শহর দুটোকে এক সুতোয় গেঁথেছে। দিনার ব্যাগটা

খুলল ও, তাড়া থেকে কিছু কড়কড়ে নোট বের করল। তারপর ব্রিজের গায়ে ঝুলিয়ে রাখল ব্যাগটা। জার্দার বাকি টাকা সব আছে এই ব্যাগে। গ্রাউ দু রোইর নাগরিকরা অসৎ না হলেই হয় এখন, ভাবল ও। গাড়ি ছেড়ে নিচে নামল, ঢাল বেয়ে ছুটে নেমে গেল খালের দিকে।

বাঁ দিকের পাড়ে, ব্রিজের ঠিক নিচেই, একটা বোট ভাসছে। চওড়া বিমের হাই পাওয়ারড ফিশিং বোট। কাঠের তৈরি, তবে দেখেই বোঝা যায় মজবুত। হলুদ জার্সি পরা একজন জেলে বসে আছে বোটে। একটা বোলার্ডে বসে ধীরেসুস্থে জাল বুনছে।

'বাহ্! বোটটা তো ভারি চমৎকার!' কাছে দাঁড়িয়ে বলল রানা। 'ভাড়া যাও নাকি?'

সরাসরি প্রস্তাব পেয়ে একটু চমকে গেছে লোকটা। সাধারণত এভাবে কেউ টাকা সাধে না।

'ফোরটিন নটস। ট্যাঙ্কের মত শক্ত।' লোকটাই এর মালিক, তার চোখেমুখে গর্ব ফুটে উঠতে দেখে বুঝল রানা। 'দক্ষিণ ফ্রান্সের সবচেয়ে নিখুঁত কাঠের তৈরি বোট এটা। টুইন পারকিনস্ ডিজেলস। বোট নয়, বিদ্যুতের চমক। অবশ্যই, মঁশিয়ে—ভাড়াতেও খাটাই। তবে দু' মাস, ছয় মাসের জন্যে। তাও শুধু মাছেরা যখন গোস্যা করে।'

'তাই বুঝি?' পকেট থেকে কয়েকটা সুইস ফ্র্যাঙ্কের কড়কড়ে নোট বের করে গুনতে শুরু করল রানা। 'কিন্তু আমার দরকার এক আধ ঘণ্টার জন্যে। জরুরী প্রয়োজন, বিশ্বাস করো।' মিথ্যে নয়। দূর থেকে প্রিন্সের পাওয়ারবোটের আওয়াজ ভেসে আসছে, শুনতে পাচ্ছে রানা।

চিন্তায় পড়ে গেছে লোকটা। মাত্র ফিট চারেক দূরে নগদ টাকা। লোভ সামলানো মুশকিল। 'জরুরী প্রয়োজন যখন, কি আর করা। না হয় অনিয়মই করলাম। তবু আপনার তো উপকার হলো। কিন্তু আপনার সাথে আমিও থাকব।'

'থাকবে।' এক হাজার সুইস ফ্র্যাঙ্কের দুটো নোট বাড়িয়ে দিল রানা। চোখের পলকে জার্সির ভিতর গায়েব হয়ে গেল নোট দুটো।

'মঁশিয়ে কখন রওনা হতে চান?'

'এখন।'

রানা বোটে উঠতেই ইঞ্জিন চালু করল লোকটা। তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল রানা। উঁকি দিয়ে পিছন দিকটা দেখার চেষ্টা করছে। পাওয়ার বোটের আওয়াজ এখন খুব কাছে। ঘুরে দাঁড়াল আবার রানা। লোকটা সামনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে থ্রটল, স্টারবোর্ডের দিকে ঘোরাচ্ছে হুইল। মন্থর বেগে এগোতে শুরু করল ফিশিং বোট।

'চালানো তেমন কঠিন কোন কাজ নয়, কি বলো?'

'কি বলছেন, মঁশিয়ে! অসম্ভব। সাগরে পৌঁছে হয়তো…'

'দুঃখিত,' মৃদু গলায় বলল রানা। 'সত্যি দুঃখিত। এখনই দায়িত্ব নিতে হচ্ছে আমাকে। প্লীজ।'

'আর পাঁচ মিনিট অপেক্ষা...

'দুঃখিত,' পকেট থেকে রিভলভারটা বের করল রানা। হুইল হাউজের, স্টারবোর্ড সাইডের সামনের কোণটা রিভলভারের নল নেড়ে ইঙ্গিতে দেখাল ও। 'ওখানে গিয়ে বসো।'

জেলে লোকটা তাকিয়ে থাকল। হুইল ছেড়ে এক কোণায় সরে গেল সে। চোখের পাতা নড়ছে না। এগিয়ে গিয়ে হুইল ধরছে রানা। 'টাকাটা নেবার সময়ই মনে হয়েছিল, বোকামি হচ্ছে। কিন্তু লোভটা সামলাতে পারিনি।'

'আমরা কেই-বা পারি?' ঘাড় ফিরিয়ে কাঁধের উপর দিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। ব্রিজের কাছ থেকে পাওয়ার বোটটা এখন একশো গজেরও কম দূরে। থ্রটল খুলে দিল ও, একটা লাফ দিয়ে সামনের দিকে ছুটতে শুরু করল ফিশিং বোট। পকেটে হাত ঢুকিয়ে বাকি তিনটে কড়কড়ে সুইস ফ্র্যাঙ্কের নোট বের করে দলা পাকাল, তারপর ছুঁড়ে দিল জেলে লোকটার দিকে। 'এগুলো নিয়ে নিজেকে আরও খানিকটা বোকা ভাব।'

নোটগুলোর দিকে একবার তাকাল লোকটা। হাত বাড়িয়ে তুলে নেবার কোন লক্ষণ তার মধ্যে দেখা গেল না। ফিসফিস করে বলল, 'আমি মারা গেলে এই টাকা আবার আপনার পকেটে গিয়ে ঢুকবে। দেস জার্দিন বোকা নয়।'

'তুমি মারা যাবে?'

'আপনি আমাকে খুন করবেন। ওই রিভলভারটা দিয়ে।' বিষণ্ণ ভাবে হাসল লোকটা। 'হাতে একটা রিভলভার থাকা মানে দারুণ ব্যাপার, তাই না?'

'তাই।' উল্টো করে ধরল রিভলভারটা রানা। তারপর হালকাভাবে ছুঁড়ে দিল সেটা লোকটার দিকে। 'নাও। এখন কি তোমার দারুণ লাগছে?'

রিভলভারটার দিকে বোকার মত চেয়ে থাকল লোকটা। তারপর খপ্ করে তুলে নিল সেটা। রানার দিকে তাক করে ধরল। নির্বিকার রানার চোখে মুখে কোন প্রতিক্রিয়া নেই দেখে হঠাৎ উৎসাহ হারিয়ে ফেলল সে। রিভলভারটা রেখে দিল মেঝেতে। দলা পাকানো নোটগুলো তুলে নিয়ে পকেটে ভরল। তারপর মেঝে থেকে আবার তুলে নিল রিভলভারটা। উঠল। ধীর পায়ে এগিয়ে এল সে। দাঁড়াল। রানার পকেটে ঢুকিয়ে দিল রিভলভারটা। 'কি জানেন, এসব জিনিস ব্যবহার করতে শিখিনি আমি, মঁশিয়ে। আমাকে মানায় না।'

'কারও হাতেই এই জিনিস মানায় না,' দর্শন আওড়াবার সুরে বলল রানা। 'তোমার পিছনে তাকাও একবার। একটা পাওয়ার বোট আসছে। দেখতে পাচ্ছ?'

তাকাল জার্দিন। পঁচাত্তর গজের মধ্যে চলে এসেছে পাওয়ার বোট। 'পাচ্ছি। ওটার সাথে কি সম্পর্ক?'

জার্দিনের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে দূর উপসাগরের দিকে হাত তুলে দেখাল রানা। একটা জাহাজ ধীর বেগে এগিয়ে আসছে। 'ওটা একটা মালবাহী জাহাজ, ফ্যান্টম। ইসরায়েলি জাহাজ, যাবেও তেলআবিব। আমাদের পিছনে, পাওয়ার বোটে কিছু খারাপ লোক আছে। আর আছে কিছু নিরীহ আরোহী। আরোহীরা ইসরায়েলে যেতে চায় না, কিন্তু খারাপ লোকগুলো তাদেরকে জোর করে ওই

জাহাজে তুলে দিয়ে ইসরায়েলে পাঠাতে চাইছে। আমি চাইছি ওদের এই অন্যায় কাজে বাধা দিতে।'

'কেন?'

'যদি জিজ্ঞেস করো কেন, তাহলে আবার আমাকে রিভলভারটা বের করতে হবে,' দ্রুত পিছন দিকে তাকাল রানা। পাওয়ার বোট এখন পঞ্চাশ গজ দূরেও নয়।

'আপনি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কাজ করছেন?'

'তোমাদের দেশে কাজ করার জন্যে আমাকে অনুমতি দিয়েছে তোমাদের সরকার। আর কিছু জানার দরকার আছে?'

'অনুমতি দিয়েছে তার প্রমাণ কি?'

'প্রমাণ আছে। কিন্তু তা দেখলেও তুমি বুঝবে না। আমাকে বিশ্বাস করা ছাড়া উপায় নেই তোমার।'

'বেশ, মেনে নিচ্ছি আপনার কথা। সত্যি বটে, আপনার মত আশ্চর্য মানুষ আমার জীবনে দেখিনি আর! পাওয়ার বোটটাকে থামাতে চান?' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'তাহলে সরে বসুন। এ কাজে একজন এক্সপার্টকে দরকার।'

পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে নিয়ে হুইল হাউজের স্টারবোর্ডের দিকে সরে গেল রানা। মাথা নিচু করে জানালা দিয়ে তাকাল ও। ফিশিং বোটের বিশ ফিট পাশে, দশ ফিট পিছনে এখন পাওয়ার বোট। দ্রুত এগিয়ে আসছে। হুইলে এখন জার্দা। পাশে প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। রিভলভারটা তুলে লক্ষ্য স্থির করছে রানা। হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে একদিকে কাত্ হয়ে গেল ফিশিং বোট। দিক বদলে পাওয়ার বোটের দিকে ছুটে যাচ্ছে তীরবেগে।

তিন সেকেন্ড পর ফিশিং বোটের ভারী এক কাঠের বো পাওয়ার বোটের পোর্ট কোয়ার্টারের সাথে ধাক্কা খেয়ে বিধ্বস্ত হলো।

'আপনি সম্ভবত, মঁশিয়ে, কম বেশি এই রকম কিছু একটাই চেয়েছিলেন?' জিজ্ঞেস করল দেস জার্দিন।

'কম বেশি,' স্বীকার করল রানা। 'এবার মন দিয়ে শোনো। কিছু কিছু ব্যাপার তোমার জানা উচিত।'

পাশাপাশি দুই সরল রেখা ধরে ছুটছে বোট দুটো। পাওয়ার বোটের গতিবেগ বেশি, এগিয়ে যাচ্ছে সে। কেবিনের ভিতর মহা গোলমাল শুরু হয়ে গেছে।

'কে, অ্যাঁ? কোন্ শালা? পাগল নাকি?' জানতে চাইল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা।

'রানা!' জার্দা দাঁতে দাঁত ঘষছে। 'সে ছাড়া আর কার সাহস হবে...'

'গুলি চালাও!' বজ্রকণ্ঠে হুঙ্কার ছাড়ল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। 'গুলি চালাও। খতম করো শালা গাধুকে! একশো একটা বুলেট দেখতে চাই আমি ওর লাশের ভেতর।'

'না।'

'না? না? কি, এতবড় স্পর্ধা...'

'পেট্রলের গন্ধ পাচ্ছি। বাতাসে। একটা গুলি হলেই—বুম! উড়ে যাবে বোট।

গাটো, পোর্ট ট্যাঙ্কটা চেক করো। কুইক!'

দশ সেকেন্ড পর লাফ দিয়ে চৌকাঠ পেরিয়ে ফিরে এল গাটো। 'ট্যাঙ্ক ফেটে গেছে। তলা নেই। ফুয়েল প্রায় শেষ হয়ে গেছে।' তার কথা শেষ হতেই ইঞ্জিন খক খক করে উঠল, তারপর স্তব্ধ হয়ে গেল।

জার্দা এবং প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা পরস্পরের দিকে তাকাল। কথা বলছে না কেউ।

খোলা সাগরে চলে এসেছে বোট দুটো। পাওয়ার বোটের একটা মাত্র ইঞ্জিন চালু, গতি হারিয়ে পিছিয়ে আসছে, ফিশিং বোটের প্রায় পাশে চলে এসেছে এরই মধ্যে। জার্দিনের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল রানা। মৃদু হেসে দ্রুত হুইল ঘোরাতে শুরু করল জার্দিন। দিক বদলে প্রচণ্ড ভাবে গুঁতো মারল ফিশিং বোট পাওয়ার বোটের ঠিক আগের সেই জায়গায়, তারপর বাঁক নিতে নিতে দূরে সরে গেল।

'গড, ড্যাম ইট অল! শালা গাণ্ডুকে আমি জ্যান্ত কবর দেব!' রাগে থরথর করে কাঁপছে প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। 'শালা আমাদেরকে ফুটো করে দিয়েছে! এরপর উল্টে দেবার চেষ্টা করবে। এড়িয়ে যেতে পারো না ওকে?'

'একটা ইঞ্জিন নিয়ে পাশ কাটানো অসম্ভব,' পরিস্থিতি উত্তেজনাকর হলেও জার্দাকে আশ্চর্য শান্ত দেখাচ্ছে। পরাজয় মেনে নেবার জন্যে তৈরি হয়ে গেছে সে। পোর্ট ইঞ্জিন স্তব্ধ হয়ে গেছে, পোর্ট কোয়ার্টারে গর্ত সৃষ্টি হয়েছে, এই অবস্থায় পাওয়ার বোটকে সোজা রেখে চালানো অসম্ভব।

'দেখো।' তীক্ষ্ণ গলায় বলল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। 'ওটা কি ওদিকে?'

পালাভাসের দিকে যেতে মাঝামাঝি দূরত্বে, প্রায় মাইল তিনেক দূরে, বড় এবং মান্ধাতা আমলের একটা মালবাহী জাহাজ দেখা যাচ্ছে। থেমে নেই, তবে খুবই মন্থর গতিতে এগিয়ে আসছে। একটা ল্যাম্প দুলিয়ে সিগন্যাল পাঠাচ্ছে বারবার।

'ওটাই ফ্যান্টম!' ভীষণ উত্তেজিত পল সুয়েনি। চামড়া উঠে যাওয়া কাঁধ থেকে হাতটা নামিয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে। 'এক্ষুণি রিকগনিশন সিগন্যাল পাঠাতে হবে। তিনটে লম্বা, তিনটে খাটো।'

'না।' তেড়ে প্রায় মারতে এল পল সুয়েনিকে প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। 'ব্যাটাচ্ছেলে পাগল হয়েছ? এই বিপদের মধ্যে ওদেরকে কোনমতেই আমরা তাড়াতে পারি না। আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার কথা ভুলে গেলে চলবে কেন! অ্যাই, হুঁশিয়ার!'

আবার আসছে ফিশিং বোট গুঁতো মারতে। ককপিটের দিকে ছুটল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা আর গাটো, এই ফাঁকে কয়েকটা গুলি ছুঁড়ল ওরা। ফিশিং বোটের জানালার কাঁচে অসংখ্য চিড় ধরল, তারপর গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ল। এক সেকেন্ড আগেই জার্দিন আর রানা ডেকের মেঝেতে বসে পড়েছে।

বসে পড়েছে প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা এবং গাটোও। এক মুহূর্ত আগে যেখানে ওরা দাঁড়িয়ে ছিল, সেই পোর্ট কোয়ার্টারে প্রচণ্ড বাড়ি খেল ফিশিং বোট।

পরবর্তী দু' মিনিটের মধ্যে পাঁচবার একই একগুঁয়ে ভঙ্গিতে পাওয়ার বোটকে ধাক্কা মারল ফিশিং বোট। ইতিমধ্যে প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগার আদেশে গুলি

ছোঁড়া বন্ধ রাখা হয়েছে। অ্যামুনিশন বাড়ন্ত।

'শেষ বুলেট ক'টা সবচেয়ে জরুরী সময়ের জন্যে রেখে দেয়া দরকার,' পাওয়ার বোটের মরণদশা ঘনিয়ে এসেছে বুঝতে পেরে প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা অস্বাভাবিক শান্ত হয়ে উঠেছে। 'এর পরের বার...'

'চলে যাচ্ছে ফ্যান্টম!' চেঁচিয়ে বলল পল সুয়েনি। 'ওই দেখুন, কখন যেন ঘুরে গেছে...'

তাকাল ওরা। ঠিক। উল্টো দিকে ছুটছে ফ্যান্টম। ক্রমশ স্পীড বাড়ছে তার।

'এছাড়া আর কি আশা করো তুমি?' প্রশ্ন করল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। 'মাত্ ঘাবড়াও, ওকে আবার আমরা দেখব।'

'কি বলতে চাইছেন আপনি, স্যার?' অসহিষ্ণু জার্দার কণ্ঠে ক্ষোভ আর বিরক্তি।

'পরে শুনো। যা বলতে যাচ্ছিলাম...'

'আমরা ডুবছি।' হায় হায় করে উঠল পল সুয়েনি। 'আমরা ডুবছি!'

পাওয়ার বোট নেমে যাচ্ছে পানির নিচে। ফিশিং বোট গুঁতো মেরে মেরে বো-এর যেখানে গর্ত তৈরি করেছে, সেখান দিয়ে পানি ঢুকছে হু হু করে।

'ছাগলটাকে থামতে বলবে দয়া করে!' জার্দাকে লক্ষ্য করে কথা বলছে প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। 'ওর চিৎকার শুনে কখন যে হার্ট অ্যাটাক হয়, গড নোজ! ডুবছি, বেশ ভাল কথা। এতে এত আতঙ্কিত হবার কি আছে? ডুববো, এ তো জানা কথাই।'

'ডুববো?' জার্দা হতভম্ব।

'ডুববো না? রানা সেজন্যেই কি হামলা চালাচ্ছে না?' প্রিন্স গম্ভীর। 'তবে, হ্যাঁ, বুদ্ধি বের করে বখাটে বাবাজীর উদ্দেশ্য যদি বানচাল করে দিতে পারি, তাহলে ডুববো না। কিন্তু ছাগলের মত ব্যা ব্যা করে চেঁচালে কি ডোবা রোধ করা যাবে? এই কে আছ, কোল্ড ড্রিঙ্ক...নাহ্, থাক।' জার্দার দিকে ফিরল আবার সে। 'ওই যে, আবার শালা গাণ্ডু আসছে। স্টারবোর্ডের দিকে ঘোরাও হুইল, তোমার বাঁ দিকে। কুইক! জলদি। গাটো, পল, লায়রো—তোমরা সবাই আমাকে অনুসরণ করো। জলদি! জলদি! জলদি!'

'আমার কাঁধ,' ব্যথায় উহ্ করে উঠল পল সুয়েনি।

ঠিক মত শুনতে পায়নি প্রিন্স, বলল, 'ফেলে দাও কোথাও।'

কেবিনের ভিতর দরজার ঠিক সামনে দাঁড়াল চারজন। ফিশিং বোট হিংস্র স্প্যানিশ ষাঁড়ের মত তেড়ে আসছে আবার। কিন্তু পাওয়ার বোট পানির নিচে অনেকটা ডুবে যাওয়ায় এবং আগে থাকতে জার্দা তৈরি হতে পারায় সংঘর্ষটা আগের মত সরাসরি হলো না। প্রচণ্ড ঘষা খেলো পরস্পরের সাথে বোট দুটো। ফিশিং বোটের হুইল হাউজটাকে দেখতে পাচ্ছে ওরা কেবিনের দোরগোড়া থেকে। মাত্র ক'ফিট দূরে। দ্রুত আরও কাছে, আরও সামনে চলে আসছে। মস্ত শরীর নিয়ে ছুটল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। ককপিটে পৌঁছে এক সেকেন্ড অপেক্ষা করল। বাকি তিনজনও পৌঁছে গেছে। গানেলে উঠে দাঁড়িয়েছে প্রিন্স। সময় হয়েছে বুঝতে

পেরেই লাফ দিয়ে শূন্যে উঠল সে। পড়ল ফিশিং বোটের উপরের ডেকে। দু'সেকেন্ডের মধ্যে বাকি তিনজনও নিখুঁত ভাবে অনুকরণ করল প্রিন্সকে।

দশ সেকেন্ড পর ঝট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। দড়াম করে খুলে গেছে হুইল হাউজের পোর্ট সাইডের দরজা। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে পল সুয়েনি এবং গাটো। দু'জনের হাতেই উদ্যত রিভলভার।

'ছোকরা!' ঘাড় সিধে করল রানা। ওর সামনের দরজা দিয়ে ঢুকেছে প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা আর লায়রো। প্রিন্স গম্ভীর। বলল, 'যথেষ্ট হয়নি কি?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল রানা। 'যথেষ্ট হয়েছে।'

নয়

সন্ধ্যার ম্লানিমা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে আইগুয়েসমরটেস উপসাগরে। ফিশিংবোটের হুইল ধরে বসে আছে দেস জার্দিন। প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগার নেতৃত্বে বিরোধী পক্ষ বোটটা দখল করে নেবার পর পনেরো মিনিট কেটে গেছে। বিস্ময়ের ধাক্কা ইতিমধ্যেই কাটিয়ে উঠেছে জার্দিন। সম্পূর্ণ শান্ত দেখাচ্ছে তাকে। ক্যানেল দু রনের উপর দিয়ে স্বাভাবিক গতিতে ছুটছে বোট। ফোরডেকে বসে আছে দু'জন বিজ্ঞানী, এবং তিনজন মহিলা। পাওয়ার বোট ডুবে যাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে মহিলা তিনজনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, স্বয়ং প্রিন্স যদি উদ্ধার কাজে হাত না লাগাত, কি হত বলা যায় না। কাউন্ট দিমেলের জ্ঞান ফিরেছে এর মধ্যে। তাকে নিজের হাতে খানিকটা লেবুর রস খাইয়েছে জার্দা। বাক্স থেকে বের করা হয়েছে তাকে, শুইয়ে রাখা হয়েছে খোলা ডেকে। ফোরডেকে জিপসীরাও রয়েছে। লুকানো রিভলভার হাতে পাহারা দিচ্ছে আরোহীদের।

উষ্ণ সন্ধ্যা, সাগরে বাতাস খেতে বেরিয়েছে দলটা, দেখে অন্তত তাই মনে হবে। ভাঙা জানালা থেকে সব কাঁচ খসিয়ে ফেলা হয়েছে। হুইল হাউজের গায়ে যে ক'টা বুলেটের গর্ত পাওয়া গেছে সবগুলো কৌশলে ঢেকে দিয়েছে লায়রো আর নেজার। অলস ভঙ্গিতে স্টার বোর্ডের রেলিং ধরে নিচের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে তারা। জার্দিন ছাড়া হুইল হাউজে আরও দু'জন লোক রয়েছে। প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা, এবং রানা। প্রিন্সের হাতে কালো, চকচকে রিভলভার।

খাল ধরে ফিরছে বোট। কয়েক কিলোমিটার পর সেই প্রকাণ্ড ট্রাক্টরটাকে দেখতে পেল ওরা। রাস্তা থেকে সরে এসে ঝুলে পড়েছে খালের দিকে। সেই অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে আছে। সরিয়ে নেবার ঝুঁকি না নিয়ে সাহায্যের জন্যে অপেক্ষা করছে ড্রাইভার। এখনও উত্তেজিত সে। অস্থির ভাবে পায়চারি করছে রাস্তার পাশে।

হুইল হাউজে ঢুকল জার্দা। চোখমুখে শঙ্কার ছায়া। 'আমার ভাল লাগছে না! সবকিছু অস্বাভাবিক শান্ত। এর মধ্যে কোথায় যেন একটা ষড়যন্ত্র আছে, স্যার।

আমরা কোন ফাঁদে পা দিচ্ছি না তো? নিশ্চয়ই কেউ না কেউ...

'ওদিকে তাকাও। দেখে বলো, এবার খানিকটা ভাল লাগছে কিনা!' আইগুয়েস মরটেসের দিকে আঙুল তুলে দেখাল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা।

দুটো কালো রঙের পুলিস কার। ক্রমশ বাড়ছে তীক্ষ্ণ সাইরেনের শব্দ। গাড়ি দুটোর মাথায় দুটো নীল আলো জ্বলছে আর নিভছে। তীরবেগে ছুটে আসছে রাস্তা ধরে। 'কি মনে হচ্ছে দেখে?'

জার্দা উত্তর দেবার আগে প্রিন্স নিজেই উত্তর দিল, 'সম্ভবত ট্রাক্টর ড্রাইভার ফোন করে অভিযোগ জানিয়েছে। ওর দোষ কি! অমন গোলাগুলি বাপের কালেও দেখেনি বেচারা।'

প্রিন্সের অনুমান সঠিক প্রমাণিত হলো। পুলিসের গাড়ি দুটো আসতে দেখে ড্রাইভার লাফ দিয়ে চলে গেল রাস্তার মাঝখানে। ব্যস্ততার সাথে হাত নেড়ে থামাতে চাইছে ওদেরকে। গাড়ি দুটো থামল। ইউনিফর্ম পরা দু'জন লোক লাফ দিয়ে নামল নিচে। হাত মুখ নেড়ে কথা বলছে ড্রাইভার।

'পুলিস এখন ড্রাইভারকে নিয়ে ব্যস্ত,' বলল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। 'এখন তুমি খুশি, জার্দা?'

'না,' খুশির কোন ভাব ফুটছে না জার্দার চেহারায়। 'দুটো ব্যাপার আমি বুঝছি না। সাগরে কি ঘটেছে তা কম করেও কয়েকশো লোক দেখেছে। খালে ফেরার পথে তারা কেউ বাধা দেয়নি কেন আমাদেরকে? পুলিসে খবর দেয়নি কেন?'

'সত্যি কথা বলতে কি, এর উত্তর আমার জানা নেই,' চিন্তিতভাবে বলল প্রিন্স। 'অবশ্য, অনুমান করতে পারি। কেউ বাধা দেয়নি, তার কারণ সম্ভবত এই যে যারা গোলাগুলিতে অংশগ্রহণ করে তাদেরকে সাধারণ মানুষ ভয় পায়। যারা আমাদেরকে দেখেছে তাদের মধ্যে যদি একজন প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা বা নিদেনপক্ষে একজন জিপসী নেতা জার্দা থাকত, তাহলে অবশ্য আলাদা কথা ছিল। আর পুলিসে খবর না দেয়ার কারণটা সম্ভবত এই যে কোন ঘটনা যখন অনেক লোক চাক্ষুষ করে তখন সবাই ভাবে কেউ না কেউ এ ব্যাপারটা পুলিসকে জানাবে। একজন আরেকজনের ওপর ভরসা করে। ফলে কেউই খবর দেয় না। নিজে যেচে পড়ে পুলিসকে না জানাবার এই যে ব্যাপারটা, এর জন্যে দায়ী পুলিসী-ঝামেলা। কথায় বলে বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, পুলিসে ছুঁলে বত্রিশ ঘা। কথাটা সর্বকালে সর্বদেশেই কমবেশি সত্য। তোমার আরেকটা প্রশ্ন কি? দুটোর কথা বলছিলে না?'

'হ্যাঁ,' জার্দা গম্ভীর। 'ভেবে কূল পাচ্ছি না। এখন আমরা করব কি?'

'প্রশ্ন বা সমস্যা, কিছুই নয় ওটা,' হাসল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। 'তোমাকে তো আগেই আমি বলেছি, ফ্যান্টমের দেখা আবার আমরা পাব। বলিনি?'

'হ্যাঁ, কিন্তু কিভাবে...'

'পোর্ট লে বোয়াকে পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে আমাদের?'

'পোর্ট লে বোয়াকে?' ভুরু কুঁচকে উঠল জার্দার। 'ক্যারাভান নিয়ে?'

'নিয়ে বৈকি।'

'আড়াই ঘণ্টা। তিন ঘণ্টার বেশি নয়। কেন?'

'কোন কারণে পালাভাসে মিলিত হতে ব্যর্থ হলে পোর্ট লে বোয়াকে গিয়ে অপেক্ষা করার কথা ফ্যান্টমের। ওখানে আগামীকাল দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। আমরা আজ রাতেই যাব। এর মধ্যে তুমি কি টের পাওনি, জার্দা, আমার হাতে বিকল্প উপায় একটা না একটা থাকেই? আজ রাতেই তিনজন বিজ্ঞানী এবং তাদের স্ত্রীদের তোলা হবে জাহাজে। রানাও যাচ্ছে ওদের সাথে। এবং, কোনরকম সম্ভাব্য ঝুঁকি নিতে রাজি নই বলে ঠিক করেছি ওদের সাথে ছুঁড়ী দুটোকেও পাঠাব। দুঃখের বিষয়, দুর্ভাগা ফিশারম্যান দেস জার্দিন গোলমালে জড়িয়ে পড়েছে, তাই তাকেও যেতে হবে, বরণ করে নিতে হবে অমোঘ পরিণতিকে।' দেস জার্দিন ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগার দিকে। মুখে কথা নেই। এইমাত্র মৃত্যুদণ্ডের রায় শুনেছে, কিন্তু চেহারায় উদ্বেগ বা আতঙ্কের ছাপ নেই। শুধু ভুরু দুটো একটু কুঁচকে উঠল তার। প্রিন্স বলে চলেছে, 'এবং, বলাই বাহুল্য, ওরা সবাই ইসরায়েলে পৌঁছে গেলেই তুমি তোমার লোকজন সহ, স্বাধীনভাবে আবার চলাফেরা করতে পারবে। কলঙ্কের, অপরাধের কোন ছাপ তোমাদের চরিত্রে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কথা দিচ্ছি, ইসরায়েলে পৌঁছবার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বিজ্ঞানী এবং তাদের স্ত্রীদের ছাড়া বাকি সবাইকে ঠুস ঠুস,' গুলি করার ভঙ্গি করল প্রিন্স। 'ঘুম পাড়িয়ে দেয়া হবে। তোমার অপরাধের কোন সাক্ষীর আর অস্তিত্ব থাকবে না। সমস্ত সন্দেহের উর্ধ্বে উঠে যাবে তোমরা। আবার লৌহ যবনিকার ভেতর-বাইরে ঘুর ঘুর করতে পারবে অবলীলায়।'

'এর আগে কোন ব্যাপারে কোন প্রশ্ন যদি করে থাকি, সেজন্যে আপনার কাছে আমি ক্ষমা চাইছি, স্যার,' মৃদু কণ্ঠে বলল জার্দা। মুগ্ধ বিস্ময়ের সাথে প্রিন্সের দিকে তাকিয়ে আছে সে। 'আপনি একটা প্রতিভা! আপনার তুলনা আপনি নিজেই।'

'হে, হে,—বাড়িয়ে বলছ!' গদ গদ কণ্ঠে বলল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। পরমুহূর্তে গম্ভীর হলো সে। 'এখন, শোনো। ছুঁড়ী দুটোকে ফাঁদে আটকাতে হবে। বোটে যদি আমাদেরকে দেখে, কাছে ঘেঁষবে না...'

'কিছুই আপনি ভোলেন না!' জার্দার কণ্ঠে বিস্ময়।

'ও কিছু না, ও কিছু না!' লজ্জা পেয়ে দ্রুত বলল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। 'অ্যাই, কে আছ...আমার জন্যে কোল্ড...'

চারজন ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে স্কুটারে। ওদেরকে দেখেই জেটির দিকে মুখ ঘোরানো হলো বোটের। জেটির মুখে বোট থামছে, ওদিকে অপর প্রান্তে এসে থামল স্কুটারটা! যুবক এক বুল-ফাইটার সেটাকে চালিয়ে নিয়ে এসেছে। মেয়ে তিনজন নেমেই ছুটল বোটের দিকে।

একটা দড়ি ছুঁড়ে দিল রানা। দড়িটা তুলে নিয়ে একটা খুঁটির সাথে পেঁচাল ওরা, তারপর লাফ দিয়ে উঠল বোটে। দিনা এবং রুকা একটু একটু হাসছে। একটু উদ্বেগের ছায়াও লেগে আছে চেহারায়। কি খবর শুনবে রানার মুখ থেকে, ভেবে অস্থিরতা অনুভব করছে। ওদের পিছনে ইফফাত, দলছাড়া, একাকী এবং বিষণ্ণ।

'খবর?' দিনা জানতে চাইল। 'সব বলো, রানা। কি ঘটেছে?'

'দুঃখিত,' বলল রানা। 'খবর ভাল নয়।'

'কিন্তু আমাদের জন্যে ভাল,' কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে হাতের রিভলভার নেড়ে বলল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। তার সাথেই বেরিয়ে এল জার্দা, হাতের রিভলভারটা ঘোরাচ্ছে। মেয়েদের দিকে তাকিয়ে মুখ ভেঙচাল প্রিন্স। তারপর উঁকি দিয়ে তাকাল ইফফাতের দিকে। 'কী আনন্দ, তাই না, মাই ডিয়ার ইফফাত, আবার দেখা হলো আমাদের? ছুঁড়ীদের সাথে সময়টা তোমার আনন্দেই কেটেছে, আশা করি?'

'না,' ঠোঁট ফুলিয়ে সংক্ষেপে বলল ইফফাত। 'ওরা আমার সাথে কথা বলেনি।'

'আহা, ডাঁট দেখে বাঁচি নে!' মেয়েলি ভঙ্গিতে ব্যঙ্গ করল প্রিন্স। 'কাজ, জার্দা। ডেকের সবাইকে নিয়ে চলো ক্যারাভানে।' জেটির অপরপ্রান্তের দিকে তাকাল সে। 'ওই ছোকরা আবার কে?'

প্রিন্সের দৃষ্টি অনুসরণ করে স্কুটার আর ওটার ড্রাইভারকে দেখল জার্দা। 'আরে, ওই তো জোসি!' হঠাৎ ভীষণ উৎফুল্ল এবং উত্তেজিত হয়ে উঠল সে। প্রিন্সের দিকে তাকাল। 'রানা আমার···আমাদের যে টাকাটা চুরি করেছে সেটা আনতে ওকেই পাঠিয়েছিলাম।' হাত নেড়ে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'জোসি! জোসি!'

স্কুটার ছেড়ে ছুটে আসছে জোসি। জেটি থেকে লাফ দিয়ে বোটে উঠল সে। দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ চেহারা। এক মাথা কালো চুল। চোখেমুখে একটা সবজান্তার ভাব।

'দাও, টাকা দাও!' হাত পাতল জার্দা। 'পেয়েছ তো?'

'কিসের টাকা?'

'ও-হো! টাকা কিনা তা তো তোমার জানার কথা নয়। ব্রাউন রঙের পেপার পার্সেল নিয়ে আসার কথা তোমার।' নিজের ভুল বুঝতে পেরে হাসল জার্দা। 'কই সেটা? চাবিটা ঠিকমত লেগেছিল তো?'

'জানি না,' জোসিকে বোকা দেখাচ্ছে।

'মানে? জানি না মানে?'

'ঠিকমত কিসে লাগবে চাবি?' ধৈর্যের সাথে ব্যাখ্যা করল ব্যাপারটা জোসি। 'আমি শুধু জানি আরলেসের রেলওয়ে স্টেশনে কোন সেফ-ডিপোজিট নেই।'

কয়েক মুহূর্ত কারও মুখে কথা নেই। ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল জার্দা। ধীরে ধীরে ফিরল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। সবাই তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

মৃদু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিল রানা। দীর্ঘ একটা বক্তৃতা দিতে যাচ্ছে যেন, তারই প্রস্তুতি নিল। ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল, 'ভুলটা আমারই। ওটা আমার সুটকেসের চাবি।'

আবার কয়েক মুহূর্ত কারও মুখে কথা নেই। তারপর আশ্চর্য শান্তভাবে প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা বলল, 'ওটা তোমার সুটকেসের চাবি। এর চেয়ে ভাল কিছু আমিও আশা করিনি। আমার আশি হাজার ফ্র্যাঙ্ক তাহলে কোথায়, মি. রানা?'

'সত্তর হাজার। আশি হাজারের ওজন খুব বেশি। তাই দশ হাজার খরচ করে পকেটটা একটু হালকা করে নিয়েছিলাম।' দিনার দিকে তাকাল রানা। 'ওই, ওই পোশাকটা কিনতে লেগেছে...'

'কোথায় সেই সত্তর হাজার?' বজ্রকণ্ঠে হুঙ্কার ছাড়ল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। 'এক্ষুণি বলো! কোথায়?'

'সেই সত্তর হাজার? আছে। কোথায়? কোথায় বলছি। গত রাত থেকে এত কিছু ঘটেছে যে কিছুই পরিষ্কার মনে করতে পারছি না।' আপন মনে মাথা নাড়ছে রানা, আর বিড় বিড় করছে, 'কোথায়! কোথায়...'

'জার্দা!' পিলে চমকে উঠল সবার প্রিন্সের চিৎকারে। 'শালা গাণ্ডু আমাকে চেনেনি! মিস দিনা কাজানীর মাথায় তোমার রিভলভারের নলটা চেপে ধরো। তিন পর্যন্ত গুনছি আমি। এক...'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ওর মুখের চেহারা, 'এইবার মনে পড়েছে। লে-বো এর গুহায় রেখে এসেছি টাকাটা আমি। কোহেনের পাশে।'

'কোহেনের পাশে?'

'বুদ্ধু নই আমি,' ক্লান্ত ভঙ্গিতে বলল রানা। 'পুলিস ওখানে গিয়ে লাশটা খুঁজে বের করতে পারে, এ আশঙ্কা আমিও করেছিলাম। কোহেনের সাথে নয়, টাকাটা তাই কোহেনের কাছাকাছি এক জায়গায় রেখে এসেছি। পুলিস লাশটা পেলেও টাকাটা যাতে না পায়।'

দীর্ঘ ত্রিশ সেকেন্ড রানার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে। তারপর সে তাকাল জার্দার দিকে। 'পোর্ট লে বোয়াক যেতে পথেই পড়বে লে-বো, তাই না?'

'একটু ঘুরে যেতে হবে। আরও মিনিট বিশেক, তার বেশি নয়,' ইঙ্গিতে রানাকে দেখাল জার্দা। 'এখানে খালটা যথেষ্ট গভীর, স্যার। ওকে কি সঙ্গে করে নিয়ে যাবার দরকার আছে?'

'নেব। শুধু,' প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা গলার সুরে শীতল কাঠিন্য ফুটিয়ে বলল, 'সত্যি কথা বলছে কি না জানার জন্যে।'

ভ্যালি অভ হেলের মাথায় পৌঁছুতে রাত হয়ে গেল ওদের। ট্রাক চালিয়ে এসেছে জার্দা। তার একপাশে প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা, আরেক পাশে লায়রো। বাকি সবাই ক্যারাভানে।

ট্রাক থেকে নেমে মাথার উপর হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। মস্ত একটা হাই তুলে বলল, 'মেয়েদেরকে এখানে আমরা রেখে যাব। ওদের পাহারায় থাকবে নেজার। বাকি সবাই আমাদের সাথে যাবে।'

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে অবাক হলো জার্দা, জানতে চাইল, 'এত লোক দরকার হবে আমাদের?'

'সব কথা জানতে চাওয়া তোমার একটা বদ গুণ,' গাম্ভীর্যের সাথে ধমক মারল প্রিন্স। 'আমার অন্য উদ্দেশ্য আছে। নাকি আমার বিচক্ষণতার ওপর তোমার আস্থা

নেই?'

'না-না? তা নয়, তা নয়, স্যার।'

'তাহলে আর কোন কথা নয়।'

ক'মিনিট পর। গোটা দলটা গা ছমছমে বিশাল গম্বুজের মত গুহাগুলোর ভিতর দিয়ে এগোচ্ছে। ওরা মোট এগারো জন—জার্দা, গাটো, পল সুয়েনি, লায়রো, দু'জন বিজ্ঞানী, দু'জন যুবতী, দেস জার্দিন, রানা এবং প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। 'আমরা ক'জন তা ভাল করে গুনে নিয়েছ, জার্দা? দেখো, কেউ যেন হারিয়ে না যাই। এ সাংঘাতিক, বড় সাংঘাতিক গোলক ধাঁধা। জায়গাটাকে খুঁজে বের করেছ তুমি, অন্তত এই একটা ব্যাপারে তোমার প্রশংসা আমি না করে পারছি না।'

আশ্চর্য একটা হাসির শব্দ হলো। গর্বে ফুলে উঠেছে জার্দার বুক। 'জানেন, স্যার, দিনের বেলাও পুলিস এখানে ঢুকতে সাহস পায় না।'

অনেকের হাতেই টর্চ জ্বলছে। টর্চের আলো ছটফট করে ঘুরে বেড়াচ্ছে সাদা লাইমস্টোনের গায়ে। ওদের পায়ের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। ভৌতিক একটা পরিবেশ চারদিক থেকে চেপে ধরে রেখেছে সবাইকে। সবার আগে জার্দা, নেতৃত্ব দিচ্ছে সে। আত্মবিশ্বাসে টান টান হয়ে আছে তার শরীর। অবশেষে থামল সে, ধসে পড়া টুকরো পাথরের একটা স্তূপ উঠে গেছে উপর দিকে, আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছে তারা জ্বলা একফালি আকাশের গা। আবার এগোল সে। ছোটখাট একটা পাথরের স্তূপের সামনে থামল।

'এটাই সেই জায়গা,' বলল সে।

হাতের টর্চ জ্বেলে জার্দার মুখের উপর আলো ফেলল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। উজ্জ্বল আলোয় জার্দার চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে লক্ষ করে আলোটা ফিরিয়ে নিল সে। 'কোন সন্দেহ নেই তো? ঠিক জানো?'

'কোন সন্দেহ নেই। ঠিক জানি।' সামনের টুকরো পাথরের স্তূপটার উপর টর্চের আলো ফেলল জার্দা। 'অবিশ্বাস্য, তাই না? পুলিস এখানে এসে তার সন্ধান পাবার চেষ্টাই করেনি এখনও।'

স্তূপটার উপর টর্চের আলো ফেলল এবার প্রিন্স। 'তুমি বলতে চাইছ...'

'কোহেন। এখানেই তাকে আমরা কবর দিয়েছি। এই পাথরের স্তূপটাই তার কবর।'

'কোহেন এখন আর কোন ব্যাপার নয়। তার কথা ভেবে সময় নষ্ট করতে এখানে আমরা আসিনি।' প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা রানার দিকে ফিরল। 'কোথায় রেখেছ সত্তর হাজার সুইস ফ্র্যাঙ্ক?'

'কি? ও, হ্যাঁ, সত্তর হাজার সুইস ফ্র্যাঙ্ক,' হাসল রানা, যেন জোর করে ভয় তাড়াবার জন্যে হাসছে। কাঁধ ঝাঁকাল। যা অনিবার্য, তার সামনাসামনি হতেই হবে, ভঙ্গিটা এই রকম। 'পথের শেষ এটা, আমার ধারণা। টাকা নেই। সুইস ফ্র্যাঙ্ক নেই।'

'কি!' এগিয়ে এসে রানার পাঁজরে রিভলভারের নল চেপে ধরল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। 'টাকা নেই?'

'নেই বলা ঠিক নয়। আছে। কিন্তু এখানে? না। এখানে নেই। ব্যাঙ্কে? হ্যাঁ। ব্যাঙ্কে আছে বটে! আরলেসের একটা ব্যাঙ্কে। ডিম পাড়ছে।'

'তুমি আমাদের বোকা বানিয়েছ!' অবিশ্বাস ভরা গলায় জানতে চাইল জার্দা। 'তুমি আমাদেরকে এত পথ নিয়ে এসেছ...'

'হ্যাঁ।'

'আয়ু দু'ঘণ্টা বাড়াবার জন্যে তুমি...'

'যে লোককে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে তার জন্যে দু'ঘণ্টা দু'বছরের চেয়েও বেশি সময়,' হাসল রানা, দিনার দিকে তাকাল, তারপর আবার ফিরল জার্দার দিকে। 'কিন্তু, আরেক অর্থে, দু'ঘণ্টা তার জন্যে কোন সময়ই নয়!'

'তুমি দু'ঘণ্টা বেশি বেঁচে থাকার জন্যে আমাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছ?' ব্যাপারটা কোনমতেই যেন হজম করতে পারছে না জার্দা। টাকা পাওয়া যায়নি, এ যেন সে ভুলেই গেছে।

'যা খুশি ভাবতে পারো তোমরা।'

রিভলভারটা তুলল জার্দা। পা ফেলে সামনে বাড়ল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। জার্দার কব্জি ধরে হাতটা জোরের সাথে নামিয়ে দিল নিচের দিকে। নিচু গলায়, প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'কাজটা নিজ হাতে করতে চাই আমি। নিজের হাতে। তা নাহলে শান্তি পাব না।'

'স্যার।' সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে একপাশে সরে গেল জার্দা।

রানার দিকে রিভলভার তুলল প্রিন্স। সেটা নেড়ে ইঙ্গিত করল। ডান দিকে। মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করল রানা। মুখের চেহারা রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে। কাঁধ ঝাঁকাল আপন মনে। তারপর এগোল।

রানার পিছনে প্রিন্স। তার হাতের রিভলভারটা রানার মাথার পিছনে তাক করে ধরা। ডান দিকে একটা বাঁক, আরেক গুহায় যাবার পথ চলে গেছে। বাঁক নিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেল দু'জন।

দশ সেকেন্ড পর একটা গুলির শব্দ হলো। শব্দটা অসংখ্য গুহায় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে। ধাক্কা খাওয়া সেই শব্দের মিছিল থামার আগেই আরেকটা আওয়াজ। ভোঁতা, ধপাস করে ভারী কিছু মাটিতে পড়ার আওয়াজ এটা।

নৈরাশ্যের কালো ছায়া পড়েছে বিজ্ঞানীদের চেহারায়। এই গুলির আওয়াজের সাথে সাথেই নিভে গেল তাদের শেষ আশার আলো।

জার্দা আর তার তিন সঙ্গী বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গম্ভীর। গুলির পর কারও পতনের শব্দ হতেই খুশির ঝিলিক খেলে গেল তাদের চোখে। পরস্পরের দিকে তাকাল তারা সন্তুষ্ট চিত্তে।

পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে থরথর করে কাঁপছে দিনা আর রুকা। আলোর আভা লেগে মুক্তোর মত জ্বলজ্বল করছে তাদের চোখের পানি।

টিক টিক ঘড়ির কাঁটা এগোচ্ছে। কেউ নড়ছে না। কোথাও কোন শব্দ নেই। অপেক্ষা করছে সবাই।

ডানদিকের বাঁকে দেখা গেল একটা রিভলভার ধরা হাত। টর্চের আলো লেগে চকচক করছে নীলচে রিভলভারটা।

'কেউ নড়বে না!'

জলদ গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠল একসাথে সবাই। মাসুদ রানা!

বিস্ময় এবং অবিশ্বাসে এক সেকেন্ড পাথর হয়ে থাকল, তারপরই আদেশ আগ্রাহ্য করে নড়ে উঠল গাটো আর পল সুয়েনি। সেই মুহূর্তেই পর পর দুটো গুলির শব্দ এবং দুটো আর্ত চিৎকার শোনা গেল। দুটো রিভলভার ছিটকে পড়ল সাদা লাইমস্টোনের মেঝেতে। অসহ্য যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেছে ওদের মুখের চেহারা, কিন্তু চেহারা থেকে বিস্ময় আর অবিশ্বাসের ছাপ এখনও মিলিয়ে যায়নি। পল সুয়েনি দ্বিতীয়বার গুলি খেয়েছে তার কাঁধে। সেজন্যে কোন দুঃখবোধ করছে না রানা। এখন ও জানতে পেরেছে, কাউন্টেস নিনার পিঠের চামড়া তুলে নিয়েছিল এই ভণ্ড ধর্মযাজকই।

'এর পর গুলি চালাব সোজা হৃৎপিণ্ড বরাবর। মাথার ওপর হাত তুলে চারজন একপাশে সরে যাও,' জিপসীদের দিকে রিভলভার ধরে আছে রানা। 'তারপর পিছন ফেরো।'

চারজনই ইতস্তত করছে দেখে জার্দার বুক বরাবর লক্ষ্য স্থির করছে রানা। কিন্তু গুলি করার দরকার হলো না, মাথার উপর হাত তুলে এক লাইনে এগোল ওরা।

'থামো। ঘোরো।'

থামল ওরা। ঘুরল।

'জার্দিন, তোমার পকেটে কর্ড আছে। একজন একজন করে বাঁধো প্রত্যেককে।'

হতবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল দেস জার্দিন। রানার মুখে নিজের নাম শুনে চমক ভাঙল তার। প্রতিবাদের ভঙ্গিতে কিছু বলতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু রানা তাকে বাধা দিল।

'পকেটে হাত ঢোকাও। পাবে।'

পকেটে হাত ভরে চিকন নাইলনের কয়েকটা টুকরো বের করে আনল জার্দিন। চোখে অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টি। কিভাবে কখন এগুলো তার পকেটে এল কিছুই সে জানে না।

ধমকের সুরে কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু প্রৌঢ় বিজ্ঞানী দু'জনকে হঠাৎ নড়ে উঠতে দেখে থেমে গেল ও। কাঁপছে তারা। ক্লান্ত শরীরে বল নেই। কিন্তু চোখে মুখে অদ্ভুত একটা চাঞ্চল্য, আশ্চর্য এক উত্তেজনার ছাপ। ব্যগ্র, ব্যস্ত সমস্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে এল তারা। ঘিরে ধরল দু'পাশ থেকে জার্দিনকে। তার হাত থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিল কয়েকটা কর্ড। সেগুলো নিয়ে জিপসীদের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল দু'জন। পিছ মোড়া করে তাদের হাত বাঁধছে।

হুঁশ ফিরে পেয়ে ছুটে গেল জার্দিনও। তাকে অনুসরণ করল দিনা এবং রুকা।

চারজনকে বেঁধে ফেলা হতেই হাতের রিভলভারটা পকেটে ভরল রানা। দিনা

ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর বুকে। বিজ্ঞানী দু'জনও এগিয়ে আসছে। কাঁপা গলায় কথা বলছে দু'জন একসাথে। জড়িয়ে যাচ্ছে তাদের কথা। ভাবাবেগে কাঁপছে। রানার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না। দুই জোড়া চোখেই পানি।

হঠাৎ একটা আওয়াজ। থপ্, থপ্ ভারী পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে উল্টো দিক থেকে। দ্রুত।

চমকে উঠল বিজ্ঞানীরা। ছ্যাঁত্ করে উঠল দিনার বুক। রানাকে ছেড়ে দিয়ে সরে গেল সে, সভয়ে তাকাল পিছন দিকে।

ঝট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল চারজন জিপসী। কি এক আশায়, কি এক অধীর উত্তেজনায় উন্মুখ হয়ে উঠেছে তারা।

পায়ের আওয়াজ কাছে এগিয়ে আসছে। টর্চের আলোয় হঠাৎ দেখা গেল বিশালদেহী প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগাকে। থমকে দাঁড়াল গুহামুখে। 'একচুল নড়বে না কেউ!' বাঘের মত হুঙ্কার ছাড়ল সে। হেলে দুলে, রাজকীয় ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে। হাতে উদ্যত রিভলভার।

চারজন জিপসী ঘুরে দাঁড়াল। রানার হাতে রিভলভার নেই, ইতিমধ্যে লক্ষ্য করতে ভুল হয়নি তাদের। চারজনই হাসছে। এগোচ্ছে প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগার দিকে।

'স্যার…' সকলের চেয়ে এক পা এগিয়ে গেল জার্দা।

'খামোশ!' কামানের গোলা বিস্ফোরণের আওয়াজ বেরিয়ে এল প্রিন্স মোর্সে-লিন দ্য মুরগার মুখ থেকে। শব্দের ধাক্কা খেয়ে কেঁপে উঠল জার্দা, সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল। সবাই স্থির হয়ে গেছে। এগিয়ে আসছে প্রিন্স। জার্দার সামনে দাঁড়াল। 'কি লুকিয়ে রেখেছ হাতে তোমরা? তোমাদের সবার হাত পিছনে কেন? ঘোরো, ঘোরো—দেখাও আমাকে!'

'রানা আমাদেরকে বেঁধে…'

চটাস্ করে বাঁ হাত দিয়ে প্রচণ্ড একটা চড় মারল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা জার্দার গালে। আধ শুকনো ক্ষতের চামড়া ফেটে রক্ত বেরিয়ে এল সাথে সাথে।

'নর্দমার কীট!' দাঁতে দাঁত ঘষে চেঁচিয়ে উঠল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। 'তোমরা আমার লোক একথা স্বীকার করতে আমি লজ্জায় মরে যাই! সাধারণ এক বখাটে ছোকরা, তার সাথে তোমরা চার চারটে ষাঁড় পারো না! ঘুরে দাঁড়াও, বানচোত!'

নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়াল জার্দা এবং বাকি তিনজন। চড় এবং অপমান নির্বিকার চিত্তে হজম করেছে জার্দা। প্রিন্সের প্রতি রাগ বা ঘৃণা নয়, কৃতজ্ঞতায় ছেয়ে গেছে মন। ঠিক সময় মত এসে যদি ওদেরকে রক্ষা না করত…।

জার্দার হাতের বাঁধন পরীক্ষা করে হুঙ্কার ছাড়ল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা। 'কে সে? এমন শক্তভাবে কে বেঁধেছে জার্দার হাত!' রাগে কাঁপছে প্রিন্স। জার্দার পাশে দাঁড়ানো পল সুয়েনি, তারপর একে একে গাটো এবং লায়রোর হাতের বাঁধনও পরীক্ষা করল সে। 'কার এত দুঃসাহস? এমন কঠিনভাবে কে বেঁধেছে? এমন বাঁধন, যা আমি বলতে পারি না—কোন্ শালা গাণ্ডুর কাজ?' হঠাৎ রানার

দিকে চোখ পড়ল তার। 'বুঝেছি! ওই শালা বখাটের কাজ এসব! তবে রে…!'

ভয়ানক হিংস্র হয়ে উঠল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগার মুখের চেহারা। বিশাল দেহ নিয়ে এগোচ্ছে সে রানার দিকে। রাগে, অন্ধ আক্রোশে হাঁপাচ্ছে। 'শালা গাণ্ডু! আজ তোকে আমি কাঁচা চিবিয়ে খাব…'

'যথেষ্ট হয়েছে। এবার বাঁদরামি বন্ধ করো, কাফা।' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা।

চোখের পলকে বদলে গেল প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগার চেহারা। লাফ দিয়ে পড়ল সে। পড়ল রানার পায়ের উপর। 'মাফ করে দাও, ওস্তাদ! শেষটায় একটু রসিকতা করার চেষ্টা করছিলাম, দোস্ত! অপরাধ হয়ে থাকলে নাহয় কষে পাছায় দুটো লাথি মেরে…'

'প্যাডে লাথি মেরে লাভ কি?' বলল রানা। 'ওঠো, পায়ে সুড়সুড়ি লাগছে আমার।'

হতভম্ব দর্শকদের দিকে পিছন ফিরে উঠে দাঁড়াল হুসাইন কাফা। কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে রানার সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, 'যদি অনুমতি দিতে, পাশের গুহাটা থেকে একবার ঘুরে আসতাম, ওস্তাদ। তোমার আদেশ মানতে গিয়ে এত বেশি কোল্ড ড্রিঙ্ক গিলতে হয়েছে, তলপেট ফেটে যাবার…'

দশ

লে-বোর প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের নিচে হলুদ চাঁদের আলোয় ঘুমাচ্ছে হোটেল বোমেনিয়ার। এইমাত্র শাওয়ার সেরে কাপড় বদলে বারান্দায় এসেছে রানা। একটা চেয়ারে বসে চুমুক দিচ্ছে হুইস্কির গ্লাসে। বাঁ হাতের আঙুলের ফাঁকে জ্বলছে একটা চুরুট। নিজের কামরা থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এল দিনা। সেন্টের মিষ্টি গন্ধে ভারী হয়ে উঠল বাতাস। রানার পাশের চেয়ারটায় বসল সে।

'মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা, রানা! এর মধ্যে কত কিই না ঘটল! এখনও আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে…'

'সে যাই হোক,' বলল রানা। 'তোমার অন্তত কোন ক্ষতি হয়নি। সবচেয়ে বড় লাভ, একটা মনের মানুষ পেয়ে গেছ…'

'চুপ করো তো!' রানার একটা হাত তুলে নিল দিনা কোলের ওপর। 'ওই মেয়েটা কেমন আছে?'

'নিনা? আরলেস মেডিকেল কলেজে। ওর বাবা কাউন্ট দিমেলেরও চিকিৎসা হচ্ছে ওখানে। নিনার মা মেয়ে এবং স্বামীর কাছে আছেন। মি. তানজেভেক এবং মি. জেটারলিং এই মুহূর্তে ডিনার খাচ্ছেন। সাথে ওঁদের স্ত্রীরাও আছেন। আর দেস জার্দিন, এতক্ষণে সে তার লে গ্রাউ দু রোইর বাড়িতে পৌঁছে গেছে, আশা করি।'

'এমন অবিশ্বাস্য ঘটনা জীবনে কখনও শুনিনি,' বলল দিনা।

ভাল করে দিনার দিকে তাকাল রানা। বুঝল, ওর কথা এতক্ষণ মন দিয়ে

শোনেনি সে। কি যেন ভাবছে আপন মনে।

'ও...ও তোমার বন্ধু?'

'কে? কাফা? নাবাতিয়া এয়ার ফাইটার স্টেশনে পরিচয়। তখন লেবানন এয়ার ফোর্সের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চে ছিল। এখন লেবানন কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সে আছে। বন্ধু?...হ্যাঁ, বন্ধুই বলতে পারো। নতুন দায়িত্ব নিয়ে কালই চলে যাচ্ছে ও, আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেছে এরই মধ্যে। ওর প্রশংসা করে লম্বা এক সার্টিফিকেট লিখে পাঠাব লেবানন কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চীফের কাছে।'

'কিন্তু তুমি কে? এর মধ্যে তুমি কিভাবে জড়ালে?'

'সে অনেক কথা,' চুরুটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল রানা।

'জানতে ইচ্ছে করে। সত্যি তুমি কে, রানা?'

'মাসুদ রানা। দক্ষিণ এশিয়ার একটা ছোট্ট দেশের নাগরিক। মাছে-ভাতে বাঙালী। একটা ইনভেস্টিগেশন ফার্ম আছে আমার। রানা এজেন্সী। পরিচয় সম্পর্কে এর বেশি কিছু জানতে চেয়ো না।'

'রানা এজেন্সী? তার সাথে লেবানন কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের কি সম্পর্ক? জিপসীরা রাশিয়া থেকে বিজ্ঞানীদের বের করে ইসরায়েলে পাঠাতে চাইছে এ খবর তুমি কোত্থেকে পেলে? সব কথা খুলে বলবে, রানা?' কৌতূহলে ঝুঁকে পড়ল দিনা রানার দিকে। 'তোমাদের এই মিশনের নেতাই বা কে? এর আগে জেনেছি হুসাইন কাফা প্রিন্সের ছদ্মবেশে গত বছরও জিপসীদের সাথে তীর্থযাত্রায় এসেছিল। এরই বা কি মানে! জিপসীদের ওপর তাহলে অনেক আগে থেকেই নজর রাখা হচ্ছিল?'

'ওরে বাপরে! এক সঙ্গে এত প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে?' হাসল রানা। 'সংক্ষেপে যতটুক সম্ভব বলছি, শোনো।'

নড়েচড়ে বসল দিনা।

'বেশ ক'বছর সন্দেহ করা হচ্ছিল জিপসীদের একটা দল রাশিয়া থেকে কিছু স্মাগল করে ইসরায়েলে পাঠাচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যের সব ক'টা আরব রাষ্ট্র ব্যাপারটা কি জানার জন্যে চেষ্টা করছিল, কিন্তু কিছুই জানতে পারেনি তারা। গত বছর এই উদ্দেশ্যেই লেবানন থেকে পাঠানো হয় কাফাকে। কিন্তু কাফার মিশন ব্যর্থ হয়। মিশনটা ব্যর্থ হলেও এইটুকু জানা যায় যে গত বছর ইসরায়েল দু'জন বিজ্ঞানী পেয়েছে। বুঝতে অসুবিধে হয়নি, বিজ্ঞানীদের রাশিয়া থেকে বের করে এনে ইসরায়েলে ঢোকানো হয়েছে। কাজটা যে জিপসীদের তা অনুমান করা গেলেও তাদের বিরুদ্ধে কোন তথ্য প্রমাণ যোগাড় করতে পারেনি কাফা।' চুরুটে টান দিল রানা। 'এসব কিন্তু কিছুই আমি জানতাম না। আমার জানার কথাও নয়।'

'তাহলে তুমি জড়ালে কিভাবে?'

'রানা এজেন্সীর প্যারিস শাখা তাদের কোন এক দায়িত্ব পালন করার সময় হার্বার্ট জেরোফ নামে এক প্রতিভাবান বদমাশকে বেকায়দা অবস্থায় ধরে ফেলে। তার কাছে কিছু মূল্যবান কাগজপত্র পাওয়া যায়। কাগজপত্রগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করে পরিষ্কার কিছু বুঝিনি। শুধু এটুকু বুঝতে পেরেছিলাম, ইসরায়েল কিছু আণবিক মারণাস্ত্র তৈরি করতে যাচ্ছে এবং তৈরি করা মারণাস্ত্র যাতে লক্ষ্যভেদ করতে পারে

তার নিখুঁত ব্যবস্থা সম্পন্ন করতে উঠেপড়ে লেগেছে। এর জন্যে পাঁচজন বিজ্ঞানী দরকার তার, দু'জনকে ইতিমধ্যে পেয়েছে, এবং বাকি তিনজনকে পাবার জন্যে চেষ্টা করছে।' '

'তারপর?'

'হার্বার্ট জেরোফকে ইন্টারোগেশন করেও লাভ হয়নি, একটা কথাও বের করা যায়নি তার পেট থেকে। তাড়াহুড়ো করে কাগজপত্রে পাওয়া তথ্যগুলো আমি প্যালেস্টাইনী গেরিলা বাহিনীর চীফ অপারেশন্যাল ডিরেক্টর জেনারেল আরাবীকে জানিয়ে দিই।'

'জেনারেল আরাবীর সাথে পরিচয় আছে তোমার?' সবিস্ময়ে জানতে চাইল দিনা।

'আমার বসের বন্ধু। আমাকে বিশেষ স্নেহ করেন।'

'তোমার বস্? রানা এজেন্সীর কর্তা তো তুমি নিজেই, তাই না? তোমার আবার বস্ কে!'

'বসেরও বস্ থাকে, দিনা···কিন্তু, অনেক বেশি কথা বলিয়ে নিচ্ছ তুমি আমাকে দিয়ে,' মুচকি হেসে বলল রানা। 'যাই হোক, এরপর কি ঘটল, শোনো। জেনারেল আরাবী তথ্যগুলো পেয়ে আঁতকে উঠলেন এবং ইসরায়েলীদের এই উচ্চাভিলাষ ব্যর্থ করে দেবার জন্যে আমার ঘাড়ে দায়িত্ব চাপালেন। তিনি জানতেন, তাঁর অনুরোধ আমি ফেলতে পারব না। কেননা, ব্যাপারটার সাথে গোটা আরব বিশ্বের স্বার্থ জড়িত। যাই হোক, আমার বসের নীরব ইঙ্গিত পেয়ে দায়িত্বটা কাঁধে নিলাম আমি। এবং কিভাবে কি করব তা অনেক চিন্তাভাবনা করে ঠিক করলাম। সহকারী হিসেবে সাথে নিলাম লেবানন কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের হুসাইন কাফাকে। জার্দাকে তুলে দিলাম আইনের হাতে। বুঝেছ এবার? আর কোন প্রশ্ন?'

'মোটামুটি বুঝলাম,' বলল দিনা। 'আচ্ছা, বিজ্ঞানীদের কি হবে এখন?'

'ওরা এখন স্বাধীন, যেখানে ওদের খুশি সেখানে যেতে পারবে।'

'আরেকটা প্রশ্ন। ইহুদি জুটি, কারা ওরা? হঠাৎ ওরা গেলই বা কোথায়?'

'ইসরায়েলের তরফ থেকে পাঠানো হয়েছিল ওদের, আড়াল থেকে গোটা ব্যাপারটার ওপর নজর রাখার জন্যে।'

'কিন্তু অত নাটকের কি সত্যিই প্রয়োজন ছিল? গুহায়···'

'ছিল। প্রমাণের জন্যে। কোহেনের কবরের কাছে নিয়ে গেছে জার্দা আমাদের। সবার সামনে স্বীকার করেছে খুনের কথা।'

'আশ্চর্য!' বলল দিনা। 'এখনও আমি সবটা বিশ্বাস করতে পারছি না। আমাদেরকে বলা হয়েছিল···'

'তোমাদেরকে?'

'রুকা আর আমাকে। তুমি তো জানো, আমরা সিরিয়ান ইন্টেলিজেন্সের এজেন্ট। আমাদেরকে পাঠানোই হয়েছে তোমাদের ওপর নজর রাখার জন্যে। বলে দেয়া হয়েছে, তোমাদের দু'জনের মধ্যে একজনকে সন্দেহ করা হয়···'

'দুঃখিত। আমার অনুরোধেই তোমাদেরকে কথাগুলো বলা হয়। না হলে অভিনয়টা জমত না। কাফা এবং আমি, দু'জন দুই জাতের লোক, এটা দেখাবার দরকার ছিল। অবশ্য যোগাযোগ ছিল আমাদের মধ্যে—'

'যোগাযোগ ছিল? তার মানে? কিভাবে...?'

মুচকি হাসল রানা। 'তোমরা তোমাদের বসের সাথে টেলিফোনে কথা বলতে। কে কি বলছ সব আমরা জানতে পারতাম। এভাবে কাফা কি ভাবছে, কি করতে যাচ্ছে তা আমার এবং আমি কি ভাবছি, কি করতে যাচ্ছি তা কাফার জানা হয়ে যেত।'

'গোটা ব্যাপারটা তাহলে সাজানো!' দিনা গম্ভীর।

'দুঃখিত। এছাড়া, এ ভাবে ছাড়া কোন উপায় ছিল না।'

'বলতে চাইছ...'

'হ্যাঁ।'

'আমার শরীরের কোথাও একটা জন্ম দাগ আছে, গোলাপ ফুলের মত দেখতে...'

'আবার দুঃখ প্রকাশ করছি;' হাসি চেপে বলল রানা। 'কিন্তু সেই সাথে স্বীকার করছি, এমন নিখুঁত ডোসিয়ার এর আগে দেখিনি আমি। তোমার প্রতিষ্ঠান সত্যি প্রশংসা পাবার যোগ্য। তোমার সম্পর্কে সব খবরই জানে।'

'বদমাশ! শয়তান! তোমাকে আমি ঘৃণা করি! তোমাকে আমি...'

'হ্যাঁ। সব জানি। কিন্তু, এতে রাগের কি আছে? যাকে বিয়ে করব তার সম্পর্কে...'

'মিনসে বলে কি!' খিলখিল করে হেসে ফেলল দিনা। রানার একটা হাত ধরে টানতে শুরু করল সে। 'আজ হোক, কাল হোক, চলে তো যাবেই। এসো। চাঁদ দেখি। ওকে সাক্ষী রেখে হৃদয়ের কিছু গোপন কথা জানাই তোমাকে।'

হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল রানা। হাত ধরাধরি করে বারান্দা ধরে খানিকটা এগিয়ে রেলিংয়ের সামনে দাঁড়াল পাশাপাশি। তাকাল নিচের দিকে। ওদের ঠিক নিচেই রয়েছে প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা ওরফে হুসাইন কাফা, রুকা এবং ইফফাত। টেবিলটায় তিল ধারণের জায়গা নেই। তবে, মুখরোচক রাজ্যের খাবার সামনে থাকলেও সেদিকে খেয়াল দেবার ফুরসত নেই কাফার। দুই মেয়ের মাঝখানে বসে দু'জনের দুই কাঁধে হাত তুলে দিয়েছে সে। নিচু গলায় একবার এর কানে, একবার ওর কানে কিছু বলছে। বিশ গজ দূর থেকে পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে তা।

আঁতকে উঠল দিনা। 'কে ও, রানা? রুকা আর ওই মেয়েটার সাথে কে ওই লোক?'

মুচকি হাসল রানা। 'কেন, চিনতে পারছ না?'

'এই লোক প্রিন্স মোর্সেলিন দ্য মুরগা, মানে হুসাইন কাফা? যাহ্!'

'যাহ্ নয়। সত্যি তাই।'

'কি আশ্চর্য!' দিনা বিস্ময়ে হতভম্ব। 'দু'ঘন্টার মধ্যে অমন প্রকাণ্ড শরীরের

লোকটা শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গেল কিভাবে?'

'ছদ্মবেশের প্রয়োজনে প্যাড ব্যবহার করতে হয়েছিল ওকে। প্রয়োজন ফুরিয়েছে, তাই বোঝাগুলো খসিয়ে ফেলেছে পোশাকের ভিতর থেকে।'

'মাই গড!' কাফা ইফফাতকে চুমো খাচ্ছে দেখে আরেকবার চমকে উঠল দিনা। 'কি নির্লজ্জ, সৃষ্টিছাড়া লোক রে বাবা! চুটিয়ে প্রেম করলি রুকার সাথে, আর তারই সামনে কিনা চুমো খাচ্ছিস তোর কর্মচারীকে! ছি, ছি! রুকা দেখছি লোক চিনতে ভুল করেছে?'

'সত্যি মস্ত একটা ভুল হয়ে গেছে রুকার,' সহানুভূতির সুরে বলল রানা। 'ও বেচারী তো আর জানত না যে কাফা বিবাহিত।'

'কি! কি বললে!'

'ইফফাত। ওর স্ত্রী। একই প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে।'

'গুড গড!'

'তোমার জন্যে আরও একটা চমক আছে।'

রানার দিকে তাকিয়ে থাকল দিনা। 'কি চমক?'

'নিচে যারা রয়েছে তাদের মধ্যে একজন তোমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।'

'ঘনিষ্ঠ আত্মীয়? কে? কার কথা বলছ?'

'ইফফাত।'

নিচে তাকাল দিনা। 'ইফফাত?' হেসে উঠল দিনা। 'ঠাট্টা করার জায়গা পাওনি! আমার আত্মীয় হওয়া তো দূরের কথা, এর আগে জীবনে কখনও ওকে আমি দেখিইনি।'

'জানি।'

'জানি মানে?'

'ইফফাতকে কখনও দেখোনি, একথা সত্যি। কিন্তু এও সত্যি, যে ও তোমার বোন। আপন চাচাতো বোন।'

'কি বলছ...দূর...'

'বৈরুতে সৈয়দ ওমর বিন কাজানী নামে এক ধনী লোক, ডেলী সান পত্রিকার মালিক...'

'হ্যাঁ। আমার চাচা। কিন্তু কখনও দেখিনি চাচাকে...'

'সেই সৈয়দ ওমর বিন কাজানীর মেয়ে ইফফাত কাজানী...'

রানার একটা হাত চেপে ধরল দিনা। 'রানা! মনে পড়ছে চাচার একটা মেয়ে আছে বটে...সত্যি? তুমি ঠিক জানো? ইফফাত আমার চাচাতো বোন...?'

দিনার কথা চাপা পড়ে গেল। নিচে থেকে প্রিন্স ওরফে কাফার চিৎকার ভেসে আসছে।

নিজের বুকে আঙুল ঠুকছে কাফা। 'আমার এখানে ভালবাসার কোন অভাব নেই, রুকা, মাই ডিয়ার। একবার যখন বুক দেখিয়েছি, জীবনে কখনও পিঠ দেখাব না। বিলিভ মি, তোমাকে আমার ভাল লেগেছে। বিশেষ করে তুমি যখন দাবি করছ মোঘলাই পরোটা তৈরি করার ব্যাপারে গোটা মধ্যপ্রাচ্যে তোমার জুড়ি নেই। তা,

মাই ডিয়ার গার্ল, আর কি কি খাবারে তুমি স্পেশালিস্ট? বটি কাবাব?'

'হ্যাঁ।'

'মুরগীর রোস্ট?'

'হ্যাঁ।'

'কোর্মা-পোলাও?'

'লাহোরে থাকতে শিখেছিলাম।'

'টমেটোর সালাদ?'

'আমার প্রিয়।'

'কথা দিচ্ছি, আল্লার কসম, ইফফাত যেদিন মারা যাবে সেদিনই তোমাকে আমি বিয়ে করে ফেলব।'

খিলখিল করে হাসছে রুকা আর ইফফাত।

হঠাৎ কাফার চোখ পড়ল উপরের বারান্দায়। রানাকে দেখেই গর্জে উঠল সে, 'ওস্তাদ নাকি? ওখানে দাঁড়িয়ে রাতটাকে বরবাদ করা হচ্ছে কেন? আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম তৃতীয় কেউ তোমার সাথে নেই যখন, নিশ্চয়ই তুমি আমার রাঙা শালীকে নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছ...'

'দেখো দুলাভাই, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।' দিনা সত্যি সত্যি রাঙা হয়ে উঠেছে।

'শালা গাণ্ডু!' হুঙ্কার ছাড়ল রানা।

***

মাসুদ রানা

জিপসি

[দুইখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

প্রোভেন্সের দিকে চলেছে জিপসিদের ক্যারাভান—
তীর্থযাত্রায়। প্রতি বছরই যায়।
কিন্তু সাদা ও সবুজ রঙ করা ক্যারাভানে কী আছে?
ওটার কাছে পিঠে গেলেই কেন তেড়ে আসে
জার্দার লোকজন?
কেন প্রাণ নিয়ে পালাতে হচ্ছে রানাকে লে বোর
প্রাচীন ধ্বংসস্তূপে?
কেন ছুরি হাতে তাড়া করছে
ওকে তিন জিপসি—
মুরেল, এনকো, গাটো?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০